বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের নতুন সিলেবাস অনুযায়ী
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে লিখিত

কাশফুর রাজী
ফী হল্লে

(আরবি-বাংলা)

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ
এম.এম. (ফার্স্ট ক্লাস); বি.এ. (স্ট্যান্ড)
প্রধান আরবী প্রভাষক হায়দারাবাদ মাদ্‌রাসা
গাজীপুর, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম
কামিল (হাদীস, বোর্ডস্ট্যান্ড)
মাদ্‌রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক
এম.এম.

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.

প রি বে শ না য়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নথব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য [MRP]
মূল্য : ১৪০.০০ টাকা মাত্র
[বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত]

প্রচ্ছদ

কালার ক্রিয়েশন
১৩১, ডি,আই,টি এক্সটেনশন রোড
ফোন : ৮৩১৬৫৮৬

মুদ্রণে

ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সিরাজী গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও পরিচিতি : সিরাজী কিতাবের প্রণেতার নাম মুহাম্মদ ; উপাধি ইমাম সিরাজুদ্দীন। পিতার নাম আব্দুর রশীদ। যাফরুল মুহাস্‌সিলীন গ্রন্থকারের মতে, তাঁর পিতার নামও মুহাম্মদ এবং দাদার নাম আব্দুর রাশীদ। তিনি সাজাওয়ান্দ নামক শহরের অধিবাসী হিসেবে তাঁকে 'সাজাওয়ান্দী' এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসেবে 'হানাফী' বলা হয়।

বিহারে আজম নামক গ্রন্থে 'সাজাওয়ান্দ' সম্বন্ধে তিনটি মতামত বর্ণিত রয়েছে। যেমন— (১) 'সাজাওয়ান্দ' আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম। (২) 'সাজাওয়ান্দ' খোরাসান শহরের একটি স্থানের নাম। (৩) 'সাজাওয়ান্দ' শব্দটি ফারসি 'সাগাওয়ান্দ' হতে পরিবর্তিত আরবিরূপ, যা সিজিস্তান প্রদেশের একটি পাহাড়ের নাম। ফারসিতে 'সাগ' অর্থ– কুকুর। বর্ণিত আছে যে, উক্ত পাহাড়ে অধিক সংখ্যক কুকুর বসবাস করত, তাই সে পাহাড়ের নাম 'সাগাওয়ান্দ' হিসেবে আখ্যায়িত হয়। আর তাকেই আরবিতে 'সাজাওয়ান্দ' রূপে উচ্চারণ করা হয়েছে, যেহেতু আরবি অক্ষরে 'গাফ'-এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

জন্ম ও জ্ঞানার্জন : সিরাজী প্রণেতার সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নীরবতা পালন করেছেন। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি হিজরি সনের তৃতীয় শতাব্দীর শেষ অংশের কোনো এক শুভক্ষণে পৃথিবীতে আগমন করেন। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় আলিমদের নিকট থেকে অর্জন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল্লামা হামীদুদ্দীন মুহাম্মদ।

আল্লামা সিরাজী এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান প্রতিভা তাঁকে সে যুগের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষভাবে ইলমে ফারায়েযে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে অমর করে রেখেছে।

কর্মজীবন : সিরাজী গ্রন্থকার আল্লামা সাজাওয়ান্দী (র.)-এর জীবনেতিহাস ও কর্মজীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি, তবে বিভিন্ন গ্রন্থাবলি অধ্যয়নের মাধ্যমে একথা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন অত্যন্ত খোদাভীরু জ্ঞানের সাধক ছিলেন। তিনি তাঁর মূল্যবান জীবন জ্ঞান সাধনায় অতিবাহিত করেন। জ্ঞানের প্রসার ও বিস্তারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।

রচনাবলি : আল্লামা ইমাম সিরাজুদ্দীন মুহাম্মদ সাজাওয়ান্দী (র.)-এর রচনাকৃত গ্রন্থাবলির মধ্যে ফারায়েযের উপর লিখিত 'সিরাজী' সব চেয়ে গ্রহণীয় গ্রন্থ। এ ছাড়াও তিনি বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি রচনা করেছেন।

ইন্তেকাল : কাশফুয্ যুনূন নামক বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থে তাঁর ইন্তেকালের তারিখ লেখার স্থান খালি রাখা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কাশফুয্ যুনূনের গ্রন্থকার তাঁর ইন্তেকালের সঠিক তারিখ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তবে উক্ত কাশফুয্ যুনূন গ্রন্থে 'সিরাজী' কিতাবের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ প্রণেতাগণের ধারাবাহিক আলোচনায় তার একটি ব্যাখ্যা-গ্রন্থ আবুল হাসান হায়দার ইবনে ওমর সান'আনী কর্তৃক লিখিত হয়েছে বলে জানা যায়, যাঁর ইন্তেকাল ৩৫৮ হিজরি সনে হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় যে, 'সিরাজী' গ্রন্থের রচনা ৩৫৮ হিজরির পূর্বে হয়েছে। অতএব সাজাওয়ান্দী (র.)-কে সপ্তম শতকের হানাফী গ্রন্থকারগণের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যেমন উক্ত কিতাবের উর্দূ ব্যাখ্যা-গ্রন্থ জামালীর ভূমিকায় ধারণা দেওয়া হয়েছে– তা সঠিক ও তথ্য নির্ভর নয়।

'সিরাজী' গ্রন্থ পরিচিতি

কাশফুয্ যুনূন গ্রন্থের লেখক শায়খ মুস্তফা আফেন্দী (র.)-এর মতে, হিজরি সনের একাদশ শতকের প্রথম দিকে সিরাজী গ্রন্থখানির চল্লিশের অধিক ব্যাখ্যা-গ্রন্থ, হাশিয়া বা পদটীকাসহ রচিত হয়েছে। পরবর্তী যুগেও এর বহুসংখ্যক আরবি, ফারসি, উর্দূ ও ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আর এ সকল ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লেখকদের অনেকেই স্বীয় যুগের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এবং সুনামধন্য গ্রন্থকার ছিলেন। যা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সিরাজী কিতাবখানির বহুল জনপ্রিয়তা ও গ্রহণীয়তা প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সিরাজী গ্রন্থখানি সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় বহুল জনপ্রিয় ও গ্রহণীয় একখানি ফারায়েয বা মিরাস বণ্টন বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ। আমাদের দেশেও কিতাবখানি সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকার মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়ই আবশ্যিক পাঠ্যসূচি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নিম্নে 'সিরাজী' কিতাবের কয়েকটি ব্যাখ্যা-গ্রন্থের নাম বর্ণনা করা হলো—

ব্যাখ্যা-গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	ইন্তেকালের সন
১. শরীফীয়া শরহে সিরাজীয়া	সাইয়েদ শরীফ আলী ইবনে মুহাম্মাদ	৮১৬ হিজরি
২. শরহে সিরাজীয়া	শায়খ মজদুদ্দীন হাসান ইবনে আহমাদ	৬৫৮ হিজরি
৩. ইরশাদুর রাযী শরহে ফারায়েযে সিরাজী	শামসুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমাদ	৯৫০ হিজরি
৪. হাশিয়ায়ে সিরাজীয়া	শায়খ মুস্তফা	৮৫৮ হিজরি
৫. আল-মাওয়াহিবুল মাক্কিয়া ফী শরহে ফারায়েযে সিরাজীয়া	শায়খ রাবুহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ	৭৬৪ হিজরি

যে চারজন সুবিখ্যাত আলিম 'সিরাজী' কিতাবকে কাব্যাকারে রচনা করেছেন তাঁরা হলেন—

১. মাহমূদ ইবনে আবদুল্লাহ বদরুদ্দীন গুলিস্তানী	মৃত্যু ৮০১ হিজরি
২. ইবনে হাবীব হালবী	মৃত্যু ৮০৮ হিজরি
৩. ফখরুদ্দীন আহমাদ ইবনে আলী	মৃত্যু ৭৫৫ হিজরি
৪. আবূ আবদুল্লাহ তাজুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে আলী সাঞ্জারী	মৃত্যু ৭৯৯ হিজরি

ইলমূল ফারায়েয সম্পর্কে কুরআন হাদীসের প্রামাণ্য দলিল

১. ইলমুল ফারায়েয সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ : পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসার তিনটি আয়াত ইলমুল ফারায়েযের উৎস দলিল। নিম্নে আয়াতত্রয় উল্লেখ করা হলো–

١. يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (ج) وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ . فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ . فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ . اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا . فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا .

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। অতএব, যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দু'কন্যার বেশি হয়, তাহলে তাদের জন্য মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ থাকবে। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে তার জন্য অর্ধেক। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তবে তার পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা মাতা যদি ওয়ারিশ হয়, তাহলে মাতার জন্য তিনভাগের একভাগ। আর যদি মৃতের কয়েকজন ভাইবোন থাকে, তাহলে মাতার জন্য ছ'ভাগের একভাগ। মৃতের অসিয়ত পূর্ণ করা ও তার ঋণ পরিশোধ করার পর এসব অংশ দিতে হবে। তোমরা অবগত নয় যে, তোমাদের পিতামাতা ও সন্তানাদির মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের অধিক নিকটবর্তী। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। (সূরা নিসা–১১)

٢. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ . فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ . وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ . فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ . فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ . وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ .

অর্থাৎ, আর তোমাদের স্ত্রীরা যা রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমাদের, যদি তারা নিঃসন্তান থাকে। কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের চার ভাগের একভাগ। তাদের অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর এ অংশ পাবে। আর যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে তাহলে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পদের চার ভাগের একভাগ তোমাদের স্ত্রীরা পাবে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীরা পাবে। তোমাদের অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর তারা এ অংশ পাবে। সে পুরুষ বা মেয়েলোক (যার মীরাস ভাগ করা হচ্ছে) যদি নিঃসন্তান হয় (এবং তাদের পিতামাতাও না থাকে) কিন্তু যদি তাদের এক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাইবোন যদি একের বেশি থাকে, তাহলে মৃতের অসিয়ত পূর্ণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর তারা সকলে তিন ভাগের এক ভাগের অংশীদার হবে। তবে এ শর্ত থাকবে যে, অসিয়ত যেন ক্ষতিকর না হয়। এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও খুবই সহনশীল। (সূরা নিসা–১২)

৩. يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ـ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ـ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ

অর্থাৎ, হে নবী! তারা (লোকেরা) আপনার নিকট কালালা তথা নিঃসন্তান ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। যদি কেউ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায় এবং তার একজন বোন থাকে তাহলে সে তার রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর যদি বোন সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহলে ভাই তার ওয়ারিশ হবে। যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ দু'জন বোন হয়, তাহলে তারা রেখে যাওয়া সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাইবোন ওয়ারিশ হয় তাহলে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর হুকুম স্পষ্ট করে দেন, যাতে তোমরা ভুল পথে না যাও। আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা–১৭৬)

ইলমে ফারায়েয সম্পর্কিত হাদীসসমূহ :

১. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهٗ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسٰى وَهُوَ اَوَّلُ شَىْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ اُمَّتِىْ ـ (ابن ماجه)

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা এটা জ্ঞানের অর্ধেক। আর এটা ভুলে যাবে এবং এটাই হলো প্রথম বস্তু, যা আমার উম্মত থেকে সর্বপ্রথম ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (ইবনে মাজাহ)

২. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমরা ফারায়েজ ও কুরআন শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা প্রদান কর। কেননা, আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে। (জামে তিরমিযী)

৩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَاِنَّهَا الْعِلْمُ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমরা فرائض শিক্ষা করো, কেননা এটা হলো জ্ঞান। (তিরমিযী)

৪. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) مَرْفُوْعًا مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ (فتح البارى) ـ

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে مَرْفُوْعٌ সূত্রে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে কুরআন পড়েছে সে যেন ফারায়েয শিক্ষা গ্রহণ করে। (ফাতহুল বারী)

৫. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) رَفَعَهٗ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَاِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ ـ حَتّٰى يَخْتَلِفَ الْاِثْنَانِ فِى الْفَرِيْضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (فتح البارى) ـ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে (মারফূ সূত্রে) বর্ণিত। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর এবং মানুষকে শিক্ষা দান কর। কেননা আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে। আর ফারায়েজ সংক্রান্ত জ্ঞানকেও তুলে নেওয়া হবে। এমনকি দু'জন ব্যক্তি সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে ঝগড়া করবে; কিন্তু তারা তৃতীয় কাউকেও পাবে না, যে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবে। (ফাতহুল বারী)

٦. عَنْ عُمَرَ (رضـ) مَرْفُوعًا تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهُ مِنْ دِيْنِكُمْ. (رواه مشكوة)

অর্থাৎ হযরত ওমর (রা.) থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত যে, তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা কর, কেননা এটা দীনের অংশ। (মেশকাত)

٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوٰى فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ (اَلْقُرْاٰنُ) اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ (اَلْحَدِيْثُ) اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ (اَلْفَرَائِضُ) (رواه ابو داود).

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– জ্ঞান হলো তিন প্রকার এ ছাড়া যা আছে তা অতিরিক্ত ১. সুস্পষ্ট আয়াত তথা কুরআন, ২. অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নত তথা হাদীস, ৩. অথবা ন্যায়পরায়ণ বণ্টন তথা ফারায়েজ। (আবূ দাউদ)

ইলমে ফারায়েযের সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের সংজ্ঞা) :

আভিধানিক অর্থ : فَرَائِضُ শব্দটি فَرِيْضَةٌ শব্দের বহুবচন। এটা فَرْضٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। فَرْضٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ– নির্দিষ্ট অংশ, পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন করা, নির্দিষ্ট করা, অনুমান করা ইত্যাদি। ইলমে ফারায়েযে এ সকল অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে তাকে عِلْمُ الْفَرَائِضِ বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় ইলমে ফারায়েয বলা হয়—

اَلْفَرَائِضُ هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ وَجُزْئِيَّاتٍ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهَا كَيْفِيَّةُ صَرْفِ التَّرِكَةِ اِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.

অর্থাৎ 'ইলমে ফারায়েয' ইসলামি আইনশাস্ত্র ও হিসাবশাস্ত্রের এ জাতীয় কিছু নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলি জানার নাম, যার দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায়।

সাইয়েদ মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন—

عِلْمُ الْفَرَائِضِ هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلٰى مُسْتَحِقِّيْهَا.

অর্থাৎ ইলমে ফারায়েয এমন বিদ্যা, যা দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পদ তার প্রকৃত প্রাপক উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায়।

مَوْضُوْعُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের আলোচ্য বিষয়) : ইলমে ফারায়েযের আলোচ্য বিষয় হলো— اَلتَّرِكَةُ وَالْوَارِثُ। অর্থাৎ "মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ এবং তার উত্তরাধিকারীগণ।" কারণ ইলমে ফারায়েযে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ও তার উত্তরাধিকারীগণের বিভিন্ন অবস্থা নিয়েই আলোচনা করা হয়।

غَرَضُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের উদ্দেশ্য) : ইলমে ফারায়েযের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, উত্তরাধিকারী গণের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গতভাবে নিশ্চিতকরণ এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করা।

تَدْوِيْنُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের সংকলন) : ইলমে ফারায়েয ইলমে ফিক্‌হের একটি শাখা, তাই ইলমে ফিক্‌হের সংকলনের সাথে সাথে ইলমে ফারায়েযের সংকলনও সূচিত হয়েছে। সুতরাং ইলমে ফিক্‌হ এবং ইলমে ফারায়েযের সংকলনের সময় এক ও অভিন্ন। ইতিহাসে সাঈদ ইবনে যুবাইর, ইমাম শা'বী, ফুকাহায়ে সাব'আ অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক, খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত, ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ ইবনে সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ও আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেছ ইবনে হিশাম প্রমুখের ইলমে ফারায়েযে পাণ্ডিত্যের খবর পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগে فَرَائِضُ اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى এবং فَرَائِضُ اِبْنِ شُبْرُمَةَ -এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে كِتَابُ اَبِىْ ثَوْر এবং كِتَابُ الْكَرَابِيْسِىْ -এর আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিতাব হলো আবুল আব্বাস ইবনে সারাজী-এর কিতাব। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কিতাব হলো মুহাম্মদ ইবনে নসর মারূযীর কিতাব, যার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন– "كِتَابُنَا فِى الْفَرَائِضِ يَزِيْدُ عَلٰى اَلْفِ وَرَقَةٍ" আল্লামা ইবনে সাবকী বলেন– "هُوَ كِتَابٌ جَلِيْلُ الْقَدْرِ لَامَزِيْدَ عَلٰى حُسْنِهِ" ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে, সাথে সাথে রচিত হয় অগণিত গ্রন্থাবলি। যেমন—

কিতাবের নাম	লেখকের নাম	ইন্তেকালের সন
১. আল-ফারায়েয	ইবনুল্লাবান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মিসরী	৪০২ হিজরি
২. আল-ফারায়েয	ইবনে আবদুল বির্‌রে ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ কুরতুবী	৪৬৩ হিজরি
৩. রায়েদ ফিল ফারায়েয	মাহমূদ ইবনে ওমর জারুল্লাহ যামাখাশরী	৫২৮ হিজরি
৪. আল-ফারায়েয	আবুল কাসেম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালফ	৫৮০ হিজরি
৫. আল-ফারায়েয	আবুর রাশীদ মুবাশশার ইবনে আলী ইবনে আহমাদ-হাসিব আররাযী	৫৮৯ হিজরি
৬. আল-ফারায়েয	আবুর রাযা মুখতার ইবনে মাহমূদ হানাফী	৬৫৮ হিজরি
৭. রায়েদ ফিল ফারায়েয	আবূ গানেম মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আহমাদ ইবনে আদীম	৬৯৯ হিজরি

হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনেক আলিমই ইলমে ফারায়েয সম্পর্কে কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— (১) كِتَابُ ابْنِ ثَابِتٍ (২) كِتَابُ ابْنِ النَّمِرِ الطَّرَابِسِيِّ (৩) كِتَابُ الْجَعْدِيِّ (৪) كِتَابُ الصَّرْدِيِّ। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখেন আল্লামা সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ সাজাওয়ান্দী। তাঁর কিতাবের নাম হলো— فَرَائِضُ سِرَاجِيَّةٌ বা فَرَائِضُ سَجَاوَنْدِيٌّ

أَهَمِّيَّةُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব) : ইলমে ফারায়েয একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়। আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে নিসায় উত্তরাধিকারীগণের অংশ নির্ধারণ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাদীস শরীফেও প্রিয়নবী ﷺ এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন— اَلْفَرَائِضُ ثُلُثُ الدِّيْنِ وَاِنَّهَا اَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ الْعُلُوْمِ অর্থাৎ ফারায়েয হলো দীনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এটা প্রথম জ্ঞান যা উঠিয়ে নেওয়া হবে। প্রিয়নবী ﷺ অন্য হাদীসে বলেছেন— تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ অর্থাৎ তোমরা ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করো এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও, কেননা এটা জ্ঞানের অর্ধেক।

এ সকল বাণী দ্বারা ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

وَجْهُ تَسْمِيَةِ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের নামকরণ) : فَرَائِضُ শব্দটি فَرِيْضَةٌ শব্দের বহুবচন। এটি فَرْضٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ– اِعْطَاءُ شَيْءٍ بِلَا عِوَضٍ অর্থাৎ বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু দান করা, سَهْمٌ مُقَدَّرَةٌ (নির্দিষ্ট অংশ) ইত্যাদি। ইলমে ফারায়েযে উল্লিখিত অর্থসমূহের সমাবেশ ঘটার কারণে তাকে عِلْمِ فَرَائِضْ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

أَرْكَانُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের রোকনসমূহ) : ইলমে ফারায়েযের রোকন তিনটি— (১) وَارِثٌ - উত্তরাধিকারী বা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের শরিয়ত নির্ধারিত হকদারগণ। (২) مُوَرِّثٌ - উত্তরাধিকার প্রদানকারী বা পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি। (৩) حَقٌّ مَوْرُوْثٌ – উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য হক।

আর এ ইলমে ফারায়েযের জন্য তিনটি শর্তও রয়েছে— (১) مُوَرِّثٌ তথা উত্তরাধিকার প্রদানকারী ব্যক্তির মৃত্যু চাই তা حَقِيْقِيٌّ (প্রকৃত) ও বাস্তবরূপে সংঘটিত মৃত্যু হোক, যেমন– সর্বজন বিদিত ও প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত মৃত্যু। কিংবা তা حُكْمِيٌّ বা বিধানগত মৃত্যু হোক, যেমন– দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশের কারণে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকার কারণে তাকে মৃত বলে গণ্য করা। (২) وَارِثٌ তথা উত্তরাধিকারীর জীবন চাই তা বাস্তব কিংবা বিধানিক হোক, যেমন– গর্ভস্থিত সন্তানের জীবন। কারণ বাস্তবে জীবন রূপে স্বীকৃত না হলেও বিধানগতভাবে তাকেও জীবনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (৩) وِرَاثَتٌ তথা উত্তরাধিকারীত্বের কারণ বা যোগসূত্র।

حُكْمُ عِلْمِ الْفَرَائِضِ (ইলমে ফারায়েযের হুকুম) : এ পবিত্র ও অত্যাবশ্যকীয় ইলম শিক্ষা করা মুসলমানদের উপর ফরযে কিফায়াহ। যার অর্থ হলো, সমাজের সদস্যগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক তা শিক্ষা করলে তদ্দারা সমাজের সকলেই ফরজের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করবে। কিন্তু কেউ তা শিক্ষা না করলে সকলকেই গুনাহগার হতে হবে।

ইলমে ফারায়েযের কতিপয় পারিভাষিক শব্দের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

- **اَلْفَرَائِضُ** : এটা فَرِيْضَةٌ শব্দের বহুবচন। فَرِيْضَةٌ শব্দটি فَرْض ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত إِسْمِ مَفْعُوْل -এর সীগাহ। এর অর্থ– অপরিহার্যকৃত বস্তু, নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারিত হিস্যা, কোনো বস্তুর পরিমিত অংশ। عِلْمُ الْفَرَائِض -এর মধ্যে উল্লিখিত ভাবার্থ فَرَائِضُ শব্দের উপরোক্ত অর্থসমূহ উদ্দেশ্য। কেননা আলোচ্য শাস্ত্রের মধ্যে فَرَائِضُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঐ সব অংশকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে অনিবার্যরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব عِلْمُ الْفَرَائِض বলা হয়, যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে শরিয়ত নির্ধারিত উত্তরাধিকারীত্বমূলক অংশসমূহের জ্ঞান লাভ করা যায়।
- **ذَوِى الْفُرُوْض** : فُرُوْض শব্দটি فَرْض -এর বহুবচন। এটি একটি মাসদার, কিন্তু مَفْرُوْض অর্থে গৃহীত। অর্থাৎ ঐ হিস্যা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। অতঃপর ذَوِى الْفُرُوْض ঐ সব উত্তরাধিকারীকে বলে যাদের পক্ষে মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে পূর্ব পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে স্ব-স্ব হিস্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।
- **تَرِكَةُ الْمَيِّتِ** : মৃত ব্যক্তির সেসব পরিত্যক্ত সম্পদকে تَرِكَةُ الْمَيِّتِ বলে, যাতে অন্য কারো মালিকানার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন সম্পদকে তার تَرِكَةٌ তথা تَرِكَةُ الْمَيِّتِ বলা হয়।
- **اَلْحُقُوْقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ** : মৃত্যুর সময় মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে মৃত ব্যক্তির ঋণ, অসিয়ত পূরণ ও কাফন-দাফনসহ কতিপয় হক জড়িত থাকে, একেই اَلْحُقُوْقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ বলে।
- **اَلْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ** : আল্লাহর কুরআনে নির্ধারিত অংশ ছয়টি— (১) অর্ধেক, $\frac{১}{২}$ (২) এক- চতুর্থাংশ, $\frac{১}{৪}$ (৩) এক-অষ্টমাংশ, $\frac{১}{৮}$ (৪) দুই-তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$ (৫) এক-তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ এবং (৬) এক-ষষ্ঠাংশ, $\frac{১}{৬}$।

  مُسْتَحِقِّيْهَا তথা ছয়টি অংশের অধিকারীদের সংখ্যা মোট ১২ জন। তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ, তাঁরা হলেন– (১) পিতা, (২) পিতামহ, (৩) বৈপিত্রিক ভাই এবং (৪) স্বামী। আর ৮ জন স্ত্রীলোক, তাঁরা হলেন– (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হোকনা কেন, (৪) সহোদরা ভগ্নি, (৫) বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি, (৬) বৈপিত্রেয়ী ভগ্নি, (৭) মাতা এবং (৮) মাতামহী।
- **اَلْمَوَانِعُ** : এ শব্দটি مَانِعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, বাধাপ্রদানকারী অবস্থা। ইলমুল ফারায়েযে اَلْمَوَانِعُ শব্দ দ্বারা مَوَانِعُ الْإِرْثِ উদ্দেশ্য। مَوَانِعُ الْإِرْثِ এমন কতিপয় অবস্থাকে বলে যেগুলো কোনো ব্যক্তিকে মৃতের আপনজন হওয়া সত্ত্বেও ত্যাজ্য সম্পদ প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে। ঐগুলো হল— (১) উত্তরাধিকারী মৃতের হত্যাকারী হওয়া, (২) দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা, (৩) ভিনধর্মী হওয়া, (৪) ভিনরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া।
- **اَلْعَصَبَةُ** : এর আভিধানিক অর্থ– শিরা, উপশিরা, রক্ত ধমনি। عِلْمُ الْفَرَائِض -এর পরিভাষায় আল-আসাবা বলা হয়– মৃত ব্যক্তির ঐ সব আত্মীয়কে যাদের সাথে মৃতের সরাসরি রক্তসম্পর্ক রয়েছে এবং যারা কুরআনে উল্লিখিত হিস্যা বণ্টনের পর সমুদয় সম্পদের অধিকারী হয়। যেমন–পুত্র, কন্যা। আসাবা দু'শ্রেণীতে বিন্যস্ত— একটি বংশগত আসাবা, আরেকটি কারণগত আসাবা। কারণগত আসাব, যেমন–ক্রীতদাস-দাসীর মুক্তিদাতা।
- **اَلْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ** : এরা হলো মৃত ব্যক্তির সে সব রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ আত্মীয় যাদের সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো মহিলার মাধ্যমে নেই। যেমন– মৃতব্যক্তির পুত্র এবং তার পিতা, ভাই, চাচা ইত্যাদি।
- **اَلْعَصَبَةُ بِغَيْرِهٖ** : এরা হলো মৃত ব্যক্তির সেসব রক্ত সম্পর্কিত মহিলা আত্মীয় যারা এককভাবে $\frac{১}{২}$ বা $\frac{২}{৩}$ অংশের মালিক হয়; কিন্তু তাদের ভাইদের মধ্যস্থতায় عَصَبَةٌ হয়ে যায়, এরা হলো চার জন মহিলা। যেমন– কন্যা, পোত্রী, প্রকৃত বোন এবং বৈমাত্রেয় বোন।
- **اَلْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ** : এরা হলো মৃত ব্যক্তির ঐসব রক্ত সম্পর্কিত মহিলা আত্মীয় যারা অন্য কোনো মহিলার সূত্রে عَصَبَةٌ হয়ে থাকে। যেমন– মৃত ব্যক্তির বোন, যে মৃত ব্যক্তির কন্যার সূত্রে عَصَبَةٌ হয়।
- **اَلْجَدُّ الصَّحِيْحُ** : ইনি হলেন পিতামহ বা তদূর্ধ্ব পুরুষ, যাঁর সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনো মহিলা মাধ্যম নেই। যেমন– দাদা, দাদার পিতা ইত্যাদি।
- **اَلْجَدُّ الْفَاسِدُ** : ইনি হলেন মাতামহ বা তদূর্ধ্ব পুরুষ, যাঁর সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনো না কোনো মহিলা মাধ্যম রয়েছে। যেমন– নানা, নানার পিতা ইত্যাদি।
- **اَلْجَدَّةُ الصَّحِيْحَةُ** : ইনি হলেন পিতামহী বা তদূর্ধ্ব মহিলা যাঁর সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনো মহিলা মাধ্যম নেই। যেমন পিতামহী, পিতামহীর মা ইত্যাদি।

- اَلْجَدَّةُ الْفَاسِدَةُ : ইনি হলেন মাতামহী বা তদূর্ধ্ব মহিলা, যাঁর সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়তার সম্পর্কে কোনো মহিলা মাধ্যম রয়েছে। যেমন- নানী, নানীর মা ইত্যাদি।
- اَلْحَجْبُ : এটা بَابْ نَصَرَ-এর মাসদার। অর্থ- আড় হওয়া, চাপ সৃষ্টি করা, বাধা দেওয়া। عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর পরিভাষায় ত্যাজ্য সম্পদ বণ্টনে মৃতের এমন আত্মীয়ের উপস্থিতিকে حَجْبٌ বলে যার কারণে অন্য উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য হিস্যাতে হয় বঞ্চনা দেখা দেবে, অথবা সংকোচন দেখা দেবে। বঞ্চনার অবস্থাকে حَجْبُ حِرْمَانٍ বলে, যেমন-পিতার উপস্থিতিতে দাদার বঞ্চনা। আর সংকোচন অবস্থাকে حَجْبُ نُقْصَانٍ বলে, যেমন- সন্তানের উপস্থিতিতে মায়ের হিস্যার সংকোচন।
- مَخَارِجُ الْفُرُوْضِ : কুরআনে কারীমে উল্লিখিত উত্তরাধিকারীদের নির্ধারিত অংশসমূহের বণ্টন সংখ্যাসমূহকে مَخَارِجُ الْفُرُوْضِ বলে। ঐগুলো হলো $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৮}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৬}$। এগুলোর প্রত্যেক পূর্ব সংখ্যা যথাক্রমে দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিগুণ এবং প্রত্যেক দ্বিতীয় সংখ্যা যথাক্রমে তার পূর্ব সংখ্যার অর্ধেক। এটাকে পরিভাষায় تَضْعِيْف ও تَنْصِيْف বলে।
- اَلْعَوْلُ : এর আভিধানিক অর্থ- বৃদ্ধি পাওয়া। পরিভাষায়, উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব হিস্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল মাসআলা থেকে অংশ বেড়ে যাওয়াকে عَوْل বলে। যেমন- স্বামী এবং আপন দু'বোনের বণ্টন-সংখ্যা বা মাসআলা ৬; কিন্তু হিস্যাসংখ্যা স্বামী ৩ এবং আপন বোনদ্বয় ৪, মোট ৭ হয়ে যায়।
- اَلْمَسْئَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ : হযরত আলী (রা.) জুমার প্রাক্কালে জনৈক ব্যক্তির عَوْل সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিক যে বণ্টন সংখ্যা বাতলিয়েছিলেন, তাকে اَلْمَسْئَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ বলে।
- اَلتَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ : উত্তরাধিকারীর জনসংখ্যা ও তাদের প্রাপ্ত হিস্যা-সংখ্যা সমান সমান হলে উভয় সংখ্যার অনুপাতকে تَمَاثُلْ বলে। আর উভয় সংখ্যার একটি দ্বারা আরকটি নিঃশেষে বিভাজ্য হলে تَدَاخُلْ বলে। পরন্তু উভয় সংখ্যা তৃতীয় কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ বলে, অতঃপর উভয় সংখ্যা মৌলিক হলে এবং অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য না হলে উভয়ের অনুপাতকে تَبَايُنْ বলে।
- اَلتَّصْحِيْحُ : এর আভিধানিক অর্থ- বিশুদ্ধকরণ। পরিভাষায়- একই শ্রেণীর একাধিক উত্তরাধিকারীর জনসংখ্যা এবং প্রাপ্ত হিস্যা-সংখ্যার মধ্যে ভগ্নাংশ দেখা দিলে মাথাপিছু পূর্ণাংশ সংখ্যায় পরিণত করার সমন্বিত প্রক্রিয়াকে تَصْحِيْح বলে। যেমন- ৫ বোনের হিস্যা ২ হলে সমন্বিত সংখ্যা ১০ গ্রহণ করত প্রত্যেককে ২ করে পূর্ণ সংখ্যায় বণ্টন করা।
- اَلسِّهَامُ : বণ্টন সংখ্যা বা মূল মাসআলা থেকে প্রাপ্যতা অনুসারে যে যে অংশ ওয়ারিশদের প্রদান করা হয়, তাকে سِهَامٌ বলে।
- اَلرُّؤُوْس : বণ্টন সংখ্যা থেকে প্রাপ্ততা অনুসারে যাদের ওয়ারিশী হিস্যা প্রদান করা হয়, তাদেরকে اَلرُّؤُوْس বলে।
- اَلرَّدُّ : অর্থ- প্রত্যাবর্তিত করা। পরিভাষায়- ত্যাজ্য সম্পদের যথা বণ্টন-সংখ্যা হতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্ব-স্ব অংশ বণ্টন করার পর উদ্বৃত্ত অংশ স্বামী এবং স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে যথা প্রাপ্যতার বিবেচনায় পুনঃ বণ্টন করাকে رد বলে।
- اَلْمُنَاسَخَةُ : অর্থ-পরস্পর দূরীকরণ, একের স্থলে অপরটি সংস্থাপন। পরিভাষায়, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে তাদের মধ্য থেকে কারো লোকান্তরে তার ত্যাজ্য অংশ তদীয় ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্য সর্বসাকুল্যে সমন্বিত বণ্টন-সংখ্যা নির্ধারণ করত উভয় মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সমন্বিত বণ্টন পদ্ধতি গ্রহণ করাকে مُنَاسَخَةٌ বলে।
- ذَوِى الْاَرْحَامِ : عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর পরিভাষায় ঐ সব নিকটাত্মীয়কে ذَوِى الْاَرْحَامِ বলে, যারা মৃত ব্যক্তির নিরেট রক্ত সম্পর্কিত নয়, কিংবা কুরআনে উল্লিখিত হিস্যার অধিকারীও নয়। যেমন- ভ্রাতুষ্পুত্রী, চাচাতো ভগ্নি।
- اَلْخُنْثٰى : এ শব্দটি خَنَثًا মাসদার থেকে فُعْلٰى-এর উচ্চারণে صِفَتْ مُؤَنَّثْ-এর সীগাহ। এর অর্থ- কোনো ব্যক্তির হিজড়া হওয়া, ক্লিব লিঙ্গ বিশিষ্ট হওয়া। এর মধ্যে যাদের দৈহিক গঠনে নারীত্বের প্রতীক প্রকট কিংবা পৌরষের প্রতীক প্রকট তাদেরকে মেয়ে বা ছেলে নির্বাচন করা সহজ। এদেরকে اَلْخُنْثٰى الْاَظْهَرُ বলে। কিন্তু যাদের গঠনে নারীত্বের ও পৌরষের প্রতীক সমান সমান, তাদেরকে اَلْخُنْثٰى الْمُشْكِلُ বলে। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এদের প্রত্যেককে একবার ছেলে এবং আরেকবার মেয়ে ধরে নিয়ে হিস্যা প্রদান করে উভয় হিস্যার সর্বনিম্ন হিস্যা প্রদান করতে হয়।
- اَلْمَفْقُوْدُ : এটা فَقْدَانٌ মাসদার থেকে اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ। অর্থ- হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি বা বস্তু। শরিয়তের পরিভাষায় নিখোঁজ ব্যক্তিকে مَفْقُوْدٌ বলে। এরূপ ব্যক্তি তার সমবয়স্কদের তিরোধান পর্যন্ত নিজস্ব সম্পদে জীবিত বলে বিবেচিত; কিন্তু অন্যের সম্পদের উত্তরাধিকারিত্বে মৃত বলে বিবেচিত। নিখোঁজ কালের সময়সীমা জন্ম লগ্ন থেকে কেউ বলেন ১২০ বছর, কেউ বলেন ১১০ বছর এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন ৯০ বছর, এর উপরই সর্বসম্মত ফতোয়া।

- اَلْمُرْتَدُّ : مُرْتَدّ হলো ঐ ব্যক্তি, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে বা মুসলিম বংশধর হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করতঃ আর তওবা করেনি।
- اَلْاَسِيْرُ : اَسِيْر ঐ মুসলিম ব্যক্তিকে বলে, যে কাফির শত্রু হস্তে বন্দী; কিন্তু দীন ত্যাগ করেনি এবং অবস্থান অজ্ঞাত নয়।
- اَلْغَرْقٰى : পরস্পর আত্মীয় একদল লোক, যাঁরা এক সাথে সলিল-সমাধি লাভ করে, তাঁদেরকে اَلْغَرْقٰى বলে।
- اَلْحَرْقٰى : পরস্পর আত্মীয় একদল লোক, যাঁরা এক সাথে অগ্নি-দগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে, তাঁদেরকে اَلْحَرْقٰى বলে।
- اَلْهَدْمٰى : পরস্পর আত্মীয় একদল লোক, যাঁরা এক সাথে দেয়াল চাপা, অপঘাত বা ইত্যাকার কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় এক সাথে মৃত্যুবরণ করেছে তাঁদেরকে اَلْهَدْمٰى বলে।

প্রকাশ থাকে যে, শেষোক্ত পাঁচটি পরিভাষার সংজ্ঞা عِلْمُ الْفَرَائِضِ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদত্ত।

اَصْحَابُ الْفُرُوْضِ وَاَحْوَالُهُمْ :

উত্তরাধিকারীগণ ও তাদের অবস্থাসমূহ : ইসলামি উত্তরাধিকার নীতি পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত শ্রেণীর ব্যক্তি বর্গ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এসব ওয়ারিশের মধ্যে পুরুষ চারজন এবং মহিলা আটজন সর্বমোট বারো জন।

পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ : পুরুষ অংশীদার চারজন। নিম্নে তাদের পরিচয় ও অবস্থা বর্ণিত হলো–

১. পিতা : পিতা তিন অবস্থায় তার মৃত সন্তান হতে ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করবেন। আর তা নিম্নরূপ–

ক. মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, এভাবে যত নিম্নে যাবে পিতার সাথে বর্তমান থাকলে ১/৬ অংশ পাবে।

খ. কন্যা, পৌত্রী এভাবে যত নিম্নে যাবে তাদের সাথে ১/৬ অংশ এবং আসাবা হিসেবে সম্পদ প্রাপ্ত হবে।

গ. সন্তান-সন্ততি না থাকা অবস্থায় শুধু আসাবা হবে।

২. প্রকৃত পিতামহ : পিতামহের চারটি অবস্থা। যথা–

ক, খ, গ. পিতার তিন অবস্থার ন্যায়ই দাদার অবস্থা।

ঘ. পিতা থাকলে দাদা বঞ্চিত হবে।

* তবে চারটি মাসায়ালায় পিতার অবস্থার সাথে দাদার পার্থক্য রয়েছে।

১. পিতা থাকলে দাদী বঞ্চিতা; কিন্তু দাদার উপস্থিতিতে বঞ্চিতা হবে না।

২. পিতা থাকলে সকল প্রকার বোন বঞ্চিতা; কিন্তু দাদার উপস্থিতিতে দাদী বঞ্চিতা হবে না।
তবে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট পিতা ও দাদা উভয়ের দ্বারা বোনেরা বঞ্চিত হয়।

৩. স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের বর্তমানে পিতা-মাতা থাকলে মা স্বামী বা স্ত্রী নেওয়ার পর বাকি সম্পদের ১/৩ অংশ পাবে; কিন্তু পিতার স্থলে দাদা থাকলে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।

৪. মুক্তিদানকারীর পিতা ও পুত্রের বর্তমানে পিতা ১/৬ অংশ পাবে; কিন্তু সে স্থানে দাদা হলে বঞ্চিত হবে।

৩. বৈপিত্রেয় ভাইবোন : বৈপিত্রেয় ভাইবোনের তিনটি অবস্থা। যথা–

ক. একজন হলে ১/৬ (ভাই হোক অথবা বোন হোক) পাবে।

খ. দুই বা ততোধিক হলে ১/৩ অংশ পাবে। ভাই বোন এক্ষেত্রে সমান অংশ পাবে।

গ. মৃতব্যক্তির পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এভাবে যতই নিম্নের হোক এর বর্তমানে বঞ্চিত হবে।

৪. স্বামী : স্বামীর দুই অবস্থা। যথা–

ক. মৃতের পুত্র, কন্যা, পুত্রের কন্যা এভাবে যতই নিম্নের হোক, এর অবর্তমানে ১/২ অংশ পাবে।

খ. মৃতের পুত্র, কন্যা, পুত্রের কন্যা এভাবে যতই নিম্নের হোক এর বর্তমানে ১/৪ পাবে।

মহিলা উত্তরাধিকারীগণ : মহিলা উত্তরাধিকারীর সংখ্যা আটজন। নিম্নে তাদের পরিচয় ও অবস্থা বর্ণিত হলো–

১. স্ত্রীগণ : স্ত্রীগণের অবস্থা দু'টি। যথা–

ক. মৃতের পুত্র, কন্যা, পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্র এভাবে যতই নিচে যাক তার সাথে ১/৮ অংশ পাবে।

খ. মৃতের পুত্র, কন্যা না থাকা অবস্থায় ১/৪ অংশ পাবে।

২. ঔরসজাত কন্যা : ঔরসজাত কন্যার তিন অবস্থা। যথা–

ক. একজন হলে ১/২ অংশ পাবে।

খ. একাধিক হলে ২/৩ অংশ পাবে।

গ. পুত্রের সাথে আসাবা হবে (পুত্রের ২ ভাগ, কন্যার ১ ভাগ এই ভিত্তিতে)।

৩. পুত্রের কন্যা প্রপৌত্রী ইত্যাদি : পুত্রের কন্যা ও তার অধঃস্তন উত্তরাধিকারীগণের ছয়টি অবস্থা। যথা–
ক. একজন হলে $\frac{1}{2}$ অংশ পাবে (শর্ত হলো মৃতের নিজের কন্যা না থাকা)।
খ. একাধিক হলে $\frac{2}{3}$ অংশ পাবে (শর্ত মৃতের নিজের কন্যা না থাকা)।
গ. মৃতের নিজের মেয়ে একজন হলে নাতনি $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।
ঘ. মৃতের নিজের মেয়ে একাধিক হলে নাতনি বঞ্চিতা হবে।
ঙ. তবে যদি পৌত্রীদের সাথে একই স্তর বা নিচের স্তরে কোনো ছেলে (মৃত বক্তির ছেলের ছেলে) থাকে, তাহলে নিজের মেয়ে একাধিক হলেও বঞ্চিতা হবে না; বরং আসাবা হবে।
চ. মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকলে ছেলের মেয়ে বঞ্চিতা হবে।

৪. সহোদরা বোন : সহোদরা বোনের পাঁচ অবস্থা। যথা–
ক. একজন হলে $\frac{1}{2}$ (শর্ত হলো হাকিকী ভাই না থাকতে হবে)।
খ. একাধিক হলে $\frac{2}{3}$ শর্ত হলো হাকিকী ভাই না থাকতে হবে)।
গ. মৃতের হাকিকী ভাইয়ের সাথে আসাবা হবে।
ঘ. মৃতের মেয়ে, ছেলের মেয়ে এভাবে যত নিম্নে যাবে এদের সাথে সহোদরা বোন বাকি মালের আসাবা হবে।
ঙ. মৃতের পিতা, দাদা, পুত্র, পুত্রের পুত্র এভাবে যত নিম্নে যাবে এর দ্বারা বঞ্চিতা হবে।

৫. বৈমাত্রেয় বোন : বৈমাত্রেয় বোনের সাত অবস্থা। যথা–
ক. একজন হলে $\frac{1}{2}$ (শর্ত হলো হাকিকী বোন না থাকা)।
খ. দুই বা ততোধিক হলে $\frac{2}{3}$ (শর্ত হলো হাকিকী বোন না থাকা)।
গ. মৃতের হাকিকী বোন একজন থাকাবস্থায় $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।
ঘ. মৃতের হাকিকী বোন একাধিক হলে বঞ্চিতা হবে।
ঙ. তবে তার সাথে যদি মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তাহলে একাধিক বোনের সাথেও আসাবা হবে।
চ. মৃতের কন্যা, পুত্রের কন্যা-এর সাথে বাকি মালের আসাবা হবে।
ছ. মৃতের সহোদর ভাই ও সহোদরা বোন যখন আসাবা হবে এবং পিতা, দাদা, পুত্র, পুত্রের পুত্র এভাবে যত নিম্নে যাঁক এর দ্বারা বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিতা হবে।

৬. বৈপিত্রেয় বোন : বৈপিত্রেয় বোনের তিন অবস্থা। যথা–
ক. একজন হলে $\frac{1}{6}$ অংশ (ভাই হোক অথবা বোন হোক) পাবে।
খ. দুই বা ততোধিক হলে $\frac{1}{3}$ অংশ পাবে। ভাইবোন এ ক্ষেত্রে সমান অংশ পাবে।
গ. মৃতব্যক্তির পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এভাবে যতই নিম্নের হোক এর বর্তমানে বঞ্চিত হবে।

৭. মাতা (اَلْأُمُّ) : মাতার তিন অবস্থা। যথা–
ক. মৃতের ছেলে, মেয়ে, পুত্রের ছেলে, পুত্রের মেয়ে এভাবে যতই নিম্নে যাক, অথবা যে কোনোভাবে যে কোনো দিক থেকে দুই ভাইবোন থাকলে মা $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।
খ. উপরে উল্লিখিত কেউ না থাকলে সমস্ত সম্পত্তির $\frac{1}{3}$ অংশ মাতা পাবে।
গ. স্বামী বা স্ত্রীর সাথে পিতা মাতা থাকলে এবং অন্য কেউ না থাকলে স্বামী স্ত্রীকে প্রথমে দেওয়ার পর যা বাকি থাকবে মাতা তার $\frac{1}{3}$ অংশ পাবে।

৮. পিতামহী (দাদী) মাতামহী (নানী) : পিতামহী বা মাতামহীর দু'অবস্থা। যথা–
ক. পিতামহী বা মাতামহী যদি এক বা একাধিক হন এবং একই স্তরের হন, তাহলে উভয়ে মিলে এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{6}$ প্রাপ্ত হবেন।
খ. মৃত ব্যক্তির মাতা বর্তমান থাকাবস্থায় তারা উভয়ই কোনো অংশ প্রাপ্য হবেন না। একইভাবে পিতৃপুরুষগণ পিতা ও পিতামহের বর্তমানে কোনো অংশ পাবেন না। তবে তারা পিতামহীর দ্বারা বঞ্চিত হবেন না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ ـ

সরল অনুবাদ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য; যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আমার এ প্রশংসা তাঁর কৃতজ্ঞজনের প্রশংসার ন্যায় প্রশংসা। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ধন্য কৃতজ্ঞতাশীল বান্দাগণ তাঁর যেরূপ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে থাকেন, আমিও সেরূপ তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করছি।) রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে) নিষ্কলুষ, পূত-পবিত্র পরিবার-পরিজনের উপর। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–" তোমরা নিজেরা ফারায়েযশাস্ত্র শিক্ষা করো এবং অন্যান্য মানুষকে তা শিক্ষা দান করো ; কারণ এটা জ্ঞানের অর্ধেক।"

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَمْدُ সমস্ত প্রশংসা لِلّٰهِ একমাত্র আল্লাহর জন্য رَبِّ যিনি প্রতিপালক الْعَالَمِيْنَ সমগ্র জগতের حَمْدَ প্রশংসার ন্যায় الشَّاكِرِيْنَ কৃতজ্ঞজনের وَالصَّلٰوةُ আর রহমত বর্ষিত হোক وَالسَّلَامُ এবং শান্তি عَلٰى উপর الطَّاهِرِيْنَ পূত পবিত্র, শোধিত الطَّيِّبِيْنَ নিষ্কলুষ وَّاٰلِهِ আর তাঁর পরিবার পরিজন مُحَمَّدٍ মুহাম্মদ ﷺ الْبَرِيَّةِ সৃষ্টিকুলের خَيْرِ শ্রেষ্ঠ قَالَ ইরশাদ করেছেন رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন تَعَلَّمُوا তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর, الْفَرَائِضَ ফারায়েজ শাস্ত্র وَعَلِّمُوْهَا এবং তা শিক্ষা দান কর النَّاسَ মানবকুলকে فَاِنَّهَا কারণ এটা نِصْفُ الْعِلْمِ জ্ঞানের অর্ধেক।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গ্রন্থের সূচনা সংক্রান্ত আলোচনা : অধিকাংশ সিরাজী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দুরূদের উল্লেখ নেই; বরং শুধু قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَلَّمَ الخ হাদীসটি সেসব পাণ্ডুলিপির প্রথম বাক্য। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে حَمْد এবং صَلٰوة -কে উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে একে সিরাজীর মতনের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। কারণ হাদীস শরীফে আছে— كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِاسْمِ اللّٰهِ فَهُوَ اَبْتَرُ ; অন্য বর্ণনায় আছে— كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ অর্থাৎ প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নাম না নিয়ে শুরু করা হলে তা অসম্পূর্ণ ও অকল্যাণময় হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন— مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার জন্য একবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করেন।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ -এর বিশ্লেষণ : আরবি ভাষায় হামদ অর্থ– নির্মল পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা। সিফাত সাধারণত দু'প্রকার হয়ে থাকে– ভালো ও মন্দ। হামদ শব্দটি কেবলমাত্র ভালো গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানে যা কিছু এবং যতকিছু ভালো, সৌন্দর্য-মাধুর্য, পূর্ণতা, মাহাত্ম্য, দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যে কোনো রূপে ও যে কোনো অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট ; একমাত্র তিনিই— তাঁর মহান সত্তাই তা সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো কিছুই তার যোগ্য হতে পারে না। اَلِفْ لَامْ টি اَلِفْ لَامْ اِسْتِغْرَاقِىْ হওয়ার কারণে সকল প্রকারের সকল পর্যায়ের ও সকল বিষয়ের প্রশংসাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। হাদীসে এর প্রতিধ্বনি হয়েছে এভাবে— اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ অর্থাৎ হে প্রভু! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা এবং তোমারই জন্য সমগ্র বাদশাহী।

قَوْلُهُ لِلّٰهِ -এর বিশ্লেষণ : اَللّٰهُ শব্দটি মূলত اِلٰهٌ শব্দ হতে নির্গত। এটার প্রথমে হামযা বিলোপ করে সেস্থলে اَلِفْ وَلَامْ বসানো হয়েছে। অতঃপর একই স্থানে দু'লাম পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণে একটিকে অন্যটির মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। এভাবে اَللّٰهُ শব্দটি গঠিত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে اِلٰهٌ বলা হয় এমন প্রত্যেক মা'বুদকে, যার কোনো না কোনো প্রকারের পূজা, উপাসনা, আনুগত্য ও আরাধনা করা হয়। কিন্তু اِلٰهٌ -এর প্রথমে اَلِفْ وَلَامْ যুক্ত হওয়ার ফলে এর অর্থ সম্পূর্ণ নতুন ভাব গ্রহণ করেছে। আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র সেই মহান সত্তা যিনি নিজ ক্ষমতা ও প্রতিভার দ্বারা বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন; এর যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ করে একে ক্রমশঃ বিকশিত করেছেন, সম্মুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এসব কারণে নির্দিষ্টভাবে একমাত্র তিনিই সকল প্রকার উপাসনা, আনুগত্য ও ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত ও নিরঙ্কুশভাবে এসব কিছুর অধিকারী। اَللّٰهُ তাঁর মূল সত্তার নাম। এ নাম তিনি ব্যতীত আর কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।

قَوْلُهُ رَبِّ -এর বিশ্লেষণ : رَبٌّ শব্দের সাধারণ অর্থ- লালন-পালনকারী। কিন্তু পবিত্র কুরআনের ব্যবহৃত رَبٌّ-এর অর্থ ও ভাব অধিকতর ব্যাপক। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে رَبٌّ শব্দে যেরূপ ব্যবহার এবং এর যে অর্থ করা হয়েছে তা হতেই প্রমাণিত হয় যে, এ শব্দের বহু ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ মর্ম রয়েছে। কুরআনের প্রয়োগ দৃষ্টে মনে হয় যে, এ শব্দের অর্থ- সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোনো জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিজিক দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি। একসঙ্গে এসব অর্থ এতে নিহিত আছে এবং যে শক্তির মধ্যে একসঙ্গে এ সব কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তিনিই হচ্ছেন রব।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে— سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ "তোমার সুমহান প্রভুর নামে তাসবীহ পাঠ করো, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুঠাম অবয়বে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং যিনি সঠিকভাবে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন, অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন।" এতে প্রতীয়মান হয় যে, রব তিনিই, যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শক্তি ও ক্ষমতা দানে তাকে ধন্য করেছেন, তার জন্য কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, জীবন-বিধান দিয়েছেন, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি নির্দেশ করেছেন।

قَوْلُهُ الْعَالَمِيْنَ -এর বিশ্লেষণ : اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْعَالَمُ; এটা اَلْعِلْمُ হতে নির্গত। অর্থ- জানা। সুতরাং اَلْعَالَمُ বলা হয় সেই জিনিসকে যা অপর কোনো অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার মাধ্যম হয়, যার দ্বারা অন্য কোনো বৃহত্তর অস্তিত্ব জানতে পারা যায়। সমগ্র জাহানের প্রত্যেকটি অংশই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি এর সৃষ্টিকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক। এজন্য একে اَلْعَالَمُ এবং বহুবচনে اَلْعَالَمِيْنَ বলা হয়। এ আসমান ও জমিনে এত অসংখ্য اَلْعَالَمُ বা জগত বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত এর কোনো সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়নি। মানবজগত, পশুজগত, উদ্ভিদজগত— এ সকল জগতের কোনো সীমা সংখ্যা নেই; বরং এটা অসীম অতলস্পর্শ জগত— সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র।

قَوْلُهُ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ -এর আলোচনা : এখানে مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ তথা যেরদানকারী আমিলকে উহ্য রেখে মানসূব করার প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে। মূলত বাক্যাংশটি- كَحَمْدِ الشَّاكِرِيْنَ অথবা مِثْلَ حَمْدِ الشَّاكِرِيْنَ ছিল। এখানে شَاكِرِيْنَ বা কৃতজ্ঞজন দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ, আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও পুণ্যবানগণ উদ্দেশ্য। এরূপ তাশবীহ বা উপমার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে এ সকল পুণ্যাত্মাগণের প্রশংসা ও দোয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণীয় হয়েছে, তেমনি যেন গ্রন্থকারের দোয়াও তাঁর সমীপে গ্রহণযোগ্য হয়। আর কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন— لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ অর্থাৎ "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে আমি তোমাদের প্রতি কৃত আমার অনুগ্রহরাজিকে বর্ধিত করে দেব।" আল্লাহর প্রশংসায় এ পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রন্থকার প্রকারান্তরে তৎপ্রতি কৃত অনুগ্রহরাজিকে বর্ধিত করার দাবি পেশ করেছেন।

قَوْلُهُ وَالصَّلٰوةُ -এর আলোচনা : حَمْدٌ-এর পর صَلٰوةٌ-এর উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, রাসূলের হক আদায় করা তথা রাসূলের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করা উম্মতের অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন— يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন— مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ যে কেউ আমার জন্য একবার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করেন।

قَوْلَهٗ وَاٰلِهٖ -এর আলোচনা : اٰلٌ শব্দটি মূলত اَاْلٌ অথবা اَوْلٌ কিংবা اَهْلٌ ছিল। تَعْلِيْل বা বর্ণ পরিবর্তন রীতিতে اٰلٌ করা হয়েছে। অর্থ– সন্তান-সন্ততি, স্ত্রীগণ, বংশ, প্রত্যেক সৎ মুত্তাকী ব্যক্তি। হযরত রাসূল ﷺ কে প্রশ্ন করা হয়েছে– مَنْ اٰلُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ অর্থাৎ "আপনার পরিবার কারা ? হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" উত্তরে তিনি বলেছেন— كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থা "আমার পরিবার হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মু'মিন মুত্তাকী ব্যক্তিবর্গ।" আলে রাসূল কারা এ প্রসঙ্গে পাঁচটি অভিমত রয়েছে। যেমন—

১. اٰلٌ হলো প্রিয়নবী ﷺ-এর অনুসারী সকল ব্যক্তিবর্গ। এটা সুফিয়ান ছাওরী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং কতেক শাফিয়ী মতানুসারীর অভিমত।

২. اٰلٌ হলো বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিব। এটা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমত।

৩. اٰلٌ হলো শুধু বনূ হাশিম। এটা ইমাম শাফিয়ীর মতান্তর।

৪. আলে রাসূল হলো কেবলমাত্র প্রিয়নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ।

৫. আলে রাসূল হলো اَهْلِ بَيْت গণ।

قَوْلَهٗ اَلطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ -এর আলোচনা : اَلطَّيِّبِيْنَ এবং اَلطَّاهِرِيْنَ একই অর্থবোধক শব্দ। উভয়টির অর্থ– পবিত্র হওয়া। অথবা, প্রথম শব্দ দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা এবং দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা আত্মিক পবিত্রতা বুঝানো হয়েছে। অথবা, প্রথম শব্দ দ্বারা ইহলৌকিক ক্ষেত্রে পবিত্র এবং দ্বিতীয় শব্দ দ্বারা পারলৌকিক ক্ষেত্রে পবিত্র হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা নবীর পরিবারকে পূত-পবিত্র রাখতে চান। যেমন, কুরআনের ঘোষণা— اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا অর্থাৎ "হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"

قَوْلَهٗ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ -এর বিশ্লেষণ : প্রিয়নবী ﷺ ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে যে বাণী পেশ করেছেন এতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ, আকাইদ, উসূল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দীনি ইলম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইলমে ফারায়েযকে ইলমের অর্ধাংশ বলা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ? এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে—

১. মানুষের দু'টি অবস্থা– একটি হলো জীবন, অন্যটি হলো মৃত্যু। সকল প্রকারের ইলম মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত, শুধুমাত্র ইলমে ফারায়েয মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। এ বিপরীতমুখী সম্পর্ক বিবেচনায় ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বা জ্ঞানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

২. যে সকল উপায়ে মালিকানা বা স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত হয় তা দু'প্রকার : (ক) اِخْتِيَارِىْ বা ইচ্ছাধীন। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, দান-হিবা, অসিয়ত ইত্যাদি। (খ) غَيْرِ اِخْتِيَارِىْ বা ইচ্ছাহীন। যেমন– উত্তরাধিকার সূত্রে সাব্যস্ত মালিকানা। উত্তরাধিকারী স্বত্ব মানবজাতির মৃত্যুর পর অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি হয়। এ হিসেবে ইলমে ফারায়েযকে দীনি জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

৩. ইসলামি বিধান সম্পর্কিত নীতিমালা পবিত্র কুরআন হাদীসের নস ও কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। আর ইলমে ফারায়েয সম্পর্কিত নীতিমালা শুধুমাত্র নস-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত, এ ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো ভূমিকা নেই। ইলমের উৎস বিবেচনায় ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বা ইলমের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

৪. ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করার ফজিলত অন্যান্য ইলমের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন– ফিক্‌হশাস্ত্রের একটি মাসআলা শিক্ষা করলে দশটি পুণ্য অর্জিত হয়, আর ফারায়েযের একটি মাসআলা শিক্ষা করলে একশতটি পুণ্য অর্জিত হয়, এ পুণ্যাধিক্য হিসেবে ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বা জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

৫. ইলমে ফারায়েযের প্রতি মানবকুলকে অধিক অনুপ্রাণিত করার নিমিত্তে প্রিয়নবী ﷺ ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বা জ্ঞানের অর্ধেক বলেছেন।

৬. মহানবী ﷺ-এর বাণীর প্রকৃত মর্ম আমাদের বোধগম্য নয়, আর তা জানা আমাদের অপরিহার্যও নয়। মহানবী ﷺ-এর বাণীর নিগূঢ় রহস্য তিনিই ভালো জানেন। কেন তিনি ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বলেছেন, তা তিনিই ভালো জানেন। 'আহলুস সালাসা' নামক একটি জামাআত এ অভিমত পোষণ করেছেন।

৭. ইলমে ফারায়েযের শাখা-প্রশাখার আধিক্য হেতু প্রিয়নবী ﷺ ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْمِ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮. ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করা অধিক কষ্টদায়ক হিসেবে প্রিয়নবী ﷺ একে نِصْفُ الْعِلْمِ বলেছেন।

৯. হযরত ইবনে সালাহ (রা.) বলেন, نِصْفُ الْعِلْمِ দ্বারা সাধারণত ইলমের একটি অংশকে বুঝানো হয়েছে, সকল জ্ঞানের অর্ধাংশ নয়।

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَتَعَلَّقُ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ حُقُوْقٌ اَرْبَعَةٌ مُرَتَّبَةٌ اَلْاَوَّلُ يُبْدَأُ بِتَكْفِيْنِهٖ وَتَجْهِيْزِهٖ مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ وَلَا تَقْتِيْرٍ ثُمَّ تُقْضٰى دُيُوْنُهٗ مِنْ جَمِيْعِ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهٖ ثُمَّ تُنْفَذُ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ ثُمَّ يُقَسَّمُ الْبَاقِيْ بَيْنَ وَرَثَتِهٖ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : আমাদের হানাফী আলিমগণ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে ধারাবাহিকভাবে চারটি হক সম্পর্কিত হয়। প্রথমত অপব্যয় ও কার্পণ্য ব্যতীত মধ্যপন্থায় তার কাফন ও দাফনকার্য সম্পাদন করা হবে। দ্বিতীয়ত তার অবশিষ্ট সমুদয় সম্পদ হতে তার ঋণসমূহ পরিশোধ করা হবে। তৃতীয়ত ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে তার অসিয়ত পূরণ করা হবে। চতুর্থত তার অবশিষ্ট সম্পদকে তার ওয়ারিশগণের মধ্যে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও ইজমায়ে উম্মতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বণ্টন করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ বলেছেন عُلَمَائُنَا আমাদের হানাফী আলেমগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন تَتَعَلَّقُ সম্পর্কিত হয় بِتَرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পদ-এর সাথে الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির حُقُوْقٌ হকসমূহ اَرْبَعَةٌ চারটি مُرَتَّبَةٌ ধারাবাহিকভাবে اَلْاَوَّلُ প্রথমত يُبْدَأُ শুরু করা হবে بِتَكْفِيْنِهٖ তার কাফনের ব্যবস্থা করার দ্বারা وَتَجْهِيْزِهٖ আর তাকে প্রস্তুত করা (দাফন করা) مِنْ থেকে غَيْرِ ব্যতীত تَبْذِيْرٍ অপব্যয় করা وَلَا تَقْتِيْرٍ এবং কার্পণ্য করা ব্যতীত ثُمَّ تُقْضٰى অতঃপর পরিশোধ করা হবে دُيُوْنُهٗ তার ঋণসমূহ مِنْ جَمِيْعِ সম্পূর্ণ থেকে مَا بَقِيَ যা অবশিষ্ট থাকে مِنْ مَالِهٖ তার সম্পদ থেকে ثُمَّ تُنْفَذُ অতঃপর পূরণ করা হবে وَصَايَاهُ তার অসিয়তসমূহ مِنْ ثُلُثِ এক তৃতীয়াংশ হতে مَابَقِيَ যা অবশিষ্ট থাকে بَعْدَ الدَّيْنِ ঋণ পরিশোধের পর ثُمَّ يُقَسَّمُ অতঃপর বণ্টন করা হবে الْبَاقِيْ অবশিষ্ট সম্পদকে بَيْنَ وَرَثَتِهٖ তার ওয়ারিশগণের মধ্যে بِالْكِتَابِ কিতাবুল্লাহ (আল-কুরআন) অনুসারে وَالسُّنَّةِ এবং সুন্নাতে রাসূল وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ ইজমায়ে উম্মত তথা জাতির ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عُلَمَاؤُنَا-এর উদ্দেশ্য : عُلَمَاءُ দ্বারা হানাফী মাযহাবের আলিমগণ উদ্দেশ্য। কারণ এ গ্রন্থের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সকল মাসআলা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লিখিত। عُلَمَاءُ শব্দটি عَالِمٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ– জ্ঞানীগণ।

قَوْلُهٗ بِتَرِكَةِ الْمَيِّتِ-এর আলোচনা : تَرِكَةٌ শব্দটি مَصْدَرٌ এটা اِسْمُ مَفْعُوْلٍ অর্থাৎ مَتْرُوْكَةٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত। যার অর্থ– পরিত্যক্ত। ইলমে ফারায়েযের পরিভাষায় تَرِكَةٌ বলা হয়— اَلتَّرِكَةُ مَاتَرَكَهُ الْاِنْسَانُ عِنْدَ مَوْتِهٖ صَافِيًا خَالِيًا عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সেই পরিত্যক্ত সম্পদকে তারিকাহ বলে যাতে অন্য কারো মালিকানা সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিরঙ্কুশ মালিকানাধীন সম্পদকে তার তারিকাহ্ বা পরিত্যক্ত সম্পদ বলে।

এ কারণেই মৃত ব্যক্তির নিকট বন্ধকরূপে আবদ্ধ সম্পদ তার তারিকাহ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, কারণ তাতে বন্ধকদাতার মালিকানা রয়েছে।

قَوْلُهٗ حُقُوْقٌ اَرْبَعَةٌ-এর আলোচনা : حُقُوْقٌ শব্দটি حَقٌّ শব্দের বহুবচন। অর্থ– অধিকার, প্রকৃত সত্য, প্রাপ্য। পরিভাষায় 'হক' বলা হয়— اَلْحَقُّ هُوَ الثَّابِتُ الَّذِيْ لَا يَسُوْغُ اِنْكَارُهٗ অর্থাৎ ঐ সুদৃঢ় দাবিকে হক বলা হয় যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে পর্যায়ক্রমে চার প্রকার হক জড়িত—

১. تَكْفِيْنٌ وَتَجْهِيْزٌ তথা কাফন দাফন করা।
২. قَضَاءُ دُيُوْنِهٖ তথা তার ঋণ পরিশোধ করা।
৩. تَنْفِيْذُ وَصَايَاهُ তথা তার অসিয়ত পূর্ণ করা।
৪. تَقْسِيْمٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ তথা তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করা। এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ–

১. কাফন-দাফন : প্রথম হক হলো, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের সুব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে অপব্যয় করা কিংবা কার্পণ্য করা হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পুরুষের জন্য তিনটি কাপড়ের দরকার সে ক্ষেত্রে দু'টি ব্যবহার করলে কার্পণ্য করা হবে, অপরদিকে চারটি ব্যবহার করলে অপব্যয় হবে। এমনিভাবে মেয়েদের পাঁচটি কাপড়ের দরকার সে ক্ষেত্রে চারটি দেওয়া হলে কার্পণ্য করা হবে, আবার ছয়টি দেওয়া হলে অপব্যয় করা হবে। তদ্রূপ অধিক মূল্যের কাপড় দ্বারা কাফনের ব্যবস্থা করাও অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। আবার খুবই নিম্নমানের কাপড় দ্বারা কাফনের ব্যবস্থা করাও কার্পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দাফন-কাফনের ক্ষেত্রে শরয়ী নিয়মাবলি এবং মৃত ব্যক্তির সামর্থ্যের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য, যাতে অপচয় বা অপব্যয় না হয় এবং কার্পণ্যও না হয়। গ্রন্থকার এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন—

مِنْ غَيْرِ تَبْذِيْرٍ وَلَا تَقْتِيْرٍ ‧

২. ঋণ পরিশোধ : কাফন-দাফনের কাজ মধ্যম পন্থায় সমাধান করার পর যদি মৃত ব্যক্তির উদ্বৃত্ত মাল থাকে, তাহলে অবশিষ্ট মাল দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি মৃত ব্যক্তির সকল মাল কাফন-দাফনে খরচ হয়ে যায়, তাহলে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে না। কারণ জীবদ্দশায় যদি কেউ ঋণগ্রস্ত হয় এবং তার নিকট পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া কিছু না থাকে, তবে তার পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করা যায় না, তদ্রূপ কাফন তার মৃত্যু পরবর্তী পরিধেয় বস্ত্র হিসেবে ঋণের কারণে তা বাধাগ্রস্ত হবে না।

স্ত্রীর মোহর এবং অন্য কারো সম্পদের জামিন হয়ে থাকলে তা ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে অনাদায় যাকাত, কাফ্ফারা, ফিদিয়া প্রভৃতি ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয়। মৃত ব্যক্তির অবশিষ্ট সকল সম্পদ দ্বারা ঋণ আদায় করবে। যদি তার জিম্মায় ঋণ না থাকে, তাহলে তৃতীয় হক পূরণ করবে।

৩. অসিয়ত পূরণ : মৃত ব্যক্তির দ্বিতীয় হক অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের পর যদি তার সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে সে সম্পদের ثلث বা এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে যতটুকু সম্ভব তার অসিয়ত পূরণ করবে। যে কেউ এবং যে কোনোভাবে অসিয়ত করলে তা পূরণ করা আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে অসিয়ত শুদ্ধ হওয়ার জন্য আটটি শর্ত রয়েছে। যেমন—

(১) অসিয়তকৃত বস্তু মুবাহ হওয়া, (২) অসিয়তকারী স্বাধীন হওয়া, (৩) অসিয়তকারী প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (৪) অসিয়ত করার পর অসিয়তকারী কর্তৃক কোনোভাবে অসিয়ত প্রত্যাহৃত না হওয়া, (৫) অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়ত অন্তর জীবিত থাকা, (৬) অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর হত্যাকারী না হওয়া, (৭) অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর ওয়ারিশ না হওয়া, (৮) অসিয়তকৃত বস্তু মালিকানায় সমর্পণযোগ্য হওয়া।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গ্রন্থকার অসিয়তের উপর ঋণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, অথচ কুরআন মাজীদে অসিয়তকে ঋণের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন, ইরশাদ হচ্ছে— مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অসিয়ত যেহেতু কোনো কিছুর বিনিময় ব্যতীত হয়ে থাকে, সেহেতু হয়তো ওয়ারিশগণ তা পূরণে দ্বিধা ও অনিহা প্রকাশ করতে পারে। আর ঋণ যেহেতু বিনিময় সম্পন্ন ব্যাপার, তাই তাতে এ আশঙ্কা নেই। সেজন্য আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ যেমন নির্দ্বিধায় আদায় করা হবে, তদ্রূপ তার অসিয়তও নির্দ্বিধায় আদায় করতে হবে। হকসমূহের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা আয়াতে উদ্দেশ্য করা হয়নি।

৪. উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সম্পদ বণ্টন : উপরোক্ত তিনটি হক বা অধিকার আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের মাধ্যমে নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অর্থাৎ প্রথমে ذَوِى الْفُرُوْضِ অতঃপর عَصَبَةٌ এরপরে ذَوِى الْاَرْحَامِ -দের মাঝে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করতে হবে।

قَوْلُهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاِجْمَاعِ الْاُمَّةِ **-এর আলোচনা :** গ্রন্থকার কিতাব দ্বারা আল-কুরআন, সুন্নাত দ্বারা আল-হাদীস অর্থাৎ প্রিয়নবী ﷺ-এর কথা, কাজ ও অনুমোদন এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ-এর বিশেষজ্ঞগণের সম্মিলিত রায়কে উদ্দেশ্য করেছেন। ইলমে ফারায়েয সম্পর্কে মাসআলাসমূহ এ তিন প্রকার দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিয়াসের ভিত্তিতে ইলমে ফারায়েয সংক্রান্ত কোনো বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

فَيُبْدَأُ بِاَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِيْنَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَّأْخُذُ مَا اَبْقَتْهُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْاِنْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيْعَ الْمَالِ ثُمَّ بِالْعَصَبَةِ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ وَهُوَ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ثُمَّ عَصَبَتِهٖ عَلَى التَّرْتِيْبِ ثُمَّ الرَّدُّ عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ النَّسَبِيَّةِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ ثُمَّ ذَوِى الْاَرْحَامِ ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর মিরাস বণ্টনের কাজ প্রথমে যাবিল ফুরূযগণ হতে আরম্ভ করা হবে। আর তারা হলো সেই সমস্ত উত্তরাধিকারীগণ যাদের জন্য নির্ধারিত অংশ কিতাবুল্লহের মধ্যে নির্ধারিত রয়েছে। অতঃপর বংশগত অসাবাগণের মধ্যে মিরাস বণ্টন করা হবে। আর আসাবা বা অবশিষ্টাংশ ভোগী বলতে সে সকল উত্তরাধিকারীগণকে বুঝানো হয়–যাবিল ফুরূযগণ স্বীয় অংশ গ্রহণ করার পর যা অবশিষ্ট রয়েছে, সে উদ্বৃত্ত অংশে যারা অংশীদার হয়ে থাকে, আর যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদারগণের অবর্তমানে তারা সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। তৎপর সাবাব বা কারণগত আসাবাগণের মধ্যে মিরাস বণ্টিত হবে। আর কারণগত আসাবা হলো, ক্রীতদাসের মুক্তিদাতা মনিব। তারপর তার আসাবাগণের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বণ্টন করা হবে। অতঃপর পুনরায় বংশগত যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদারগণের মধ্যে তাদের অংশহারে রদ বা পুনঃবণ্টন করা হবে। তৎপর রক্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত যাবিল আরহাম তথা নিকটাত্মীয়গণের মধ্যে মিরাস বণ্টন করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : فَيُبْدَأُ অতঃপর আরম্ভ করা হবে بِاَصْحَابِ অধিকারীগণের দ্বারা الْفَرَائِضِ নির্ধারিত অংশসমূহ وَهُمْ আর তারা হলো الَّذِيْنَ لَهُمْ যাদের জন্য রয়েছে سِهَامٌ অংশসমূহ مُقَدَّرَةٌ নির্ধারিত فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى কিতাবুল্লাহের (আল-কুরআনের) মধ্যে ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ অতঃপর আসাবাগণ (অবশিষ্টাংশ ভোগীদের) দ্বারা مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ বংশগত দিক থেকে وَالْعَصَبَةُ আর আসাবা বলতে كُلُّ প্রত্যেক ঐ লোকগণকে বুঝানো হয় مَنْ يَّأْخُذُ যে গ্রহণ করবে مَا যা অবশিষ্ট রেখেছে اَبْقَتْهُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ অধিকারীগণ নির্ধারিত অংশসমূহের وَعِنْدَ আর সময়ে الْاِنْفِرَادِ একক হওয়ার পৃথক হওয়ার يُحْرِزُ সংরক্ষণ করবে, গ্রহণ করবে جَمِيْعَ الْمَالِ সমুদয় সম্পদ ثُمَّ بِالْعَصَبَةِ তৎপর আসাবাদের মধ্যে বণ্টিত হয় مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ কারণগত দৃষ্টিতে وَهُوَ আর সে مَوْلَى মনিব الْعَتَاقَةِ তথা কারণগত আসাবা হলো ক্রীতদাসের মুক্তি দাতা ثُمَّ عَصَبَتِهٖ অতঃপর তার আসাবাগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে عَلَى التَّرْتِيْبِ ধারাবাহিকভাবে ثُمَّ الرَّدُّ অতঃপর রদ বা পুনঃবণ্টন করা হবে عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণের উপর النَّسَبِيَّةِ বংশগত بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ তাদের অংশ হারে ثُمَّ অতঃপর ذَوِى الْاَرْحَامِ আত্মীয়তা সম্পর্কের অধিকারীগণের উপর নিকট আত্মীয়গণের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَيُبْدَأُ بِاَصْحَابِ الْفَرَائِضِ الخ -এর আলোচনা : এখানে মিরাস বণ্টনের পদ্ধতি ও তার ক্রমধারা বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ (আসহাবুল ফারায়েয) যারা ذَوِى الْفُرُوْضِ নামেও পরিচিত, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম মিরাস বণ্টন কাজ শুরু করতে হবে। আর যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদার বলতে সে সকল উত্তরাধিকারীগণকে বলা হয়, যাদের প্রাপ্য অংশ পবিত্র কুরআন মাজীদে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, যেমন–পিতা-মাতা ইত্যাদি; কিংবা সুন্নাহ-এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে, যেমন–দাদী; অথবা ইজমার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছে, যেমন– পৌত্র ও পিতামহ। এরা সকলেই যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদার।

বারোটি শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ আসহাবুল ফারায়েয বা যাবিল ফুরূয হিসেবে গণ্য। এদের মধ্যে চার প্রকারের পুরুষ আর আট প্রকার মহিলা। যথা– ১. পিতা, ২. দাদা, দাদার পিতা এভাবে উর্ধ্বতন পুরুষ, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই, ৪. স্বামী, ৫. স্ত্রী ৬. কন্যা, ৭. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা এভাবে অধস্তন পুরুষযোগে কন্যা, ৮. আপন বোন, ৯. বৈমাত্রেয় বোন, ১০. বৈপিত্রেয় বোন ১১. মাতা, ১২. নানী, নানীর মাতা এভাবে স্ত্রীলোকযোগে উর্ধ্বেতন নানী ও পিতার মাতা এভাবে পুরুষযোগে উর্ধ্বতন দাদী।

কিন্তু গ্রন্থকার أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ-এর সংজ্ঞায় শুধুমাত্র কিতাবুল্লাহ'র উল্লেখ এজন্য করেছেন, যেহেতু কিতাবুল্লাহ সুন্নাহ ও ইজমার তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। অথবা এর কারণ এই যে, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তা প্রকারান্তরে কিতাবুল্লাহ'র মাধ্যমে সাব্যস্ত, সে হিসেবে মৌলিক প্রামাণ্য হিসেবে কিতাবুল্লাহ উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

আসাবাগণের পূর্বে যাবিল ফুরূযগণের অংশ দান অপরিহার্য হওয়ার কারণ এই যে, কুরআনে নির্ধারিত অংশের হকদারগণকেই যাবিল ফুরূয বলা হয়, আর সে নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণ তাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, সে উদ্বৃত্ত সম্পদেই আসাবাগণের অংশ নিহিত। সুতরাং যাবিল ফুরূযগণের অংশ দেওয়ার পূর্বে আসাবাগণের অংশ স্থির করাই অসম্ভব। এজন্যই সর্বপ্রথম যাবিল ফুরূযগণের প্রাপ্য অংশ প্রদান করা অপরিহার্য। যদি আসাবাদের অংশ আগেই দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যাবিল ফুরূযগণ তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ হতে বঞ্চিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যা কোনোক্রমেই হতে পারে না।

قَوْلُهُ ثُمَّ بِالْعَصَبَاتِ الخ-এর আলোচনা : দ্বিতীয় পর্যায়ে মিরাস আসাবাগণ তথা অবশিষ্টাংশ ভোগীগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আসাবা বলতে সে সমস্ত উত্তরাধিকারীগণকে বুঝানো হয়, যারা যাবিল ফুরূযকে তাদের প্রাপ্য নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের মধ্যে হকদার হয়ে থাকে। যাবিল ফুরূযকে তাদের অংশ দেওয়ার পর যদি মিরাসের মধ্যে সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যায়, তা হতে বংশগত আসাবাগণকে অংশ দেওয়া হবে। আসাবা সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পরে আসতেছে, তবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, عَصَبَةٌ দু' প্রকার– (ক) নাসাবী ও (খ) সাবাবী, অর্থাৎ রক্তসম্পর্কযুক্ত বা বংশগত এবং প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কযুক্ত বা কারণগত। আসাবাগণের মধ্যে নাসাবী বা বংশগত আসাবাগণ অগ্রাধিকারী হবে। অতঃপর সাবাবী বা কারণগত আসাবা'র স্থান। যাবিল ফুরূয ও আসাবায়ে নাসাবী'র অবর্তমানে আসাবায়ে সাবাবী ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে। মুক্তিদানকারী মনিব মৃত ব্যক্তির মিরাসের হকদার হওয়া তার মুক্তিদান করার ন্যায় অনুগ্রহের কারণে। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের পূর্বোক্ত শ্রেণীর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে, তখন তার মনিব পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার হিসেবে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ الخ-এর আলোচনা : এটা عَصَبَةُ السَّبَبِيَّةِ বা কারণগত অবশিষ্টাংশ ভোগীর উদাহরণ। অর্থাৎ যদি বংশগত অবশিষ্টাংশ ভোগী বা আসাবা নাসাবী না থাকে, তবে এ আসাবা সাবাবী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের হকদার হবে। আর সাবাবী হলো, ক্রীতদাস ব্যক্তির মুক্তিদাতা মনিব। সে তার ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করে যে অনুগ্রহ করেছে, তার কল্যাণে সে উক্ত ক্রীতদাসের মৃত্যুর পর তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার হবে। চাই সে এ মুক্তিদান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকুক, কিংবা অন্যবিধ কোনো উদ্দেশ্যে করে থাকুক। তদ্রূপ চাই এ মুক্তিদান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত হোক; একইভাবে মুক্তিদানকারী মনিব পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক সর্বাবস্থায় সে তার আজাদকৃত ক্রীতদাসের অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পদ যাকে পরিভাষায় وَلَاءٌ (ওয়ালা) বলা হয় তার হকদার হবে। কেননা এ সাবাবী আসাবা নাসাবী আসাবার সমতুল্য, যেহেতু সে তাকে حَيٰوةٌ مَعْنَوِيٌّ তথা আত্মিক জীবন দান করেছে। এ হিসেবে যে, যেমন রক্তবন্ধনের দ্বারা জীবন অর্জিত হয়, তদ্রূপ আজাদ করার মাধ্যমেও কার্যত বহুবিধ আহকামের ক্ষেত্রে তাকে জীবিতগণের সমতুল্য করে দেওয়া হয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ عَلَى التَّرْتِيْبِ-এর আলোচনা : অর্থাৎ অতঃপর مَوْلَى الْعَتَاقَةِ তথা মুক্তিদানকারী মনিবের আসাবাগণের মধ্যেই ধারাবাহিকভাবে মৃত আজাদ ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করা হবে। এখানে عَصَبَتُهُ শব্দটি মাজরূর হিসেবে পঠিত হবে, যেহেতু এটা عَصَبَةٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ-এর প্রতি আত্ফ হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যদি ক্রীতদাসের মুক্তিদানকারী মনিব জীবিত না থাকে, তবে তার আসাবাগণ তাদের ধারাবাহিক ক্রমানুসারে অবশিষ্ট মিরাসের হকদার হবে। যেমন– প্রথমে তার নাসাবী আসাবার মধ্য হতে পুরুষগণ وَلَاءٌ বা অবশিষ্ট মিরাসে হকদার হবে। আর যদি পুরুষ আসাবা না থাকে, তবে মহিলা আসাবাগণ তার হকদার হবে না। হাঁ, যদি সে মহিলা স্বয়ং উক্ত ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করে থাকে কিংবা তার মুক্তি প্রদত্ত ক্রীতদাস মুক্তিদান করে থাকে, তবে সে وَلَاءٌ তথা অবশিষ্ট মিরাসের হকদার হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ . (الحديث)

অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে বাবুল আসাবাত-এর মধ্যে যেহেতু এর বিশদ আলোচনা আসছে, এ জন্য গ্রন্থকার এখানে ذُكُوْر তথা পুরুষ-এর কয়েদ উল্লেখ করেননি।

[বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়]

ثُمَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ ثُمَّ الْمُقِرُّ لَهُ بِالنَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ بِحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بِإِقْرَارِهِ مِنْ ذٰلِكَ الْغَيْرِ إِذَا مَاتَ الْمُقِرُّ عَلَى إِقْرَارِهِ ثُمَّ الْمُوْصٰى لَهُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ ـ

সরল অনুবাদ : অতঃপর মাওলাল মুওয়ালাত তথা মৃত ব্যক্তির চুক্তিবদ্ধ বন্ধু 'মনিবকে মিরাসের অংশ প্রদান করা হবে। তারপর মৃত ব্যক্তি কর্তৃক স্ববংশজাত বলে স্বীকৃত ব্যক্তিকে তার অংশ প্রদান করা হবে; এভাবে যে, তার স্বীকারোক্তি দ্বারা এ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর বংশের দাবি প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর স্বীকৃতি দানকারী তার সে স্বীকারোক্তির উপর বহাল থাকাঅবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর সম্পূর্ণ সম্পদের প্রাপক হিসেবে অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে অংশ প্রদান করা হবে। অতঃপর (সর্বশেষে উপযুক্ত হকদার না পাওয়া গেলে) পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে (ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে) জমা করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ مَوْلَى অতঃপর মনিব, বন্ধু الْمُوَالَاةِ চুক্তিবদ্ধ ثُمَّ الْمُقِرُّ অতঃপর (বংশজাত বলে) স্বীকৃত لَهُ তার (মৃতের) জন্যে بِالنَّسَبِ বংশ عَلَى الْغَيْرِ অন্যের উপর بِحَيْثُ এভাবে যে, لَمْ يَثْبُتْ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না نَسَبُهُ তার বংশ بِإِقْرَارِهِ তার স্বীকৃতি দ্বারা مِنْ ذٰلِكَ الْغَيْرِ এ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপরে إِذَا مَاتَ যখন মৃত্যুবরণ করে الْمُقِرُّ স্বীকৃতিদাতা عَلَى إِقْرَارِهِ তার স্বীকারোক্তির উপর বহাল থাকাবস্থায় ثُمَّ الْمُوْصٰى لَهُ অতঃপর অসিয়ত কৃত ব্যক্তিকে অংশ দেওয়া হবে بِجَمِيْعِ الْمَالِ সম্পূর্ণ সম্পদের ثُمَّ অতঃপর بَيْتُ الْمَالِ বাইতুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে (জমা করা হবে)

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

[পূর্ব পৃষ্ঠার অবশিষ্ট আলোচনা]

قَوْلُهُ ثُمَّ الرَّدُّ عَلَى ذَوِى الْفُرُوْضِ الخ -এর আলোচনা : যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদারগণকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়ার পর যদি উপরোল্লিখিত আসাবা শ্রেণীভুক্ত কোনো হকদার পাওয়া না যায়, তবে উদ্বৃত্ত পরিত্যক্ত সম্পদ পুনরায় যাবিল ফুরূযগণের মধ্যে তাদের অংশহারে রদ বা পুনঃবণ্টন করা হবে। কেননা যাবিল ফুরূযগণ তাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করার পরও তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক যথারীতি অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে। কিন্তু সাবাবী আসাবা এর বিপরীত। যেমন– স্বামী-স্ত্রী তাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণের পর তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকে না। হ্যাঁ, যদি স্বামী-স্ত্রী সমুদয় সম্পদে مُوْصٰى لَهُ তথা অসিয়তকৃত না হয়, তবে এ যুগে বায়তুল মালের অস্তিত্ব না থাকার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রদ বা পুনঃবণ্টন কার্যকর হবে এবং এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত।

قَوْلُهُ ثُمَّ ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর আলোচনা : বংশগত যাবিল ফুরূয না থাকা অবস্থায় যাবিল আরহামকে মিরাস দেওয়া হবে। আর যাবিল আরহাম মৃত ব্যক্তির যাবিল ফুরূয ও আসাবা বহির্ভূত নিকটাত্মীয়গণকে বলা হয়। যেহেতু যাবিল ফুরূয সম্পর্কের দিক হতে মৃত ব্যক্তির নিকটতম এজন্য তাদেরকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে। যাবিল আরহাম অপেক্ষাকৃত দূরতম হিসেবে তাদেরকে সর্বশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। যাবিল ফুরূযকে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়ার পর যদি স্বামী-স্ত্রী ও যাবিল আরহাম শ্রেণী বিদ্যমান থাকে, তবে যাবিল আরহামকেই উদ্বৃত্ত পরিত্যক্ত সম্পদ দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যাবিল আরহামের অবর্তমানে পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রদ বা পুনঃবণ্টন করা যাবে।

[এই পৃষ্ঠার আলোচনা]

قَوْلُهُ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ -এর ব্যাখ্যা : যদি কোনো অজ্ঞাত কুলশীলা ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করে এরূপে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তুমি আমার বন্ধু-মনিব। আমি যদি কাউকেও হত্যা করি, তুমি আমার পক্ষ হতে রক্তপণ পরিশোধ করে দেবে ; আমি যদি কোনো জেনায়াত বা অপরাধ করি, সে জন্য তুমি দিয়াত বা ক্ষতিপূরণ দেবে ; আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তবে তুমি আমার সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তা স্বীকার করে নিয়েছে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ বন্ধু-মনিবকে مَوْلَى الْمُوَالَاةِ বা নিযুক্ত বন্ধু-মনিব বলা হয়। আমাদের হানাফীগণের নিকট এরূপ عَقْدُ وَلَاءٍ বা সম্প্রীতি-চুক্তি গ্রহণযোগ্য এবং চুক্তি গ্রহণকারী ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু শাফেয়ীগণের মতে, এরূপ সম্প্রীতি-চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং চুক্তি গ্রহণকারী মিরাসের হকদার হবে না। আর এই مَوْلَى الْمُوَالَاةِ -কে যাবিল আরহামের পরে উল্লেখ করার কারণ এই যে, যাবিল আরহামের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু مَوْلَى الْمُوَالَاةِ -এর সাথে তা নেই; বরং এটা নিছক একটি চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক।

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْمُقِرُّ لَهٗ بِالنَّسَبِ الخ -এর আলোচনা : অতঃপর مَوْلَى الْمُوَالَاةِ তথা সম্প্রীতি-চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত বন্ধু-মনিব না থাকাঅবস্থায় মৃত ব্যক্তি কর্তৃক স্ববংশজাত বলে স্বীকৃত বংশ তালিকা বহির্ভূত ব্যক্তি মিরাসের উত্তরাধিকারী হবে। তবে এর জন্য চারটি শর্ত রয়েছে– (১) মৃত ব্যক্তি যাকে স্ববংশজাত বলে স্বীকারোক্তি করেছে, তার এই স্বীকারোক্তি শরিয়তের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গতরূপে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যেহেতু যদি শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে স্ববংশজাত বলে স্বীকৃত ব্যক্তিকে মিরাস দেওয়া হবে না। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি তার পিতৃবয়সী এক ব্যক্তিকে তার ভাই বলে দাবি করে, তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে এ দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। (২) স্বীকৃতি প্রদত্ত ব্যক্তি স্বয়ং তার বংশের সম্পর্ক অন্যের প্রতি করতে হবে। কেননা যদি সে ব্যক্তি স্বয়ং মৃত ব্যক্তির প্রতিই তার বংশের সম্পর্ক দাবি করে, তবে সে তার প্রকৃত সন্তানের পর্যায়ে গণ্য হবে এবং مُقَرٌّ لَهٗ بِالنَّسَبِ তথা স্ববংশজাত বলে স্বীকৃত ব্যক্তির স্থলে থাকবে না। উদাহরণস্বরূপ মৃত ব্যক্তি যদি কোনো অজ্ঞাত কুলশীলা ব্যক্তি যে তার সন্তান হওয়ার যোগ্য তাকে নিজ সন্তান বলে স্বীকারোক্তি করেছে, আর সে স্বীকৃত ব্যক্তিও তারই প্রতি নিজ বংশের সম্পর্ক দাবি করেছে, তবে সে প্রকৃত সন্তানের পর্যায়ে গণ্য হবে, স্ববংশজাত বলে স্বীকৃত ব্যক্তির পর্যায়ে থেকে যাবে না। (৩) সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যার প্রতি সে নিজ বংশের স্বীকৃতি দিয়েছে, উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অস্বীকারকারী হবে। কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তিও যদি সে সম্ভাব্য বংশের দাবিকে মেনে নেয়, তবে সে যাবিল ফুরূয বা নির্ধারিত অংশীদার কিংবা আসাবা বা অবশিষ্টাংশ ভোগী শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়বে। তখন আর সে مُقَرٌّ لَهٗ তথা স্বীকারোক্তি প্রদত্ত থাকবে না। (৪) স্বীকারোক্তিকারী মৃত্যু পর্যন্ত এ স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকতে হবে। কেননা যদি স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যে কোনো সময় তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে, তবে সে মিরাসের মধ্য হতে কোনো অংশ পাবে না। আর এ مُقَرٌّ لَهٗ بِالنَّسَبِ মিরাস বণ্টনের ক্রমধারায় مَوْلَى الْمُوَالَاةِ -এর পর এবং مُوْصٰى لَهٗ بِجَمِيْعِ الْمَالِ -এর পূর্বে হবে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ الْمُوْصٰى لَهٗ بِجَمِيْعِ الْمَالِ -এর আলোচনা : উপরোল্লিখিত ওয়ারিশগণের অবর্তমানে সে ব্যক্তিকে সমুদয় পরিত্যক্ত সম্পদ প্রদান করা হবে, যার জন্য মৃত ব্যক্তি তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক কিংবা সমুদয় সম্পদের অসিয়ত করেছিল। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের অধিক অসিয়ত করা নিষেধ হওয়ার কারণ ছিল অন্যান্য ওয়ারিশগণের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা। বর্তমানে সে আশঙ্কা না থাকার কারণে তার অসিয়ত শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে এবং যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে, সে সমুদয় সম্পদের উত্তরাধিকার লাভ করবে। আর যদি এরূপ অসিয়তকৃত ব্যক্তির সাথে স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে যে কেউ কিংবা উভয়ে বর্তমান থাকে, তবে স্বামী-স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ দেওয়ার পরই অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে অবশিষ্ট সম্পদ প্রদান করা হবে। আর যদি স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অপর কোনো অংশীদার অসিয়তকৃত ব্যক্তির সঙ্গে বর্তমান থাকে, তবে শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে অসিয়ত কার্যকর হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র.) সর্বাবস্থায়ই এক-তৃতীয়াংশ সম্পদেই অসিয়ত কার্যকর হবে বলে অভিমত পোষণ করেছেন।

قَوْلُهٗ ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ -এর আলোচনা : যদি مُوْصٰى لَهٗ بِجَمِيْعِ الْمَالِ তথা সম্পূর্ণ সম্পদের জন্য অসিয়ত করা হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তিও না থাকে, তবে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে। যেমন– কোনো জিম্মির যদি কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে তার সমুদয় সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গচ্ছিত রাখা হয়। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে যে কেউ বর্তমান থাকে, তবে প্রথমে তাদের প্রাপ্য অংশ দেওয়া হবে এবং পুনরায় তাদেরই উপর রদ বা পুনঃবণ্টন করা হবে, যা ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. اُذْكُرْ نَبْذًا مِنْ اَحْوَالِ الْمُصَنِّفِ (رح) لِلْكِتَابِ السِّرَاجِيْ .

٢. عَرِّفْ عِلْمَ الْفَرَائِضِ مَعَ بَيَانِ مَوْضُوْعِهَا وَغَرَضِهَا . ثُمَّ شَرِّحْ قَوْلَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ "فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ" .

٣. اُذْكُرِ الْحُقُوْقَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِتَرَكَةِ الْمَيِّتِ مُرَتَّبًا . وَمَا مَعْنَى اَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَمَنْ هُمْ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

٤. مَا هِيَ الْحُقُوْقُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِتَرَكَةِ الْمَيِّتِ؟ اُذْكُرْهَا بِالتَّرْتِيْبِ وَالتَّفْصِيْلِ .

فَصْلٌ فِى الْمَوَانِعِ

উত্তরাধিকার লাভে বাধা প্রদানকারী কারণসমূহের পরিচ্ছেদ

اَلْمَانِعُ مِنَ الْاِرْثِ اَرْبَعَةٌ : اَلرِّقُّ وَافِرًا كَانَ اَوْ نَاقِصًا وَالْقَتْلُ الَّذِىْ يَتَعَلَّقُ بِهٖ وُجُوْبُ الْقِصَاصِ اَوِ الْكَفَّارَةِ وَاخْتِلَافُ الدِّيْنَيْنِ وَاخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ اِمَّا حَقِيْقَةً كَالْحَرْبِىِّ وَالذِّمِّىِّ اَوْ حُكْمًا كَالْمُسْتَأْمِنِ وَالذِّمِّىْ اَوِ الْحَرْبِيَّيْنِ مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَ الدَّارُ اِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنْعَةِ وَالْمَلِكِ لِاِنْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ -

সরল অনুবাদ : উত্তরাধিকার লাভে অন্তরায় চারটি– (১) দাসত্ব, চাই তা পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণাঙ্গ হোক, (২) এমন হত্যা যার সাথে কিসাস (প্রতিশোধমূলক হত্যা) বা কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) ওয়াজিব হয়, (৩) উভয়ের (মৃত ব্যক্তি ও উত্তরাধিকারী) ধর্মের বিভিন্নতা, (৪) উভয়ের রাষ্ট্রের বিভিন্নতা, চাই এ রাষ্ট্রের বিভিন্নতা প্রকৃত হোক, যেমন– দারুল হারবের অধিবাসী কাফির ও জিম্মি (দারুল ইসলামের অধিবাসী কাফির) কিংবা হুকুমের দিক বিবেচনায় হোক, যেমন– মুস্তামিন (ইসলামি রাষ্ট্রে নিরাপত্তা গ্রহণপূর্বক অবস্থানকারী কাফির দেশের অধিবাসী) ও জিম্মি অথবা এমন দু'জন হারবী যারা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসী। আর রাষ্ট্রের বিভিন্নতা সৈন্যবাহিনী ও শাসকের বিভিন্নতার দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তাদের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَانِعُ অন্তরায়, বাধা দানকারী مِنَ الْاِرْثِ উত্তরাধিকার লাভে اَرْبَعَةٌ চারটি اَلرِّقُّ দাসত্ব وَافِرًا كَانَ পূর্ণাঙ্গ হোক اَوْ نَاقِصًا কিংবা অপূর্ণাঙ্গ হোক وَالْقَتْلُ আর এমন হত্যা করা الَّذِىْ يَتَعَلَّقُ যার সাথে জড়িত হয় وُجُوْبُ আবশ্যকতা الْقِصَاصِ প্রতিশোধমূলক হত্যা اَوِ الْكَفَّارَةِ অথবা ক্ষতিপূরণ وَاخْتِلَافُ আর ভিন্ন হওয়া الدِّيْنَيْنِ দুটা ধর্ম وَاخْتِلَافُ আর পৃথক হওয়া, الدَّارَيْنِ দুটা দেশের اِمَّا حَقِيْقَةً চাই প্রকৃতভাবে হোক كَالْحَرْبِىِّ যেমন, অমুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফির وَالذِّمِّىِّ আর মুসলিম দেশে বসবাসকারী কাফির اَوْ حُكْمًا কিংবা হুকুমের দিক বিবেচনায় হোক كَالْمُسْتَأْمِنِ যেমন, ইসলামি রাষ্ট্রে নিরাপত্তায় বসবাসকারী অমুসলিম وَالذِّمِّىِّ আর মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী কাফির اَوِ الْحَرْبِيَّيْنِ অথবা এমন দু'জন হারবী (অমুসলিম সংখ্যাধিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী দু'কাফির) مِنْ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ যারা ভিন্ন ভিন্ন দু'টি দেশের وَالدَّارُ আর রাষ্ট্র اِنَّمَا تَخْتَلِفُ কেবল ভিন্নতা হয় بِاخْتِلَافِ ভিন্নতার দ্বারা الْمَنْعَةِ সৈন্য বাহিনীর وَالْمَلِكِ আর রাজ্য শাসকের لِاِنْقِطَاعِ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে الْعِصْمَةِ নিরাপত্তা فِيْمَا بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ فِى الْمَوَانِعِ -এর বিশ্লেষণ : مَوَانِعُ শব্দটি مَانِعَةٌ-এর বহুবচন। مَانِعَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ– বাধাদানকারী। এটি مَنْعٌ মূলধাতু হতে নেওয়া হয়েছে। ইলমে ফারায়েযের পরিভাষায়, যে কারণসমূহ বিদ্যমান থাকার ফলে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়, তাকে مَوَانِعُ বলে।

ওয়ারিশী স্বত্ব হতে বঞ্চিতকারী কারণ মোট চারটি। তবে কেউ কেউ আটটি, আবার কেউ নয়টিও বলেছেন।

১. দাসত্ব : দাসত্ব দু'প্রকার– (ক) পূর্ণাঙ্গ। যেমন– খালিস বা শর্তহীন দাস-দাসী। (খ) অপূর্ণাঙ্গ। যেমন– মুকাতাব, মুদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ ইত্যাদি।

মুকাতাবের সংজ্ঞা : মুকাতাব ঐ গোলামকে বলা হয়, যার মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে তার মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে লিখিত চুক্তি হয়েছে। যেমন, বলা হয়– اَلْمُكَاتَبُ هُوَ الْعَبْدُ الَّذِيْ كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ

মুদাব্বারের সংজ্ঞা : مُدَبَّرٌ -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— اَلْمُدَبَّرُ هُوَ مَنْ اِعْتَقَ عَنْ دُبُرٍ يَعْنِيْ فِيْ تَمَامِ حَيٰوةِ الْمَوْلٰى অর্থাৎ যে ক্রীতদাসকে মনিবের জীবন সমাপ্তিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আজাদ হওয়ার কথা ঘোষণা দেয়া হয়, তাকে غُلَامٌ مُدَبَّرٌ বলা হয়।

উম্মে ওয়ালাদের সংজ্ঞা : উম্মে ওয়ালাদ ঐ ক্রীতদাসীকে বলা হয়, যার সাথে মনিবের সহবাসের ফলে সন্তান জন্ম লাভ করেছে।

২. হত্যা : মিরাসী অধিকার হতে দ্বিতীয় বাধা প্রদানকারী হলো সে হত্যা যার কারণে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) বা কাফ্ফারা (রক্তপণ) ওয়াজিব হয়।

হত্যার প্রকারভেদ : হত্যা পাঁচ প্রকার। যথা– (ক) قَتْلُ عَمَدٍ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা, (খ) قَتْلُ شِبْهُ عَمَدٍ তথা ইচ্ছাকৃতের ন্যায় হত্যা, (গ) قَتْلُ خَطَأً তথা ভুলক্রমে হত্যা, (ঘ) قَتْلُ قَائِمٍ مَقَامَ خَطَأً তথা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা, (ঙ) قَتْلُ بِالسَّبَبِ তথা কারণবশত হত্যা।

ক. قَتْلُ عَمَدٍ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা : قَتْلُ عَمَدٍ বলা হয়— هُوَ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ اَوْ بِمَا اُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ অর্থাৎ হত্যাকারী ইচ্ছাকৃতভাবে মারণাস্ত্র কিংবা মারণাস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত কোনো কিছু দিয়ে হত্যা করলে, তাকে قَتْلُ عَمَدٍ বলা হয়। এ ধরনের হত্যকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হয়।

খ. قَتْلُ شِبْهُ عَمَدٍ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার ন্যায় হত্যা : প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে প্রাণ সংহারক নয় বলে সাধারণ বিবেচিত এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করাকে قَتْلُ شِبْهُ عَمَدٍ বলে। যেমন– লাঠি, ইট, কঙ্কর ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন— شِبْهُ الْعَمَدِ هُوَ اَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا مَا اُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ

সাহেবাইন বলেন— شِبْهُ الْعَمَدِ اَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا

গ. قَتْلُ خَطَأً তথা ভুলক্রমে হত্যা : قَتْلُ خَطَأً ঐ হত্যাকে বলা হয় যে হত্যায় নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু হঠাৎ অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছে। যেমন– শিকারি শিকারের উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়ল, আর কারো গায়ে লেগে মারা গেল। যেমন, সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

اَلْخَطَأُ هُوَ اَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا فَاِذَا هُوَ اٰدَمِيٌّ اَوْ يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيْبُ اٰدَمِيًّا ۔

ঘ. قَتْلُ قَائِمٍ مَقَامَ خَطَأً তথা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা : যেমন– কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি পাশ ফিরতে গিয়ে অপরজনের উপর পতিত হল, ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিহত হলো। বলা হয়েছে—

مَا اُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ مِثْلَ النَّائِمِ يَتَقَلَّبُ عَلٰى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ۔

এ তিন প্রকারের হত্যায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

ঙ. قَتْلُ بِسَبَبٍ তথা কারণ বশত হত্যা : قَتْلُ بِسَبَبٍ ঐ হত্যাকে বলা হয় যে হত্যায় হত্যাকারী নিজে হত্যা করেনি বা আদৌ হত্যার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কারণ বশত হত্যাকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন– বিশেষ প্রয়োজনে জমিনে গর্ত খুড়ে রেখেছে, ঐ গর্তে কোনো লোক পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এ ধরনের হত্যায় কিসাস এবং কাফফারা কিছুই ওয়াজিব হয় না।

উল্লিখিত পাঁচ প্রকারের হত্যার মধ্যে প্রথম প্রকারে কিসাস ওয়াজিব হয় ; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। আর পঞ্চম প্রকার হত্যায় কিছুই ওয়াজিব হয় না।

كَفَّارَةُ الْقَتْلِ বা হত্যার কাফ্ফারা : হত্যার কাফ্ফারা হলো, একজন মুসলমান ক্রীতদাসকে আজাদ করা। আর তা সম্ভব না হলে ক্রমাগত বিরামহীনভাবে ষাটটি রোজা রাখা। এ কাফ্ফারা তখন ওয়াজিব হবে, যখন হত্যাকারী প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হবে এবং হত্যা অন্যায়ভাবে অনধিকারে সংঘটিত হবে।

কোনো পিতা অন্যয়ভাবে ইচ্ছাকৃত স্বীয় পুত্রকে হত্যা করার কারণে শরিয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য পিতার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন— لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهٖ وَلَا سَيِّدٌ بِعَبْدِهٖ অর্থাৎ পুত্র হত্যার কারণে পিতাকে, দাসের হত্যার কারণে মনিবকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু যেহেতু মূলত এ হত্যা কিসাসযোগ্য অপরাধ, সেহেতু পিতা নিহত পুত্রের সম্পদের অধিকারী হবে না।

قَوْلُهُ اِخْتِلَافُ الدِّيْنَيْنِ এর ব্যাখ্যা : دِيْنٌ শব্দের অর্থ– ধর্ম। একবচন, বহুবচনে أَدْيَانٌ ; মিরাস লাভের তৃতীয় অন্তরায় হলো, ধর্মের ভিন্নতা। যেমন– মৃত ব্যক্তি মুসলমান, ওয়ারিশ কাফির অথবা মৃত ব্যক্তি কাফির, ওয়ারিশ মুসলমান। এ অবস্থায় মিরাসী স্বত্ব হতে সে বঞ্চিত হবে। কারণ পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে— وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য মু'মিনদের উপর কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ রাখেননি।" কিন্তু দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অমুসলিমের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিন্নতা মিরাসের অধিকারী হওয়া থেকে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। কারণ "খোদা বিরোধী সকল গোত্র এক" (اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ)।

পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক যদি মুরতাদ হয়, তাহলে মৃত্যুর সময় তাকে মুসলমান মনে করে তার ওয়ারিসগণের মাঝে সম্পদ বণ্টন করা হবে। মুরতাদকে মৃত্যুর সময় এজন্যই মুসলমান মনে করতে হবে যে, সে যখনই মুরতাদ হয়েছে তখনই সে وَاجِبُ الْقَتْلِ। তথা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হয়ে গিয়েছে। সুতরাং মুরতাদ অবস্থায় সে যেন মৃত ব্যক্তি।

قَوْلُهُ اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : মিরাস প্রাপ্তির জন্য চতুর্থ অন্তরায় হলো, রাষ্ট্রের ভিন্নতা। রাষ্ট্রের ভিন্নতা শুধু অমুসলিমের ক্ষেত্রেই অন্তরায় সৃষ্টি করবে, মুসলমানের বেলায় নয়। যেমন– যদি কোনো মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দারুল হারব তথা অমুসলিম দেশে গমন করে এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দারুল ইসলাম তথা মুসলিম দেশে বসবাসকারী তার উত্তরাধিকারীগণ তার সম্পদের ওয়ারিশ হবে। কিন্তু দারুল হারবের কাফির দারুল ইসলামের কাফিরের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে না। গ্রন্থকার اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ বা রাষ্ট্রের ভিন্নতার অন্তরায়টির উল্লেখ করার কারণ এই যে, কতিপয় মাসআলায় উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যেমন–যদি কোনো ব্যক্তি দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে নাগরিকত্ব নিয়ে সেখানেই বাসবাস করে, আর তার অন্যান্য মুসলিম উত্তরাধিকারীগণ দারুল ইসলামে বসবাস করে এমতাবস্থায় দারুল হারবে পরিত্যক্ত সম্পদে একে অন্যের ওয়ারিশ হবে না।

اِخْتِلَافُ الدَّارَيْنِ তথা দেশের ভিন্নতা দু' প্রকার। যেমন—

(১) اِخْتِلَافٌ حَقِيْقِيٌّ তথা প্রকৃত ভিন্নতা, (২) اِخْتِلَافٌ حُكْمِيٌّ তথা অপ্রকৃত ভিন্নতা।

১. اِخْتِلَافٌ حَقِيْقِيٌّ -এর উদাহরণ হলো, দারুল হারবের কাফির এবং দারুল ইসলামের জিম্মি কাফির।

২. اِخْتِلَافٌ حُكْمِيٌّ -এর উদাহরণ হলো, দারুল ইসলামের مُسْتَأْمِنٌ বা নাগরিকত্বের ভিত্তিতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির এবং দারুল ইসলামের ذِمِّيٌّ বা জিজিয়া প্রদান করে বসবাসকারী কাফির। অথবা, দারুল হারবের দু'জন কাফির।

- دَارُ الْاِسْلَامِ -এর সংজ্ঞা হলো— دَارُ الْاِسْلَامِ مَا غَلَبَ فِيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ وَكَانُوْا اٰمِنِيْنَ অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে ক্ষমতায় মুসলমানের প্রাধান্য বেশি এবং তারা নিরাপদে বসবাস করতে পারে সে রাষ্ট্রকে دَارُ الْاِسْلَامِ বলা হয়।
- دَارُ الْحَرْبِ -এর সংজ্ঞা হলো— مَاغَلَبَ فِيْهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অমুসলিদের প্রাধান্য বেশি।
- مُسْتَأْمِنٌ বলা হয় ঐ অমুসলিমকে, যে ইসলামি রাষ্ট্রে নিরাপত্তা গ্রহণ করত বসবাস করে।
- ذِمِّيٌّ বলা হয় ঐ অমুসলিমকে, যে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারকে জিজিয়া দিয়ে দারুল ইসলামে বসবাস করে।
- حَرْبِيٌّ ঐ অমুসলিমকে বলা হয়, যে دَارُ الْحَرْبِ -এ বসবাস করে।

قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَةِ وَالْمَلِكِ -এর বিশ্লেষণ : দেশ বা রাষ্ট্রের পার্থক্য দু'টি জিনিসের ভিন্নতার দ্বারা সূচিত হয়—

১. اَلْمَنَعَةُ তথা প্রতিরক্ষা জনিত সেনাবাহিনী দ্বারা। যদি সেনাবাহিনী আলাদা হয় তাহলে বুঝতে হবে রাষ্ট্রও ভিন্ন। اَلْمَنَعَةُ শব্দটি اَلْمَانِعُ -এর বহুবচন। অর্থ– প্রতিরোধকারীগণ। এখানে সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কারণ তারাই বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করে থাকে।

২. اَلْمَلِكُ তথা শাসক। পৃথক পৃথক শাসক বিদ্যমান থাকলে ধরে নিতে হবে দু'টি রাষ্ট্রই পৃথক, কারণ এক দেশের শাসক একজনই হয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, রাষ্ট্রের বিভিন্নতা শর্তহীনভাবে উত্তরাধিকার লাভে অন্তরায় নয়।

بَابُ مَعْرِفَةِ الْفُرُوْضِ وَمُسْتَحِقِّيْهَا

নির্ধারিত অংশ ও তার অধিকারীগণের পরিচিতির অধ্যায়

اَلْفُرُوْضُ الْمُقَدَّرَةُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى سِتَّةٌ : اَلنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ عَلَى التَّضْعِيْفِ وَالتَّنْصِيْفِ وَاَصْحَابُ هٰذِهِ السِّهَامِ اِثْنَا عَشَرَ نَفَرًا اَرْبَعَةٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَهُمُ الْاَبُ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ وَهُوَ اَبُ الْاَبِ وَاِنْ عَلَا وَالْاَخُ لِاُمٍّ وَالزَّوْجُ وَثَمَانٍ مِنَ النِّسَاءِ وَهُنَّ الزَّوْجَةُ وَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَتْ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَالْاُخْتُ لِاُمٍّ وَالْاُمُّ وَالْجَدَّةُ الصَّحِيْحَةُ وَهِىَ الَّتِىْ لَايَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهَا اِلَى الْمَيِّتِ جَدٌّ فَاسِدٌ .

সরল অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার পবিত্রগ্রন্থ কুরআন মাজীদে নির্ধারিত অংশসমূহ ছয়টি। যেমন– (১) অর্ধাংশ, $\frac{1}{2}$ (২) এক-চতুর্থাংশ, $\frac{1}{4}$ (৩) এক-অষ্টমাংশ, $\frac{1}{8}$ (৪) দুই-তৃতীয়াংশ, $\frac{2}{3}$ (৫) এক-তৃতীয়াংশ, $\frac{1}{3}$ (৬) এক-ষষ্ঠাংশ, $\frac{1}{6}$; পূর্বাপর আনুপাতিক মানে দ্বিগুণ ও অর্ধেক করার ভিত্তিতে এ ছয়টি অংশ নির্ধারিত হয়েছে। এ অংশগুলোর অধিকারী হলো বারো শ্রেণীর লোক (চারজন পুরুষ ও আটজন মহিলা)। পুরুষদের মধ্য হতে চারজন, তারা হলো— (১) পিতা, (২) প্রকৃত দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা, প্রপিতামহ এভাবে যতই উপরের দিকে যাক না কেন, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই, (৪) স্বামী। আর মহিলাগণের মধ্য হতে আটজন আর তারা হলো— (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা (নাতনি) যত নিম্নের হোকনা কেন, (৪) সহোদরা বোন (পিতামাতা ঐক্যসম্পর্কিত বোন) (৫) বৈমাত্রেয় বোন, (৬) বৈপিত্রেয়ী বোন, (৭) মাতা, (৮) প্রকৃত দাদী-নানী। তিনি হলেন ঐ দাদী যার মাঝে ও মৃত ব্যক্তির মাঝে সম্পর্ক স্থাপনে কোনো জাদ্দে ফাসিদ অর্থাৎ নানা মধ্যস্থ হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْفُرُوْضُ (আবশ্যকীয়) অংশ সমূহ اَلْمُقَدَّرَةُ নির্ধারিত فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى মহান আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ কোরআন মাজিদে سِتَّةٌ ছয়টি اَلنِّصْفُ অর্ধাংশ اَلرُّبُعُ এক-চতুর্থাংশ وَالثُّمُنُ এক-অষ্টমাংশ وَالثُّلُثَانِ দুই-তৃতীয়াংশ وَالثُّلُثُ এক-তৃতীয়াংশ وَالسُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ وَالثُّمُنُ এক অষ্টমাংশ وَالثُّلُثَانِ দুই-তৃতীয়াংশ وَالثُّلُثُ এক-তৃতীয়াংশ وَالسُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ عَلٰى অনুসারে, ভিত্তিতে, উপরে التَّضْعِيْفِ দ্বিগুণ وَالتَّنْصِيْفِ অর্ধেক وَاَصْحَابُ অধিকারীগণ هٰذِهِ السِّهَامِ এ অংশসমূহের اِثْنَا عَشَرَ نَفَرًا বার দল, শ্রেণীর লোক اَرْبَعَةٌ চার জন مِنَ الرِّجَالِ পুরুষগণের মধ্যে وَهُمْ আর তারা হলো اَلْاَبُ পিতা وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ প্রকৃত দাদা وَهُوَ اَبُ الْاَبِ আর তিনি হলেন পিতার পিতা وَاِنْ عَلَا এভাবে যতই উপরের দিকে যাক না কেন وَالْاَخُ لِاُمٍّ বৈপিত্রেয় ভাই وَالزَّوْجُ স্বামী وَثَمَانٍ আর আটজন مِنَ النِّسَاءِ মহিলাগণের মধ্য হতে وَهُنَّ আর তারা হলেন اَلزَّوْجَةُ স্ত্রী وَالْبِنْتُ এবং কন্যা وَبِنْتُ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَتْ পুত্রের কন্যা যদিও আরো নিম্নের হোক না কেন وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা বোন وَالْاُخْتُ لِاَبٍ বৈমাত্রেয় বোন وَالْاُخْتُ لِاُمٍّ বৈপিত্রেয় বোন وَالْاُمُّ আর মাতা وَالْجَدَّةُ الصَّحِيْحَةُ প্রকৃত দাদী-নানী وَهِىَ الَّتِىْ আর তিনি হলেন ঐ দাদী যার মাঝে لَايَدْخُلُ প্রবেশ করে না فِىْ نِسْبَتِهَا اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির মাঝে তার সম্পর্ক স্থাপনে جَدٌّ فَاسِدٌ কোনো জাদ্দে ফাসেদ অর্থাৎ নানা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلَهُ بَابُ مَعْرِفَةِ الْفُرُوْضِ الخ -এর আলোচনা : এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার উত্তরাধিকারীগণের নির্ধারিত অংশ ও তার হকদারগণের পরিচিত আলোচনা করেছেন। فُرُوْض শব্দটি فَرْض -এর বহুবচন, যার অর্থ– হিস্যা বা অংশ। আর ذَوِى الْفُرُوْض বা অংশীদার সে সকল লোককে বলা হয়, যাদের অংশ নির্ধারিত রয়েছে। আর তারা পুরুষদের মধ্য হতে চারজন ও স্ত্রীলোকদের মধ্য হতে আটজন। সর্বমোট বারোজন ذَوِى الْفُرُوْض বা নির্ধারিত অংশীদার রয়েছে। এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ ও তাদের বিশদ বিবরণ প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ عَلَى التَّضْعِيْفِ وَالتَّنْصِيْفِ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ কুরআনে উল্লিখিত ছয়টি অংশ দ্বিগুণকরণ ও অর্ধেককরণের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়েছে। تَضْعِيْف শব্দটি ضُعْف মূলধাতু হতে মাসদার। এর অর্থ– দ্বিগুণ করা। তদ্রূপ تَنْصِيْف শব্দটি نِصْف মূলধাতু হতে মাসদার, যার অর্থ– অর্ধেক করা বা দ্বিভাগে বিভক্ত করা। যেমন– $\frac{১}{৪}$ -এর দ্বিগুণ $\frac{১}{২}$ এবং $\frac{১}{২}$-এর অর্ধেক $\frac{১}{৪}$, আর $\frac{১}{৮}$ -এর দ্বিগুণ $\frac{১}{৪}$ এবং $\frac{১}{৪}$ -এর অর্ধেক $\frac{১}{৮}$; তদ্রূপ $\frac{১}{৩}$ -এর দ্বিগুণ $\frac{২}{৩}$ এবং $\frac{২}{৩}$ -এর অর্ধেক $\frac{১}{৩}$; অনুরূপভাবে $\frac{১}{৬}$ -এর দ্বিগুণ $\frac{১}{৩}$ এবং $\frac{১}{৩}$-এর অর্ধেক $\frac{১}{৬}$; এভাবে প্রতিটি সংখ্যাই অপর সংখ্যার বিবেচনায় দ্বিগুণ কিংবা অর্ধেক। এ অর্থেই গ্রন্থকার বলেছেন عَلَى التَّضْعِيْفِ وَالتَّنْصِيْفِ তথা দ্বিগুণ করা ও অর্ধেক করার ভিত্তিতে।

قَوْلُهُ وَاَصْحَابُ هٰذِهِ السِّهَامِ الخ -এর বিশ্লেষণ : এখানে গ্রন্থকার ذَوِى الْفُرُوْض বা নির্ধারিত অংশীদারগণের প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা শুরু করেছেন। যাবিল ফুরূযের সংখ্যা বারো। এ বারো জনকে সম্পর্কের দিক দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— সিদ্ধ বিবাহজাত অর্থাৎ সবব এবং রক্তজ আত্মীয় অর্থাৎ নসব। এ বারো জনের চারজন পুরুষ। তারা হলো— (১) পিতা, (২) স্বামী, (৩) পিতামহ (পিতার পিতা, পিতার পিতামহ, পিতার প্রপিতামহ, এ প্রকার ঊর্ধ্বক্রমের সকলে), (৪) বৈপিত্রেয় ভাই। আর আটজন মহিলা। তারা হলো— (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা, (৪) সহোদরা বোন, (৫) বৈমাত্রেয়ী বোন, (৬) বৈপিত্রেয়ী বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদা-নানী (দাদীর মাতা, দাদার মাতা, এ প্রকার ঊর্ধ্বক্রমের সকলে)। পুরুষ চারজনের মধ্যে দু'জন এমন অংশীদার যারা কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না। যেমন– (১) পিতা ও (২) স্বামী। আর অপর দু'জন কখনো কখনো বঞ্চিত হয়ে থাকে। যেমন–(১) পিতামহ, প্রপিতামহ ও তদূর্ধ্ব পুরুষগণ পিতার বর্তমানে বঞ্চিত হয়। এ জন্যই পিতামহকে পিতার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর (২) বৈপিত্রেয় ভাই যেহেতু পিতামহের বর্তমানেও বঞ্চিত হয়, সেজন্য তাকে পিতামহের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেহেতু এ তিনজন তথা পিতা, পিতামহ, বৈপিত্রেয় ভাই এদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, সেহেতু এদেরকে স্বামীর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ স্বামীর সাথে রক্তের সম্পর্ক নেই ; বরং বৈবাহিক কারণগত সম্পর্ক রয়েছে।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, ভাই, ভাইয়ের পুত্র, চাচা এবং তাদের সন্তানদেরকে বলা হয় আসাবা বা অবশিষ্টাংশভোগী। আর মৃত ব্যক্তির নানা, মামা ও ভাগ্নিগণকে বলা হয় যাবিল আরহাম বা দূরবর্তী আত্মীয়বর্গ।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সমস্ত 'আসহাবে ফারায়েয' একসাথে উত্তরাধিকারী হবে না। সুতরাং মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তির প্রত্যেক প্রকারের বোন, নাতি-নাতনি পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে। আর মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় দাদা এবং মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় দাদী বঞ্চিত হবে।

قَوْلُهُ اَلْجَدُّ الصَّحِيْحُ -এর বর্ণনা : ফারায়েযের পরিভাষায় মৃত ব্যক্তির পিতামহ, প্রপিতামহ ও তদূর্ধ্ব পুরুষগণকে اَلْجَدُّ الصَّحِيْحُ বা প্রকৃত পিতামহ বলা হয়। আর মৃতের মাতামহ, প্রমাতামহ ও তদূর্ধ্ব পুরুষগণকে اَلْجَدُّ الْفَاسِدُ বলা হয়। اَلْجَدُّ الصَّحِيْحُ যাবিল ফুরূযগণের অন্তর্ভুক্ত এবং اَلْجَدُّ الْفَاسِدُ যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য যে, বৈপিত্রেয় ভাই-বোনকে اَخْيَافِىْ ভাই-বোন বলা হয়, আর বৈমাত্রেয় ভাই-বোনকে عَلَّاتِىْ ভাই-বোন বলা হয় এবং সহোদর ভাইবোনকে عَيْنِىْ ভাই-বোন বলা হয়।

أَمَّا الْأَبُ فَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلٰثٌ : اَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ السُّدُسُ وَذٰلِكَ مَعَ الْاِبْنِ وَابْنِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَالْفَرْضُ وَالتَّعْصِيْبُ مَعًا وَ ذٰلِكَ مَعَ الْاِبْنَةِ اَوْ اِبْنَةِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَتْ وَالتَّعْصِيْبُ الْمَحْضُ وَ ذٰلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ ـ

পিতার অবস্থা

সরল অনুবাদ : যা হোক পিতার তিন অবস্থা— (১) فَرْض مُطْلَق বা শুধু মাত্র নির্ধারিত অংশ। আর তা হলো $\frac{১}{৬}$ (এক ষষ্ঠাংশ)। পিতা এ অংশ মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন পুরুষ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পাবেন। (২) فَرْض وَتَعْصِيْب مَعًا অর্থাৎ একসাথে নির্ধারিত ($\frac{১}{৬}$) অংশ ও আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পাবেন। এ যুগল অংশ মৃত ব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী ইত্যাদি অধঃস্তন মহিলা ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পাবেন। (৩) تَعْصِيْب مَحْض অর্থাৎ কেবল আসাবা সূত্রে অংশ। আর এটা মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি, পুত্রের সন্তান ও অধঃস্তন কোনো ওয়ারিশ না থাকা অবস্থায় পাবেন।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا الْأَبُ যা হোক পিতা فَلَهُ أَحْوَالٌ ثَلٰثٌ তার (জন্য) তিন অবস্থা اَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ একমাত্র নির্ধারিত অংশ وَهُوَ السُّدُسُ আর তা হলো এক ষষ্ঠাংশ وَذٰلِكَ এবং এ অংশ পাবেন مَعَ الْاِبْنِ পুত্রের সাথে (বিদ্যমান থাকাবস্থায়) وَابْنِ الْاِبْنِ আর পুত্রের পুত্র وَاِنْ سَفِلَ যদিও আরো অধঃস্তন পুরুষ হয় وَالْفَرْضُ আর নির্ধারিত অংশ وَالتَّعْصِيْبُ ও আসাবা হবেন مَعًا এক সাথে وَذٰلِكَ আর তা পাবেন مَعَ الْاِبْنَةِ কন্যার সাথে, কন্যা থাকাবস্থায় اَوْ اِبْنَةِ الْاِبْنِ অথবা পুত্রের কন্যার (সাথে) وَاِنْ سَفِلَتْ যদিও আরো অধঃস্তন কন্যা ওয়ারিশ হয় وَالتَّعْصِيْبُ الْمَحْضُ আর কেবল আসাবা হওয়া وَذٰلِكَ আর এটা পাবেন عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ সন্তান-সন্ততি না থাকা অবস্থায় وَوَلَدِ الْاِبْنِ এবং পুত্রের সন্তান وَاِنْ سَفِلَ অধঃস্তন কোনো ওয়ারিশ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّا الْاَبُ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার এখান থেকে ذَوِى الْفُرُوْض -এর অবস্থাসমূহের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। ذَوِى الْفُرُوْض -এর আলোচনার শুরুতে পিতার অবস্থা প্রথম আলোচনা করার কারণ এই যে, পিতা أَصْلُ الْمَيِّتِ বা মৃত ব্যক্তির মূল জন্ম সূত্র। পিতা তিন অবস্থায় তার মৃত সন্তান হতে ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করবেন।

১. **قَوْلُهُ اَلْفَرْضُ الْمُطْلَقُ -এর ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ নিরেট নির্ধারিত অংশ। যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পুত্রের বংশধরদের কোনো পুরুষ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে, তাহলে পিতা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ (এক-ষষ্ঠাংশ) মিরাস প্রাপ্ত হবেন। এ অবস্থায় পিতা আসাবা হবেন না; বরং নির্দিষ্ট অংশই পাবেন।

আর এ জন্যই গ্রন্থকার এ অবস্থাকে فَرْض مُطْلَق বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন—

মাসআলা–৬

মৃত

পিতা	পুত্র বা পৌত্র
১	৫

২. **قَوْلُهُ اَلْفَرْضُ وَالتَّعْصِيْبُ مَعًا -এর বিশ্লেষণ :** অর্থাৎ ذَوِى الْفُرُوْض এবং عَصَبَةٌ উভয় হিসেবে অংশ পাবে। যদি মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা পুত্রের বংশের মধ্য হতে কোনো পৌত্রী বিদ্যমান থাকে, তাহলে পিতা ذَوِى الْفُرُوْض হিসেবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং কন্যা বা পৌত্রীকে দেয়ার পর عَصَبَةٌ হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পাবেন। যেমন—

মাসআলা–৬

মৃত

পিতা	কন্যা বা পৌত্রী
১ + ২ = ৩	৩

আলোচ্য মাসআলায় কন্যা বা পৌত্রী একজন যাবিল ফুরূয হিসেবে نِصْف $\frac{১}{২}$ অর্ধাংশ অর্থাৎ ৩ পেয়েছে, আর পিতা যাবিল ফুরূয হিসেবে এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ১ পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট ২ আসাবা হিসেবে পেয়েছেন।

৩. **قَوْلُهُ اَلتَّعْصِيْبُ الْمَحْضُ -এর বর্ণনা :** যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা কেউ না থাকে, কিংবা তার পুত্রের কোনো সন্তানাদি কেউ না থাকে, তবে পিতা আসাবা হিসেবে অংশ পাবেন। যেমন—

মাসআলা–৩

মৃত

পিতা	মাতা
২	১

এখানে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ হিসেবে ১ পাবেন এবং অবশিষ্ট ৩ পিতা আসাবা হিসেবে প্রাপ্ত হবেন।

وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ كَالْاَبِ اِلَّا فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلَ وَسَنَذْكُرُهَا فِىْ مَوَاضِعِهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْاَبِ لِاَنَّ الْاَبَ اَصْلٌ فِىْ قَرَابَةِ الْجَدِّ اِلَى الْمَيِّتِ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ هُوَ الَّذِىْ لَاتَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهِ اِلَى الْمَيِّتِ اُمٌّ ـ

দাদার অবস্থা

সরল অনুবাদ : প্রকৃত দাদা (এর অবস্থায়) পিতার ন্যায়, তবে চারটি মাসআলায় এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা এ চারটি মাসআলা যথাস্থানে আলাচনা করব। পিতার বর্তমানে দাদা বঞ্চিত হবে। কেননা মৃত ব্যক্তির সাথে দাদার আত্মীয়তার বন্ধনে পিতাই মূল যোগসূত্র। আর جَدْ صَحِيْح বা প্রকৃত দাদা ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির সঙ্গে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে মাতার মধ্যস্থতা নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ আর প্রকৃত দাদা كَالْاَبِ পিতার (অবস্থার) ন্যায় اِلَّا فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلَ তবে চারটি মাসয়ালা এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে وَسَنَذْكُرُهَا আর অচিরেই আমরা তা আলোচনা করব فِىْ مَوَاضِعِهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى তার যথাস্থানসমূহে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় وَيَسْقُطُ الْجَدُّ আর দাদা বাদ পড়বে, বঞ্চিত হবে بِالْاَبِ পিতার (বর্তমানে) দ্বারা لِاَنَّ الْاَبَ اَصْلٌ কেননা পিতাই মূল, যোগ সূত্র فِىْ قَرَابَةِ الْجَدِّ দাদার আত্মীয়তার (মধ্যে) বন্ধনে اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সাথে وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ আর প্রকৃত দাদা (বলা হয়) هُوَ الَّذِىْ ঐ ব্যক্তিকে যিনি لَاتَدْخُلُ প্রবেশ করে না, মধ্যস্থতা নেই فِىْ نِسْبَتِهِ اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনে اُم মাতা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْجَدُّ الصَّحِيْحُ الخ -এর বর্ণনা : পিতার অবর্তমানে যদি পিতামহ জীবিত থাকেন, তবে পিতার ন্যায় পিতামহেরও তিন অবস্থা হতে পারে। যেমন—

১. প্রথম অবস্থার চিত্র—

মাসআলা—৬

মৃত

দাদা	পুত্র বা পৌত্র
১	৫

২. দ্বিতীয় অবস্থার চিত্র—

মাসআলা—৬

মৃত

দাদা	কন্যা বা পৌত্রী
১ + ২ = ৩	৩

৩. তৃতীয় অবস্থার চিত্র—

মাসআলা—৩

মৃত

দাদা	মাতা
২	১

কিন্তু চারটি মাসআলার দাদা পিতার ন্যায় উত্তরাধিকারী হবেন না।

প্রথম মাসআলা : প্রথমত দাদী পিতার বর্তমানে ওয়ারিশ হবে না ; কিন্তু দাদার সঙ্গে ওয়ারিশ হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি মৃত ব্যক্তি পিতা এবং দাদী রেখে মারা যায়, এমতাবস্থায় পিতা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হবেন এবং দাদী বঞ্চিত হবেন। যথা—

মাসআলা—১

মৃত

পিতা	প্রকৃত দাদী
১	(বঞ্চিত)

আর যদি কেউ আপন দাদা-দাদী রেখে মারা যায়, তাহলে দাদী $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং অবশিষ্ট $\frac{৫}{৬}$ অংশ দাদা আসাবা হিসেবে পাবেন। কেননা দাদী মৃতের আত্মীয় হওয়ার ক্ষেত্রে পিতার মধ্যস্থতা রয়েছে। মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতাকৃত ব্যক্তি ত্যাজ্য সম্পদ পাবে না। যেমন—

মাসআলা–৬

মৃত

প্রকৃত দাদা	প্রকৃত দাদী
৫	১

দ্বিতীয় মাসআলা : যদি মৃত ব্যক্তি মাতা-পিতা, স্বামী অথবা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ মা এবং $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতা আসাবা হিসেবে পাবেন।

মাসআলা–১২

মৃত

পিতা	মাতা	স্ত্রী
৬	৩	৩

যদি স্বামী বা স্ত্রী, মাতা এবং দাদা জীবিত থাকে, এমতাবস্থায় মাতা সমুদয় মালের $\frac{১}{৩}$ ভাগ পাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এ অবস্থায় মাতা অবশিষ্ট মালের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

মাসআলা–১২

মৃত

প্রকৃত দাদা	মাতা	স্ত্রী
৫	৪	৩

তৃতীয় মাসআলা : সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নি এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগ্নি পিতার বর্তমানে সকলেই বাদ পড়ে যায়। আর দাদার বর্তমানে শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, বাদ পড়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে—

মাসআলা–১

মৃত

প্রকৃত দাদা	সহোদর/বৈমাত্রেয় ভাই-বোন
১	(বঞ্চিত)

অন্যান্যদের মতে—

মাসআলা–৬

মৃত

প্রকৃত দাদা	সহোদর/বৈমাত্রেয় ভাই-বোন
১	৫

চতুর্থ মাসআলা : মুক্তিপ্রাপ্ত দাস কিংবা দাসীর মৃত্যুর পর যদি মুক্তিদাতার পিতা এবং পুত্র উভয়ে জীবিত থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, ওয়ালার তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের $\frac{১}{৬}$ ভাগ পিতা পাবেন। পিতার অবর্তমানে দাদা কোনো অংশ পাবেন না। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, সমুদয় ওঁয়ালা মুক্তিদাতার পুত্র পাবে, তার পিতা কিংবা দাদা কিছুই পাবেন না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে—

মাসআলা–৬

মৃত

মুক্তিদাতার পিতা	মুক্তিদাতার পুত্র
১	৫

মাসআলা–১

মৃত

মুক্তিদাতার দাদা	মুক্তিদাতার পুত্র
(বঞ্চিত)	১

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে—

মাসআলা–১

মৃত

মুক্তিদাতার পুত্র	মুক্তিদাতার পিতা/দাদা
১	(বঞ্চিত)

আর নানা মৃতের আত্মীয় হওয়ার মধ্যে মাতার মধ্যস্থতা হওয়ার কারণে নানাকে 'জাদ্দে ফাসিদ' বলা হয়, আর দাদা মৃতের আত্মীয় হওয়ার মধ্যে মাতার মধ্যস্থতা নেই এজন্য তাকে 'জাদ্দে সহীহ' বলা হয়। যথা–

মাসআলা–৬

মৃত

প্রকৃত দাদা	মাতা	স্বামী
১	২	৩

اَمَّا لِاَوْلَادِ الْاُمِّ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ : اَلسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ وَ الثُّلُثُ لِلْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ذُكُوْرُهُمْ وَاِنَاثُهُمْ فِى الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ وَيَسْقُطُوْنَ بِالْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَبِالْاَبِ وَالْجَدِّ بِالْاِتِّفَاقِ ـ

وَاَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ اَلنِّصْفُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَالرُّبُعُ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ ـ

বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের অবস্থা

সরল অনুবাদ : বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের তিন অবস্থা— (১) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একজন থাকলে سُدُسٌ বা $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে। (২) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন দুই বা ততোধিক থাকলে ثُلُثٌ বা $\frac{1}{3}$ অংশ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাইগণ এবং বোনগণ মিরাস বণ্টন এবং অংশ লাভের ক্ষেত্রে একই সমান। (৩) মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি এবং পুত্রের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অধঃস্তনের বর্তমানে এবং পিতা ও দাদার বর্তমানে তার বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ সর্ব সম্মতিক্রমে উত্তরাধিকার লাভ করা হতে বঞ্চিত হবে।

স্বামীর অবস্থা

স্বামীর দুই অবস্থা— (১) মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি, এবং তৎ-পুত্রের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অধঃস্তন কেউ বর্তমান না থাকলে স্বামী نِصْفٌ বা $\frac{1}{2}$ অংশ পাবে। (২) মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি, অথবা তৎ-পুত্রের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অধঃস্তন কেউ বর্তমান থাকলে স্বামী رُبُعٌ বা $\frac{1}{4}$ অংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا لِاَوْلَادِ الْاُمِّ আর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের (জন্য) فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ তিন অবস্থা اَلسُّدُسُ لِلْوَاحِدِ একজনের জন্য এক ষষ্ঠাংশ وَالثُّلُثُ لِلْاِثْنَيْنِ আর দুজনের জন্য এক তৃতীয়াংশ فَصَاعِدًا ততোধিক (হলে) ذُكُوْرُهُمْ তাদের পুরুষগণ (ভাইগণ) وَاِنَاثُهُمْ আর তাদের মহিলাগণ (বোনগণ) فِى الْقِسْمَةِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ মিরাস বণ্টন ও অংশ লাভের ক্ষেত্রে, سَوَاءٌ একই সমান وَيَسْقُطُوْنَ তারা (বৈপিত্রিয় ভাই-বোনগণ) বাদ পড়বে, তারা বঞ্চিত হবে بِالْوَلَدِ সন্তানের (বর্তমানে) সাথে وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ এবং পুত্রের সন্তানের (বর্তমানে) দ্বারা, যদিও অধঃস্তন হয় وَبِالْاَبِ وَالْجَدِّ আর পিতা ও দাদার (বর্তমানে) সাথে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে وَمَا لِلزَّوْجِ অতঃপর স্বামীর জন্যে فَحَالَتَانِ দু'অবস্থা اَلنِّصْفُ অর্ধাংশ عِنْدَ সময়ে, অবস্থায় عَدَمِ الْوَالِدِ সন্তান না থাকা وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ পুত্রের সন্তান, যদিও অধঃস্তন হয় وَالرُّبُعُ আর চতুর্থাংশ مَعَ الْوَلَدِ সন্তানের সাথে اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ অথবা পুত্রের সন্তান وَاِنْ سَفِلَ যদিও অধঃস্তন হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِاَوْلَادِ الْاُمِّ الخ -এর বর্ণনা : اَوْلَادٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, এতে স্ত্রী-পুরুষ সবই শামিল। আর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা মিরাসের অংশপ্রাপ্তির ব্যাপারে সমান বলে গ্রন্থকার اَخٌ لِاُمٍّ না বলে اَوْلَادُ الْاُمِّ উল্লেখ করেছেন। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের তিন অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থা $\frac{1}{6}$ অংশ, দ্বিতীয় অবস্থা $\frac{1}{3}$ অংশ এবং তৃতীয় অবস্থা বঞ্চিত হওয়া। এদের বিশ্লেষণ নিম্নরূপ–

প্রথম অবস্থা : বৈপিত্রেয় ভাইবোন একজন হলে $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে। যেমন–

মাসআলা–৬

মৃত

সহোদর ভাই	বৈপিত্রেয় ভাইবোন একজন
৫	১

দ্বিতীয় অবস্থা : বৈপিত্রেয় ভাইবোন দুই বা ততোধিক হলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন-

মাসআলা-৩

মৃত

সহোদর ভাই	বৈপিত্রেয় ভাইবোন দুইজন
২	১

তৃতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র বা পিতার বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাইবোন বঞ্চিত হবে। যেমন-

মাসআলা-৬

মৃত

পিতা	পুত্র	বৈপিত্রেয় ভাইবোন
১	৫	(বঞ্চিত)

আর দাদার বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয়। ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর নিকট তা মুত্তাফাক আলাইহি মাসআলা। এ জন্য মুসান্নিফ (র.) بِالْإِتِّفَاقِ শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে, বৈপিত্রেয় এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন দাদার বর্তমানে বঞ্চিত হওয়া শুধু ইমাম আযম (র.)-এর মাযহাব। তা সাহেবাইন (র.)-এর মাযহাব নয়। বণ্টনের জন্য সংখ্যা প্রয়োজন, প্রাপ্য হওয়ার জন্য সংখ্যার প্রয়োজন নেই। এ জন্য মুসান্নিফ (র.) বণ্টন এবং প্রাপ্য উভয় শব্দ বর্ণনা করেছেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতাকৃত ব্যক্তি উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। এ সূত্রের আলোকে মাতার বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের কিছুই পাওয়া উচিত নয়, কেননা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মৃতের আত্মীয় হওয়ার ব্যাপারে মায়ের মধ্যস্থতা রয়েছে। এর উত্তর এই যে, মায়ের বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অংশীদার হওয়ার সপক্ষে নস (কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহ) রয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতি কার্যকর হয়নি এবং বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ মায়ের বর্তমানেও উত্তরাধিকার পাওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ لِلزَّوْجِ الخ -এর আলোচনা : স্বামীর দুই অবস্থার মধ্যে প্রথম অবস্থায় $\frac{১}{২}$ অংশ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে।

প্রথম অবস্থা : স্ত্রীর সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় স্বামী সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। যথা—

মাসআলা-২

মৃত

পিতা	স্বামী
১	১

স্বামী মৃতের সন্তানাদি না থাকায় $\frac{১}{২}$ অংশ পেল এবং পিতা আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট $\frac{১}{২}$ অংশ পেল।

দ্বিতীয় অবস্থা : স্ত্রীর পুত্র, কন্যা বা তৎনিম্নের কেউ বর্তমান থাকা অবস্থায় স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। যথা—

মাসআলা-৪

মৃত

স্বামী	পুত্র
১	৩

স্ত্রীর পুত্র-কন্যা, তার পুত্রের পুত্র-কন্যা বা তৎনিম্নের কেউ বর্তমান থাকায় স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পেল এবং পুত্র আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হলো।

فَصْلٌ فِى النِّسَاءِ

মহিলাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَمَّا لِلزَّوْجَاتِ فَحَالَتَانِ اَلرُّبُعُ لِلْوَاحِدَةِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ وَالثُّمُنُ مَعَ الْوَلَدِ و وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفِلَ ـ

স্ত্রীগণের অবস্থা

সরল অনুবাদ : স্ত্রীগণের দুই অবস্থা— (১) স্ত্রী একজন হোক কিংবা একাধিক, স্বামীর সন্তান-সন্ততি অথবা স্বামীর পুত্রের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অধঃস্তন কেউ বর্তমান না থাকলে স্ত্রীগণ رُبُعٌ বা $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। (২) স্বামীর সন্তান-সন্ততি, অথবা স্বামীর পুত্রের সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অধঃস্তন কেউ বর্তমান থাকলে স্ত্রীগণ ثُمُنٌ বা $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَمَّا لِلزَّوْجَاتِ অতঃপর স্ত্রীগণের (জন্য) فَحَالَتَانِ দু'অবস্থা اَلرُّبُعُ এক-চতুর্থাংশ (পাবে) لِلْوَاحِدَةِ فَصَاعِدَةً একজন ও ততোধিকের জন্যে, একজন হোক কিংবা একাধিক عِنْدَ সময়ে, অবস্থায় عَدَمِ الْوَلَدِ সন্তান না থাকার وَوَلَدِ الْاِبْنِ এবং পুত্রের সন্তান وَاِنْ سَفِلَ এবং অধঃস্তন কেউ وَالثُّمُنُ এক অষ্টমাংশ (পাবে) مَعَ الْوَلَدِ সন্তানের সাথে (বর্তমান থাকা) وَ وَلَدِ الْاِبْنِ পুত্রের সন্তান وَاِنْ سَفِلَ এবং অধঃস্তন কেউ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِى النِّسَاءِ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার উত্তরাধিকারী চার প্রকার পুরুষদের বর্ণনা শেষে আট প্রকার মহিলাদের বর্ণনা শুরু করেছেন। কিন্তু বৈপিত্রেয়ী বোনের বর্ণনা বৈপিত্রেয় ভাইদের বর্ণনার সাথে বর্ণিত হওয়ার কারণে সাত প্রকার বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ لِلزَّوْجَاتِ الخ -এর বর্ণনা : যেহেতু একই সময় একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা শরিয়ত সম্মত ও বৈধ, তাই গ্রন্থকার زَوْجَاتٌ শব্দটি বহুবচন যোগে ব্যবহার করেছেন। আর যেহেতু একই সময় একজন স্ত্রীলোক একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না, তাই গ্রন্থকার زَوْجٌ শব্দটি একবচন যোগে ব্যবহার করেছেন। স্ত্রীদের দু' অবস্থা—

প্রথম অবস্থা : মৃতের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন কোনো উত্তরাধিকারী বর্তমান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। যথা—

মাসআলা–৪

মৃত

স্ত্রী	চাচা
১	৩

দ্বিতীয় অবস্থা : মৃতের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন কোনো উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকা অবস্থায় স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে। যথা—

মাসআলা–৮

মৃত

স্ত্রী	পুত্র
১	৭

وَاَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ : اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْاِبْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَهُوَ يُعَصِّبُهُنَّ .

ঔরসজাত কন্যাদের অবস্থা

সরল অনুবাদ : ঔরসজাত কন্যাদের তিন অবস্থা— (১) ঔরসজাত কন্যা একজন থাকলে সে সমস্ত সম্পদের نِصْف বা $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। (২) ঔরসজাত কন্যা দুই বা ততোধিক থাকলে তারা সমস্ত সম্পদের ثُلُثَانِ বা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (৩) ঔরসজাত পুত্রের সাথে কন্যা থাকলে "প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ" নিয়মানুসারে অংশ পাবে এবং ছেলে মেয়েদেরকে আসাবা বানাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا لِبَنَاتِ আর কন্যাদের اَلصُّلْبِ ঔরসজাত, পৃষ্ঠদেশের, মেরুদণ্ডের فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ তিন অবস্থা اَلنِّصْفُ অর্ধেক, অর্ধাংশ لِلْوَاحِدَةِ একজনের জন্য, একজন থাকলে وَالثُّلُثَانِ দু-তৃতীয়াংশ لِلْاِثْنَتَيْنِ দুজনের জন্য, দু'জন থাকলে فَصَاعِدًا ও ততোধিক থাকলে وَمَعَ الْاِبْنِ আর পুত্রের সাথে (জীবিতাবস্থায়) لِلذَّكَرِ একজন পুরুষের জন্য مِثْلُ অনুরূপ, সমান حَظِّ অংশ, اَلْاُنْثَيَيْنِ দু'জন মহিলার وَهُوَ আর সে (ছেলে) يُعَصِّبُهُنَّ তাদেরকে (কন্যাদেরকে) আসাবা বানাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِبَنَاتِ الصُّلْبِ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** صُلْب শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَصْلُبٌ، اَصْلَابٌ অর্থ- পৃষ্ঠদেশ, মেরুদণ্ড, শক্তি ইত্যাদি। যেহেতু মৃতের কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী সকলকে আরবি ভাষায় بَنَاتٌ বলা হয়, তাই গ্রন্থকার কেবলমাত্র মৃতের কন্যাদের বুঝানোর উদ্দেশ্যে بَنَاتٌ শব্দের সঙ্গে اَلصُّلْبُ শব্দটি যুক্ত করেছেন, ফলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকল না।

قَوْلُهُ اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি মৃতের একজন কন্যা জীবিত থাকে এবং তার কোনো পুত্র-সন্তান না থাকে, তাহলে এক কন্যা সমুদয় সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা–২

মৃত	
কন্যা	চাচা
১	১

এখানে কন্যা যাবিল ফুরূযদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে $\frac{১}{২}$ অংশ তথা ২ পেল এবং চাচা আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট ১ এর অধিকারী হলো।

قَوْلُهُ اَلثُّلُثَانِ الخ **-এর আলোচনা :** দুই বা ততোধিক কন্যা থাকা অবস্থায় তারা সমুদয় সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা–৩

মৃত	
কন্যাগণ	চাচা
২	১

এখানে কন্যাগণ যাবিল ফুরূয হিসেবে $\frac{২}{৩}$ অংশ তথা ২ পেল এবং চাচা আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট ১ অংশ পেল।

قَوْلُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ **-এর আলোচনা :** মৃতের কন্যাদের সঙ্গে যদি পুত্রও বর্তমান থাকে তাহলে প্রত্যেক কন্যা ছেলের $\frac{১}{২}$ অংশ হিসেবে পাবে। যেমন—

মাসআলা–৩

মৃত	
কন্যা	পুত্র
১	২

এখানে কন্যার সঙ্গে পুত্র থাকায় কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পেল।

وَبَنَاتُ الْاِبْنِ كَبَنَاتِ الصُّلْبِ وَلَهُنَّ اَحْوَالٌ سِتٌّ : اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ بَنَاتِ الصُّلْبِ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْوَاحِدَةِ الصُّلْبِيَّةِ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ بِحِذَائِهِنَّ اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِيْ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَيَسْقُطْنَ بِالْاِبْنِ .

পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) গণের অবস্থা

সরল অনুবাদ : মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যা তথা পৌত্রীগণ (অবস্থার দিক থেকে) ঔরসজাত কন্যাদের ন্যায়। তাদের ছয় অবস্থা— (১) একজন হলে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক বা $\frac{১}{২}$ পাবে (যদি ঔরসজাত কন্যা না থাকে।) (২) দুই বা ততোধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$ পাবে যদি ঔরসজাত কন্যা না থাকে। (৩) মৃত ব্যক্তির একজন ঔরসজাত কন্যা থাকলে (মেয়েদের অংশ) দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ করণার্থে পুত্রের কন্যাগণ এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$ পাবে। (৪) মৃত ব্যক্তির দু'জন কন্যা জীবিত থাকলে পুত্রতনয়াগণ ওয়ারিশ হবে না। (৫) তবে যদি দু'কন্যার সাথে একই স্তরে কিংবা তৎনিম্ন স্তরে পৌত্রীদের সাথে একজন নাতি (পৌত্র) বর্তমান থাকে, তাহলে সে (পৌত্রটি) তাদেরকে (পৌত্রীদেরকে) আসাবা বানাবে। কন্যাদের অংশ বণ্টনের পর পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে অবশিষ্ট অংশ "একজন পুরুষ দু'জন মেয়ের সমান" -এ নিয়মানুযায়ী বণ্টিত হবে। (৬) মৃত ব্যক্তির ছেলের বর্তমানে পুত্র-দুহিতাগণ বঞ্চিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَبَنَاتُ الْاِبْنِ আর পুত্রের কণ্যাগণ كَبَنَاتِ কন্যাদের ন্যায় الصُّلْبِ ঔরসজাত (মৃত ব্যক্তির) وَلَهُنَّ আর তাদের اَحْوَالٌ سِتٌّ ছয় অবস্থা اَلنِّصْفُ অর্ধেক (পাবে) لِلْوَاحِدَةِ একজনের জন্য, একজন হলে وَالثُّلُثَانِ আর দু তৃতীয়াংশ (পাবে) لِلْاِثْنَتَيْنِ দু'জন কন্যার জন্য/ দু'জন হলে فَصَاعِدَةً বা ততোধিক হলে عِنْدَ عَدَمِ بَنَاتِ الصُّلْبِ ঔরসজাত কন্যা না থাকাবস্থায় وَلَهُنَّ আর তাদের জন্য السُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ পাবে مَعَ الْوَاحِدَةِ একজনের সাথে الصُّلْبِيَّةِ ঔরসজাত কন্যা تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ দুই তৃতীয়াংশ পূরণ করণার্থে وَلَا يَرِثْنَ তারা ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারিণী) হবে না مَعَ الصُّلْبِيَّتَيْنِ দুজন ঔরসজাত কন্যার সাথে اِلَّا তবে اَنْ يَكُوْنَ بِحِذَائِهِنَّ তাদের একই স্তরে থাকে اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ কিংবা তাদের তুলনায় নিম্নস্তরে থাকে غُلَامٌ একজন বালক (পুরুষ) فَيُعَصِّبُهُنَّ অতঃপর সে তাদেরকে আসাবা বানাবে وَالْبَاقِيْ আর অবশিষ্টাংশ بَيْنَهُمْ তাদের মাঝে (বণ্টিত হবে) لِلذَّكَرِ একজন পুরুষের জন্য مِثْلُ অনুরূপ حَظِّ অংশ الْاُنْثَيَيْنِ দুজন মহিলার وَيَسْقُطْنَ আর তারা বাদ পড়বে (বঞ্চিত হবে) بِالْاِبْنِ ছেলের বর্তমানে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَنَاتُ الْاِبْنِ الخ -এর আলোচনা : পৌত্রীর ছয় অবস্থার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অবস্থা মৃতের কন্যাদের মতোই। কেবলমাত্র তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ অবস্থা অতিরিক্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে—

১. মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যাদের অনুপস্থিতিতে একজন পৌত্রী অর্ধাংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা–২

মৃত

ভাই	পৌত্রী
১	১

২. মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত কন্যাদের অনুপস্থিতিতে দুই বা ততোধিক পৌত্রী $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা–৩

মৃত

ভাই	পৌত্রী	পৌত্রী
১	১	১

৩. মৃত ব্যক্তির একজন কন্যার বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য পৌত্রীরা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। কেননা মহানবী ﷺ বলেছেন— কন্যাদের অংশ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক বৃদ্ধি করা যাবে না। আর পৌত্রীরা কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন—

মাসআলা–৬

মৃত

ভাই	কন্যা	পৌত্রী
২	৩	১

৪. দুই কন্যার বর্তমানে পৌত্রীরা যাবিল ফুরূয তথা নির্ধারিত অংশের অধিকারী হিসেবে ওয়ারিশ হবে না। কাজেই নিম্নোক্ত চিত্রে পৌত্রীরা বঞ্চিত হয়েছে। যেমন—

মাসআলা–৩

মৃত

ভাই	কন্যা	কন্যা	পৌত্রী	পৌত্রী
১	১	১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

৫. পৌত্রীদের সাথে যদি তাদের স্তরের কোনো পৌত্র (নাতি) থাকে অথবা তাদের নিম্নস্তরের যদি কোনো প্রপৌত্র থাকে, তাহলে উক্ত পৌত্র পৌত্রীদেরকে আসাবায় পরিণত করবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি "পুরুষ স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ" অনুসারে পৌত্রীদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। যেমন—

মাসআলা–৩ তাসহীহ–৯

মৃত

কন্যা	কন্যা	পৌত্রী		পৌত্র
$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৩}$	১	$\frac{১}{৩}$	২

অত্র চিত্রে মৃতের দুই কন্যা দুই-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট অংশকে তিনভাগ করে পৌত্রকে ২ ভাগ এবং পৌত্রীকে ১ ভাগ প্রদান করা হয়েছে। এ অবস্থায় পৌত্রী ওয়ারিশী স্বত্ব লাভ করেছে আসাবা হওয়ার দরুন।

৬. মৃতের পুত্রের বর্তমানে পৌত্রীরা বঞ্চিত হবে। মৃতের পুত্রের সাথে তার কন্যা থাকুক কিংবা না থাকুক, কোনো অবস্থায়ই পৌত্রী অংশীদার হবে না। কারণ হলো, মৃতের পুত্র আসাবা এবং আত্মীয়তার দিক দিয়ে পৌত্রীদের চাইতে মৃতের নিকটবর্তী। আসাবাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হবে, সে সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী হবে। যদি মৃতের একটি পুত্র থাকে, অপর পুত্রের পক্ষ হতে পৌত্র-পৌত্রী থাকে অথবা জীবিত পুত্রের পক্ষ হতে পৌত্র-পৌত্রী বর্তমান থাকে, তবে পরিত্যক্ত সম্পদ কেবলমাত্র পুত্ররাই পাবে ; পৌত্র-পৌত্রী সকলে বঞ্চিত হবে। যেমন—

মাসআলা–১

মৃত

পুত্র	পৌত্র	পৌত্রী
১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

وَلَوْتَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ اِبْنٍ بَعْضُهُنَّ اَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ وَثَلٰثَ بَنَاتِ اِبْنِ اِبْنٍ اٰخَرَ بَعْضُهُنَّ اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلٰثَ بَنَاتِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنٍ اٰخَرَ بَعْضُهُنَّ اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ ـ

সরল অনুবাদ : যদি মৃত ব্যক্তি তার তিনটি পুত্রের কন্যা রেখে মারা যায়, তাদের মধ্যে একে অপরের নিম্নস্তরের এবং দ্বিতীয় পুত্রের পুত্রের এমন অন্য তিনটি কন্যা রেখে যায় যারা একে অপরের নিম্নস্তরের এবং তৃতীয় পুত্রের পুত্রের পুত্রের অন্য তিনটি কন্যা রেখে যায় যারা একে অপরের নিম্নস্তরের। নিম্নের এই তালিকা দ্বারা (অনুধাবন করা সহজ)।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ تَرَكَ যদি সে (মৃত ব্যক্তি) রেখে (মারা) যায় ثَلٰثَ بَنَاتِ الْاِبْنِ তিনজন পুত্রের কন্যা (পৌত্রী) بَعْضُهُنَّ তাদের (কতিপয়) একে اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ অপরের তুলনায় নিম্নস্তরের وَثَلٰثَ بَنَاتِ اِبْنِ اِبْنٍ আর তিনজন পুত্রের পুত্রের কন্যা اٰخَرَ অন্য بَعْضُهُنَّ তাদের (কতিপয়) একে اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ অন্যের তুলনায় নিম্নস্তরের وَثَلٰثَ بَنَاتِ اِبْنِ اِبْنِ اِبْنٍ আর তিনজন পুত্রের পুত্রের পুত্রের কন্যা اٰخَرَ অন্য بَعْضُهُنَّ তাদের (কতিপয়) একে اَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ অপরের তুলনায় নিম্নস্তরের بهذه الصورة নিম্নের এ তালিকায়।

زَيْدٌ
ميت

	اَلْفَرِيْقُ الْاَوَّلُ	اَلْفَرِيْقُ الثَّانِىْ	اَلْفَرِيْقُ الثَّالِثُ
	اِبْنُ بِنْتِ الْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ	اِبْنٌ	اِبْنٌ
(١)	اِبْنُ بِنْتِ الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ	اِبْنُ بِنْتِ الْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ	اِبْنٌ
(٢)	اِبْنٌ	اِبْنُ بِنْتِ الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ	اِبْنُ بِنْتِ الْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ
(٣)	بِنْتُ السُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ	اِبْنٌ	اِبْنُ بِنْتِ الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ
(٤)	....	بِنْتُ السُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ	اِبْنٌ
(٥)	....	....	بِنْتُ السُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ

সরল অনুবাদ : **মৃত যায়েদ**

স্তরের সংখ্যা	পৌত্রীদের ক্রম সংখ্যা	প্রথম দল	পৌত্রীদের ক্রম সংখ্যা	দ্বিতীয় দল	পৌত্রীদের ক্রম সংখ্যা	তৃতীয় দল
(১)	১	পুত্রের কন্যা প্রথম দলের উচ্চতম পৌত্রী		পুত্রের		পুত্রের ×
(২)	২	পুত্রের কন্যা প্রথম দলের মধ্যস্তরের পৌত্রী	১	পুত্রের কন্যা দ্বিতীয় দলের উচ্চ স্তরের পৌত্রী		পুত্রের ×
(৩)	৩	পুত্রের কন্যা প্রথম দলের নিম্নস্তরের পৌত্রী	২	পুত্রের কন্যা দ্বিতীয় দলের মধ্যস্তরের পৌত্রী	১	পুত্রের কন্যা তৃতীয় দলের উচ্চ স্তরের পৌত্রী
(৪)		×	৩	পুত্রের কন্যা দ্বিতীয় দলের নিম্নস্তরের পৌত্রী	২	পুত্রের কন্যা তৃতীয় দলের মধ্যস্তরের পৌত্রী
(৫)		×		×	৩	পুত্রের কন্যা তৃতীয় দলের নিম্নস্তরের পৌত্রী

اَلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ لَايُوَازِيْهَا اَحَدٌ وَالْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ تُوَازِيْهَا الْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ تُوَازِيْهَا الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ وَالْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ وَالسُّفْلٰى مِنَ الثَّانِىْ تُوَازِيْهَا الْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ لَايُوَازِيْهَا اَحَدٌ ـ

সরল অনুবাদ : প্রথম শ্রেণীর উচ্চতমা পৌত্রীর সমস্তরে তার কোনো প্রতিপক্ষ নেই। আর প্রথম শ্রেণীর মধ্যমা কন্যার সমস্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চতমা কন্যা প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে। প্রথম শ্রেণীর নিম্নতমা কন্যার সমস্তরে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যমা কন্যা এবং তৃতীয় শ্রেণীর উচ্চতমা কন্যাদ্বয় প্রতিপক্ষ হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নতম কন্যার সমস্তরে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমা কন্যা প্রতিপক্ষ হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর নিম্নতমা কন্যার সমপর্যায়ে কোনো প্রতিপক্ষ নেই।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْعُلْيَا উচ্চতমা পৌত্রী مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর لَايُوَازِيْهَا তার স্তরের প্রতিপক্ষ নেই اَحَدٌ কেউ وَالْوُسْطٰى আর মধ্যমা (পৌত্রী) مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর تُوَازِيْهَا তার সমস্তরের প্রতিপক্ষ রয়েছে الْعُلْيَا উচ্চতমা কন্যা مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শ্রেণীর وَالسُّفْلٰى নিম্নতমা কন্যার (পৌত্রী) مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণী থেকে تُوَازِيْهَا তার সমস্তরের প্রতিপক্ষ হয় الْوُسْطٰى মধ্যমা কন্যার (পৌত্রী) مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শ্রেণীর وَالْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ এবং তৃতীয় শ্রেণীর উচ্চতমা কন্যা (পৌত্রী) وَالسُّفْلٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নতমা (পৌত্রী) تُوَازِيْهَا তার সমস্তরের প্রতিপক্ষ اَلْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যমা কন্যা (পৌত্রী) وَالسُّفْلٰى নিম্নতমা কন্যা (পৌত্রী) مِنَ الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ তৃতীয় শ্রেণীর لَايُوَازِيْهَا তার সমপর্যায়ের প্রতিপক্ষ সেই اَحَدٌ কেউ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ **-এর বিশ্লেষণ :** উপরে বর্ণিত চিত্র অনুসারে যদি যায়েদের মৃত্যু হয় এবং তার মৃত্যুর সময় শুধু পৌত্রী এবং সমস্ত প্রপৌত্রী জীবিত থাকে এবং তার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রীদের কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে প্রথম দলের প্রথম কন্যা যদিও যায়েদের পৌত্রী ; কিন্তু সকল প্রপৌত্রীদের থেকে অগ্রগামী হওয়ার কারণে ঐ প্রথম কন্যাকে যায়েদের কন্যা বলে ধরা হবে। সুতরাং সে যায়েদের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধাংশ পাবে। প্রথম দলের দ্বিতীয় কন্যা এবং দ্বিতীয় দলের প্রথম কন্যা যায়েদের পুত্রের কন্যা বলে ধরা হবে। অতএব উভয়ে যায়েদের পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$ পাবে। আর এই ষষ্ঠাংশ অর্ধাংশের সাথে মিলিত হয়ে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে।

قَوْلُهٗ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ **-এর আলোচনা :** উল্লেখ্য যে, সিরাজীতে বর্ণিত চিত্রতে নয়টি স্তর মানা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম দলের প্রথম কন্যা অর্ধেক এবং প্রথম দলের দ্বিতীয় কন্যা ও দ্বিতীয় দলের প্রথম কন্যা ষষ্ঠাংশ পাবে। আর অবশিষ্ট ছয় কন্যা তথা প্রপৌত্রীরা পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত হয়। কেননা তারা আসাবা ও যাবিল ফুরূয কোনোটিই নয়। হাঁ, যদি এই বঞ্চিত প্রপৌত্রীদের বরাবরে তিন অথবা তৎনিম্নে কোনো পৌত্র জীবিত থাকে, তাহলে প্রপৌত্রীদেরকে আসাবা করে দেবে, যারা তাদের সমান স্তরের এবং ঐ সব প্রপৌত্রীদেরকে যারা তাদের উর্ধ্বে, কিন্তু যাবিল ফুরূয হিসেবে যায়েদের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে না। এ অবস্থায় আসাবা হিসেবে প্রপৌত্রীরা যায়েদের পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হবে এবং প্রত্যেক প্রপৌত্রীকে এক অংশ এবং প্রত্যেক প্রপৌত্রকে দুই অংশ অবশিষ্ট পরিত্যক্ত হতে দেওয়া হবে।

وَاِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَنَقُوْلُ لِلْعُلْيَا مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ النِّصْفُ وَلِلْوُسْطٰى مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ مع مَنْ يُوَازِيْهَا السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَاشَئْ لِلسُّفْلَيَاتِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ غُلَامٌ فَيُعَصِّبُهُنَّ مَنْ كَانَتْ بِحِذَائِهٖ وَمَنْ كَانَتْ فَوْقَهٗ مِمَّنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ سَهْمٍ وَيَسْقُطُ مَنْ دُوْنَهٗ ـ

সরল অনুবাদ : যখন তুমি এটা (উল্লিখিত আলোচনা সম্বন্ধে) অবগত হয়েছ, তখন আমরা বলব, প্রথম শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের পৌত্রী যায়েদের সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে (কেননা সে যায়েদের কন্যার স্থলাভিষিক্ত)। আর প্রথম শ্রেণীর মধ্যমা পৌত্রী তার সমস্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্রীর সঙ্গে একত্রে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে, দু'য়ের অধিক পৌত্রীর দুই-তৃতীয়াংশের সমতা বিধান করার জন্য। এর চেয়ে নিম্নস্তরগণের কোনো অংশ নেই। তবে যদি তাদের সাথে সমস্তরে কোনো পুত্র সন্তান থাকে, তাহলে পুত্র সন্তান তার স্তরের পৌত্রীকে আসাবা বানাবে এবং তার উপরের স্তরের ঐ পৌত্রীকেও আসাবা বানাবে যাদের মিরাসে কোনো অংশ ছিল না। আর তার নিচের স্তরের যারা আছে, তারা সকলেই বঞ্চিত হবে।

وَاَمَّا لِلْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ فَاَحْوَالٌ خَمْسٌ : اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً وَمَعَ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَيَصِرْنَ بِهٖ عَصَبَةً لِاسْتِوَائِهِمْ فِى الْقَرَابَةِ اِلَى الْمَيِّتِ وَلَهُنَّ الْبَاقِىْ مَعَ الْبَنَاتِ اَوْ بَنَاتِ الْاِبْنِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِجْعَلُوْا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً ـ

পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কিত (সহোদরা) বোনদের অবস্থা

বস্তুত পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কিত (সহোদরা) বোনদের পাঁচ অবস্থা- (১) সহোদরা বোন একজন থাকলে সকল সম্পদের $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। (২) সহোদরা বোন দুই বা ততোধিক থাকলে সকল সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (৩) পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কিত (সহোদর) ভাইয়ের সাথে সহোদরা বোন "এক পুরুষ দুই নারীর সমান" নিয়মানুযায়ী অংশ পাবে। সহোদরা বোনেরা মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহোদর ভাইদের সমকক্ষ হওয়ার ফলে আসাবা হবে। (৪) মৃত ব্যক্তির কন্যাদের সাথে কিংবা পুত্র-কন্যাদের সাথে সহোদরা বোন আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পাবে। কারণ প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন-"বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা বানাও।"

বি: দ্র: গ্রন্থকার (র.) সহোদরা বোনদের পঞ্চম অবস্থা, এখানে উল্লেখ করেননি, তবে পরবর্তীতে বৈমাত্রেয় বোনদের অবস্থা আলোচনা করছেন। আর সে অবস্থাটি হলো- (৫) মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্রের বর্তমানে সব রকম বোনেরা বঞ্চিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا যখন তুমি এটা অবগত হয়েছ فَنَقُوْلُ তখন আমরা বলবো لِلْعُلْيَا উচ্চ স্তরের কন্যার জন্য مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর اَلنِّصْفُ অর্ধাংশ وَلِلْوُسْطٰى এবং মধ্যমার (পৌত্রীর) জন্য مِنَ الْفَرِيْقِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর مَعَ مَنْ يُوَازِيْهَا যে তার সমস্তরের হবে তার সাথে اَلسُّدُسُ একষষ্ঠাংশ পাবে تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ দুই তৃতীয়াংশের সমতা বিধান করার জন্য وَلَاشَئْ কোনো অংশ নেই لِلسُّفْلَيَاتِ নিম্নতমানের জন্যে اِلَّا তবে اَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ

যদি তাদের সাথে থাকে غُلَامٌ কোনো পুত্র সন্তান فَيُعَصِّبُهُنَّ তাহলে সে (পুত্র সন্তান) তাদেরকে আসাবা বানাবে مَنْ كَانَتْ যে হয় بِحِذَائِهٖ তার সম-স্তরের وَمَنْ كَانَتْ আর যে হয়, فَوْقَهٗ তার উপর স্তরের مِمَّنْ তার মধ্য থেকে যে لَمْ تَكُنْ যে ছিল না ذَاتَ سَهْمٍ অংশের অধিকারী وَيَسْقُطُ এবং বাদ পড়বে বঞ্চিত হবে مَنْ دُوْنَهُنَّ তার নিচের স্তরের যারা আছে।

وَاَمَّا لِلْاَخَوَاتِ আর বোনদের জন্য لِاَبٍ وَاُمٍّ পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে (সহোদরা) فَاَحْوَالٌ خَمْسٌ পাঁচ অবস্থা اَلنِّصْفُ অর্ধেক অংশ (পাবে) لِلْوَاحِدَةِ একজনের জন্য, একজন থাকলে وَالثُّلُثَانِ আর দুই তৃতীয়াংশ (পাবে) لِلْاِثْنَتَيْنِ দু'জনের জন্য, দুজন থাকলে فَصَاعِدًا অতঃপর ততোধিক থাকলে وَمَعَ الْاَخِ আর ভাইয়ের সাথে لِاَبٍ وَاُمٍّ পিতা ও মাতার সম্পর্কিত (সহোদরা) لِلذَّكَرِ একজন পুরুষের জন্য مِثْلُ অনুরূপ, সমান حَظِّ অংশ الْاُنْثَيَيْنِ দুজন নারীর وَيَصِرْنَ بِهٖ তারা (সকল মহিলা) তার সাথে হবে عَصَبَةً আসার তথা অবশিষ্টাংশ ভোগী لِاسْتِوَائِهِنَّ তাদের সমক্ষ হওয়ার কারণে فِى الْقَرَابَةِ সম্পর্কে দিক থেকে اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সাথে وَلَهُنَّ আর তাদের জন্যে তারা পাবে الْبَاقِىْ অবশিষ্ট অংশ مَعَ الْبَنَاتِ কন্যাদের সাথে اَوْ بَنَاتِ الْاِبْنِ অথবা পুত্রের কন্যাদের সাথে لِقَوْلِهٖ তাঁর কথার ভিত্তিতে عَلَيْهِ السَّلَامُ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক اِجْعَلُوْا তোমরা বানাও الْاَخَوَاتِ বোনদেরকে مَعَ الْبَنَاتِ কন্যাদের সাথে عَصَبَةً আসাবা তথা অবশিষ্ট অংশের অংশীদার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا الخ -এর আলোচনা : এখানে বিভিন্ন স্তরের পৌত্রীদের প্রাপ্যাংশের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যায়েদের তিন ছেলে ১. ওমর ২. বকর ও ৩. খালেদ। ওমর তার পিতার জীবদ্দশায় এক কন্যা, এক পৌত্রী ও এক প্রপৌত্রী রেখে মারা যায়। অনুরূপ বকর তার পিতার জীবদ্দশায় এক পৌত্রী, এক প্রপৌত্রী ও এক প্র-প্র-পৌত্রী রেখে মারা যায়। তদ্রূপ খালেদ ও তার পিতার জীবদ্দশায় এক প্রপৌত্রী, এক প্র-প্রপৌত্রী ও এক প্র-প্র-প্রপৌত্রী রেখে ইন্তেকাল করে। এ অবস্থায় তারা নিম্নবর্ণিত উদাহরণ অনুসারে ওয়ারিশ হবে। যথা—

মাসআলা–৪ তাসহীহ–৮

মৃত যায়েদ

পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের কন্যা $\frac{১}{৬}$	পুত্রের পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের পুত্রের কন্যা
$\frac{৩}{৬}$	১	১	(বঞ্চিত)

এখানে অর্ধাংশ এবং ষষ্ঠাংশ প্রাপকদের মাসআলা ছয় দ্বারা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক ছিল; কিন্তু যায়েদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পদের অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশের কোনো অধিকারী নেই, সেজন্য এই $\frac{১}{৩}$ অংশ অর্ধাংশ ও ষষ্ঠাংশ প্রাপকদের মধ্যে রাদ্দ হয়ে গিয়েছে এবং ৬-এর অর্ধেক ৩ এবং $\frac{১}{৬}$ টি ১ অংশ হওয়ার দরুন মাসআলা চার দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। দুই প্রপৌত্রীদের মধ্যে ১ সহজভাবে বণ্টন করা যায় না বিধায় দুই দ্বারা ৪-কে গুণ করে আট করা হয়েছে। সুতরাং ৮ হতে পৌত্রীকে $\frac{৬}{৮}$ অংশ এবং দুই প্রপৌত্রীর $\frac{২}{৮}$ অংশ মিলবে। আর পুত্রের প্রপৌত্রীরা বঞ্চিত হবে।

হ্যাঁ, যদি প্রপৌত্রীদের সমপর্যায়ে একজন প্রপৌত্র অথবা তার নিম্নে যদি পুত্রের প্রপৌত্রীদের সঙ্গে একজন পুত্রের প্রপৌত্র থাকে, তাহলে তারা সকলে আসাবা বলে গণ্য হবে এবং যাবিল ফুরূযদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা–৬, তাসহীহ–১২, তাসহীহ–৩৬

মৃত যায়েদ

পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের কন্যা	পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্র
$\frac{৩}{৬}$ / ১৮	$\frac{১}{৩}$	$\frac{১}{৩}$	৪	(বঞ্চিত)	৮

প্রথম ছয়ের অর্ধেক তিন পৌত্রী পেয়েছে ও ষষ্ঠাংশ দুই প্রপৌত্রীর মধ্যে সহজ বণ্টন না হওয়ার দরুন দুই দ্বারা ছয়কে গুণ করে বারো করা হয়েছে। আর ঐ বারো হতে পৌত্রী ৬ এবং দুই প্রপৌত্রীরা ২ পাবে এবং ৪ অবশিষ্ট থাকবে। এখন এ চারকে ভাগ করে পুত্রের প্রপৌত্রীকে অংশ দেওয়া সহজসাধ্য নয়; এজন্য প্রপৌত্রীদের অংশ তিনকে বারো দ্বারা গুণ করে ৩৬ করা হয়েছে। আর তা হতে পৌত্রীকে $\frac{১৮}{৩৬}$ এবং দুই প্রপৌত্রীদের তিন তিন করে মিলবে। অবশিষ্ট $\frac{১২}{৩৬}$ অংশ ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। নিয়মানুযায়ী পুত্রের প্রপৌত্রী $\frac{৪}{৩৬}$ এবং পুত্রের প্রপৌত্র $\frac{৮}{৩৬}$ পাবে। আর কন্যার পুত্রের পৌত্রী বঞ্চিত হবে।

قَوْلُهُ اَمَّا لِلْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ الخ -এর **বিশ্লেষণ :** এখানে اَلْاَخَوَاتُ শব্দটি اَلْاُخْتُ -এর বহুবচন, অর্থ হলো- বোনগণ (ভগ্নিগণ)।

اَلْاَخَوَاتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ অর্থ হলো- পিতৃ-মাতৃ উভয় সম্পর্কিত (সহোদরা) বোনগণ। তাদের পাঁচ অবস্থা—

১. একজনের জন্য অর্ধাংশ। যেমন—

মাসআলা-২

মৃত

সহোদরা বোন	চাচা
১	১

২. দুই বা ততোধিক বোনেরা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন—

মাসআলা-৩

মৃত

সহোদরা দুই বোন	চাচা
১ + ১ = ২	১

৩. সহোদরা বোনদের সমপর্যায়ে তাদের ভাই থাকলে ভাই দ্বারা তারা আসাবা হয়ে যাবে এবং "একজন পুরুষ দু'জন স্ত্রীলোকের সমান"—এ নিয়মানুযায়ী মিরাস বণ্টিত হবে।

মাসআলা-৩

মৃত

সহোদর ভাই	সহোদরা বোন
২	১

৪. মৃত ব্যক্তির কন্যাগণ অথবা পুত্রের কন্যা পৌত্রী অর্থাৎ নাতিদের সঙ্গে তারা আসাবা হয়ে যাবে। কেনন মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন- বোনদেরকে কন্যাদের সঙ্গে আসাবা বানিয়ে দাও।

মাসআলা-৬

মৃত

কন্যা	পুত্রের কন্যা	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন
৩	১	১	১

৫. সহোদরা বোনদের পঞ্চম অবস্থা এখানে উল্লেখ করা হয় নি, পরবর্তী অধ্যায়ে বৈমাত্রেয় ভগ্নিদের সঙ্গে তাদের কথা আলোচনা করা হবে।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার সহোদরা বোনদের পাঁচ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও চারটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যাতে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত হয়। আর পঞ্চম অবস্থাটি বৈমাত্রেয়ী বোনদের সপ্তম অবস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পুত্র অথবা পুত্রের পুত্র যত নিম্নস্তরেরই হোকনা কেন পিতা কিংবা দাদার বর্তমানে সে বঞ্চিত হবে। এটা ইমাম আযম (র.)-এর মত। সাহেবাঈন (র.)-এর মতে, পুত্র, পৌত্র এবং পিতার বর্তমানে সহোদরা বোন বঞ্চিত হবে; কিন্তু দাদার বর্তমানে বঞ্চিত হবে না। তবে ইমাম আযম (র.) -এর মতের উপরই ফতোয়া রয়েছে। পঞ্চম অবস্থা, যেমন—

মাসআলা-১

মৃত

পুত্র	ভগ্নি
১	(বঞ্চিত)

وَالْاَخَوَاتُ لِاَبٍ كَالْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَلَهُنَّ اَحْوَالٌ سَبْعٌ : اَلنِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ وَالثُّلُثَانِ لِلْاِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً عِنْدَ عَدَمِ الْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ اَخٌ لِاَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِىْ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَالسَّادِسَةُ اَنْ يَّصِرْنَ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ اَوْ بَنَاتِ الْاِبْنِ كَمَا ذَكَرْنَا ـ وَبَنُو الْاَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ كُلُّهُمْ يَسْقُطُوْنَ بِالْاِبْنِ وَابْنِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفُلَ وَبِالْاَبِ بِالْاِتِّفَاقِ وَبِالْجَدِّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ اَيْضًا بِالْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَبِالْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً ـ

বৈমাত্রেয় বোনদের অবস্থা

সরল অনুবাদ : বৈমাত্রেয় বোনদের অবস্থা (পিতৃ-মাতৃ সম্পর্কিত) সহোদরা বোনদের ন্যায়। আর তাদের সাত অবস্থা— (১) বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকলে $\frac{1}{2}$ অংশ পাবে। (২) সহোদরা বোন না থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক থাকলে তারা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। (৩) একজন সহোদরা বোনের সাথে ثلثين বা দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য বৈমাত্রেয় বোনেরা $\frac{1}{6}$ বা এক ষষ্ঠাংশ পাবে। (৪) দু'জন সহোদরা বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনেরা আদৌ ওয়ারিশ হবে না। (৫) তবে (দু'জন সহোদরা বোনের বর্তমানে) যদি বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে উক্ত ভাই বোনদেরকে আসাবা বানাবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ তাদের মধ্যে "এক পুরুষ দু' মহিলার সমান" এ নিয়মানুযায়ী বণ্টন করা হবে। (৬) মৃত ব্যক্তির কন্যা বা তার পুত্রের কন্যাদের সাথে বৈমাত্রেয় বোনেরা আসাবা হবে, যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। (৭) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন কোনো পুরুষ থাকলে সহোদরা ভাই-বোন, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হবে। ইমামদের ঐকমত্যে পিতার বর্তমানে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দাদার বর্তমানে সহোদরা ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সকলেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সহোদর ভাইয়ের বর্তমানে বাদ পড়ে যাবে এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন সহোদরা বোনের বর্তমানেও বাদ পড়ে যাবে, যখন সে (সহোদরা বোন) আসাবা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَخَوَاتُ لِاَبٍ আর বৈমাত্রেয় বোনেরা كَالْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা বোনদের ন্যায় وَلَهُنَّ আর তাদের (জন্যে) اَحْوَالٌ سَبْعٌ সাত অবস্থা اَلنِّصْفُ অর্ধেক অংশ لِلْوَاحِدَةِ একজনের জন্যে, একজন হলে وَالثُّلُثَانِ আর দুই-তৃতীয়াংশ পাবে لِلْاِثْنَتَيْنِ দু'জনের জন্যে, দুজনে হলে فَصَاعِدَةً ও ততোধিক عِنْدَ সময়ে عَدَمِ الْاَخَوَاتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা বোনেরা না থাকার وَلَهُنَّ আর তাদের জন্যে তারা পাবে اَلسُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ (পাবে) مَعَ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ একজন সহোদরা বোনের সাথে تَكْمِلَةً পূর্ণ করার জন্য لِلثُّلُثَيْنِ দুই তৃতীয়াংশ وَلَا يَرِثْنَ আর তারা ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হবে না مَعَ الْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ وَاُمٍّ দুজন সহোদরা বোনের সাথে اِلَّا তবে اَنْ يَّكُوْنَ যদি থাকে مَعَهُنَّ তাদের সাথে اَخٌ لِاَبٍ বৈমাত্রেয় ভাই فَيُعَصِّبُهُنَّ তাহলে সে তাদেরকে আসাবা বানাবে وَالْبَاقِىْ আর অবশিষ্ট সম্পদ بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে বণ্টিত হবে لِلذَّكَرِ একজন পুরুষের (জন্যে) مِثْلُ অনুরূপ حَظِّ অংশ الْاُنْثَيَيْنِ দু'জন মহিলার وَالسَّادِسَةُ আর ষষ্ঠ অবস্থা اَنْ يَّصِرْنَ তারা হবে عَصَبَةً আসাবা তথা অবশিষ্ট অংশের অধিকারী مَعَ الْبَنَاتِ কন্যাদের সাথে اَوْ بَنَاتِ لِلْاِبْنِ অথবা পুত্রের কন্যাদের সাথে كَمَا ذَكَرْنَا যেমনভাবে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি وَبَنُو الْاَعْيَانِ সহোদরাভাইবোন وَالْعَلَّاتِ বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন كُلُّهُمْ তাদের প্রত্যেকেই يَسْقُطُوْنَ বাদ পড়বে, বঞ্চিত হবে بِالْاِبْنِ পুত্রের দ্বারা وَابْنِ الْاِبْنِ পুত্রের পুত্রে

(পৌত্র) দ্বারা وَاِنْ سَفَلَ এবং (যদিও) অধঃস্তন وَبِالْاَبِ আর পিতার দ্বারা বর্তমানে بِالْاِتِّفَاقِ ইমামদের ঐকমত্যে وَبِالْجَدِّ আর দাদার (বর্তমানে) কারণে عِنْدَ নিকট, মতে اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবু হানিফা رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন وَيَسْقُطُ আর বাদ পড়ে যাবে بَنُو الْعَلَّاتِ বৈমাত্রেয় ভাইবোনগণ اَيْضًا অধিকন্তু, আরো তেমনি بِالْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা ভাইয়ের (বর্তমানে) দ্বারা وَبِالْاُخْتِ لِاَبٍ وَ اُمٍّ ও সহোদরা বোনের দ্বারা اِذَا صَارَتْ যখন সে (সহোদরা বোন) হবে عَصَبَةً আসাবা (অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَخَوَاتُ لِاَبٍ الخ -এর বিশ্লেষণ : বৈমাত্রেয় বোনদের পাঁচটি অবস্থা হুবহু সহোদরা বোনদের পাঁচ অবস্থার ন্যায়। এছাড়া বৈমাত্রেয় বোনদের আরো দু'টি অবস্থা রয়েছে। কাজেই বৈমাত্রেয়ী বোনদের মোট সাত অবস্থা। মোদ্দাকথা, মৃতের কন্যা ও পৌত্রীদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তার সহোদরা বোন ও বৈমাত্রেয় বোনদের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং মৃতের কন্যা না থাকা অবস্থায় পুত্রের এক কন্যা অর্ধাংশ এবং দুই বা ততোধিক পুত্রের কন্যাগণ দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হয়। আর যেভাবে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য এক কন্যার সাথে পুত্রের কন্যাগণ $\frac{১}{৬}$ অংশ পেয়ে থাকে, ঠিক তেমনি এক সহোদরা বোনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোনগণ দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য $\frac{১}{৬}$ অংশ পেয়ে থাকে। আর যেরূপ দুই কন্যার সঙ্গে পুত্রের কন্যাগণ যাবিল ফুরূয হয়ে ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারিণী হতে পারে না, ঠিক তদ্রূপ দুই সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোনগণ যাবিল ফুরূয হয়ে ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হতে পারে না। আর যেমনি দুই কন্যার সাথে পুত্রের কন্যারা থাকা অবস্থায় যদি পুত্রের পুত্র বর্তমান থাকে, তাহলে সে আসাবা করে দেয়, তেমনিভাবে দুই সহোদরা বোনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোনেরা বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে সে বৈমাত্রেয় বোনদের আসাবা করে দেবে। যেভাবে মৃতের কন্যা এবং পৌত্রীদের দ্বারা সহোদরা বোন আসাবা হয়ে যায়, সেভাবে বৈমাত্রেয় বোনরাও আসাবা হয়ে যাবে। আর যেভাবে মৃতের পুত্র এবং পৌত্রের দ্বারা এবং পিতার দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে এবং পিতামহের দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সহোদরা ভাই-বোন বাদ পড়ে যায়, এমনিভাবে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনও বাদ পড়ে যাবে। আর যখন সহোদরা বোন আসাবা হবে, তার দ্বারাও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বাদ পড়ে যাবে। সুতরাং এই বাদ পড়ে যাওয়া সহোদরা বোনদের পঞ্চম অবস্থা এবং বৈমাত্রেয় বোনদের সপ্তম অবস্থা।

বৈমাত্রেয় বোনদের সাত অবস্থার চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলো—

১. اَلنِّصْفُ বা $\frac{১}{২}$ অর্ধাংশ : মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকলে এবং মৃত ব্যক্তির সহোদরা বোন, পুত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি অধস্তন কোনো পুরুষ অথবা পিতা কিংবা দাদা বিদ্যমান না থাকায় বৈমাত্রেয় বোন মৃতব্যক্তির সমস্ত সম্পদের অর্ধাংশ ($\frac{১}{২}$) পাবে। যেমন–

মাসআলা–২

মৃত	
বৈমাত্রেয় বোন	চাচা
১	১

এখানে বৈমাত্রেয় বোন অর্ধাংশ এবং চাচা আবাসা হিসেবে অর্ধাংশ পেয়েছে।

২. اَلثُّلُثَانِ বা $\frac{২}{৩}$ অংশ : মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন দুই বা ততোধিক থাকলে এবং মৃতব্যক্তির সহোদরা বোন, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি অধস্তন কোনো পুরুষ অথবা পিতা কিংবা দাদা বিদ্যমান না থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মৃতব্যক্তির সমস্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ ($\frac{২}{৩}$) পাবে। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত	
বৈমাত্রেয় দুই বোন	চাচা
২	১

এখানে বৈমাত্রেয় বোনেরা $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং চাচা আসাবা হিসেবে $\frac{১}{৩}$ অংশ পেয়েছে।

৩. اَلسُّدُسُ বা ১/৬ অংশ : মৃতব্যক্তির সহোদরা এক বোন থাকলে এবং মৃতব্যক্তির পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্র বা অধঃস্তন কোনো পুরুষ অথবা পিতা কিংবা দাদা বিদ্যমান না থাকলে বৈমাত্রেয় বোনেরা দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ১/৬ পাবে। কেননা বোনদের পূর্ণ অংশ হলো দুই-তৃতীয়াংশ। এর বেশি তারা প্রাপ্ত হবে না। যেমন–

মাসআলা–৬

মৃত

সহোদারা বোন	বৈমাত্রেয়ী বোন	চাচা
৩	১	২

এখানে সহোদরা বোন একজন থাকায় نِصْفُ হিসেবে ৩/৬, বৈমাত্রেয় বোন ১/৬ অংশ আসাবা হিসেবে এবং চাচা আসাবা হিসেবে ২/৬ অংশ প্রাপ্ত হয়েছে। এখানে সহোদরা বোনের অংশ ৩/৬ এবং বৈমাত্রেয় বোনের অংম ১/৬ একত্রে ثُلُثَانِ বা দুই-তৃতীয়াংশ হয়েছে।

৪. বঞ্চিত : মৃতব্যক্তির পিতা-মাতা সম্পর্কিত সহোদরা দুই বা ততোধিক থাকলে বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হবে। কারণ সহোদরা বোনেরা এ অবস্থায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়। বোনদের মোট অংশ হলো দুই-তৃতীয়াংশ; এর বেশি তারা প্রাপ্ত হয় না। এ হিসেবে উক্ত অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোনেরা বঞ্চিত হবে। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত

সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	বৈমাত্রেয়ী বোন	চাচা
১	১	(বঞ্চিত)	১

এখানে একাধিক সহোদরাবোন দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হওয়ায় বৈমাত্রেয় বোন বঞ্চিত হয়েছে। আর চাচা আসাবা হিসেবে ১/৩ অংশ প্রাপ্ত হয়েছে।

৫. আসাবা : দুই বা ততোধিক সহোদরা বোনের বর্তমানে যদি বৈমাত্রেয় বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই থাকে, তাহলে ভাই বোনদেরকে আসাবা বানাবে এবং অবশিষ্টাংশ তারা لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ এক পুরুষ দুই নারীর সমান হিসেবে অংশ প্রাপ্ত হবে। যেমন–

মাসআলা–৩　　　　তাসহীহ–৯

মৃত

সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	বৈমাত্রেয় ভাই		বৈমাত্রেয় বোন
১/৩	১/৩		১	
		২		১

এখানে সহোদরা বোনেরা ثُلُثَانِ বা ২/৩ হিসেবে ৬ অংশ এবং বৈমাত্রেয় ভাইবোন لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র হিসেবে অবশিষ্ট অংশ হতে যথাক্রমে ২ ও ১ অংশ হারে প্রাপ্ত হয়েছে।

৬. আসাবা : মৃতব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যাদের বর্তমানে বৈমাত্রেয় বোনেরা আসাবা হবে। কারণ, হাদীসে আছে اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً অর্থাৎ বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা বানাও। যেমন–

মাসআলা–৬

মৃত

বৈমাত্রেয়ী বোন	বৈমাত্রেয়ী বোন	কন্যা	পুত্রের কন্যা
১	১	৩	১

৭. আসাবা : মৃতব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন কোনো পুরুষ, ঐকমত্যে পিতা এবং ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, দাদা বর্তমান থাকলে সহোদরা ভাইবোন ও বৈমাত্রেয় ভাইবোন বঞ্চিত হবে। অনুরূপ সহোদরা ভাইয়ের বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাইবোন বঞ্চিত হবে। আর সহোদরা বোন আসাবা হলেও বৈমাত্রেয় ভাইবোন বঞ্চিত হবে। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত

বৈমাত্রেয়ী বোন	পুত্র
(বঞ্চিত)	১

وَاَمَّا لِلْاُمِّ فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ : اَلسُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفَلَ اَوْ مَعَ الْاِثْنَيْنِ مِنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِنْ اَيِّ جِهَةٍ كَانَا وَثُلُثُ الْكُلِّ عِنْدَ عَدَمِ هٰؤُلَاءِ الْمَذْكُوْرِيْنَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَ ذٰلِكَ فِيْ مَسْئَلَتَيْنِ زَوْجٌ وَاَبَوَيْنِ وَ زَوْجَةٌ وَاَبَوَيْنِ وَلَوْكَانَ مَكَانَ الْاَبِ جَدٌّ فَلِلْاُمِّ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمَالِ اِلَّا عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنَّ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِيْ ـ

মাতার অবস্থা

সরল অনুবাদ : বস্তুত উত্তরাধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মায়ের তিন অবস্থা- (১) মৃত ব্যক্তির সন্তান (ছেলে-মেয়ে), কিংবা পুত্রের সন্তান (নাতি-নাতনি) ইত্যাদি অধঃস্তন কোনো পুরুষ মহিলা থাকলে, অথবা যে কোনো ধরনের দুই বা ততোধিক ভাই-বোন বর্তমান থাকলে মাতা মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদের $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবেন। (২) উপরোল্লিখিত কেউ না থাকলে মাতা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। (৩) স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের অংশ দেওয়ার পর মাতা অবশিষ্ট অংশের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন।

এ অবস্থা দু'টি মাসআলাতে হয়— (১) মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হলে তার স্বামী এবং মাতাপিতা জীবিত থাকলে, (২) মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তার স্ত্রী এবং মাতাপিতা জীবিত থাকলে। আর যদি পিতার স্থলে দাদা (জীবিত) থাকে, তাহলে মাতা সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاَمَّا لِلْاُمِّ বস্তুত মায়ের فَاَحْوَالٌ ثَلٰثٌ তিন অবস্থা اَلسُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ (পাবে) مَعَ الْوَلَدِ সন্তানের সাথে اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ কিংবা পুত্রের সন্তান وَاِنْ سَفَلَ যদিও অধঃস্তন হোক اَوْ مَعَ অথবা সাথে مِنَ الْاِثْنَيْنِ দুজন الْاِخْوَةِ ভাইয়ের থেকে وَالْاَخَوَاتِ ও বোনদের فَصَاعِدًا ততোধিক مِنْ اَيِّ جِهَةٍ যে কোনো দিক থেকে كَانَا তারা উভয়ে হয় وَثُلُثُ আর এক-তৃতীয়াংশ الْكُلِّ সম্পূর্ণের, সমস্ত সম্পদের عِنْدَ সময়ে عَدَمِ অনুপস্থিতি هٰؤُلَاءِ এ সকল الْمَذْكُوْرِيْنَ উল্লিখিতদের وَثُلُثُ আর এক তৃতীয়াংশ مَا بَقِيَ যা অবশিষ্ট থাকে, অবশিষ্ট অংশের بَعْدَ পরে فَرْضِ নির্ধারিত অংশ اَحَدِ যে কোনো একজন الزَّوْجَيْنِ স্বামী-স্ত্রীর وَذٰلِكَ আর এটা, এ অবস্থা فِيْ مَسْئَلَتَيْنِ দু'টি মাসআলাতে হয় زَوْجٌ স্বামী وَاَبَوَيْنِ আর পিতা-মাতা وَزَوْجَةٌ আর স্ত্রী وَاَبَوَيْنِ এবং পিতা-মাতা وَلَوْ كَانَ আর যদি থাকে مَكَانَ স্থানে الْاَبِ পিতার جَدٌّ দাদা فَلِلْاُمِّ তাহলে মাতার জন্যে/মাতা পাবেন ثُلُثُ এক তৃতীয়াংশ جَمِيْعِ الْمَالِ সম্পূর্ণ সম্পদের اِلَّا কিন্তু عِنْدَ নিকট, মতে اَبِيْ يُوْسُفَ ইমাম আবু ইউসুফ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন فَاِنَّ لَهَا নিশ্চয় তার জন্যে/মাতা পাবেন ثُلُثُ এক তৃতীয়াংশ الْبَاقِيْ অবশিষ্ট সম্পদের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَمَّا لِلْاُمِّ الخ -এর বিশ্লেষণ : এখানে اُمٌّ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اُمَّهَاتٌ অর্থ হলো- মাতা, মূল সত্তা। অর্থাৎ মৃতের সন্তানাদি অথবা তার পুত্রের সন্তান-সন্ততি অথবা তার উত্তরপুরুষ যতো নিম্নের হোকনা কেন ইত্যাদি বর্তমান থাকলে মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। আর যদি মৃতের দুই বা ততোধিক ভাই-বোন জীবিত থাকে, তাহলেও মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। চাই জীবিত ব্যক্তিরা দুই ভাই হোক, কিংবা দু'ভগ্নি; অথবা এক ভাই, এক বোন ; এ দু'জন একদিকের হোক, যেমন-উভয় সহোদর হোক কিংবা একজন বৈমাত্রেয়, আরেকজন সহোদর; অথবা একজন বৈপিত্রেয় অন্যজন বৈমাত্রেয়। মৃতের সন্তানাদির সঙ্গে মাতার $\frac{১}{৬}$ অংশ পাওয়ার চিত্র এই—

মাসআলা—৬

মৃত

মাতা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা
১	২	১	১	১

আর দুই ভাই-বোনের সাথে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাওয়ার চিত্র এই—

মাসআলা—৬

মৃত

মাতা	সহোদর ভাই	বৈপিত্রেয় বোন
১	৪	১

আর যখন মৃতের সন্তানাদি মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা মাধ্যমসহ না থাকে এবং দুই ভাই-বোনও না থাকে তখন মাতা সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) পাবেন। চিত্র এই—

মাসআলা—৩

মৃত

মাতা	পিতা
১	২

আর যখন মৃতের স্ত্রী অথবা স্বামীর সঙ্গে মাতা জীবিত থাকে, তখন স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ বের করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, মাতা তার এক-তৃতীয়াংশের ($\frac{১}{৩}$) অধিকারিণী হবেন।

স্বামীর সাথে মাতা জীবিত থাকার চিত্র—

মাসআলা—৬

মৃত

স্বামী	পিতা	মাতা
৩	২	১

স্ত্রীর সাথে মাতা জীবিত থাকার চিত্র—

মাসআলা—১২

মৃত

স্ত্রী	পিতা	মাতা
৩	৬	৩

পিতার স্থলে পিতামহের বর্তমানে মাতা সম্পূর্ণ সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিকারিণী হবেন। যেমন—

মাসআলা—৬

মৃত

স্বামী	মাতা	পিতামহ
৩	২	১

মাসআলা—১২

মৃত

স্ত্রী	মাতা	পিতামহ
৩	৪	৫

পিতার স্থলে পিতামহ বর্তমান থাকলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, মাতা অবশিষ্ট সম্পদের $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। যেমন—

মাসআলা—৬

মৃত

স্বামী	মাতা	পিতামহ
৩	১	২

মাসআলা—১২

মৃত

স্ত্রী	মাতা	পিতামহ
৩	৩	৬

وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ لِأُمٍّ كَانَتْ اَوْ لِاَبٍ وَاحِدَةً كَانَتْ اَوْ اَكْثَرَ اِذَا كُنَّ ثَابِتَاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ فِى الدَّرَجَةِ وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْاُمِّ وَالْاَبَوِيَاتِ اَيْضًا بِالْاَبِ وَكَذٰلِكَ بِالْجَدِّ اِلَّا اُمَّ الْاَبِ وَاِنْ عَلَتْ فَاِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ لِاَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ وَ الْقُرْبٰى مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدٰى مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَتْ وَارِثَةً كَانَتِ الْقُرْبٰى اَوْ مَحْجُوْبَةً ۔

দাদীর অবস্থা

সরল অনুবাদ : দাদীর জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$)। চাই তিনি মাতার দিক থেকে হোক বা পিতার দিক থেকে হোক, একজন হোক বা একাধিক হোক। যখন তারা সকলেই সমজাতীয় জাদ্দাতে সহীহা (প্রকৃত দাদী) এক শ্রেণীর মধ্যে হবে। আর মাতার জীবিত অবস্থায় সর্বপ্রকার দাদী বঞ্চিত হবে। আর পিতার জীবিতাবস্থায় পিতার দিকের দাদীগণ বঞ্চিত হবে। অনুরূপভাবে দাদার বর্তমানে পিতার মা ও নানী ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য দাদীগণ বঞ্চিত হয়ে যাবে। কেননা পিতার মা দাদার সঙ্গে ওয়ারিশ হয়, কারণ তিনি দাদার পক্ষ হতে নয়। নিকটতমা দাদী যে কোনো দিকের দূরবর্তী দাদীর জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। চাই নিকটবর্তী দাদী ওয়ারিশ হোক বা প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ অপরের কারণে মিরাস হতে বঞ্চিত হোক।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلِلْجَدَّةِ আর দাদীর জন্য السُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ لِأُمٍّ كَانَتْ মায়ের দিক থেকে হোক اَوْ لِاَبٍ বা পিতার দিক থেকে হোক وَاحِدَةً كَانَتْ একজন হোক اَوْ اَكْثَرَ বা অধিক হোক اِذَا كُنَّ যখন তারা হয় ثَابِتَاتٍ দৃঢ়সম্পর্কিত مُتَحَاذِيَاتٍ সমপর্যায়ের فِى الدَّرَجَةِ স্তরের ক্ষেত্রে وَيَسْقُطْنَ এবং তারা বঞ্চিত হবে كُلُّهُنَّ তাদের প্রত্যেকেই, সব প্রকার بِالْاُمِّ মাতার (জীবিতাবস্থায়) দ্বারা وَالْاَبَوِيَاتِ আর পিতার দিকের দাদীগণ اَيْضًا অধিকন্তু بِالْاَبِ পিতার দ্বারা وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপভাবে بِالْجَدِّ দাদার (বর্তমানে) দ্বারা اِلَّا اُمَّ الْاَبِ তবে পিতার মাতা وَاِنْ عَلَتْ যদিও ঊর্ধ্বতন হয় فَاِنَّهَا আর নিশ্চয় সে تَرِثُ ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারিণী) হবে مَعَ الْجَدِّ দাদার সঙ্গে لِاَنَّهَا কেননা, (নিশ্চয়) সে لَيْسَتْ নয় مِنْ قِبَلِهِ তার (দাদার) দিক থেকে وَالْقُرْبٰى আর নিকটবর্তী দাদী مِنْ اَىِّ جِهَةٍ যে কোনো দিক থেকে كَانَتْ হোক وَارِثَةً كَانَتْ ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হোক الْقُرْبٰى নিকটতম দাদী اَوْ مَحْجُوْبَةً অথবা প্রতিবন্ধক (বাধাপ্রাপ্তা)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِلْجَدَّةِ الخ -এর আলোচনা : দাদী দুই প্রকার : (১) জাদ্দাতে সহীহা (প্রকৃত দাদী), (২) জাদ্দাতে ফাসিদা (অপ্রকৃত দাদী)।

জাদ্দাতে সহীহা : অথাৎ প্রকৃত দাদী এমন দাদীকে বলা হয়, যিনি নানার মধ্যস্থতায় দাদী নয়, যথা–বাপের মা, বাপের নানী, বাপের দাদী, দাদার মা, দাদার নানী ইত্যাদি।

জাদ্দাতে ফাসিদা : অর্থাৎ অপ্রকৃত দাদী এমন দাদীকে বলা হয়, যিনি নানার মধ্যস্থতায় দাদী, যথা–মাতার মা, মাতার নানী, মাতার দাদী, নানার মা, নানার দাদী ইত্যাদি।

জাদ্দাতে সহীহা (প্রকৃত দাদী) নির্ধারিত অংশের অধিকারী এবং জাদ্দাতে ফাসিদা (অপ্রকৃত দাদী) যাবিল আরহাম অর্থাৎ আত্মীয় সম্পর্কে হিসেবে অধিকারী। অতএব পিতার পরম্পরার ন্যায় মাতার পরম্পরা দাদীগণও জাদ্দাতে সহীহা (প্রকৃত দাদী) -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে লেখক لِأُمٍّ كَانَتْ اَوْ لِاَبٍ বর্ণনা করেছেন।

দাদীগণের সংখ্যা যতজনই হোকনা কেন সকলে মিলে এক-ষষ্ঠাংশের (১/৬) উত্তরাধিকারিণী হবে। কিন্তু একই সাথে একাধিক দাদী ওয়ারিশ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে— (১) সকলে জাদ্দাতে সহীহা (প্রকৃত দাদী) হতে হবে। (২) সকলের সমজাতীয় স্তর হতে হবে, যেমন— পিতার দাদী, পিতার নানী, মাতার দাদী, মাতার নানী, এ চারজনের স্তর সমজাতীয়। তারা সকলেই জাদ্দাতে সহীহা।

যদি মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকে, তাহলে উল্লিখিত সকল দাদীগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকে, তাহলে পিতার মাতা, পিতার নানী, পিতার দাদী ইত্যাদি দাদীগণ উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হবে এবং মৃত ব্যক্তির নানী, মৃত ব্যক্তির মাতার নানী, মৃত ব্যক্তির মাতার দাদী ইত্যাদি বঞ্চিত হবে।

যে সকল দাদীগণ পিতার দ্বারা বঞ্চিত হয়, সে সকল দাদীগণ দাদার দ্বারাও বঞ্চিত হয়। তবে মৃত ব্যক্তির পিতার মাতা দাদার দ্বারা বঞ্চিত হয় না। কেননা এই দাদী পিতার মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির দাদী ; দাদার মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির দাদী নয়। মধ্যস্থতা দ্বারা মধ্যস্থতাকারী বঞ্চিত হয়ে যাওয়া ইলমে ফারায়েযের নীতি।

এমনিভাবে মৃত ব্যক্তির পিতার নানীও দাদার দ্বারা বঞ্চিত হয় না। একে লেখক وَإِنْ عَلَتْ বলে বর্ণনা করেছেন। আর যে দাদী মৃত ব্যক্তির নিকটতম হয়, চাই তিনি মাতার পরম্পরা হোক অথবা দাদীর পরম্পরা হোক তিনি ঐ দাদীর জন্য প্রতিবন্ধক হবেন যিনি মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী হয়, চাই নিকটতম দাদী নিজেই ওয়ারিশ হোক অথবা বঞ্চিত হোক। যথা—

১. নিকটতমা দাদী নিজে ওয়ারিশ না হয়েও দূরবর্তী দাদীগণের জন্য প্রতিবন্ধক হবেন। যেমন—

মাসআলা–১

মৃত

পিতা	পিতার মাতা	মাতার নানী
১	(পিতার দ্বারা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত)	(বঞ্চিত)

২. নিকটতমা দাদী নিজে ওয়ারিশ হয়ে দূরবর্তী দাদীগণের জন্য প্রতিবন্ধক হবেন। যথা—

মাসআলা–৬

মৃত

পিতার মাতা	মাতার নানী	পুত্র
১	(বঞ্চিত)	৫

৩. মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় সমস্ত দাদীগণ বঞ্চিত হয়। যথা-

মাসআলা–৬

মৃত

মাতা	দাদী	নানী	পুত্র
১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)	৫

৪. একাধিক দাদী একই স্তরের হলে সকলের মধ্যে এক-ষষ্ঠাংশ বণ্টিত হবে। যথা—

মাসআলা–৬ তাসহীহ–১৮

মৃত

পুত্র	পিতার দাদী	পিতার নানী	মাতার নানী
৫ / ১৫	১	১	১

اِذَاكَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَاُمِّ اُمِّ الْاَبِ وَالْاُخْرٰى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ كَاُمِّ اُمِّ الْاُمِّ وَهِىَ اَيْضًا اُمُّ اَبِ الْاَبِ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ

সরল অনুবাদ : যখন দাদী আত্মীয়তার এক সূত্রের হয়, যেমন–মৃত ব্যক্তির পিতার নানী এবং অন্য দাদী দুই বা ততোধিক আত্মীয়তার সূত্রের হয়। যেমন–মাতার নানী এবং অপরদিকে সে দাদারও মাতা, নিম্নরূপ অবস্থায় :

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا كَانَتْ আর যখন হয় اَلْجَدَّةُ দাদী ذَاتَ قَرَابَةٍ আত্মীয়তার সম্পর্ক وَاحِدَةٍ এক সূত্রের كَاُمِّ اُمِّ الْاَبِ যেমন, পিতার নানী وَالْاُخْرٰى আর অন্যজন ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ দুই আত্মীয়তার সম্পর্কের হয় اَوْ اَكْثَرَ অথবা ততোধিক كَاُمِّ اُمِّ الْاُمِّ যেমন মাতার নানী وَهِىَ اَيْضًا আর তিনি অধিকন্তু اُمُّ اَبِ الْاَبِ দাদার মাতা بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ এর অবস্থাসমূহ দ্বারা।

صُوْرَةُ ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ

اُمْ		اَبْ
اُمْ	اَبْ	اُمْ
اُمْ		اُمْ
ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ		ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ

صُوْرَةُ ثَلٰثِ قَرَابَاتٍ

اُمْ		اَبْ
اُمْ	اُمْ	اَبْ
اُمْ	اَبْ	اُمْ
اُمْ		اُمْ
ذَاتَ ثَلٰثِ قَرَابَاتٍ		ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ
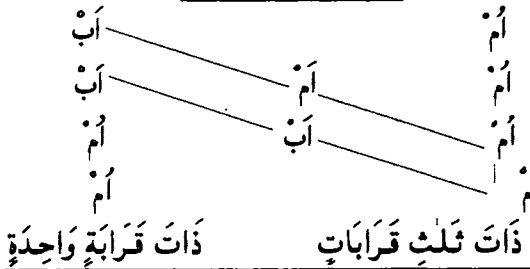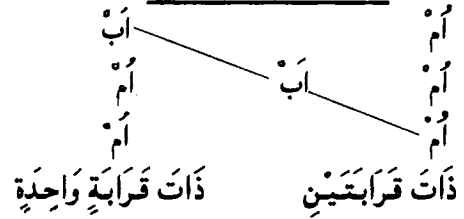
সরল অনুবাদ :

আত্মীয়তার দুই সম্পর্কের অধিকারিণী

মাতা		পিতা
মাতা	পিতা	মাতা
মাতা		মাতা
(দুই সম্পর্কের)		(এক সম্পর্কের)

আত্মীয়তার তিন সম্পর্কের অধিকারিণী

মাতা		পিতা
মাতা	মাতা	পিতা
মাতা	পিতা	মাতা
মাতা		মাতা
(তিন সম্পর্কের)		(এক সম্পর্কের)

يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْصَافًا بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ الْجِهَاتِ ـ

সরল অনুবাদ : তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাবে পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ উভয় দাদীর মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টিত হবে; এ দু'জনের মধ্যে ভাগাভাগি তাদের শরীর দুই হওয়ার কারণে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পদের এক- ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{৬}$ তিন ভাগে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ দুই সম্পর্কের অধিকারিণী দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক সম্পর্কের অধিকারিণী এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : يُقَسَّمُ বণ্টিত হবে اَلسُّدُسُ এক ষষ্ঠাংশ بَيْنَهُمَا তাদের উভয়ের মাঝে عِنْدَ নিকট اَبِىْ يُوْسُفَ ইমাম আবু ইউসুফ رَحِمَهُ اللّٰهُ আল্লাহর তাঁর প্রতি রহম করুন اَنْصَافًا অর্ধেক অর্ধেক করে بِاعْتِبَارِ অনুযায়ী اَلْاَبْدَانِ শরীরসমূহ (মাথাপিছু হিসাবে) وَعِنْدَ নিকট, মাযহাবে مُحَمَّدٍ ইমাম মুহাম্মদ -এর رَحِمَهُ اللّٰهُ আল্লাহর তাঁর প্রতি রহম করুন اَثْلَاثًا তিনভাগে বণ্টন করা হবে بِاعْتِبَارِ অনুসারে অনুযায়ী اَلْجِهَاتِ আত্মীয়তার দিকসমূহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا كَانَتْ الخ-এর বিশ্লেষণ : এখানে বাক্যে প্রদত্ত উভয় চিত্রের মধ্যে প্রথম চিত্রে মৃত ব্যক্তির নানীর এমন মাতা জীবিত আছেন, যিনি মৃত ব্যক্তির দাদার মাতা এবং মৃত ব্যক্তির দাদীর মাতা জীবিত আছেন। আর দ্বিতীয় চিত্রে মৃত ব্যক্তির নানীর এমন নানী জীবিত আছেন, যিনি মৃত ব্যক্তির দাদীর নানী এবং মৃত ব্যক্তির দাদার দাদী ও এবং মৃত ব্যক্তির এক দাদার নানী জীবিত আছেন। এখানে উভয় চিত্র সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{6}$ উভয় জীবিত দাদীর মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক হারে বণ্টিত হবে। কেননা পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনের মধ্যে দাদীগণের সংখ্যার হিসাবে ধরা হয় ; কোন দাদী কত সম্পর্কের আত্মীয়, তার হিসাব হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্কের হিসাবে ধরা হবে। এ হিসাবে যে, প্রথম চিত্রের এক ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{6}$ -কে তিনভাগ করে আত্মীয়তার দুই সম্পর্কের অধিকারিণী দাদীকে দুই-তৃতীয়াংশ $\frac{2}{3}$ এবং আত্মীয়তার এক সম্পর্কের অধিকারিণী দাদীকে এক-তৃতীয়াংশ $\frac{1}{3}$ দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় চিত্রে এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{6}$ -কে চারভাগ করে আত্মীয়তার তিন সম্পর্কের অধিকারিণী দাদীকে তিনভাগ এবং আত্মীয়তার এক সম্পর্কের অধিকারিণীকে একভাগ দেওয়া হবে।

সুতরাং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় চিত্রের মধ্যে মাসআলা ছয় দ্বারা আরম্ভ হয়ে বারো দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। জীবিত উভয় দাদীর প্রত্যেকে এক এক পাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী প্রথম চিত্রে ৬ দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হয়ে ১৮ দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। আত্মীয়তার দুই সম্পর্কের অধিকারিণীকে দুই এবং আত্মীয়তার এক সম্পর্কের অধিকারিণীকে এক দেওয়া হবে। দ্বিতীয় চিত্রে ছয় দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হয়ে চব্বিশ দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। আত্মীয়তার তিন সম্পর্কের অধিকারিণী দাদীকে তিন এবং আত্মীয়তার এক সম্পর্কের অধিকারিণী দাদীকে এক দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে, এখানে চার প্রকারের পুরুষ আসহাবে ফারায়েয অর্থাৎ নির্ধারিত অংশের অধিকারী, তারা হলো— মৃত ব্যক্তির পিতা, স্বামী, দাদা ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং মহিলাদের মধ্যে আসহাবে ফারায়েয (নির্ধারিত অংশের অধিকারী) আটজন, তারা হলো–স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের কন্যা (পৌত্রী), বৈপিত্রেয়ী বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, সহোদরা বোন, মাতা ও দাদী। এখন সম্পূর্ণ আসহাবে ফারায়েয অর্থাৎ নির্ধারিত অংশের অধিকারীগণের অবস্থা পূর্ণ হয়ে আসাবার বর্ণনা আসছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَا مَعْنَى الْمَانِعِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَ الْمَوَانِعِ لِلْاِرْثِ مُوْضِحًا . وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْجُوْبِ وَالْمَحْرُوْمِ ؟

٢. اَوْضِحِ الْفُرُوْضَ الْمُقَدَّرَةَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى . مَنْ هُمْ مُسْتَحِقُّوْهَا ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلاً .

٣. عَرِّفِ الْجَدَّ الصَّحِيْحَ وَالْفَاسِدَ وَالْجَدَّةَ الصَّحِيْحَةَ وَالْفَاسِدَةَ ثُمَّ بَيِّنْ اَحْوَالَ الْجَدِّ الصَّحِيْحِ مُفَصَّلًا وَمُمَثَّلًا .

٤. بَيِّنْ اَحْوَالَ الْجَدَّةِ الصَّحِيْحَةِ . اِذَا كَانَتْ جَدَّةٌ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْاُخْرٰى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ فَكَيْفَ يُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا ؟

٥. اُكْتُبْ اَحْوَالَ الْاَبِ . مَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ (رح) "اَلْجَدُّ الصَّحِيْحُ كَالْاَبِ اِلَّا فِىْ اَرْبَعِ مَسَائِلَ" ؟

٦. اُكْتُبْ اَحْوَالَ بَنَاتِ الصُّلْبِ مُفَصَّلاً وَمُمَثَّلًا .

٧. بَيِّنْ اَحْوَالَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَاتِ مُمَثَّلاً .

٨. بَيِّنْ اَحْوَالَ الْاَوْلَادِ لِاُمٍّ بِالتَّمْثِيْلِ .

٩. اُذْكُرْ اَحْوَالَ الْاَخَوَاتِ لِاَبٍ مُفَصَّلاً وَمُمَثَّلًا .

١٠. اُذْكُرْ اَحْوَالَ بَنَاتِ الْاِبْنِ مُمَثَّلًا .

١١. اُذْكُرْ اَحْوَالَ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ مُمَثَّلًا .

١٢. اُكْتُبْ اَحْوَالَ الْاُمِّ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ .

بَابُ الْعَصَبَاتِ

রক্ত সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী (আসাবা) গণের অধ্যায়

اَلْعَصَبَاتُ النَّسَبِيَّةُ ثَلٰثَةٌ : عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ وَعَصَبَةٌ بِغَيْرِهٖ وَعَصَبَةٌ مَعَ غَيْرِهٖ . اَمَّا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ فَكُلُّ ذَكَرٍ لَاتَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْمَيِّتِ اُنْثٰى وَهُمْ اَرْبَعَةُ اَصْنَافٍ : جُزْءُ الْمَيِّتِ وَاَصْلُهٗ وَجُزْءُ اَبِيْهِ وَجُزْءُ جَدِّهٖ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ يُرَجَّحُوْنَ بِقُرْبِ الدَّرَجَةِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ جُزْءُ الْمَيِّتِ اَىْ اَلْبَنُوْنَ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ اَصْلُهٗ اَىْ اَلْاَبُ ثُمَّ الْجَدُّ اَىْ اَبُ الْاَبِ وَاِنْ عَلَا .

সরল অনুবাদ : বংশগত আসাবা তিন প্রকার : (১) স্বয়ং আসাবা, (২) অন্যের মধ্যস্থতায় আসবা এবং (৩) অন্যের সাথে আসাবা। বস্তুত আসাবা বিনাফসিহী ঐ সমস্ত পুরুষকে বলা হয় যার সাথে মৃত ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে কোনো নারীর মধ্যস্থতা নেই। আর তারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) মৃত ব্যক্তির (অধঃ পুরুষানুক্রমিক) অংশ (যথা–পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি অধঃস্তন বংশধর), (২) মৃত ব্যক্তির মূল পুরুষ (যথা– পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি উর্ধ্বতন পুরুষ), (৩) মৃত ব্যক্তির পিতার অধঃপুরুষানুক্রমিক অংশ (যথা– মৃত ব্যক্তির ভাই, ভাতিজা, ভাতিজার পুত্র ইত্যাদি), (৪) মৃত ব্যক্তির দাদার অধঃপুরুষানুক্রমিক অংশ (যথা– মৃত ব্যক্তির চাচা, চাচাতো ভাই ইত্যাদি)। প্রথমত মৃতের নিকটতম ব্যক্তি অগ্রগণ্য, এর অবর্তমানে তৎপরবর্তী নিকটতম ব্যক্তি (এমনি ধারা অনুসরণীয়) স্তরের নৈকট্যের বিবেচনায় (মৃত ব্যক্তির) নিকটতম আসাবাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে মিরাস বা ত্যাজ্য সম্পদের সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার ব্যক্তিরা হলো মৃত ব্যক্তির অংশ, অর্থাৎ পুত্রগণ অতঃপর তাদের পুত্রগণ, যতই অধঃস্তনের হোকনা কেন। তারপর মৃত ব্যক্তির মূল পুরুষ, অর্থাৎ পিতা তারপর দাদা, অর্থাৎ পিতার পিতা যতই উপরের স্তরের হোকনা কেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْعَصَبَاتُ আসাবাগণ (অবশিষ্ট অংশ ভোগকারীগণ) اَلنَّسَبِيَّةُ রক্তসম্পর্কীয়, বংশগত ثَلٰثَةٌ তিন প্রকার عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ স্বয়ং আসাবা وَعَصَبَةٌ এবং আসাবা بِغَيْرِهٖ অন্যের মধ্যস্থতায় وَعَصَبَةٌ আর আসাবা (অবশিষ্ট অংশ ভোগকারী) مَعَ غَيْرِهٖ অন্যের সাথে اَمَّا الْعَصَبَةُ অতঃপর আসাবা (অবশিষ্ট অংশ ভোগকারী) بِنَفْسِهٖ তার নিজের দ্বারা, তিনি স্বয়ং فَكُلُّ ঐ সমস্ত, প্রত্যেক ذَكَرٍ পুরুষ لَاتَدْخُلُ প্রবেশ করে না, মাধ্যম হয় না فِىْ نِسْبَتِهٖ তার সম্পর্কে মধ্যে اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সম্পর্কের প্রতি اُنْثٰى কোন নারীর وَهُمْ আর তারা اَرْبَعَةُ চার اَصْنَافٍ শ্রেণীতে বিভক্ত جُزْءُ الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির অংশ وَاَصْلُهٗ আর তার মূল وَجُزْءُ اَبِيْهِ আর তার পিতার অংশ وَجُزْءُ جَدِّهٖ আর অংশ তার দাদার اَلْاَقْرَبُ অধিক নিকটবর্তী فَالْاَقْرَبُ অতঃপর অধিক নিকটবর্তী يُرَجَّحُوْنَ তারা প্রাধান্য পাবে بِقُرْبِ নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা الدَّرَجَةِ স্তর اَعْنِىْ আমি মনে করি اَوْلٰهُمْ তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে جُزْءُ الْمَيِّتِ মৃতের অংশ اَىْ অর্থাৎ اَلْبَنُوْنَ সন্তানগণ ثُمَّ অতঃপর بَنُوْهُمْ তাদের সন্তানগণ وَاِنْ سَفِلُوْا যদিও তারা অধঃস্তন হয় ثُمَّ اَصْلُهٗ অতঃপর তার মূল اَىْ اَلْاَبُ অর্থাৎ পিতা ثُمَّ الْجَدُّ অতঃপর দাদা اَىْ اَبُ الْاَبِ অর্থাৎ পিতার পিতা وَاِنْ عَلَا যদিও উর্ধ্বতন হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ الْعَصَبَاتِ-এর আলোচনা : عَصَبَاتٌ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন عَصَبَةٌ এবং عَصَبَةٌ শব্দটি عَاصِبٌ-এর বহুবচন। যেমন– طَلَبَةٌ শব্দটি طَالِبٌ-এর বহুবচন। এর মাসদার عَصُوْبَةٌ ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষায় عَصَبَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِحَاطَةُ বা বেষ্টন করা। যেমন বলা হয়– عَصَبَ الْقَوْمُ بِفُلَانٍ اِذَا اَحَاطُوْا بِهٖ
২. اَلْاِغْطَاءُ বা আবৃত করা।
৩. اَلْعَمُوْدُ الْفِقْرِىْ বা মেরুদণ্ড।

৪. اَلْعَضَلَةُ বা মাংসপেশী।

৫. আল্লামা রাগিবের মতে, এর অর্থ- زَوْجُ الْاَعْضَاءِ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া।

৬. ড. রুহী আল-বাকির মতে, Neuron, Nerve, Cell. আরবি ভাষায় পিতার পক্ষের আত্মীয়কে عَصَبَةٌ বলে। যেমন- ভাই, চাচা ইত্যাদি।

تَعْرِيْفُ الْعَصَبَةِ اِصْطِلَاحًا :

عَصَبَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. সিরাজী গ্রন্থকার আল্লামা সিরাজুদ্দিন (র.) বলেন-

اَلْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَنْ اَبْقَتْهُ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْاِنْفِرَادِ يَحْرُزُ جَمِيْعُ الْمَالِ .

অর্থাৎ আসাবা সে উত্তরাধিকারীদের বলা হয়, যারা ذَوِى الْفُرُوْضِ দের অংশ গ্রহণের পর উদ্বৃত্ত সম্পদের অংশীদার হয়। আর ذَوِى الْفُرُوْضِ -দের অবর্তমানে তারা উদ্বৃত্ত সম্পদের ওয়ারিশ হয়।

২. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার ভাষায়-

اَلْعَصَبَةُ كَذٰلِكَ هُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَحِقُّوْنَ التَّرَكَةَ كُلَّهَا اِذَا لَمْ يُوْجَدْ مِنْ اَصْحَابِ الْفُرُوْضِ اَحَدٌ .

৩. জুমামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- اَلْعَصَبَةُ مَنْ لَيْسَ لَهٗ فَرِيْضَةٌ مُسَمَّاةٌ فِىْ فِى الْمِيْرَاثِ وَاِنَّهَا يَأْخُذُ مَا اَبْقَى ذَوِى الْفُرُوْضِ অর্থাৎ যেসব উত্তরাধিকারীর নির্দিষ্ট অংশের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়নি এবং ذَوِى الْفُرُوْضِ -এর অংশ দেওয়ার পর যারা বাকি সম্পদের মালিক হয়, তারাই আসাবা।

৪. কেউ কেউ বলেন, আসাবা ঐসব আত্মীয়কে বলা হয়, যারা মৃতব্যক্তির রক্ত ও মাংসের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- পুত্র, ভাই, চাচা প্রমুখ

মোটকথা ذَوِى الْفُرُوْضِ -দের মাঝে সম্পদ বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদ যাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাদেরকে আসাবা বলা হয়। যেমন- পুত্র, ভাই, চাচা প্রমুখ।

আর ফারায়েযের পরিভাষায়, ঐ সকল আত্মীয়দেরকে আসাবা বলা হয়, যারা মৃত ব্যক্তির রক্ত-মাংসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। কেননা সন্তান-সন্ততিগণকে পিতার বলা হয়। সুতরাং নিজের কন্যা বা বোন বা ফুফুর সন্তানদেরকে আসাবা বলা হয় না; বরং নিজের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং ভাই, ভাইয়ের পুত্র ও চাচা জেঠা এবং তাদের পুত্র এবং পিতা, দাদা ইত্যাদিকে আসাবা বলা হয়।

اَقْسَامُ الْعَصَبَةِ : আসাবা দু' প্রকার। যথা- ১. اَلْعَصَبَةُ النَّسَبِيَّةُ (বংশীয় আসাবা) ২. اَلْعَصَبَةُ السَّبَبِيَّةُ (কারণগত আসাবা)

১. اَلْعَصَبَةُ النَّسَبِيَّةُ-এর পরিচিতি : عَصَبَةٌ نَسَبِيَّةٌ মৃতব্যক্তির ঐ আত্মীয়কে বলা হয়, যার সাথে মৃতব্যক্তির রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন- পিতা, পুত্র ইত্যাদি।

২. عَصَبَةُ السَّبَبِيَّةُ-এর পরিচিতি : عَصَبَةٌ سَبَبِيَّةٌ মৃতব্যক্তির ঐ আত্মীয়কে বলা হয়, যার সাথে মৃতব্যক্তির রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং অন্য কোনো কারণে মৃতব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- মনিব মৃতের সাথে আজাদ করার দিক থেকে সম্পৃক্ত। একে مَوْلَى الْعِتَاقَةِ ও বলা হয়।

اَقْسَامُ الْعَصَبَةِ النَّسَبِيَّةِ :

عَصَبَةٌ نَسَبِيَّةٌ-এর প্রকারভেদ : عَصَبَةٌ نَسَبِيَّةٌ আবার তিন প্রকার। যথা-

ক. اَلْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ (স্বয়ং আসাবা) খ. اَلْعَصَبَةُ بِغَيْرِهٖ (অপরের মাধ্যমে আসাবা) গ. اَلْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ (অপরের সাথে আসাবা)।

ক. اَلْعَصَبَةُ بِنَفْسِهٖ-এর পরিচিতি : عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ-এর অর্থ হলো স্বয়ং আসাবা। এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সিরাজী প্রণেতা বলেন- فَكُلُّ ذَكَرٍ لَا تَدْخُلُ فِىْ نِسْبَتِهٖ اِلَى الْمَيِّتِ اُنْثٰى

অর্থাৎ عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ প্রত্যেক ঐ পুরুষকে বলা হয়, যাদের সাথে মৃতব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপনে কোনো নারীর মধ্যস্থতা নেই। যেমন- পিতা, পুত্র, ভাই, চাচা প্রমুখ।

ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র.) বলেন- كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ اُنْثٰى

عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ-এর প্রকারভেদ : عَصَبَةٌ بِنَفْسِهٖ চার প্রকার। যথা-

১. جُزْءُ الْمَيِّتِ বা মৃতের অংশ। যেমন- মৃতের পুত্র, পুত্রের পুত্র ইত্যাদি।

২. اَصْلُ الْمَيِّتِ বা মৃতের মূল। যেমন- পিতা, পিতার পিতা ইত্যাদি।

৩. جُزْءُ اَبِ الْمَيِّتِ বা মৃতের পিতার অংশ। যেমন- মৃতের ভ্রাতাগণ অথবা ভ্রাতুষ্পপুত্রগণ।

৪. جُزْءُ جَدِّ الْمَيِّتِ বা মৃতের দাদার অংশ। যেমন- মৃতের চাচা, তাদের পুত্ররা।

উপরিউক্ত প্রকারের ক্ষেত্রে اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ -এর ভিত্তিতে মীরাস বণ্টিত হবে। অতঃপর اَلتَّرْجِيْحُ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ হিসেবে বণ্টন করা হবে। যেমন রাসূল ﷺ-এর বাণী- اِنَّ بَنِى الْاَعْيَانِ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَاتِ

খ. اَلْعَصَبَةُ بِغَيْرِهٖ -এর পরিচিতি : যেসব মহিলা প্রকৃতপক্ষে ذَوِى الْفُرُوْضِ বা اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ-এ অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ভাইদের কারণে আসাবা হয়, তাদেরকে عَصَبَةٌ بِغَيْرِهٖ বলা হয়।

اَلْعَصَبَةُ بِغَيْرِهٖ মোট চারজন। যথা–

১. اَلْبِنْتُ বা কন্যা।
২. بِنْتُ الْاِبْنِ বা পুত্রের কন্যা।
৩. اَلْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ বা সহোদরা বোন।
৪. اَلْاُخْتُ لِاَبٍ বা বৈমাত্রেয় বোন।

এক্ষেত্রে প্রত্যেক পুরুষ দুইজন মহিলার সমান হিসেবে অংশ পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ .

গ. اَلْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ -এর পরিচিতি : এর পরিচয়ে আল্লামা আবদুর রশীদ সাজাওয়ান্দী (র.) বলেন–

اَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ فَكُلُّ اُنْثٰى تَصِيْرُ عَصَبَةً مَعَ اُنْثٰى اُخْرٰى .

অর্থাৎ اَلْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ প্রত্যেক ঐ মহিলাকে বলে, যে অন্য মহিলার সাথে আসাবা হয়।

সাইয়্যেদ সাবেক (র.) বলেন– هِىَ كُلُّ اُنْثٰى تَحْتَاجُ فِىْ كَوْنِهَا عَصَبَةً اِلٰى اُنْثٰى اُخْرٰى যেমন– সহোদরা বোন মৃতের কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে আসাবা হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন– اِجْعَلُوا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

اُصُوْلُ الْعَصَبَةِ তথা আসাবার নীতিমালা : আসাবা সম্পর্কে নীতি হলো এই যে, আসাবাদের মধ্যে যিনি মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটতম তিনি অন্যান্যদের থেকে অগ্রগামী অর্থাৎ নিকটতম আসাবার জীবিত অবস্থায় অন্যান্য আসাবাগণ পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে। যেমন– মৃত ব্যক্তির পুত্র মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটতম, এ জন্য পুত্র জীবিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পৌত্র, প্রপৌত্র, ভাই, চাচা, জেঠা, পিতা, দাদা কেউ আসাবা হবে না। যদি পুত্র জীবিত না থাকে, তাহলে পৌত্র আসাবা হবে। যদি পৌত্র জীবিত না থাকে, তাহলে প্রপৌত্র আসাবা হবে। এভাবে নীতি নিম্নের দিকে যাবে। যদি মৃত ব্যক্তির বংশধরদের মধ্যে কোনো পুরুষ জীবিত না থাকে, তাহলে পিতা আসাবা হবে। আর যদি বাপ না থাকে, তাহলে দাদা আসাবা হবে। আর দাদা না থাকলে পরদাদা আসাবা হবে। এমনিভাবে নীতি দ্বারা উপরের দিকে যাবে। যদি মৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে ভাই আসাবা হবে। কিন্তু সহোদরা ভাই বৈমাত্রেয় ভাই হতে অগ্রগামী। সুতরাং যদি সহোদরা ভাই জীবিত থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হবে না। যখন সহোদরা ভাই জীবিত না থাকে, তখন বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হবে। অতঃপর তার পুরুষ সন্তানাদি আসাবা হবে। সহোদরা ভাইয়ের সন্তানাদি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তানাদির উপর অগ্রগামী। যদি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে প্রকৃত চাচা বা জেঠা আসাবা হবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে বৈমাত্রেয় চাচাগণ আসাবা হবে। অতঃপর তার পুরুষ সন্তানাদি। আর বৈপিত্রেয় ভাই এবং তার পুরুষ সন্তানাদি আসাবার মধ্যে শামিল নয়।

২. আসাবা বিগাইরিহী, অর্থাৎ যদি কেউ আসাবা হওয়ার ব্যাপারে নিজে যথেষ্ট নয় ; বরং অন্যের মুখাপেক্ষী হয়।

৩. আসাবা মাআ গাইরিহী, অর্থাৎ যদি কেউ আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু যার মুখাপেক্ষী হলো সে নিজে আসাবা না হয়, তাহলে তাকে আসাবা মাআ গাইরিহী বলা হয়।

قَوْلُهٗ اَلْاَقْرَبُ الخ -এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো আত্মীয়তার দিক দিয়ে যে যত বেশি নিকটতম, তাকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সন্তানাদির নৈকট্য পিতার চেয়ে বেশি, এজন্য একে মৃত ব্যক্তির অংশ বলে আসাবা ওয়ারিশী স্বত্ব প্রাপ্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পুত্রের নৈকট্য পিতার মোকাবেলায় শরিয়তের দৃষ্টিতেও অপেক্ষাকৃত বেশি। কেননা কুরআনে পিতার অংশ ছেলের উপস্থিতিতে এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অবশিষ্ট সম্পদ পুত্রেই পাবে।

قَوْلُهٗ اَوْلٰهُمْ -এর বিশ্লেষণ : اَوْلٰى শব্দটি اِسْمِ تَفْضِيْل -এর صِيْغَه অর্থ হলো– খুব বেশি অধিকারী অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা নিকটতম।

قَوْلُهٗ اَلْبَنُوْنَ -এর বিশ্লেষণ : শব্দটি اِبْنٌ -এর বহুবচন। অর্থ হলো– পুত্রগণ। লেখক اَلْبَنُوْنَ এজন্য বলেছেন যে, কন্যাগণ প্রথমত আসাবা হয় না; যদিও তারা আসাবা হয় কিন্তু তাও ভাইদের কারণে হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ اَلْاَبُ الخ -এর আলোচনা : اَلْاَبُ শব্দটির অর্থ– পিতা, এটা একবচন, বহুবচনে اِبَاءٌ ; পুত্রদের অবর্তমানে পিতাই নিতান্ত নিকটবর্তী এবং পিতার অবর্তমানে পিতামহ এবং তার অনুপস্থিতিতে প্রপিতামহ। এমনিভাবে উপরোক্ত দাদাগণ। কেননা তাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলা পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

ثُمَّ جُزْءُ اَبِيْهِ اَيِ الْاِخْوَةُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ جُزْءُ جَدِّهٖ اَيِ الْاَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوْهُمْ وَ اِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ يُرَجَّحُوْنَ بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ اَعْنِىْ بِهٖ اَنَّ ذَا الْقَرَابَتَيْنِ اَوْلٰى مِنْ ذِىْ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ ذَكَرًا كَانَ اَوْ اُنْثٰى لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ بَنِى الْاَعْيَانِ يَتَوَارَثُوْنَ دُوْنَ بَنِى الْعَلَّاتِ كَالْاَخِ لِاَبٍ وَ اُمٍّ اَوِ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَ اُمٍّ اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ اَوْلٰى مِنَ الْاَخِ لِاَبٍ وَالْاُخْتِ لِاَبٍ وَابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلٰى مِنِ ابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَكَذٰلِكَ الْحُكْمُ فِىْ اَعْمَامِ الْمَيِّتِ ثُمَّ فِىْ اَعْمَامِ اَبِيْهِ ثُمَّ فِىْ اَعْمَامِ جَدِّهٖ ـ

সরল অনুবাদ : তারপর মৃত ব্যক্তির পিতার অংশ অর্থাৎ ভাইগণ। তারপর তাদের পুত্রগণ যতই অধঃস্তনের হোকনা কেন। তারপর মৃত ব্যক্তির দাদার অংশ, অর্থাৎ চাচাগণ। তারপর তাদের পুত্রগণ যতই নিম্নস্তরের হোকনা কেন। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধনের দৃঢ়তার ভিত্তিতে (ঘনিষ্ট আসাবাকে) অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সাথে দুই দিকের আত্মীয়তার সম্পর্কশীল ব্যক্তি এক দিকের আত্মীয়তাব সম্পর্কশীল ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর হকদার; পুরুষ হোক কিংবা মহিলা। কেননা প্রিয়নবী ﷺ [এ সম্পর্কে] বলেছেন— নিশ্চয়ই সহোদর ভাই-বোনরা ওয়ারিশ হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোনরা হবে না। যেমন– সহোদর ভাই অথবা সহোদরা বোন যখন (মৃত ব্যক্তির) কন্যার সাথে আসাবা হয়, তখন তারা বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈমাত্রেয় বোন থেকে অধিকতর হকদার। (অনুরূপ) সহোদর ভাতিজা বৈমাত্রেয় ভাতিজা হতে অধিকতর হকদার। আর অনুরূপ (আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতার ঘনিষ্ঠতা ও স্তর-নৈকট্যের বিবেচনায় বিধান প্রযোজ্য হয়) মৃত ব্যক্তির চাচাদের ক্ষেত্রে, অতঃপর মৃত ব্যক্তির পিতার চাচাদের ক্ষেত্রে, তৎপর মৃত ব্যক্তির দাদার চাচাদের ক্ষেত্রেও।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ جُزْءُ অতঃপর অংশ اَبِيْهِ তার পিতার اَيِ الْاِخْوَةُ অর্থাৎ ভাইগণ ثُمَّ بَنُوْهُمْ অতঃপর তাদের সন্তানগণ وَاِنْ سَفِلُوْا যতই অধঃস্তন হোক না কেন ثُمَّ তারপর جُزْءُ جَدِّهٖ তার (মৃতব্যক্তির) দাদার অংশ اَيِ الْاَعْمَامُ অর্থাৎ চাচাগণ ثُمَّ بَنُوْهُمْ তারপর তাদের পুত্রগণ وَاِنْ سَفِلُوْا যতই নিম্নস্তরের হোক ثُمَّ يُرَجَّحُوْنَ অতঃপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে بِقُوَّةِ শক্তি দ্বারা الْقَرَابَةِ নৈকট্যের, আত্মীয়তার اَعْنِىْ আমি উদ্দেশ্য করি بِهٖ তা দ্বারা اَنَّ ذَا الْقَرَابَتَيْنِ নিশ্চয় দুই দিকের আত্মীয়তার সম্পর্কশীল ব্যক্তি اَوْلٰى অধিক (নিকটবর্তী) হকদার مِنْ ذِىْ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ একদিকের আত্মীয়তার অধিকারী থেকে ذَكَرًا পুরুষ হোক اَوْ اُنْثٰى কিংবা মহিলা لِقَوْلِهٖ তাঁর কথার কারণে عَلَيْهِ السَّلَامُ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিক হোক اِنَّ নিশ্চয় بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোন يَتَوَارَثُوْنَ ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হবে دُوْنَ ব্যতীত, হবে না بَنِى الْعَلَّاتِ বৈমাত্রেয় ভাইবোন كَالْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ যেমন সহোদরা ভাই اَوِ الْاُخْتِ لِاَبٍ وَاُمٍّ অথবা সহোদরা বোন اِذَا صَارَتْ عَصَبَةً যখন সে আসাবা হয়, مَعَ الْبِنْتِ কন্যার সাথে اَوْلٰى অধিক হকদার مِنَ الْاَخِ لِاَبٍ বৈমাত্রেয় ভাই থেকে وَالْاُخْتِ لِاَبٍ এবং বৈমাত্রে বোন থেকে وَابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদর ভাতিজা اَوْلٰى অধিক হকদার مِنِ ابْنِ الْاَخِ ভাইয়ের পুত্র থেকে لِاَبٍ পিতার কারণে وَكَذٰلِكَ আর অনুরূপভাবে الْحُكْمُ বিধান فِىْ اَعْمَامِ চাচাগণের ক্ষেত্রে الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির ثُمَّ فِىْ اَعْمَامِ اَبِيْهِ অতঃপর তার পিতার চাচাগণের ক্ষেত্রে ثُمَّ فِىْ اَعْمَامِ جَدِّهٖ অতঃপর তার দাদার চাচাগণের ক্ষেত্রে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ ثُمَّ جُزْءُ اَبِيْهِ الخ -এর আলোচনা : আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে দাদা ভাইদের অপেক্ষা অগ্রাধিকারী। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। এর উপরই ফতোয়া। তাই গ্রন্থকার দাদাকে ভাইদের উপর অগ্রাধিকারী বলার সময় মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেননি। মৃতের ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভাই-এর পৌত্র প্রপৌত্র প্রমুখ মৃত ব্যক্তির চাচা ও তার পুত্রদের উপর অগ্রাধিকার পাবে। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো ব্যক্তি চারটি কারণে অন্য কোনো ব্যক্তির আসাবা হয়–(১) পুত্রত্বের মধ্যস্থতা ব্যতীত, যেমন–পুত্র ; আর পুত্রত্বের মধ্যস্থতায়, যেমন– পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি। (২) পিতৃত্বের মধ্যস্থতা ব্যতীত, যথা–পিতা ; আর পিতৃত্বের মাধ্যমে, যথা– পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি। (৩) ভগ্নির মধ্যস্থাতায় এবং তার অধঃস্তনদের দ্বারা। (৪) চাচার মাধ্যমে এবং তার অধঃস্তনদের দ্বারা। অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। তবে স্বতন্ত্র আসাবা হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। অবশ্য সহোদরা ভগ্নির নৈকট্য বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নৈকট্য হতে শক্তিশালী বিধায় এই বোন অপরের সঙ্গে আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রেও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর প্রাধান্য পাবে।

قَوْلُهٗ كَذٰلِكَ الْحُكْمُ الخ -এর বিশ্লেষণ : মৃত ব্যক্তির প্রকৃত চাচাগণ বৈমাত্রেয় চাচাদের উপর প্রাধান্য পাবে। আর মৃতের পিতার প্রকৃত চাচাগণ বৈমাত্রেয় চাচাদের অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাবে। একেই গ্রন্থকার كَذٰلِكَ الْحُكْمُ বলে বর্ণনা করেছেন। স্মর্তব্য যে, যাবিল ফুরূযদের মধ্যে এমন কোনো ওয়ারিশ নেই, যে সমুদয় ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হবে; কিন্তু স্বতন্ত্র আসাবাগণের প্রত্যেকে সমুদয় ত্যাজ্য সম্পদের অধিকারী হতে পারে। কাজেই এরূপ সন্দেহ পোষণ করা উচিত হবে না যে, শরিয়তে আসাবাদের তুলনায় যাবিল ফুরূযের স্থান উর্ধ্বে। সেজন্য পবিত্র কুরআনে তাদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

أَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِنَ النِّسْوَةِ وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ كَمَا ذَكَرْنَا فِي حَالَاتِهِنَّ وَمَنْ لَافَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَاتَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا كَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ ـ

সরল অনুবাদ : আসাবা বিগাইরিহী (অন্যের মধ্যস্থতায়-আসাবা) হলো চার শ্রেণীর মহিলা। আর তারা হলো ঐ সকল মহিলা যাদের অংশ $\frac{1}{2}$ (অর্ধাংশ) এবং $\frac{2}{3}$ (দুই-তৃতীয়াংশ)। এরা তাদের ভাইদের মধ্যস্থতায় আসাবা হবে। যেমন আমরা (ইতঃপূর্বে) তাদের (হিস্যা প্রাপ্তির) অবস্থার বর্ণনার সময় (সে ব্যাপারে) আলোচনা করেছি। আর মহিলাদের মধ্যে যাদের অংশ নির্দিষ্ট নেই এবং তাদের ভাই আসাবা, তারা তাদের ভাইয়ের মধ্যস্থতায় আসাবা হবে না। যেমন– চাচা ও ফুফু। সমস্ত সম্পদ (আসাবা হিসেবে) চাচার জন্য, ফুফুর জন্য নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا الْعَصَبَةُ অতঃপর আসাবা (অতিরিক্ত সম্পদ ভোগী) بِغَيْرِهِ বিগাইরিহী, অন্যের দ্বারা فَأَرْبَعٌ চার শ্রেণীর مِنَ النِّسْوَةِ মহিলাদের থেকে وَهُنَّ আর তারা হলো اللَّتِي فَرْضُهُنَّ যাদের আবশ্যকীয় অংশ النِّصْفُ অর্ধেক وَالثُّلُثَانِ এবং দু-তৃতীয়াংশ يَصِرْنَ তারা হবে عَصَبَةً আসাবা (অতিরিক্ত সম্পদের ভোগকারী) بِإِخْوَاتِهِنَّ তাদের ভাইদের মধ্যস্থতায় كَمَا ذَكَرْنَا যেভাবে আমরা আলোচনা করেছি فِي حَالَاتِهِنَّ তাদের অবস্থাসমূহে وَمَنْ لَا فَرْضَ لَهَا যাদের কোনো নির্ধারিত অংশ নেই مِنَ الْإِنَاثِ মহিলাদের মধ্য থেকে وَأَخُوهَا এবং তার ভাই عَصَبَةٌ আসাবা (অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী) لَا تَصِيرُ সে আসাবা হবে না بِأَخِيهَا তার ভাইয়ের সাথে, মধ্যস্থায় كَالْعَمِّ যেমন চাচা وَالْعَمَّةِ ও ফুফু وَالْمَالُ كُلُّهُ আর তার সমস্ত সম্পদ, সম্পূর্ণটা لِلْعَمِّ চাচার জন্যে دُونَ الْعَمَّةِ ফুফুর জন্য নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ الخ -এর আলোচনা : আসাবা বিগাইরিহীর কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাদের পূর্ণ অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং তার অবর্তমানে পুত্রের কন্যা, অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির সহোদরা বোন এবং তার অবর্তমানে বৈমাত্রেয়ী বোনের অংশ একজন হলে অর্ধাংশ এবং দু'জন হলে দুই-তৃতীয়াংশ হয়। কিন্তু যদি কন্যার সাথে পুত্র জীবিত হয়, অথবা পুত্রের কন্যার সাথে পুত্রের পুত্র জীবিত হয়, অথবা সহোদরা বোনের সাথে সহোদর ভাই জীবিত হয়, অথবা বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে বৈমাত্রেয় ভাই জীবিত হয়, তাহলে এ মহিলাগণের মধ্যে কেউ নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকার হয় না এবং নিজের ভাইয়ের দ্বারা প্রত্যেক মহিলা আসাবা হয়ে যায়। আর এ মহিলাগণকে আসাবা বিগাইরহী বলা হয়।

অতএব আসাবা বিগাইরিহী দ্বারা অর্থ হলো, মৃত ব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, সহোদরা বোন, বৈমাত্রেয়ী বোন, এ চার প্রকার মহিলা। আর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়র মধ্যে মহিলাগণের যাদের অংশ নির্ধারিত নেই, যেমন– মৃত ব্যক্তির ফুফু তার কোনো নির্ধারিত অংশ নেই এবং মৃত ব্যক্তির ফুফুর ভাই অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চাচা বা জেঠা তারা আসাবা হবে কিন্তু ফুফু আসাবা হবে না; বরং সম্পূর্ণ সম্পদের উত্তরাধিকারী চাচা এবং জেঠা হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ مَنْ لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ -এর বিশ্লেষণ : মহিলাদের মধ্যে যারা যাবিল ফুরূয নয় তাদের ভাইয়েরা আসাবা হলে তারা তাদের ভাইদের মধ্যস্থতায় আসাবা হবে না। উদাহরণস্বরূপ চাচা এবং ফুফু। তারা পারস্পরিক ভাইবোন। ফুফু যাবিল ফুরূয নয়। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে তার অংশ নির্ধারিত নেই। অতএব সমুদয় সম্পত্তি মৃতব্যক্তির চাচা পাবে। এখানে ফুফু কিছুই পাবে না। যেমন–

মাসয়ালা–২

মৃত

বোন	চাচা	ফুফু
১	১	বঞ্চিত

وَاَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهٖ فَكُلُّ اُنْثٰى تَصِيْرُ عَصَبَةً مَعَ اُنْثٰى اُخْرٰى كَالْاُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لِمَا ذَكَرْنَا وَاٰخِرُ الْعَصَبَاتِ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ ثُمَّ عَصَبَتُهٗ عَلَى التَّرْتِيْبِ الَّذِىْ ذَكَرْنَا لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ وَلَاشَىْءَ لِلْاِنَاثِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُعْتِقِ لِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ اِلَّا مَا اَعْتَقْنَ اَوْ اَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقْنَ اَوْ كَاتَبْنَ اَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ اَوْ دَبَّرْنَ اَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ اَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقُهُنَّ اَوْ مُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ ۔

সরল অনুবাদ : আসাবা মাআ গাইরিহী (যারা অন্যের সাথে মিলিত হয়ে আসাবা হয়।) ঐ সকল মহিলাদেরকে বলা হয়, যারা অন্য কোনো মহিলার সাথে মিলিত হয়ে আসাবা হয়, যেমন– কন্যার সাথে বোন, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সর্বশেষ আসাবাগণ হলো মাওলাল আতাকা, অর্থাৎ ক্রীতদাসকে দাসত্ব হতে মুক্তিদানকারী। অতঃপর আমাদের (লেখক) বর্ণিত ধারাবাহিকতা অনুসারে আসাবাগণ অংশ পাবে। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– "দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করার দ্বারা যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তা বংশগত অর্থাৎ রক্ত-সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়তার সমতুল্য।" মুক্তিদানকারীর ওয়ারিশদের মধ্যে মহিলাদের জন্য মৃত দাসের পরিত্যক্ত সম্পদে কোনো অংশ নেই। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন — "মহিলাদের জন্য দাসদের সম্পদ হতে কোনো অংশ নেই।" কিন্তু যদি মহিলাগণ নিজে কোনো গোলামকে মুক্ত করে থাকে, অথবা তারা যে দাসকে দাসত্ব হতে মুক্ত করেছে উক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যদি অন্য কোনো দাসকে মুক্ত করে থাকে, অথবা মহিলাগণ যদি কাউকে মুকাতাব করে থাকে, অথবা মহিলাগণ যাকে মুকাতাব করেছে সে (মুকাতাব দাস) অপর কাউকে মুকাতাব করে থাকে, অথবা তারা যদি কাউকে মুদাব্বার বানিয়ে থাকে, অথবা তারা যাকে মুদাব্বার বানিয়েছে সে (মুদাব্বার দাস) অন্য কাউকে মুদাব্বার করে থাকে, অথবা তাদের মুক্তকৃত দাস বা মুক্তকৃত দাসের দাস যদি অপর কোনো ব্যক্তির ওয়ালা (মুক্তিদাতার মুক্তকৃত দাসের সম্পদ) নিয়ে থাকে, তাহলে এ উল্লিখিত অবস্থাসমূহে মহিলাগণ উত্তরাধিকারী হিসেবে অংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَمَّا الْعَصَبَةُ অতঃপর আসাবা (অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী) مَعَ غَيْرِهٖ অন্যের সাথে فَكُلُّ اُنْثٰى ঐ সকল মহিলা تَصِيْرُ যারা হবে عَصَبَةً আসাবা (অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী) مَعَ اُنْثٰى মহিলার সাথে اُخْرٰى অন্য কোনো كَالْاُخْتِ যেমন বোন مَعَ الْبِنْتِ কন্যার সাথে لِمَا ذَكَرْنَا যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি وَاٰخِرُ আর সর্বশেষ الْعَصَبَاتِ আসাবাগণ (অবশিষ্ট সম্পদের অধিকারী) হলো مَوْلَى মনিব الْعَتَاقَةِ মুক্তি দান করার ثُمَّ عَصَبَتُهٗ অতঃপর তার (অবশিষ্ট স্পদের অধিকারী) আসাবাগণ عَلَى التَّرْتِيْبِ ধারাবাহিক অনুযায়ী الَّذِىْ ذَكَرْنَا যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি لِقَوْلِهٖ তার কথার কারণে عَلَيْهِ السَّلَامُ তাঁর ওপরে শান্তি বর্ষিত হকো, اَلْوَلَاءُ দাসত্বের শৃঙ্খলা হতে মুক্ত করা لُحْمَةٌ আত্মিয়তার সম্পর্ক كَلُحْمَةِ আত্মীয়তার (সম্পর্কের) তুল্য النَّسَبِ বংশগত وَلَاشَىْءَ কোনো অংশ নেই لِلْاِنَاثِ মহিলাদের জন্যে مِنْ وَرَثَةِ উত্তরাধিকার থেকে الْمُعْتِقِ মুক্তকৃতের لِقَوْلِهٖ তার কথার কারণে عَلَيْهِ السَّلَامُ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক لَيْسَ নেই لِلنِّسَاءِ মহিলাদের জন্যে مِنَ الْوَلَاءِ মালিকানা থেকে (মৃত মুক্ত দাসের মালিক হওয়ার বিনিময়ে তার সম্পদ থেকে) اِلَّا তবে مَا اَعْتَقْنَ তারা যাকে আজাদ করে اَوْ اَعْتَقَ অথবা আজাদ করল مَنْ اَعْتَقْنَ যাকে তারা আজাদ করেছে اَوْ كَاتَبْنَ অথবা যা তারা যদি কাউকে মুকাতাব করে থাকে اَوْ كَاتَبَ অথবা মুকাতাব (যা লিখিত চুক্তি) করে مَنْ كَاتَبْنَ যাকে তারা

মুকাতাব (লিখিত চুক্তি) করেছে أَوْ دَبَّرْنَ অথবা যা তারা মুদাব্বার (মৃত্যুর পরে আজাদ) করেছে أَوْ دَبَّرَ অথবা মুদাব্বার (মৃত্যুর পরে আজাদ) করল مَنْ دَبَّرْنَ যাকে তারা মুদাব্বার (মৃত্যুর পর আজাদ) করল أَوْ جَرَّ অথবা টেনে আনল/ গ্রহণ করল وَلَاءً মালিকানা مُعْتَقُهُنَّ তাদের আজাদকৃত দাসের أَوْ مُعْتَقُ অথবা আযাদকৃত ক্রীতদাস مُعْتَقِهِنَّ তাদের আজাদকৃত ক্রীতদাস।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ الخ -এর আলোচনা : যে মহিলা কোনো অপর মহিলার সঙ্গে একত্রিত হয়ে আসাবা হয়, তাকে আসাবা মাআ গাইরিহী বলে। যেমন–সহোদরা বোন এবং বৈমাত্রেয়ী বোন মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং পুত্রের কন্যার দ্বারা আসাবা হয়। যেমন, হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন— اِجْعَلُوا الْاَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً এ হাদীসে اَخَوَاتٌ দ্বারা সহোদরা বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন এবং بَنَاتٌ দ্বারা মৃত ব্যক্তির কন্যা ও পুত্রের কন্যা উভয়কে শামিল করবে। বংশগত আসাবাগণের তিন প্রকার না থাকার সময় মৃত ব্যক্তিকে মুক্তকারী (মাওলা) কারণ বশত আসাবা হয়। আসাহাবে ফারায়েয (নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারীগণ) নিজস্ব অংশ নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা এবং আসহাবে ফারায়েয না থাকার সময় সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ মুক্তকারী (মাওলা) উত্তরাধিকার হবে, যিনি মুক্ত করার কারণে আসাবা হয়েছেন। মুক্তি দানকারী (মাওলা) জীবিত না থাকা অবস্থায় তার বংশগত আসাবাগণ উত্তরাধিকারী হবে। যদি মুক্তি দানকারীর বংশগত আসাবা জীবিত না থাকে, তাহলে ঐ মুক্তি দানকারীর আসাবায়ে সাবাবী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। এটাকে লেখক "ثُمَّ عَصَبَةٌ عَلَى التَّرْتِيْبِ" দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

আর আসবায়ে সাবাবী অর্থাৎ কারণ বশত আসাবা পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে লেখক নবী করীম ﷺ-এর বর্ণনা "اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ" দ্বারা দলিল পেশ করেছেন। যার অর্থ এই যে, বংশগত সম্পর্ক দ্বারা যেমন আত্মীয় সম্পর্ক প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে মুক্ত করার দ্বারা মুক্তি দানকারী এবং মুক্তকৃত ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রকাশ পায়। সুতরাং মুক্তি দানকারী (মাওলা) মুক্তকৃত মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মুক্তি দানকারীর আত্মীয় সম্পর্ক দ্বারা আসাবা বিগাইরিহী এবং আসাবা মাআ গাইরিহী মহিলাগণ মুক্তকৃত মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

قَوْلُهُ اٰخِرُ الْعَصَبَاتِ الخ -এর বর্ণনা : এখন একটি কথা প্রকাশ পায়, তা হলো মাওলাল আতাকা স্বতন্ত্রভাবে আসাবা, তিনি সববী আসাবা হেতু তাঁর রক্ত-সম্পর্কযুক্ত চাই অপরের দ্বারা আসাবা হোক কিংবা অপরের সাথে আসার কারণে আসাবা হোক, সকলের শেষে তিনি পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবেন। "اٰخِرُ الْعَصَبَاتِ" কথা দ্বারা এ কথার প্রতিও সতর্ক কর হয়েছে যে, তারা যাবিল আঁরহামের উপর প্রাধান্য পাবে, আর যাবিল ফুরূযের উপর রাদ্দ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হবে।

قَوْلُهُ الْوَلَاءُ -এর বিশ্লেষণ : শব্দটি যবর এবং مَدّ -এর সাথে, অর্থ হলো– মুক্তি দানকারীর ঐ অধিকার যা তার মুক্তকৃত দাস বা দাসীর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে নিহিত আছে। এর কারণ হলো এই যে, যেমনিভাবে পিতা পুত্রের জীবিত থাকার কারণ অনুরূপভাবে মু'তিক (মুক্তকারী) মু'তাক (মুক্তকৃত)-এর জীবিত থাকার হুকুমের মধ্যে কারণ হয়। তিনি মুক্তি দান করে দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দ্বারা সুন্দর করেছেন এবং দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে তাকে উত্তরাধিকারীত্বের স্তরে করেছেন ; কিন্তু এই وَلَاءٌ-কে মুক্তি দানকারী আসাবা মহিলাগণ অর্থাৎ আসাবা বিগাইরিহী এবং আসাবা মা'আ গাইরিহী পাবে না। কেননা হুযূর ﷺ বলেছেন যে, মহিলাগণ وَلَاءٌ-এর কোনো অংশে অংশীদার হবে না। কিন্তু ঐ সকল মহিলাগণ وَلَاءٌ-এর উত্তরাধিকারী হবে, যারা নিজে দাসমুক্ত করেছে, অথবা তাদের মুক্তকৃত দাসগণ দাস মুক্ত করেছে, তাই মহিলাগণ ঐ সকল দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে যাদেরকে তারা মুকাতাব করেছে, অথবা তাদের মুকাতাবগণ অন্যকে মুকতাব করেছে। সুতরাং যখন উপরে উল্লিখিত মুক্তকৃত দাস বা মুকতাব মৃত্যুবরণ করবে এবং তাদের কোনো আসাবা না থাকে, তখন এ মুক্তি দানকারী বা মুকাতাবকারী মহিলাগণ অবশিষ্ট সম্পদ অথবা পূর্ণ সম্পদ আসাবায়ে সাবাবী হিসেবে উত্তরাধিকার হবে।

উল্লেখ্য, মহিলাগণ وَلَاءٌ বা মুক্ত দাসের ত্যাজ্য সম্পদ আট অবস্থায় প্রাপ্ত হন। যথা–

১. মহিলারা যখন নিজে কোনো গোলামকে মুক্ত করে থাকে।
২. তাদের আজাদকৃত দাস যদি কাউকে আজাদ করে থাকে।
৩. তারা যদি কাউকে মুকাতাব করে থাকে।

৪. তাদের মুকাতাব ক্রীতদাস যদি অন্য কাউকে মুকাতাব করে থাকে।
৫. তারা যদি কাউকে মুদাব্বার বানিয়ে থাকে।
৬. তাদের মুদাব্বার ক্রীতদাস যদি অন্য কাউকে মুদাব্বার বানিয়ে থাকে।
৭. তাদের মুক্ত ক্রীতদাস যদি অন্যকোনো ব্যক্তির وَلَاء গ্রহণ করে থাকে।
৮. তাদের আজাদকৃত ক্রীতদাসের আজাদকৃত ক্রীতদাস যদি কারো وَلَاء গ্রহণ করে থাকে।
উল্লিখিত ৮ অবস্থায় মহিলাগণ ولاء -এর পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারিণী হয়ে থাকেন।

قَوْلُهُ لُحْمَةٌ -এর বিশ্লেষণ : বংশগত রক্ত-সম্পর্ক আত্মীয়দের মিরাসে এমনভাবে জারি হয়, যেমনিভাবে কাপড় বুননের ক্ষেত্রে এক সুতার পর অপর সুতা পরস্পর জারি হয়। কেননা তা রক্ত সম্পর্ক হতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তাই তাতে পুরুষের অধিকার আছে, মহিলাদের কোনো অংশ নেই। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলারা অংশ প্রাপ্ত হবে।

قَوْلُهُ دَبَّرْنَ -এর বর্ণনা : ঐ সকল মহিলা যারা অন্য গোলামকে বলেছেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমার মুক্তি। এ সকল মহিলাগণ নিজ মুদাব্বার গোলামগণের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। যথা– কোনো মহিলা কাউকে মুদাব্বার করার পর সে ধর্ম ত্যাগ করে دَارُ الْحَرْبِ চলে গেল এবং এ মুদাব্বার গোলাম মুক্তি পাওয়ার জন্য কাজি হুকুম দিল। অতঃপর সে ধর্মত্যাগী গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে دَارُ الْإِسْلَامِ-এ ফিরে আসল এবং মৃত্যুবরণ করল। এমন সময় তারা কোনো বংশগত আসাবা না থাকা অবস্থায় এই মুদাব্বির (মাওলা) মহিলা সববী আসাবা হিসেবে উক্ত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হবে।

قَوْلُهُ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ -এর আলোচনা : কোনো মহিলা কোনো এক গোলামকে মুদাব্বার করার পর সে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে دَارُ الْحَرْبِ যাওয়ার পর কাজি তাকে মুক্তি পাওয়ার হুকুম দিল। অতঃপর এ মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম অন্য গোলামকে মুদাব্বার করল। এ মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম মৃত্যুবরণ করল এবং এ ধর্মত্যাগী মহিলা পুনরায় دَارُ الْإِسْلَامِ ফিরে আসল এবং দ্বিতীয় মুদাব্বার গোলামও মারা গেল, তার কোনো বংশগত আসাবা নেই, তাহলে ঐ মহিলাই দ্বিতীয় মুদাব্বার গোলামের সাবাবী আসাবা হিসেবে উত্তরাধিকারিণী হবে।

قَوْلُهُ اَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِهِنَّ -এর বিবরণ : এর বিবরণ হলো এই যে, যদি কোনো মহিলার দাস তার অনুমতি নিয়ে কোনো দাসীকে বিবাহ করল এবং ঐ দাসীকে তার মাওলা যদি আযাদ (মুক্ত) করে দেয়, অতঃপর যদি এই মুক্তকৃত দাসী হতে দাসের শিশু জন্ম হয়, তাহলে ঐ শিশু মায়ের অনুকরণে মুক্তিপ্রাপ্ত। আর এ শিশুর পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী তার মায়ের মাওলা হবে। অতঃপর যখন এ দাসকে তার মহিলা মাওলা মুক্তি করে দেয়, তখন এ মুক্তিপ্রাপ্ত পিতা সর্ব প্রথম নিজ শিশুর পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যখন এ আজাদকৃত মৃত্যুবরণ করে, তারপর তার শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং ঐ মহিলা মাওলা জীবিত থাকে যে ঐ শিশুর বাপকে আজাদ করেছিল, তবে এ মহিলা মাওলা ঐ শিশুর ওয়ালার অধিকারিণী হবে।

قَوْلُهُ مُعْتَقُ مُعْتَقِهِنَّ -এর বিশ্লেষণ : এর বিবরণ এই যে, কোনো এক মহিলা নিজের দাসকে মুক্ত করে দিল, অতঃপর এ মুক্তিপ্রাপ্ত দাস অপর দাসকে ক্রয় করে অন্য মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীর সঙ্গে বিবাহ করিয়ে দিল। এ মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের ক্রয়কৃত দাস এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসীর মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করল, তাহলে এ সন্তান তার মুক্তিপ্রাপ্ত মায়ের অনুকরণে মুক্তিপ্রাপ্ত (স্বাধীন) হবে। উক্ত মায়ের মুক্তিদাতা এ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। অতঃপর যখন উক্ত সন্তানের পিতাকে তার ঐ মাওলা মুক্ত করে দেয় যাকে এক মহিলা মাওলা ইতঃপূর্বে মুক্ত করেছিল, তখন ঐ মাওলা সর্বপ্রথম উক্ত মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদকে নিজের দিকে টেনে নেবে, অতঃপর নিজের মহিলা মাওলার দিকে টেনে নেবে। অর্থাৎ যদি সন্তানটি মরে যায় এবং তার পিতা ও পিতার মাওলা জীবিত না থাকে, কিন্তু মহিলা মাওলা জীবিত থাকে, তাহলে মহিলা মাওলা মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে।

উল্লেখ্য যে, গোলাম পিতা মুক্তিপ্রাপ্ত (আজাদ) সন্তানের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয় না। এজন্য মুক্তিপ্রাপ্ত সন্তানের মায়ের মাওলা এ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। অতঃপর সন্তানের পিতা মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে তার মৃত্যুর পর এ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী সে মহিলা হবেন যিনি এ সন্তানের পিতাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

وَلَوْتَرَكَ اَبَا الْمُعْتَقِ وَابْنَهُ عِنْدَ اَبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سُدُسُ الْوَلَاءِ لِلْاَبِ وَالْبَاقِىْ لِلْاِبْنِ وَعِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْاِبْنِ وَلَا شَيْئَ لِلْاَبِ وَلَوْ تَرَكَ اِبْنَ الْمُعْتِقِ وَجَدَّهُ فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْاِبْنِ بِالْاِتِّفَاقِ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ وَيَكُوْنُ وَلَاءُهُ لَهُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ كَثَلَاثِ بَنَاتٍ لِلْكُبْرٰى ثَلٰثُوْنَ دِيْنَارًا وَ لِلصُّغْرٰى عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاشْتَرَتَا اَبَا هُمَا بِالْخَمْسِيْنَ ثُمَّ مَاتَ الْاَبُ وَتَرَكَ شَيْئًا فَالثُّلُثَانِ بَيْنَهُنَّ اَثْلَاثًا بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِىْ بَيْنَ مُشْتَرِيَتَيِ الْاَبِ اَخْمَاسًا بِالْوَلَاءِ ثَلٰثَةُ اَخْمَاسِهِ لِلْكُبْرٰى وَ خُمُسَاهُ لِلصُّغْرٰى وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةٍ وَّ اَرْبَعِيْنَ ـ

সরল অনুবাদ : এবং যদি সে (কোনো দাস) মুক্তিদাতার পিতা এবং তার পুত্রকে রেখে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ওয়ালার (দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের) এক-ষষ্ঠাংশ পিতা এবং অবশিষ্ট অংশ পুত্র পাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী সমস্ত ওয়ালা পুত্র পাবে, পিতা ওয়ালার কিছুই পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি তার মুক্তিদাতার পুত্র এবং তার পিতামহ (দাদা) রেখে মারা যায়, তাহলে সমস্ত ওয়ালা (মুক্তিদাতার মুক্তকৃত দাসের সম্পদ) সর্বসম্মতিক্রমে পুত্র পাবে। যে ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় কোনো আত্মীয়ের মালিক হয়, তাহলে সে (গোলাম) মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হয় এবং এ মনিব তার মালিকানা স্বত্বানুসারে ওয়ালার অংশ পাবে। যথা– কোনো ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান আছে, বড় কন্যার নিকট ত্রিশটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে এবং ছোট কন্যার নিকট বিশটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আছে। তারা উভয়ে পঞ্চাশটি দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) দিয়ে তাদের পিতাকে খরিদ করল। অতঃপর তাদের পিতা মারা গেল এবং কিছু সম্পদ রেখে গেল। এমতাবস্থায় তিন মেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সমানভাবে এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে পাবে এবং অবশিষ্ট সম্পদ পিতার ক্রেতা দুই কন্যার মধ্যে পাঁচভাগ হয়ে বড় কন্যা $\frac{3}{5}$ অংশ এবং ছোট কন্যা $\frac{2}{5}$ অংশ পাবে। এমতাবস্থায় মাসআলাটি পঁয়তাল্লিশ সংখ্যা দ্বারা বণ্টন করা শুদ্ধ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : لَوْ تَرَكَ যদি সে (কোনো দাস) রেখে যায় اَبَا الْمُعْتَقِ মুক্তিদাতার পিতা وَابْنَهُ এবং তার পুত্র فَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ তাহলে ইমাম আবু ইউসুফের নিকট رَحِمَهُ اللّٰهُ আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন سُدُسُ এক-ষষ্ঠাংশ اَلْوَلَاءِ ওয়ালা (দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের) لِلْاَبِ পিতার জন্য وَالْبَاقِىْ আর অবশিষ্ট অংশ لِلْاِبْنِ পুত্রের জন্য وَعِنْدَ আর নিকট اَبِىْ حَنِيْفَةَ ইমাম আবু হানিফার وَمُحَمَّدٍ আর মুহাম্মদের رَحِمَهُمَا اللّٰهُ আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন اَلْوَلَاءُ كُلُّهُ সমস্ত ওয়ালা لِلْاِبْنِ পুত্রের জন্যে وَلَاشَيْئَ কোনো অংশ নেই لِلْاَبِ পিতার জন্য وَلَوْ تَرَكَ যদি রেখে যায় اِبْنَ الْمُعْتِقِ মুক্তিদানকারীর পুত্র وَجَدَّهُ এবং তার দাদা فَالْوَلَاءُ كُلُّهُ তাহলে ওয়ালা সম্পূর্ণটি لِلْاِبْنِ পুত্রের জন্যে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে وَمَنْ مَلَكَ যে ব্যক্তি মালিক হয় ذَا رَحِمٍ আত্মীয়তার অধিকারী مَحْرَمٍ مِنْهُ তার (জন্যে হারাম) রক্ত সম্পর্কীয় عُتِقَ عَلَيْهِ তাহলে সে মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হয় وَيَكُوْنُ আর হবে وَلَاءُهُ তার উত্তরাধিকার لَهُ তার জন্যে بِقَدْرِ الْمِلْكِ মালিকানা স্বত্বানুসারে كَثَلَاثِ بَنَاتٍ যেমন তিন কন্যা لِلْكُبْرٰى বড় কন্যার জন্য ثَلٰثُوْنَ ত্রিশটি دِيْنَارًا দিনার আছে وَلِلصُّغْرٰى আর ছোটটির জন্য عِشْرُوْنَ বিশটি دِيْنَارًا দিনার فَاشْتَرَتَا তারা দু'কন্যা ক্রয় করল اَبَاهُمَا তাদের পিতাকে بِالْخَمْسِيْنَ পঞ্চাশ দিনার দ্বারা ثُمَّ অতঃপর مَاتَ মৃত্যুবরণ করল اَلْاَبُ পিতা وَتَرَكَ এবং ত্যাগ করল شَيْئًا কিছু সম্পদ فَالثُّلُثَانِ এমতাবস্থায় দুই-তৃতীয়াংশ بَيْنَهُنَّ তাদের মাঝে বণ্টন হবে اَثْلَاثًا এক-তৃতীয়াংশ সমানভাবে بِالْفَرْضِ নির্ধারিত অংশ হিসেবে وَالْبَاقِىْ আর অবশিষ্টাংশ بَيْنَ মাঝে مُشْتَرِيَتَيِ الْاَبِ পিতার ক্রেতাদ্বয় اَخْمَاسًا এক পঞ্চমাংশ হিসেবে بِالْوَلَاءِ মালিকানা দ্বারা ثَلٰثَةُ اَخْمَاسِهِ তার পাঁচভাগের তিনভাগ لِلْكُبْرٰى বড় কন্যার জন্য وَخُمُسَاهُ আর তার দুই-পঞ্চমাংশ لِلصُّغْرٰى ছোট কন্যার জন্য وَتَصِحُّ আর শুদ্ধ হবে مِنْ خَمْسَةٍ وَّ اَرْبَعِيْنَ পঁয়তাল্লিশ দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ اَبًا الخ -এর আলোচনা : দাদার অবস্থা বর্ণনায় যে চারটি মাসআলার মধ্যে দাদা পিতার ন্যায় না হওয়ার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছিল সে চারটি মাসআলার চতুর্থ মাসআলাটি হলো এই যে, মৃত ব্যক্তি তার মুক্তিদাতার পিতা এবং পুত্র রেখে মারা গেল, তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ালার অধিকারী পিতা হবে কি হবে না তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট পিতা ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। আর তরফাইন (র.)-এর নিকট পিতা ওয়ালার কোনো অংশেরই অধিকারী হবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি তার মুক্তিদাতা দাদা এবং পুত্র রেখে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং তারফাইন (র.)-এর নিকট দাদা ওয়ালার অধিকারী হতে বঞ্চিত হবে।

قَوْلُهُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ -এর বিশ্লেষণ : এ বাক্য দ্বারা লেখক এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন যে, মুক্তিদাতা মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের ওয়ালার উত্তরাধিকারী হয়। চাই মুক্তিদাতা সে গোলামকে ইচ্ছাপূর্বক মুক্তি দান করুক অথবা উক্ত গোলাম ইচ্ছা ব্যতীত মুক্তি পাক। সুতরাং যদি মানুষ নিজ যাবিল আরহাম (রক্ত-সম্পর্ক) দ্বারা কারো অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় তিনি মুক্ত হয়ে যাবেন। আর মুক্তিপ্রাপ্তের নাসাবী আসাবা না থাকা অবস্থায় মনিব এ মুক্তপ্রাপ্তের আসাবায়ে সাবাবী হয়ে তার ওয়ালার উত্তরাধিকারী হবে। আর মনিব নিজ যাবিল আরহাম-এর যদি অর্ধেকের মালিক হয়, তাহলে অর্ধেক ওয়ালার অধিকারী হবে, আর যদি এক-তৃতীয়াংশের মালিক হয়, তাহলে ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে।

সম্মুখে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো, যা দ্বারা এ মাসআলাটিকে বুঝানো হয়েছে। যথা– একজন ক্রীতদাসের তিনটি কন্যা আছে। তার বড় কন্যাটি ত্রিশ দিনার এবং ছোট কন্যাটি বিশ দিনার দিয়ে তার পিতাকে খরিদ করল, তাহলে এমতাবস্থায় ক্রীতদাস পিতা মুক্ত হয়ে যাবে এবং এ মুক্তপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর প্রথমে তার পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সমানভাবে তিন কন্যার মধ্যে বণ্টন করা হবে, অতঃপর অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসাবায়ে সাবাবী হিসেবে বড় কন্যা এবং ছোট কন্যার উপর বণ্টন করা হবে। এ নিয়মানুযায়ী যে, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের $\frac{৩}{৫}$ অংশ বড় মেয়েকে এবং $\frac{২}{৫}$ অংশ ছোট মেয়েকে দিতে হবে।

মাসআলা–৩, তাসহীহ–৯, তাসহীহ–৪৫

মৃত যায়েদ

বড় কন্যা	(অবশিষ্ট সম্পদ)	মেজ কন্যা	ছোট কন্যা
২	৩	২	২
১০	১৫	১০	১০
৯			৬
১৯			১৬

এ মাসআলায় তিন কন্যা হওয়ার কারণে তারা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। সুতরাং মাসআলা ৩ দ্বারা হবে। এ ৩ থেকে তিন কন্যার অংশ ২ হওয়ায় ভগ্নাংশ ছাড়া দেওয়া যায় না। এ ৩ থেকে তিন কন্যার অংশ ২ হওয়ায় ভগ্নাংশ ছাড়া দেওয়া যায় না। তাই কন্যাদের عدد رؤوس তথা ৩ দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করায় ৯ হয়েছে। যার $\frac{২}{৩}$ অংশ দিতে হলো ৬। অতএব তিন কন্যা ২ করে পাবে অবশিষ্ট ৩-কে পাঁচ ভাগ করে বড় কন্যাকে $\frac{৩}{৫}$ এবং ছোট কন্যাকে $\frac{২}{৫}$ অংশ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রেও ভগ্নাংশ ছাড়া বণ্টন সম্ভব না হওয়ায় পাঁচ দ্বারা নয়কে গুণ দেওয়ায় মাসআলা হয়েছে ৪৫। এখন ৪৫-এর $\frac{২}{৩}$ অংশ তথা ৩০ তিন কন্যা সমানভাবে ১০ করে পেয়েছে। বাকি ১৫-এর $\frac{৩}{৫}$ = ৯ পেয়েছে বড় কন্যা এবং ১৫-এর $\frac{২}{৫}$ = ৬ পেয়েছে ছোট কন্যা। অতএব স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত অংশ হলো বড় কন্যার ১০+৯ = ১৯, মেজ কন্যার ১০ ও ছোট কন্যা ১০+৬ = ১৬।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. عَرِّفِ الْعَصَبَةَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ثُمَّ بَيِّنْ اَقْسَامَهَا مُفَصَّلًا .

٢. فَصِّلِ الْعَصَبَةَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا وَبَيِّنْ اَقْسَامَهَا . وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَصَبَةِ بِغَيْرِهِ وَالْعَصَبَةِ مَعَ غَيْرِهِ؟

٣. اَوْضِحْ اَقْسَامَ الْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ مُمَثِّلًا .

٤. عَرِّفِ الْعَصَبَةَ بِنَفْسِهِ مَعَ ذِكْرِ الْاَصْنَافِ بِالتَّفْصِيْلِ .

٥. عَرِّفُوا الْعَصَبَةَ بِغَيْرِهِ مَعَ ذِكْرِ الْاَصْنَافِ مُفَصَّلًا .

اَلْحَجْبُ عَلٰى نَوْعَيْنِ حَجْبُ نُقْصَانٍ
وَهُوَ حَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ اِلٰى سَهْمٍ وَ ذٰلِكَ
لِخَمْسَةِ نَفَرٍ لِلزَّوْجَيْنِ وَالْاُمِّ وَبِنْتِ الْاِبْنِ
وَالْاُخْتِ لِاَبٍ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهٗ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ
وَالْوَرَثَةُ فِيْهِ فَرِيْقَانِ فَرِيْقٌ لَا يُحْجَبُوْنَ
بِحَالٍ اَلْبَتَّةَ وَهُمْ سِتَّةٌ اَلْاِبْنُ وَالْاَبُ وَالزَّوْجُ
وَالْبِنْتُ وَالْاُمُّ وَالزَّوْجَةُ وَفَرِيْقٌ يَرِثُوْنَ بِحَالٍ
وَيُحْجَبُوْنَ بِحَالٍ وَهٰذَا مَبْنِيٌّ عَلٰى اَصْلَيْنِ
اَحَدُهُمَا هُوَ اَنَّ كُلَّ مَنْ يُدْلِيْ اِلَى الْمَيِّتِ
بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُوْدِ ذٰلِكَ الشَّخْصِ
سِوٰى اَوْلَادِ الْاُمِّ فَاِنَّهُمْ يَرِثُوْنَ مَعَهَا
لِاِنْعِدَامِ اِسْتِحْقَاقِهَا جَمِيْعَ التَّرِكَةِ ۔

সরল অনুবাদ : উত্তরাধিকার লাভে প্রতিবন্ধকতা দু' প্রকার : (১) হাজাবে নুকসান অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশকে বড় অংশ হতে ফিরিয়ে ছোট অংশের দিকে স্থানান্তরিত করাকে হাজাবে নুকসান বলে। আর এটা যাবিল ফুরূযদের মধ্য হতে পাঁচজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— (ক) স্বামী, (খ) স্ত্রী, (গ) মাতা, (ঘ) পুত্রের কন্যা ও (ঙ) বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি। তাদের বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। (২) হাজাবে হিরমান অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা। এ পর্যায়ে উত্তরাধিকারীগণ দু' ভাগে বিভক্তঃ প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কোনো অবস্থায়ই মিরাস হতে বঞ্চিত কিংবা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছয়জন— পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা, মাতা ও স্ত্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ সমস্ত লোক, যারা কোনো কোনো সময় ওয়ারিশ হয়, আবার কখনোবা বঞ্চিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটা দু'টি মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম মূলনীতিটি হলো এই যে, যে ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির সাথে অন্য এমন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সম্পর্কিত, তার উপস্থিতিতে সে ওয়ারিশ হয় না। তবে হাঁ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন তাদের মাতার সাথে ওয়ারিশ হবে। কেননা তাদের মাতা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারিণী নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحَجْبُ উত্তরাধিকার লাভে প্রতিবন্ধকতা عَلٰى نَوْعَيْنِ দু'প্রকার حَجْبُ প্রতিবন্ধকতা نُقْصَانٍ অসম্পূর্ণ وَهُوَ আর তা বলা হয় حَجْبٌ স্থানান্তরিত করা عَنْ থেকে سَهْمٍ এক অংশ اِلٰى سَهْمٍ অন্য অংশের দিকে وَذٰلِكَ আর তা, এটা لِخَمْسَةِ نَفَرٍ পাঁচ দলের, শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য لِلزَّوْجَيْنِ স্বামী-স্ত্রীর জন্য وَالْاُمِّ মাতা وَبِنْتِ الْاِبْنِ পুত্রের কন্যার وَالْاُخْتِ لِاَبٍ এবং বৈমাত্রেয় বোন وَقَدْ مَرَّ পূর্বে হয়েছে بَيَانُهٗ তার বর্ণনা আলোচনা وَحَجْبُ আর প্রতিবন্ধকতা حِرْمَانٍ বঞ্চিত হওয়ার وَالْوَرَثَةُ আর উত্তরাধিকারীগণ فِيْهِ এটার মধ্যে فَرِيْقَانِ দু দল فَرِيْقٌ এক দল لَا يُحْجَبُوْنَ বঞ্চিত হয় না بِحَالٍ কোনো অবস্থায় اَلْبَتَّةَ কখনো মাতা اَلزَّوْجَةُ এবং স্ত্রী وَفَرِيْقٌ আর একদল يَرِثُوْنَ তারা (উত্তরাধিকারী) হওয়ারিশ হয় بِحَالٍ কোনো অবস্থায় يُحْجَبُوْنَ আর তারা বাধাপ্রাপ্ত হয় بِحَالٍ কখনো وَهٰذَا আর এটা مَبْنِيٌّ নির্ভরশীল, عَلٰى اَصْلَيْنِ দুটি মূলনীতির উপর اَحَدُهُمَا উভয়ের একটি هُوَ তাহলো اَنَّ كُلَّ নিশ্চয় প্রত্যেকে مَنْ يُدْلِيْ যে সম্পর্কিত হয় اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সাথে بِشَخْصٍ এমন ব্যক্তির মাধ্যস্থতায় لَا يَرِثُ যে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয় না مَعَ وُجُوْدِ উপস্থিতিতে, অস্তিত্বের সাথে (জীবিতাবস্থায়) ذٰلِكَ الشَّخْصِ ঐ ব্যক্তির سِوٰى ব্যতীত اَوْلَادِ الْاُمِّ মাতার সন্তানগণ فَاِنَّهُمْ অতঃপর নিশ্চিয় তারা يَرِثُوْنَ উত্তরাধিকারী হয় مَعَهَا তার (মায়ের) সাথে لِاِنْعِدَامِ না হওয়ার কারণে اِسْتِحْقَاقِهَا তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় جَمِيْعَ التَّرِكَةِ সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَجْبُ عَلٰى نَوْعَيْنِ الخ -এর বর্ণনা : আলোচ্য অংশে মুসান্নিফ (র.) حَجْب -এর প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন حَجْب এর প্রকারভেদ জানতে হলে সর্বপ্রথম তার পরিচিতি জানতে হবে। নিম্নে তার পরিচিতিসহ প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো–

مَعْنَى الْحَجْبِ لُغَةً :

حَجْب -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের নিকট حَجْب শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْكَفُّ বা বিরত রাখা। যেমন– وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

২. اَلْمَنْعُ বা বাধা দেওয়া। যেমন বলা হয়– حَجَبَهُ فُلَانٌ

৩. اَلصَّدُّ বা অন্তরায় হওয়া। যেমন– كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

৪. اَلسَّتْرُ বা গোপন করা।

৫. প্রতিবন্ধকতা, আড়াল করা, লুক্কায়িত রাখা। এখান থেকে পর্দাকে حِجَابٌ বলা হয়।

৬. মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে حَجَبَ فُلَانٌ الشَّئْ اَىْ سَتَرَهُ

تَعْرِيْفُ الْحَجْبِ اِصْطِلَاحًا :

حَجْب -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা সিরাজ উদ্দীন (র.) বলেন– هُوَ الْمَنْعُ مِنَ الْمِيْرَاثِ كُلِّهٖ اَوْ بَعْضِهٖ অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশকে মিরাস থেকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বিরত রাখাকে حَجْب বলে।

২. ড. ইয়াসীন আহমদ বলেন– هُوَ مَنْعُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ عَنْ مِيْرَاثِهٖ اِمَّا كُلِّهٖ اَوْ بَعْضِهٖ لِوُجُوْدِ شَخْصٍ اٰخَرَ

অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার মিরাস থেকে অন্য কোনো ব্যক্তির বর্তমানে সম্পূর্ণ অংশ অথবা কিয়দংশ থেকে বাধা প্রদান করাকে حَجْب বলে।

৩.সাইয়্যেদ সাবিকের মতে– هُوَ مَنْعُ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مِيْرَاثِهٖ كُلِّهٖ اَوْ بَعْضِهٖ لِوُجُوْدِ شَخْصٍ اٰخَرَ

অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অপর কোনো ব্যক্তির কারণে ওয়ারিশী স্বত্ব থেকে পূর্ণ বা আংশিক বঞ্চিত করাকে حَجْب বলে।

৪. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন– مَنْعُ الشَّخْصِ عَنْ مِيْرَاثِهٖ اِمَّا كُلِّهٖ وَاِمَّا بَعْضِهٖ لِوُ جُوْدِ شَخْصٍ اٰخَرَ

মোটকথা, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ অংশ থেকে বিরত রাখাকে ফারায়েযের পরিভাষায় حَجْب বলা হয়।

اَقْسَامُ الْحَجْبِ :

حَجْب -এর প্রকারভেদ : حَجْب দু'প্রকার। যথা–

১. حَجْب نُقْصَانْ (আংশিক বাধা প্রদান), ২. حَجْب حِرْمَانْ (সম্পূর্ণবাধা প্রদান)।

حَجْب نُقْصَانْ -এর পরিচিতি : ১. حَجْب نُقْصَانْ -এর পরিচয়ে সিরাজী প্রণেতা বলেন–

هُوَ يحَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ اِلٰى سَهْمٍ ـ

অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশকে এক অংশ থেকে ফিরিয়ে অন্য অংশের দিকে স্থানান্তর করাকে حَجْب نُقْصَانْ বলে।

২. সাইয়্যেদ সাবিক (র.) বলেন– هُوَ نُقْصَانُ مِيْرَاثِ اَحَدِ الْوَرَثَةِ لِوُجُوْدِ غَيْرِهٖ

৩. কারো মতে هُوَ حَجْبٌ عَنْ سَهْمٍ اَكْثَرَ اِلٰى سَهْمٍ اَقَلَّ

মোটকথা, বড় অংশ থেকে বিরত রেখে ছোট অংশের দিকে স্থানান্তর করাকে حَجْب نُقْصَانْ বলা হয়।

যেমন মৃতব্যক্তির সন্তানাদি থাকাবস্থায় স্বামীর এক চতুর্থাংশ এবং স্ত্রীর এক অষ্টমাংশ। কাজেই সন্তান এ ক্ষেত্রে حَاجِبْ আর স্বামী مَحْجُوْب যেহেতু সন্তানের কারণে তাদের অংশ হ্রাস পেয়েছে।

حَجْبُ نُقْصَانٌ -এর অন্তর্ভুক্ত ওয়ারিশগণ : নিম্নোক্ত পাঁচ শ্রেণীর লোক حَجْبُ نُقْصَانٌ -এর আওতাভুক্ত। যথা–

১. اَلزَّوْجُ বা স্বামী : সাধারণত স্বামী স্ত্রীর সম্পদের $\frac{1}{2}$ অংশ পায়। কিন্তু সন্তান থাকাবস্থায় $\frac{1}{4}$ অংশ পাবে। কাজেই এক্ষেত্রে সন্তান حَاجِبٌ আর স্বামী مَحْجُوْبٌ বা বাধাপ্রাপ্ত।

২. اَلزَّوْجَةُ বা স্ত্রী : সন্তান না থাকাবস্থায় স্ত্রী $\frac{1}{4}$ অংশ এবং সন্তান থাকাবস্থায় $\frac{1}{8}$ অংশ পাবে।

৩. اَلْاُمُّ বা মাতা : কোনো প্রকার উত্তরাধিকার থাকলে মাতা $\frac{1}{3}$ অংশের স্থলে $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।

৪. بِنْتُ الْاِبْنِ বা পৌত্রী : মৃতের ঔরসজাত কন্যা না থাকাবস্থায় পৌত্রী $\frac{1}{2}$ অংশ থেকে $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।

৫. اُخْتٌ لِاَبٍ বা বৈমাত্রেয় বোন : মৃতের একজন সহোদর বোন থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন $\frac{1}{2}$ অংশ আর কন্যা থাকাবস্থায় $\frac{1}{6}$ অংশ পাবে।

قَوْلُهُ حَجْبُ حِرْمَانٍ وَالْوَرَثَةُ فِيْهِ الخ -এর আলোচনা : প্রতিবন্ধকতার কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ হতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাওয়াকে حَجْبُ حِرْمَانٌ বলা হয়। حَجْبُ حِرْمَانٌ -এর ওয়ারিশগণ দু'ভাগে বিভক্ত।

ক. প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশ তারা, যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। আর তারা হলো ছয়জন। যথা–

১. পুত্র– সে সর্বদা আসাবা হয়।

২. পিতা– তিনি تَعْصِيْبٌ مَحْضٌ অথবা ذَوِى الْفُرُوْضِ কিংবা فَرْضٌ وَتَعْصِيْبٌ مَعًا এ তিন অবস্থার যে কোনো অবস্থায় অংশ পান।

৩. স্বামী– সে অবস্থাভেদে نِصْفٌ বা رُبُعٌ হিসেবে অংশ পায়।

৪. স্ত্রী– সে অবস্থাভেদে رُبُعٌ বা ثُمُنٌ হিসেবে অংশ পায়।

৫. মাতা– তিনি অবস্থাভেদে سُدُسٌ বা ثُلُثُ الْكُلِّ অথবা ثُلُثُ مَا بَقِىَ হিসেবে অংশ পান।

৬. কন্যা– সে অবস্থাভেদে نِصْفٌ বা ثُلُثَانِ অথবা عَصَبَةٌ হিসেবে অংশ পায়।

খ. আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো ঐসব লোক, যারা মূলনীতি কখনো ওয়ারিশ হয় আবার কখনো বঞ্চিত হয়। এটা দুটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল। মূলনীতি দ্বয়ের আলোচনা প্রদত্ত হলো–

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যে শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কখনো বঞ্চিত হয় না ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কিভাবে حَجْبٌ -এর অন্তর্ভুক্ত হলো? এর উত্তর এই যে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে এটা হয় তো হ্যাঁ-সূচক হবে অথবা না-সূচক হবে। এখানেও حَجْبٌ -এর নির্দেশ কতক وَارِثٌ -এর ক্ষেত্রে না-সূচক এবং কতক وَارِثٌ -এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ-সূচক। যেমন বলা হয়, শরয়ী সম্বোধন দু'প্রকার।

১. دَاخِلٌ فِى الشَّرْعِيَّةِ ; যেমন– مُكَلَّفٌ ২. خَارِجٌ عَنِ الشَّرْعِيَّةِ ; যেমন– صَبِىٌّ

قَوْلُهُ وَهٰذَا مَبْنِىٌّ عَلٰى اُصُوْلَيْنِ اَحَدُهُمَا الخ -এর আলোচনা : এ অংশে মুসান্নিফ (র.) মূলনীতির দু'টির বিবরণ পেশ করেছেন। যথা–

প্রথম মূলনীতি : মৃতব্যক্তির সাথে অন্য কারো মধ্যস্থতায় যে ব্যক্তি সম্পর্কিত হয়, সে মধ্যস্থাকারী ব্যক্তির উপস্থিতিতে وارث হবে না। যেমন– মৃতব্যক্তির পুত্রের বর্তমানে পৌত্র ওয়ারিশ হয় না। তবে বৈপিত্রেয় ভাইবোন মাতার মধ্যস্থতায় সম্পর্কিত হলেও মাতার বর্তমানে ওয়ারিশ হবে। কেননা, তাদের মাতা সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারিণী হয় না। যেমন–

মাসআলা–৬ (মৃত)

মাতা	চাচা	বৈপিত্রেয় ভাই
২	৩	১

মাসআলা–১ (মৃত)

পুত্র	পৌত্র
১	(বঞ্চিত)

وَالثَّانِيْ اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْعَصَبَاتِ وَالْمَحْرُوْمُ لَايَحْجُبُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَحْجُبُ حَجْبَ النُّقْصَانِ كَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَالرَّقِيْقِ وَالْمَحْجُوْبُ يَحْجُبُ بِالْاِتِّفَاقِ كَالْاِثْنَيْنِ مِنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ فَصَاعِدًا مِنْ اَيِّ جِهَةٍ كَانَا فَاِنَّهُمَا لَايَرِثَانِ مَعَ الْاَبِ وَلٰكِنْ يَحْجُبَانِ الْاُمَّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ ـ

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো এই যে, নিকটতম আত্মীয় দূরতম আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর হকদার বলে বিবেচিত হবে। যেমন– পূর্বে আমরা আসাবাদের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি। আমাদের হানাফী ইমামগণের মতে, বঞ্চিত ব্যক্তি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা.) -এর নিকট আংশিকভাবে অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারে। যেমন– কাফির, হত্যাকারী ও ক্রীতদাস। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অপরের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী হতে পারে। যেমন– দুই বা ততোধিক ভাই-বোন যেদিকেরই হোকনা কেন তারা পিতার সাথে ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু এ দুই ভাই-বোন মাতার অংশে বাধা প্রদান করে তার অংশ $\frac{১}{৩}$ হতে $\frac{১}{৬}$ অংশের দিকে ফিরিয়ে দেয়। (সুতরাং ভাই-বোন স্বয়ং বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মাতার অংশ হ্রাস করে দিয়েছে বিধায় তারা মাতার জন্য বাধা সৃষ্টিকারী হয়েছে।)

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টি হলো মূলনীতি اَلْاَقْرَبُ অধিক নিকটবর্তী فَالْاَقْرَبُ অতঃপর অধিক নিকটবর্তী كَمَا ذَكَرْنَا যেমনিভাবে আমরা উল্লেখ করেছি فِي الْعَصَبَاتِ আসাবাগণের অধ্যায়ে (অতিরিক্ত অংশভোগী রক্তের সম্পর্কীয়গণের ব্যাপারে) وَالْمَحْرُوْمُ আর বঞ্চিত ব্যক্তি لَايَحْجُبُ প্রতিবন্ধক, বাধানকারী হয় না عِنْدَنَا আমাদের (হানাফীদের) নিকট وَعِنْدَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ইবনে মাসউদের নিকট رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক يَحْجُبُ বঞ্চিত করতে পারে, প্রতিবন্ধক হয় حَجْبَ النُّقْصَانِ অপরিপূর্ণ (আংশিক) প্রতিবন্ধকতা كَالْكَافِرِ যেমন কাফির وَالْقَاتِلِ হত্যাকারী وَالرَّقِيْقِ ক্রীতদাস وَالْمَحْجُوْبُ আর বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি يَحْجُبُ বাধা সৃষ্টকারী হতে পারে بِالْاِتِّفَاقِ সর্বসম্মতিক্রমে كَالْاِثْنَيْنِ যেমন দুজন مِنَ الْاِخْوَةِ ভাইদের মধ্য থেকে وَالْاَخَوَاتِ আর বোনেরা فَصَاعِدًا ও ততোধিক مِنْ اَيِّ جِهَةٍ তারা যে কোনো দিক থেকে হোক فَاِنَّهُمَا নিশ্চয় তারা দুজন لَايَرِثَانِ (তারা) ওয়ারিশ হয় না (উত্তরাধিকারী হয় না) مَعَ الْاَبِ পিতার সাথে وَلٰكِنْ কিন্তু يَحْجُبَانِ বাধাপ্রদান করে الْاُمَّ মাতার অংশ مِنَ الثُّلُثِ এক-তৃতীয়াংশ হতে اِلَى السُّدُسِ এক-ষষ্ঠাংশের দিকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ اَلْاَقْرَبُ الخ -এর ব্যাখ্যা : এখানে মুসান্নিফ (র.) حَجْب حِرْمَانْ এর যারা কখনো ওয়ারিশ হয় আবার কখনো ওয়ারিশ হয় না তাদের দ্বিতীয় মূলনীতির আলোচনা করেছেন।

২. দ্বিতীয় মূলনীতি : দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ অর্থাৎ আসাবাগণের মধ্য হতে যে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় হবে সে বর্তমান থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তির দূরতম আত্মীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে না। উদাহরণ স্বরূপ– মৃতের পুত্র বা দাস থাকার কারণে, কিংবা উক্ত মৃত পিতাকে হত্যা করার কারণে যদি মৃত বক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাহলে এতে ঐ পুত্র কারো জন্য বাধা প্রদানকারী হবে না। যেমন– উক্ত মৃতের ভাই এবং বর্ণিত পুত্র উভয়ই যদি জীবিত থাকে, তাহলে এতে পুত্র মৃতের ভাইয়ের জন্য বাধা প্রদানকারী হবে না; বরং সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারী ভাই হবে।

আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট যদিও বঞ্চিত ওয়ারিশ অন্যান্য ওয়ারিশকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য ওয়ারিশদের অংশ হ্রাস করতে পারে। যেমন– নিম্নের চিত্রে বঞ্চিত পুত্র স্বামীর অংশ অর্ধাংশকে হ্রাস করে এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্য করেছে। যেমন—

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট—

মাসআলা–৪

মৃত

স্বামী	সহোদর ভাই	কাফির পুত্র
১	৩	(বঞ্চিত)

আর মৃত ব্যক্তির ভাইয়ের জন্য পুত্র বাধা প্রদানকারী হয় না। কেননা বাধা প্রদানকারী হওয়া অবস্থায় ভাইকে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। প্রকৃত নীতি হলো এক বঞ্চিত অন্যকে বঞ্চিত করতে পারে না।

আর বঞ্চিত ও বাধাপ্রাপ্তের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মৃতের ওয়ারিশ, তবে বাধা প্রদানকারীর উপস্থিতিতে তার ওয়ারিশ হওয়া প্রকাশ পায় না। সুতরাং ক্রীতদাস পুত্র এবং হত্যাকারী পুত্র মৃতের ওয়ারিশ নয়। আর মৃতের দুই ভাই বা বোন বা এক ভাই এবং এক বোন প্রকৃতপক্ষে মৃতের ওয়ারিশ। কিন্তু পিতা বর্তমান থাকা অবস্থায় তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায়। কেননা ভাই-বোন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হওয়ার ক্ষেত্রে পিতা হলেন মূল ও মধ্যস্থতাকারী। আর মধ্যস্থতা বর্তমান থাকা অবস্থায় মধ্যস্থতার আত্মীয়গণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বঞ্চিত ভাই-বোন দুই বা ততোধিক হওয়া অবস্থায় মাতার অংশ এক-তৃতীয়াংশ হতে হ্রাস পেয়ে এক-ষষ্ঠাংশ হয়ে যায়। যেমন—

মাসআলা–৬

মৃত

পিতা	মাতা	ভাই	ভাই
৫	১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

উল্লেখ্য যে, লেখকের আসাবাগণের বর্ণনা فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির দাদা এবং ভাই উভয়ে জীবিত থাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে দাদা, আর ভাই বঞ্চিত হবে। এটা ইমাম আযম (র.) -এর অভিমত এবং এর উপরই ফতোয়া। এজন্য লেখক মতানৈক্যের দিকে ইঙ্গিত করেননি।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ مَحْجُوْبٍ وَمَحْرُوْمٍ :

مَحْجُوْب ও مَحْرُوْم -এর মধ্যে পার্থক্য : مَحْجُوْب শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, আর مَحْرُوْم শব্দের আভিধানিক অর্থ– বঞ্চিত।

আর পরিভাষায় مَحْجُوْب বলা হয়, ব্যক্তিগত কোনো ত্রুটি ছাড়া অন্য ওয়ারিশের উপস্থিতির কারণে মিরাসি স্বত্বের অধিকারী হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে।

আর অন্যের কারণে নয়; বরং নিজের দোষ ত্রুটির কারণে মিরাসি স্বত্বের অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে مَحْرُوْم বলে।

بَابُ مَخَارِجِ الْفُرُوْضِ

নির্ধারিত অংশসমূহ বের করার অধ্যায়

اِعْلَمْ اَنَّ الْفُرُوْضَ الْمَذْكُوْرَةَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى نَوْعَانِ اَلْاَوَّلُ اَلنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثَّانِىْ اَلثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ عَلَى التَّضْعِيْفِ وَالتَّنْصِيْفِ فَاِذَا جَاءَ فِى الْمَسَائِلِ مِنْ هٰذِهِ الْفُرُوْضِ اٰحَادٌ فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ سَمِيُّهٗ اِلَّا النِّصْفُ وَهُوَ مِنْ اِثْنَيْنِ كَالرُّبُعِ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَ الثُّمُنِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثِ مِنْ ثَلٰثَةٍ۔ وَاِذَا جَاءَ مَثْنٰى اَوْثُلٰثُ وَهُمَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُوْنُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَلِذٰلِكَ الْعَدَدِ اَيْضًا يَكُوْنُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذٰلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهٖ كَالسِّتَّةِ هِىَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَلِضِعْفِهٖ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهٖ اِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْاَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ وَاِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَ مِنْ اِثْنَىْ عَشَرَ وَاِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ الثَّانِىْ اَوْ بِبَعْضِهٖ فَهُوَ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ۔

সরল অনুবাদ : জেনে রাখো যে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত অংশগুলো দু' প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, অর্ধেক ($\frac{1}{2}$) এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) ও এক-অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) এবং দ্বিতীয় প্রকার হলো, দুই-তৃতীয়াংশ ($\frac{2}{3}$), এক-তৃতীয়াংশ ও ($\frac{1}{3}$) এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{6}$), আর এটা দ্বিগুণ ও অর্ধেক হিসেবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের অংশ একদিক বিচারে অপরটির দ্বিগুণ, আর অন্য দিক বিচারে অপরটির অর্ধেক হবে। যেমন– $\frac{1}{2}$ দ্বিগুণ হলো $\frac{1}{8}$ এর, আর $\frac{1}{8}$ অর্ধেক হলো $\frac{1}{2}$ এর।) অতঃপর উল্লিখিত অংশসমূহ হতে যদি মাসআলা করতে গিয়ে মাত্র এক সংখ্যাবোধক অংশ আসে, তাহলে প্রত্যেক অংশের অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা মাসআলা করতে হবে। যেমন– কেবলমাত্র $\frac{1}{4}$ অংশ প্রাপক যদি হয় তাহলে চার দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হবে। আর যদি $\frac{1}{8}$ অংশ প্রাপক হয়, তাহলে আট দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হবে । কিন্তু $\frac{1}{2}$ অংশ প্রাপক আসলে তার অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা না হয়ে দু' দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হবে। আর যদি $\frac{1}{3}$ অংশ কিংবা $\frac{2}{3}$ অংশের প্রাপক হয়, তাহলে তিন দ্বারা মাসআলা আরম্ভ করতে হবে। আর যদি উল্লিখিত দুই অংশ হতে দুই কিংবা তিন অংশের প্রাপক হয় এবং যে অংশগুলো একই ধরনের হয়, তবে যে সংখ্যা দ্বারা এক অংশের বণ্টন করবে উক্ত সংখ্যা দ্বারা ঐ অংশের দ্বিগুণ এবং দ্বিগুণের দ্বিগুণ বের করা যাবে। যেমন– ৬ তা দ্বারা $\frac{1}{6}$ অংশের এবং $\frac{1}{6}$-এর দ্বিগুণ এক-তৃতীয়াংশ, এর দ্বিগুণ দুই-তৃতীয়াংশ বের করা যাবে। আর যখন প্রথম প্রকারের অর্ধাংশ তথা $\frac{1}{2}$ দ্বিতীয় প্রকারের সমুদয় অংশ কিংবা কোনো অংশের সঙ্গে মিলে যাবে, তখন মাসআলা ছয় দ্বারা আরম্ভ হবে। আর যখন প্রথম প্রকারের $\frac{1}{8}$ অংশ দ্বিতীয় প্রকারের সমুদয় অংশ কিংবা কতক অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন ১২ দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হবে। আর যখন প্রথম প্রকারের $\frac{1}{8}$ অংশ দ্বিতীয় প্রকারের সমুদয় অংশ কিংবা কতক অংশের সঙ্গে যুক্ত হবে, তখন চব্বিশ দ্বারা মাসআলা আরম্ভ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اِعْلَمْ জেনে রাখো اَنَّ الْفُرُوْضَ নিশ্চয় নির্ধারিত অংশগুলো اَلْمَذْكُوْرَةَ উল্লিখিত فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى পবিত্র কুরআনে نَوْعَانِ দু'প্রকার اَلْاَوَّلُ প্রথম প্রকার হলো اَلنِّصْفُ অর্ধেক وَالرُّبُعُ এক চতুর্থাংশ وَالثُّمُنُ এক অষ্টমাংশ وَالثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো اَلثُّلُثَانِ দু-তৃতীয়াংশ اَلثُّلُثُ এক তৃতীয়াংশ اَلسُّدُسُ এবং এক ষষ্ঠাংশ عَلَى-

اَلتَّضْعِيْفَ দ্বিগুণ হিসেবে وَالتَّنْصِيْفَ অর্ধেক হিসেবে فَاِذَا جَاءَ অতঃপর যখন আসবে فِى الْمَسَائِلِ মাসআলাসমূহের মধ্যে, বণ্টন সংখ্যাসমূহের মধ্যে مِنْ هٰذِهِ الْفُرُوْضِ এই নির্ধারিত অংশসমূহ থেকে اٰحَادٌ এক (শ্রেণীর) সংখ্যাবোধক অংশ اِلَّا النِّصْفُ তবে অর্ধেকের ক্ষেত্রে فَمَخْرَجُ অতঃপর বণ্টন সংখ্যা হবে كُلِّ প্রত্যেক فَرْضٍ নির্ধারিত অংশ سَمِيُّهٗ তার অনুরূপ সংখ্যা وَهُوَ আর তা مِنْ اِثْنَيْنِ দু দ্বারা হবে كَالرُّبُعِ যেমন এক-চতুর্থাংশ مِنْ اَرْبَعَةٍ চার দ্বারা وَالثُّمُنِ আর এক-অষ্টমাংশ مِنْ ثَمَانِيَةٍ আট দ্বারা وَالثُّلُثُ আর এক-তৃতীয়াংশ مِنْ ثَلَاثَةٍ তিন দ্বারা وَاِذَا جَاءَ আর যখন আসে مَثْنٰى দুই-দুই اَوْ ثُلٰثُ অথবা তিন-তিন وَهُمَا আর উভয়ে مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ এক প্রকার থেকে فَكُلُّ عَدَدٍ অতঃপর প্রত্যেক সংখ্যা يَكُوْنُ مَخْرَجًا হবে বণ্টিত সংখ্যা لِجُزْءٍ অংশের জন্যে فَذٰلِكَ অতঃপর ঐ الْعَدَدُ اَيْضًا সংখ্যাটি অধিকন্তু يَكُوْنُ مَخْرَجًا বণ্টিত সংখ্যা হবে لِضِعْفِ দ্বিগুণের জন্যে ذٰلِكَ الْجُزْءِ ঐ সংখ্যাটি وَلِضِعْفِ আর দ্বিগুণের জন্যে ضِعْفِهٖ তার দ্বিগুণের كَالسِّتَّةِ যেমন ছয় هِىَ তার مَخْرَجُ বণ্টিত সংখ্যা السُّدُسِ এক-ষষ্ঠাংশের وَلِضِعْفِهٖ আর তা দ্বিগনের জন্যে وَلِضِعْفِ ضِعْفِهٖ এবং তার দ্বিগুণের দ্বিগুনের জন্যে وَاِذَا اخْتَلَطَ আর যখন মিলিত হয় النِّصْفُ অর্ধেক مِنَ الْاَوَّلِ প্রথমটি থেকে بِكُلِّ الثَّانِىْ সম্পূর্ণ দ্বিতীয়টির সাথে اَوْ بِبَعْضِهٖ অথবা তার কিছুর সাথে فَهُوَ অতঃপর তা مِنْ سِتَّةٍ ছয় থেকে وَاِذَا اخْتَلَطَ আর যখন মিলিত হয় الرُّبُعُ এক-চতুর্থাংশ بِكُلِّ الثَّانِىْ সমস্ত দ্বিতীয়টিতে اَوْ بِبَعْضِهٖ অথবা তার কিছুর সাথে فَمِنْ اِثْنَىْ عَشَرَ অতঃপর বার থেকে وَاِذَا اخْتَلَطَ আর যখন মিলিত হয় الثُّمُنُ এক-অষ্টমাংশ بِكُلِّ الثَّانِىْ সমস্ত দ্বিতীয়টিতে اَوْ بِبَعْضِهٖ অথবা তার কিছুর সাথে فَهُوَ তখন মাসআলা হবে مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ চব্বিশ দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِعْلَمْ اَنَّ الْفُرُوْضَ -এর আলোচনা : আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যে ১২ শ্রেণীর অংশ নির্ধারণ করেছেন। সে নির্ধারিত অংশসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হলো– $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$ অংশ। আর দ্বিতীয় ভাগ হলো– $\frac{২}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশ।

এ অংশগুলো এক দিক বিচারে একটি অন্যটির দ্বিগুণ, আবার অন্যদিকে বিচারে একটি অপরটির অর্ধেক। যেমন– $\frac{১}{২}$ এর অর্ধেক হলো $\frac{১}{৪}$, $\frac{১}{৪}$ এর অর্ধেক হলো $\frac{১}{৮}$। আবার $\frac{১}{৮}$ এর দ্বিগুণ হলো $\frac{১}{৪}$ এবং $\frac{১}{৪}$ এর দ্বিগুণ $\frac{১}{২}$।

অনুরূপভাবে $\frac{২}{৩}$ এর অর্ধেক হলো $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এর অর্ধেক হলো $\frac{১}{৬}$। আবার $\frac{১}{৬}$ এর দ্বিগুণ হলো $\frac{১}{৩}$, $\frac{১}{৩}$ এর দ্বিগুণ হলো $\frac{২}{৩}$।

মূল মাসআলা কোন ক্ষেত্রে কত দিয়ে হবে গ্রন্থকার এর অনেকগুলো নিয়ম বর্ণনা করেছেন। যেমন–

১. দুই শ্রেণীতে যে ৬টি অংশ রয়েছে এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি অংশ আসলে উক্ত অংশের হর দ্বারা মাসআলা করতে হবে। যেমন–

শুধু $\frac{১}{২}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ২ দ্বারা।

শুধু $\frac{১}{৪}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৪ দ্বারা।

শুধু $\frac{২}{৩}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৩ দ্বারা।

শুধু $\frac{১}{৬}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৬ দ্বারা।

শুধু $\frac{১}{৮}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৮ দ্বারা।

শুধু $\frac{১}{৩}$ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৩ দ্বারা।

২. প্রথম শ্রেণীর ২টি বা ৩টি অংশের প্রাপক মিলিত হলে তন্মধ্যে বড়টি দ্বারা মাসআলা হবে। যেমন–$\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$ মিলিত হলে মাসআলা হবে ৪ দ্বারা, আর $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$ মিলিত হলে মাসআলা হবে ৮ দ্বারা। কারণ ৮ সংখ্যাটি $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$ অংশের مَخْرَجْ অর্থাৎ এখানে ৮ সংখ্যাটিই কেবল মাসআলার মূলবণ্টন সংখ্যা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

৩. দ্বিতীয় প্রকারের দু'টি বা তিনটি অংশের প্রাপক মিলিত হলে তন্মধ্যে বড়টির দ্বারা মাসআলা হবে। যেমন– $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{২}{৩}$ হলে ৩ দ্বারা $\frac{১}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ হলে ৬ দ্বারা আবার $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ হলে সেক্ষেত্রেও ৬ দ্বারা মাসআলা হবে।

৪. প্রথম শ্রেণীর $\frac{১}{২}$ এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বা সকল অংশের প্রাপক মিলিত হলে মাসআলা হবে ৬ দ্বারা। যেমন–

মাসআল-৬

মৃত

স্বামী	ভাই (আবাসা)	মাতা
৩	১	২

৫. প্রথম শ্রেণীর $\frac{১}{৪}$ এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি বা সবগুলো অংশের প্রাপক মিলিত হলে মাসআলা হবে ১২ দ্বারা। যেমন–

মাসআলা–১২

মৃত

স্ত্রী	ভাই (আসাবা)	মাতা
৩	৫	৪

৬. প্রথম প্রকারের $\frac{১}{৮}$ -এর সাথে দ্বিতীয় প্রকারের একটি বা সবগুলো অংশের প্রাপক মিলিত হলে মাসআলা হবে ২৪ দ্বারা। যেমন–

মাসআলা–২৪

মৃত

স্ত্রী	চাচা	দুই কন্যা	মাতা
৩	১	১৬	৪

মাসআলা বের করার পদ্ধতি : তবে গ্রন্থকার যেসব নিয়ম বর্ণনা করেছেন এগুলোর অনুসরণ ছাড়াও অতি সহজে মাসআলা বের করার পদ্ধতি হলো– ذَوِى الْفُرُوْضِ -এর অংশসমূহের হরগুলোর ল. সা. গু-ই হলো মাসআলার সংখ্যা। যেমন–

মাসআলা–৬

মৃত

চাচা	দুই কন্যা	মাতা
১	৪	১

এখানে মাতা পায় $\frac{১}{৬}$ অংশ, ২ কন্যা পায় $\frac{২}{৩}$ অংশ আর চাচা হলো عَصَبَة সুতরাং ذَوِى الْفُرُوْضِ দের অংশের হর দাঁড়াচ্ছে ৬, ৩। ৬ ও ৩ -এর ল. সা. গু হলো–

$$
\begin{array}{r|l}
৩ & ৬, ৩ \\
\hline
 & ২, ১
\end{array}
$$

অতএব, ল. সা. গু = ৩ × ২ × ১ = ৬

অনুরূপভাবে,

মাসআলা–২৪

মৃত

স্ত্রী	চাচা	দুই কন্যা	মাতা
৩	১	১৬	৪

এখানে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৮}$ অংশ, দুই কন্যা পায় $\frac{২}{৩}$ অংশ, মাতা পায় $\frac{১}{৬}$ অংশ, আর চাচা হলো আসাবা। সুতরাং ৮, ৩ ও ৬ -এর ল. সা. গু-ই হবে মাসআলার সংখ্যা।

$$
\begin{array}{r|l}
২ & ৮, ৩, ৬ \\
\hline
৩ & ৪, ৩, ৩ \\
\hline
 & ৪, ১, ১
\end{array}
$$

অতএব, ল. সা. গু = ২×৩×৪ ×১ ×১ = ২৪

بَابُ الْعَوْلِ

পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনসংখ্যা বর্ধিতকরণ অধ্যায়

اَلْعَوْلُ اَنْ يُّزَادَ عَلَى الْمَخْرَجِ شَئٌ مِنْ اَجْزَائِهٖ اِذَا ضَاقَ عَنْ فَرْضٍ اِعْلَمْ اَنَّ مَجْمُوْعَ الْمَخَارِجِ سَبْعَةٌ اَرْبَعَةٌ مِنْهَا لَاتَعُوْلُ هِىَ الْاِثْنَانِ وَالثَّلٰثَةُ وَالْاَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ ـ وَثَلٰثَةٌ مِنْهَا قَدْ تَعُوْلُ اَمَّا السِّتَّةُ فَاِنَّهَا تَعُوْلُ اِلٰى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا ـ

সরল অনুবাদ : আওল (শব্দটির পরিভাষাগত অর্থ) হলো মিরাসের অংশ নিরূপণকারী সংখ্যার উপর তার অংশসমূহ হতে কিছু বৃদ্ধি হওয়া, যখন উক্ত সংখ্যাটি অংশীদারদের নির্ধারিত অংশসংখ্যা হতে ক্ষুদ্র হবে। জেনে রাখবে যে, অংশ নিরূপণকারী সংখ্যা সর্বসাকুল্যে সাতটি (যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। সেগুলোর মধ্যে চারটি ক্ষেত্রে আওল নীতি প্রযোজ্য নয়। আর এ সংখ্যা চতুষ্টয় হচ্ছে— ২, ৩, ৪ ও ৮। অপর তিনটি সংখ্যায় কখনো কখনো আওল নীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে (অর্থাৎ ৬ এবং ১২ ও ২৪-এর মধ্যে)। এগুলোর বিবরণ হলো– ছয় সংখ্যাটি দশ পর্যন্ত জোড় ও বেজোড় সংখ্যায় আওল হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْعَوْلُ (উঁচু হওয়া, ঝুঁকে পড়া) আওল এর পরিভাষাগত অর্থ হলো اَنْ يُّزَادَ বৃদ্ধি হওয়া عَلَى الْمَخْرَجِ মিরাসের অংশ নিরুপণকারী সংখ্যার উপর شَئٌ কিছু পরিমাণ مِنْ اَجْزَائِهٖ তার অংশসমূহ থেকে اِذَا ضَاقَ যখন ক্ষুদ্র হবে عَنْ فَرْضٍ নির্ধারিত অংশ থেকে اِعْلَمْ জেনে রাখবে যে اَنَّ مَجْمُوْعَ নিশ্চয় সমষ্টি الْمَخَارِجِ (মাসআলার) মূল বণ্টন সংখ্যাসমূহ سَبْعَةٌ সাতটি اَرْبَعَةٌ চারটি مِنْهَا তা থেকে لَاتَعُوْلُ আওল নীতি প্রযোজ্য নয় وَهِىَ আর তা, এ সংখ্যা চতুষ্টয় হচ্ছে الْاِثْنَانِ দুই وَالثَّلٰثَةُ এবং তিন وَالْاَرْبَعَةُ ও চার وَالثَّمَانِيَةُ আর আট وَثَلٰثَةٌ আর তিনটি সংখ্যায় مِنْهَا তা থেকে قَدْ تَعُوْلُ কখনো আওল নীতি প্রযোজ্য হয় اَمَّا السِّتَّةُ অতঃপর ছয় সংখ্যাটি فَاِنَّهَا নিশ্চয় এটা تَعُوْلُ আওল হয় اِلٰى عَشَرَةٍ দশ পর্যন্ত وِتْرًا বিজোড় সংখ্যায় وَشَفْعًا ও জোড় সংখ্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ بَابُ الْعَوْلِ -এর আলোচনা : عَوْلٌ -এর শাব্দিক অর্থ হলো– اَلْاِرْتِفَاعُ، اَلظُّلْمُ، اَلْبَغْىُ অর্থাৎ উঁচু হওয়া, ঊর্ধ্বে উঠা, অন্যায় আচরণ করা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইলমে ফারায়েযের পরিভাষায় عَوْلٌ হলো– هُوَ الزِّيَادَةُ فِى السِّهَامِ وَنَقْصٌ فِى الْمَقَادِيْرِ অর্থাৎ অংশে বৃদ্ধি করা ও পরিমাণে কম করা।

২. গ্রন্থকার আল্লামা সিরাজ উদ্দীন বলেছেন– اَلْعَوْلُ اَنْ يُّزَادَ عَلَى الْمَخْرَجِ شَئٌ مِنْ اَجْزَائِهٖ اِذَا ضَاقَ عَنْ فَرْضٍ অর্থাৎ মূলবণ্টন সংখ্যা তার অংশ থেকে কিছু বৃদ্ধি করাকে عَوْلٌ বলে। যখন বণ্টন সংখ্যা নির্ধারিত প্রাপ্য অংশ থেকে ক্ষুদ্র হবে।

৩. মুফতী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন–

اَلْعَوْلُ فِى اللُّغَةِ الْمَيْلُ الْجَوْرُ وَالرَّفْعُ وَفِى الشَّرْعِ زِيَادَةُ السِّهَامِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ ـ

مُنَاسَخَة করার সময় عَوْلٌ অতি সাধারণ একটি বিষয়। এজন্য এর কোনো নিয়ম নীতির প্রয়োজন হয় না। উত্তরাধিকারীদেরকে অংশ দেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, তাদের প্রাপ্ত অংশের সমষ্টি মূল মাসালার সংখ্যা চেয়ে বেশি তখন বুঝতে হবে عَوْلٌ হয়েছে। আর তখন মূল মাসআলার উপর عَوْلٌ-এর চিহ্ন (عـ) দিয়ে ওয়ারিশদের প্রাপ্ত অংশের সমষ্টি যা দাঁড়ায় তা লিখে দিতে হবে।

قَوْلُهُ مَجْمُوعُ الْمَخَارِجِ سَبْعَةٌ الخ -এর বিশ্লেষণ : ইলমে ফারায়েযে ৭টি সংখ্যা দ্বারা মাসআলা হয়ে থাকে। যেমন- ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪। এদের মধ্যে ৪টি সংখ্যায় যথা- ২, ৩, ৪ ও ৮ এ গুলোর عَوْل হয় না। অবশিষ্ট ৩টি সংখ্যা যথা- ৬, ১২ ও ২৪-এর মধ্যে عَوْل হয়।

৬ সংখ্যাটি ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত বেজোড় ও জোড় সংখ্যায় عَوْل হয়।

১. ছয় সংখ্যাটি সাত দ্বারা আওল হয়—

মাসআলা–৬, আওল–৭

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন
৩	৪

আলোচ্য উদাহরণে স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ হিসেবে ৩ পেয়েছে। আর দুই বৈমাত্রেয় বোন $\frac{২}{৩}$ অংশ হিসেবে ৪ পেয়েছে। মোট অংশ হয়েছে ৩ + ৪ = ৭। অথচ মূল মাসআলা হয়েছে ৬ দ্বারা। মূল মাসআলা হতে অংশ বেশি হওয়ায় ৬-কে বৃদ্ধি করে ৭ করা হলো. এটাই হলো আওল।

২. ছয় সংখ্যাটি আট দ্বারা আওল হয়—

মাসআলা–৬ আওল–৮

মৃত

স্বামী	সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয় বোন
৩	৩	২

৩. ছয় সংখ্যাটি নয় দ্বারা আওল হয়—

মাসআলা–৬ আওল–৯

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয় বোন
৩	৪	২

৪. ছয় সংখ্যাটি দশ দ্বারা আওল হয়—

মাসআলা–৬ আউল–১০

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয় বোন	মাতা
৩	৪	২	১

وَأَمَّا اِثْنَا عَشَرَ فَهِيَ تَعُوْلُ اِلٰى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ فَإِنَّهَا تَعُوْلُ اِلٰى سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْمَسْئَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِيَ اِمْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ وَلَا يُزَادُ عَلٰى هٰذَا اِلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَإِنَّ عِنْدَهٗ تَعُوْلُ اِلٰى اَحَدٍ وَّثَلٰثِيْنَ ـ

সরল অনুবাদ : আর ১২ সংখ্যাটি ১৭ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যায় আওল হয়, জোড় সংখ্যায় নয়। ২৪ সংখ্যাটি কেবলমাত্র ২৭ সংখ্যাটিতে আওল হয়। যথা– মাসআলায়ে মিম্বারিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, এক স্ত্রী দুই কন্যা এবং মাতা-পিতা বর্তমান থাকার মাসআলা। আর ২৪ সংখ্যাটি আওল-নীতি দ্বারা ২৭ অধিক বৃদ্ধি করা যায় না। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, ২৪ সংখ্যাটি ৩১ পর্যন্ত আওল করা যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَأَمَّا اِثْنَا عَشَرَ আর বার সংখ্যাটি فَهِيَ আর তা تَعُوْلُ আওল হয় اِلٰى سَبْعَةَ عَشَرَ সতেরো পর্যন্ত وِتْرًا বিজোড় সংখ্যা لَا شَفْعًا জোড় সংখ্যায় নয় وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ অতঃপর চব্বিশ সংখ্যাটি فَإِنَّهَا আর নিশ্চয়ই তা تَعُوْلُ আওল হয় اِلٰى سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ সাতাশ সংখ্যায় عَوْلًا وَاحِدًا কেবল মাত্র আওল হয় كَمَا যেমনিভাবে فِي الْمَسْئَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ মিম্বারীয় মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে وَهِيَ আর তা হালো এই যে اِمْرَأَةٌ এক স্ত্রী وَبِنْتَانِ দু মেয়ে وَأَبَوَانِ এবং পিতা-মাতা وَلَا يُزَادُ বৃদ্ধি পায় না عَلٰى هٰذَا এরপর اِلَّا তবে عِنْدَ নিকট اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ইবনে মাসউদের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন فَإِنَّ আর নিশ্চয় عِنْدَهٗ তার নিকট تَعُوْلُ বৃদ্ধি পাবে, আওল করা যায় اِلٰى পর্যন্ত اَحَدٍ وَّثَلٰثِيْنَ একত্রিশ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِثْنَا عَشَرَ الخ -এর আলোচনা : ১২ সংখ্যাটি ১৭ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যায় আওল হয়। যেমন—

- ১২ সংখ্যাটির আওল ১৩ দ্বারা হওয়ার উদাহরণ—

মাসআলা–১২, আওল–১৩

মৃত

স্ত্রী	দুই সহোদরা বোন	বৈপিত্রেয় বোন
৩	৮	২

- ১২ সংখ্যাটির আওল ১৫ দ্বারা হওয়ার উদাহরণ—

মাসআলা–১২, আওল–১৫

মৃত

স্ত্রী	দুই সহোদরা বোন	দুই বৈপিত্রেয় বোন
৩	৮	৪

- ১২ সংখ্যাটির আওল ১৭ দ্বারা হওয়ার উদাহরণ—

মাসআলা–১২, আওল–১৭

মৃত

স্ত্রী	মাতা	দুই সহোদরা বোন	দুই বৈপিত্রেয় বোন
৩	২	৮	৪

৬ সংখ্যাটির আওল চারবার এবং ১২ সংখ্যাটির আওল তিনবার হয়। ৬ সংখ্যাটির আওল যদি ৮, ৯ কিংবা ১০ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক। আর যদি ৭ হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক উভয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অধিকন্তু ১২ সংখ্যাটির আওল ১৭ হলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হবে; আর যদি ১৩ কিংবা ১৫ হয় তাহলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

قَوْلُهُ وَأَمَّا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ الخ -এর বর্ণনা : ২৪ সংখ্যাটির আওল কেবলমাত্র ২৭ সংখ্যাতে প্রযোজ্য, তার অধিক বড় সংখ্যায় হয় না। যেমন– মাসআলায়ে মিম্বারিয়ার মধ্যে প্রথম মাসআলা ৪ হতে শুরু করে ২৭ হয়ে যায়।

মাসআলা–২৪, আওল–২৭

মৃত

স্ত্রী	দুই কন্যা	পিতা	মাতা
৩	১৬	৪	৪

হযরত আলী (রা.) যখন মিম্বারের উপর খুতবা দেওয়ার জন্য উঠলেন, এমতাবস্থায় তাঁকে এ মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি তখন এ উত্তর দিলেন। এজন্য একে মাসআলায়ে মিম্বারিয়া বলা হয়।

আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট ২৪ আওল হয়ে ৩১ হয়। যথা—

মাসআলা–২৪, আওল–৩১

মৃত

স্ত্রী	মাতা	দুই সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোন	দুই বৈপিত্রেয় বোন	কাফির পুত্র
৩	৪	১৬	৮	(বঞ্চিত)

সুতরাং কাফির পুত্র নিজে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রীর জন্য বাধা প্রদানকারী হয়ে স্ত্রীকে এক-চতুর্থাংশ হতে এক-অষ্টমাংশের দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দিল।

আর ইবনে মাসউদ (রা.) ব্যতীত অন্যান্যদের নিকট মাসআলা ১২ দ্বারা আরম্ভ হয়ে ১৭ হবে। যেমন—

মাসআলা–১২, আওল–১৭

মৃত

স্ত্রী	মাতা	দুই সহোদরা বোন	দুই বৈপিত্রেয় বোন	কাফির পুত্র
৩	২	৮	৪	বঞ্চিত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতে, কাফের পুত্র স্ত্রীর অংশ কমাবে। কিন্তু আমাদের নিকট কাফের পুত্র অন্যের অংশ কমাবে না। যেমন ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে–

اَلْمَحْرُوْمُ لَا يَحْجُبُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) يَحْجُبُ النُّقْصَانَ كَالْكَافِرِ وَالْقَاتِلِ وَالرَّقِيْقِ ـ

فَصْلٌ فِىْ مَعْرِفَةِ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ وَالتَّبَايُنِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ

দু'টি সংখ্যার পরস্পর সদৃশ, প্রবিষ্ট, অনুকূল এবং বিপরীত হওয়া সম্পর্কে পরিচিতি লাভ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

تَمَاثُلُ الْعَدَدَيْنِ كَوْنُ اَحَدِهِمَا مُسَاوِيًا لِلْاٰخَرِ وَتَدَاخُلُ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يُّعَدَّ اَقَلُّهُمَا الْاَكْثَرَ اَىْ يُفْنِيْهِ اَوْ نَقُوْلُ هُوَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكْثَرُ الْعَدَدَيْنِ مُنْقَسِمًا عَلَى الْاَقَلِّ قِسْمَةً صَحِيْحَةً اَوْ نَقُوْلُ هُوَ اَنْ يَّزِيْدَ عَلَى الْاَقَلِّ مِثْلُهُ اَوْ اَمْثَالُهُ فَيُسَاوِيَ الْاَكْثَرَ اَوْ نَقُوْلُ هُوَ اَنْ يَّكُوْنَ الْاَقَلُّ جُزْءً لِلْاَكْثَرِ مِثْلُ ثَلٰثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَ تَوَافُقُ الْعَدَدَيْنِ اَنْ لَايُعَدَّ اَقَلُّهُمَا الْاَكْثَرَ وَلٰكِنْ يُعَدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَالثَّمَانِيَةِ مَعَ الْعِشْرِيْنَ تَعُدُّهُمَا اَرْبَعَةٌ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالرُّبُعِ لِاَنَّ الْعَدَدَ الْعَادَّ لَهُمَا مَخْرَجٌ لِجُزْءِ الْوُفْقِ وَ تَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ اَنْ لَايُعَدَّ الْعَدَدَيْنِ مَعًا عَدَدٌ ثَالِثٌ كَالتِّسْعَةِ مَعَ الْعَشَرَةِ.

সরল অনুবাদ : তামাছুলুল আদাদাইন (দু'টি সমান সংখ্যা) অর্থ–একটি অপরটির সমান হওয়া। তাদাখুলুল আদাদাইন (একটি অপরটি দ্বারা বিভাজ্য) সংখ্যাদ্বয় বিভিন্ন হয় যে, ছোটটি বড়টির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে হিসাব করা হয়, অর্থাৎ হিসাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে, অথবা ছোটটি দ্বারা বড়টি নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। অথবা, আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, সংখ্যাদ্বয়ের বড়টিকে ছোটটির ওপর সমান করে ভাগ করলে প্রকৃত বণ্টনে নিঃশেষে মিলে যাবে। অথবা এভাবে বলতে পারি যে, ছোটটিকে একগুণ অথবা একাধিক গুণ করে ক্রমান্বয়ে বাড়ালে কোনো এক স্তরে গিয়ে তা বড়টির সমান হবে। অথবা এভাবেও বলতে পারি যে, ছোটটি বড়টির অংশ। যেমন–৩ এবং ৯ (৩ যেমন–৯ এর অংশ)। তাওয়াফিকুল আদাদাইন (পরস্পর সংখ্যাদ্বয় বিভাজ্য নয়) অর্থাৎ সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে ছোটটি বড়টির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে হিসাবে করা হবে না কিন্তু অন্য একটি সংখ্যা সংখ্যাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ একটি দ্বারা অপরটি নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না, কিন্তু তৃতীয় একটি সংখ্যা দ্বারা উভয়টি বিভাজ্য হবে। যেমন–৮ ও ২০ সংখ্যাদ্বয় ৪ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তাওফুক বিররুব'ই অর্থাৎ ৮ ও ২০ সংখ্যাদ্বয়কে চতুর্থাংশে কৃত্রিম বলা হবে। কেননা উভয়কে নিঃশেষে বিভাজ্যকারী সংখ্যা উফুক-এর অংশ নিরূপণকারী। আর তাবাইয়ুনুল আদাদাইন (মৌলিক সংখ্যাদ্বয়) এই যে, সংখ্যাদ্বয় পরস্পর বিভাজ্য নয় এবং তৃতীয় সংখ্যা দ্বারাও বিভাজ্য নয়। যেমন–৯ ও ১০।

শাব্দিক অনুবাদ : تَمَاثُلُ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া الْعَدَدَيْنِ দু'টি সংখ্যার كَوْنُ হওয়া اَحَدِهِمَا উভয়ের একটি مُسَاوِيًا সমান হওয়া, সমতা বিধানকারী لِلْاٰخَرِ অন্যটির জন্যে وَتَدَاخُلُ আর পরস্পর প্রবিষ্ট হওয়া الْعَدَدَيْنِ দুটি সংখ্যার الْمُخْتَلِفَيْنِ পৃথক দুটি اَنْ يُّعَدَّ পরিগণিত হওয়া (অন্তর্ভুক্তির একক হিসেব) তথা ভাজককৃত হলো اَقَلُّهُمَا উভয়ের ছোটটি الْاَكْثَرَ বড়টিতে اَىْ يُفْنِيْهِ অর্থাৎ তাকে নিঃশেষ করে দেয় وَ نَقُوْلُ অথবা আমরা বলবো هُوَ তা اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া اَكْثَرَ অধিক الْعَدَدَيْنِ দু'টি সংখ্যার مُنْقَسِمًا বণ্টিত হওয়া عَلَى الْاَقَلِّ ছোটটির উপর قِسْمَةً বণ্টন صَحِيْحَةً সঠিক اَوْ نَقُوْلُ

অথবা أَمْثَالُ অথবা তার অনুরূপ কয়েকটি সংখ্যা فَيُسَاوِي অতঃপর সমান হবে الْأَكْثَرَ অধিকটি أَوْ نَقُولُ অথবা আমরা বলবো هُوَ তা হলো أَنْ يَكُوْنَ হওয়া الْأَقَلُّ ছোটটি جُزْءً لِلْأَكْثَرِ বড়টির অংশ مِثْلُ যেমন ثَلَاثَةٍ তিন وَتِسْعَةٍ এবং নয় وَتَوَافُقُ আর পরস্পর অনুকূল হওয়া الْعَدَدَيْنِ বিভাজ্য নয় সংখ্যাদ্বয় أَنْ لَا يَعُدَّ পরিগণিত না হওয়া أَقَلُّهُمَا উভয়ের ছোটটি الْأَكْثَرَ বড়টির (এর মধ্যে) وَلٰكِنْ কিন্তু يَعُدُّهُمَا উভয়ের মধ্যে পরিগণিত হবে عَدَدٌ একটি সংখ্যা ثَالِثٌ তৃতীয় كَالثَّمَانِيَةِ যেমন আট مَعَ الْعِشْرِيْنَ বিশ এর সাথে تَعُدُّهُمَا উভয়ের মধ্যে পরিগণিত হবে أَرْبَعَةٌ চার فَهُمَا তাই উভয়ে (সংখ্যা) مُتَوَافِقَانِ পরস্পর অনুকূল بِالرُّبْعِ চার দ্বারা لِأَنَّ الْعَدَدَ কেননা সংখ্যা الْعَادَّ গণনাকারী (বিভাজ্যকারী) لَهُمَا উভয়ের জন্যে مَخْرَجٌ বণ্টিত সংখ্যা لِجُزْءِ অংশের জন্যে الْوَفْقِ উফুক তথা উৎপাদক وَتَبَايُنُ আর পরস্পর ভিন্ন হওয়া الْعَدَدَيْنِ দুটি সংখ্যার أَنْ لَا يَعُدَّ পরিগণিত নয় বিভাজ্য নয় الْعَدَدَيْنِ সংখ্যাদ্বয় مَعًا একত্রে عَدَدٌ একটি সংখ্যা ثَالِثٌ তৃতীয় كَالتِّسْعَةِ যেমন নয় مَعَ الْعَشَرَةِ দশের সাথে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَمَاثُلْ -এর পরিচয় : তামাছুল-এর অর্থ–দুটি সংখ্যা এক রকম হওয়া। যেমন–২ ও ২, ৩ ও ৩ এগুলোর মধ্যে তামাছুল।

تَدَاخُلْ -এর পরিচয় : তাদাখুল-এর অর্থ দু'টি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা দ্বারা বড় সংখ্যাকে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। যেমন– ৩ ও ৬-এর মধ্যে তাদাখুল। কেননা ৬-কে ৩ (তিন) দ্বারা ভাগ দিলে ২ বার দিয়ে শেষ হয়ে যায়। আর লেখক তাদাখুল-এর চারটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যাখ্যার শেষফল এটাই বের হয়ে আসবে, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ তাদাখুল-এর ব্যাখ্যা এটাই যথেষ্ট অন্য আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

تَوَافُقْ -এর পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে تَوَافُقْ শব্দটি بَاب تَفَاعُلْ -এর মাসদার। এটা وَفْقٌ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো– اَلتَّطَابُقُ، اَلْاِتِّفَاقُ، اَلْاِتِّحَادُ তথা পারস্পরিক আনুকূল্য সম্পন্ন হওয়া, পরস্পর ঐকমত্যে পৌঁছা, একে অন্যের নিকটবর্তী হওয়া।

পরিভাষায় تَوَافُقْ বলা হয় দু'টি সংখ্যার মধ্যে বড়টি যদি ছোটটি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় বরং তৃতীয় কোনো সংখ্যা দ্বারা উভয় সংখ্যা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়, তাহলে এদের মধ্যকার সম্পর্ককে تَوَافُقْ বলে। যেমন, ৮ ও ২০। এ সংখ্যাদ্বয় ৪ দ্বারা বিভাজ্য। ৮-কে ৪ দ্বারা ভাগ করলে ২ হয়, আবার ২০-কে ভাগ করলে ৫ হয়। তৃতীয় সংখ্যা দ্বারা উভয়কে ভাগ করলে যে, ভাগফল হয় তাকে স্ব-স্ব সংখ্যার وَفْقٌ বলা হয়। অতএব, ৮-এর وُفْقٌ ২ এবং ২০ -এর وُفْقٌ ৫।

تَبَايُنْ -এর পরিচয় : تَبَايُنْ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– পরস্পর বৈপরীত্য হওয়া। ইলমে فَرَائِضْ -এর ভাষায় تَبَايُنُ الْعَدَدَيْنِ বলা হয় পরস্পর বিপরীত এরূপ দু'সংখ্যাকে যা একসাথে তৃতীয় সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হয় না। যেমন, ৮ ও ৯ এবং ১০ ও ১৩ আর ১৫ ও ১৭ ইত্যাদি।

وَطَرِيْقُ مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَائَنَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنَ الْاَكْثَرِ بِمِقْدَارِ الْاَقَلِّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَرَّةً اَوْ مِرَارًا حَتّٰى اِتَّفَقَا فِىْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَاِنْ اِتَّفَقَا فِىْ وَاحِدٍ فَلَا وُفْقَ بَيْنَهُمَا وَاِنْ اِتَّفَقَا فِىْ عَدَدٍ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِذٰلِكَ الْعَدَدِ فَفِى الْاِثْنَيْنِ بِالنِّصْفِ وَفِى الثَّلٰثَةِ بِالثُّلُثِ وَفِى الْاَرْبَعَةِ بِالرُّبُعِ هٰكَذَا اِلَى الْعَشَرَةِ وَفِىْ مَا وَرَاءِ الْعَشَرَةِ يَتَوَافِقَانِ بِجُزْءٍ مِّنْهُ اَعْنِىْ فِىْ اَحَدَ عَشَرَ بِجُزْءٍ مِّنْ اَحَدَ عَشَرَ وَفِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ بِجُزْءٍ مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَاعْتَبِرْ هٰذَا ـ

সরল অনুবাদ : দু'টি ভিন্ন সংখ্যার মধ্যে তাবায়ুন ও তাওয়াফুক সম্পর্ক পরিচিতির পদ্ধতি হলো এই যে, বড় সংখ্যা হতে ছোট সংখ্যাটিকে একবার বা কয়েকবার বিয়োগ করলে, উভয় সংখ্যা এক স্তরে গিয়ে পৌঁছবে। আর যদি এভাবে বিয়োগ করতে করতে দু'টি সংখ্যা একটিতে মিলে যায়, তবে বুঝতে হবে যে, সেগুলোর মধ্যে কোনো উফুক নেই— সেগুলো পরস্পর মৌলিক। আর যদি কোনো এক সংখ্যার স্তরে গিয়ে সমান হয়, তাহলে তারা এ সংখ্যায় পরস্পর 'মুতাওয়াফিক'। অতএব দুই-এর মধ্যে হলে 'তাওয়াফুক বিননিসফি', তিন-এর মধ্যে হলে 'তাওয়াফুক বিছছুলুছি', চার-এর মধ্যে হলে 'তাওয়াফুক বিররুব'ই' বলা হয়। এমনিভাবে দশ পর্যন্ত হবে। আর যদি দশ-এর অধিক সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক হয়, তার এক অংশের সাথে "بِجُزْءٍ مِّنْهُ" দ্বারা, অর্থাৎ ১১-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিজুযইম মিন আহাদা আসারা' বলা হবে এবং ১৫-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিজুযইম মিন খামসাতা আসারা', এভাবে আন্দাজ করে উপরের দিকে হবে।

শাব্দিক অনুবদ : وَطَرِيْقُ আর (পদ্ধতি) মূলনীতি مَعْرِفَةِ পরিচিতি অবগত হওয়া الْمُوَافَقَةِ তাওয়াফুক তথা পরস্পর অনুকূলের وَالْمُبَايَنَةِ তাবায়ুন তথা পরস্পর ভিন্ন হওয়া بَيْنَ মাঝে الْعَدَدَيْنِ দুটি সংখ্যার الْمُخْتَلِفَيْنِ পৃথক দু'টি اَنْ يَّنْقُصَ বিয়োগ করা, مِنَ الْاَكْثَرِ বড়টি থেকে بِمِقْدَارِ পরিমাণে الْاَقَلِّ সবচেয়ে ছোটর مِنَ الْجَانِبَيْنِ দু'দিক থেকে مَرَّةً একবার اَوْ مِرَارًا বা কয়েক বার حَتّٰى এমনকি যখন اِتَّفَقَا উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়, মিলে যায় فِىْ دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ এক স্তরে فَاِنْ اِتَّفَقَا যদি উভয়ে একত্রিত হয়, মিলে যায় فِىْ وَاحِدٍ একের মধ্যে فَلَا وُفْقَ তবে বুঝতে হবে যে, কোনো উৎপাদক বা উফুক নেই بَيْنَهُمَا উভয়ের মাঝে বা সেগুলোর মধ্যে وَاِنْ اِتَّفَقَا আর যদি উভয়ে একত্রিত হয়, মিলে যায় فِىْ عَدَدٍ কোনো এক সংখ্যায় فَهُمَا অতঃপর তারা مُتَوَافِقَانِ পরস্পর অনুকূল বা মুতাওয়াফিক بِذٰلِكَ الْعَدَدِ ঐ সংখ্যাটির فَفِى الْاِثْنَيْنِ অতঃপর দুয়ের মধ্যে হলে بِالنِّصْفِ তাওয়াফুক বিন-নিসফ বলে وَفِى الثَّلٰثَةِ অতঃপর তিনের মধ্যে হলে بِالثُّلُثِ তাওয়াফুক বিছছুলুছ বলে وَفِى الْاَرْبَعَةِ আর চারের মধ্যে হলে بِالرُّبُعِ তাওয়াফুক বির রুবয় বলে هٰكَذَا এমনিভাবে اِلَى الْعَشَرَةِ দশ পর্যন্ত হবে وَفِىْ مَا وَرَاءِ الْعَشَرَةِ আর যদি পরে দশের يَتَوَافِقَانِ তাওয়াফুক হয় বা পরস্পর অনুকূল হয়ে بِجُزْءٍ مِّنْهُ তার এক অংশ দ্বারা اَعْنِىْ আমি মনে করি فِىْ اَحَدَ عَشَرَ এগারোর মধ্যে بِجُزْءٍ অংশ দ্বারা مِّنْ থেকে اَحَدَ عَشَرَ এগারো وَفِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ পনেরোর মধ্যে بِجُزْءٍ অংশ দ্বারা مِّنْ خَمْسَةَ عَشَرَ পনেরো থেকে فَاعْتَبِرْ هٰذَا এভাবে আন্দাজ (বিবেচনা) করে উপরের দিকে হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَرِيْقُ مَعْرِفَةِ الخ -এর বিশ্লেষণ : এখানে লেখক তাওয়াফুক ও তাবায়ুন সম্পর্কের পরিচিতি বর্ণনা করতেছেন। যেমন– যদি ৭ এবং ১০-এর মধ্যে সম্পর্ক বের করতে হয়, তাহলে বড় সংখ্যা ১০ হতে ৭-কে বিয়োগ করলে ৩ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর ঐ ৭ হতে ৩-কে দু' বার বিয়োগ করলে ১ বাকি থাকে। আর এ ১ দ্বারা ১০-এর অবশিষ্ট ৩ হতে দু' বার বাদ দিলে ১ থাকে। (অর্থাৎ ১০-কে ৭ দ্বারা ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে ৩। আবার এই ৩ দ্বারা ৭-কে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে ১।)

সুতরাং বড় সংখ্যা ১০ হতে ছোট সংখ্যা তিনবার এবং ৭ হতে দু' বার বিয়োগ করার পর তাদের উভয়ের স্তর এক হলো, কাজেই জানা গেল যে, ৭ এবং ১০-এর মধ্যে তাবায়ুন সম্পর্ক। অনুরূপভাবে ৩ ও ৪; ছোট সংখ্যা ৩ দ্বারা বড় সংখ্যা ৪ হতে এক বার বিয়োগ করার পর বড় সংখ্যার মাঝে শুধু ১ অবশিষ্ট থাকে।

আর শেষ উদাহরণ দ্বারা জানা গেল যে, তাবায়ুন সম্পর্ক বুঝার জন্য ছোট সংখ্যা দ্বারা উভয়দিক হতে বিয়োগ করবে ; বরং শুধু বড় সংখ্যা হতে ছোট সংখ্যা দ্বারা বিয়োগ দেওয়ার পর যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তখন তাবায়ুন সম্পর্ক বুঝা যাবে। আর যখন ১৫ ও ২০-এর মধ্যে কোন্ সম্পর্ক তা জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে ১৫-কে ৫ দ্বারা ২ বার ভাগ করলে ৫ বাকি থাকে। আর ২০-কে ৫ দ্বারা তিনবার ভাগ করলে ৫ অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ২০ হতে ৫-কে তিনবার বিয়োগ করার পর ৫ বাকি থাকে এবং ১৫ হতে ৫ দু' বার বিয়োগ করার পর ৫ বাকি থাকে। কাজেই জানা গেল তাদের উভয়ের মধ্যে 'তাওয়াফুক বিল্‌খুমুসি' সম্পর্ক। আর ১৫-এর উফুক ৩ এবং ২০-এর উফুক ৪। কেননা, ১৫-কে ৫ দ্বারা তিনবার ভাগ করলে এবং ২০-কে ৫ দ্বারা চারবার ভাগ করলে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

উপরিউক্তি পদ্ধতিতে ছোট সংখ্যা দ্বারা বড় সংখ্যাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে تَوَافُقْ ও تَبَايُنْ নির্ণয় করা যায়।

تَوَافُقْ ও تَبَايُنْ বের করার উপায়।

১০	ও	৭	২০	ও	১৫
−৩		−৩	−৫		−৫
৭		৪	১৫		১০
−৩		−৩	−৫		−৫
৪		১	১০		৫
−৩			−৫		−৫
১			৫		×
			−৫		
			×		

অতএব প্রমাণিত যে, ১০ ও ৭-এর মাঝে تَبَايُنْ সম্পর্ক, যেহেতু ১ অবশিষ্ট রয়েছে। আর ২০ ও ১৫-এর মাঝে تَوَافُقْ সম্পর্ক। কেননা সংখ্যাদ্বয় ৫ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয়েছে।

সংখ্যা দু'টি ২ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالنِّصْفِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالثُّلُثِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالرُّبُعِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৫ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالْخُمُسِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৬ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالسُّدُسِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৭ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالسُّبُعِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ৮ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقْ بِالثُّمُنِ বলে।

সংখ্যা দু'টি ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِالتُّسْعِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১০ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِالْعُشْرِ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১১ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِجُزْءِ اَحَدَ عَشَرَ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১২ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِجُزْءِ اِثْنَا عَشَرَ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِجُزْءِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِجُزْءِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ বলে।
সংখ্যা দু'টি ১৫ দ্বারা বিভাজ্য হলে تَوَافُقٌ بِجُزْءِ خَمْسَةَ عَشَرَ বলে।
অবশিষ্টগুলো এমনিভাবেই হবে।

এখানে শুধু কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন– ৪৪ ও ৫৫-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিজুযইম মিন আহাদা আশারা'। কারণ বড় সংখ্যা দ্বারা সেগুলোকে নিঃশেষে ভাগ করা যায়, তা হলো— ১১ যা ৪৪-কে চারবার এবং ৫৫-কে পাঁচবার ভাগ করার পর তারা উভয়ে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং জানা গেল যে, ৪৪-এর উফ্ক ৪ এবং ৫৫-এর উফুক ৫। আর ৬০ ও ৪৮-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিজুযইম মিন্ ইছনা আশারা'। কেননা ১২ দ্বারা ৪৮-কে চারবার এবং ৬০-কে পাঁচবার ভাগ করার দ্বারা উভয়েই নিঃশেষে বিভাজ্য হয়ে যাবে। কাজেই জানা গেল যে, ৪৮-এর উফুক ৪ এবং ৬০-এর উফুক ৫। এ ভাবে ১০০ পর্যন্ত হিসাব করো।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَا هُوَ الْحَجْبُ وَمَا اَنْوَاعُهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ وَالتَّمْثِيْلِ. وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْجُوْبِ وَالْمَحْرُوْمِ ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا.

٢. عَرِّفِ الْحَجْبَ وَكَمْ نَوْعًا لَهُ؟ اُذْكُرْ بِالتَّفْصِيْلِ.

٣. مَا هُوَ الْحَجْبُ وَكَمْ نَوْعًا لَهُ؟ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَحْجُوْبِ وَالْمَحْرُوْمِ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ كَوْنِ الْمَحْرُوْمِ حَاجِبًا وَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ؟

٤. مَخَارِجُ الْفُرُوْضِ كَمْ هِىَ وَمَا هِىَ؟ هَاتِ كُلَّهَا.

٥. عَرِّفِ الْعَوْلَ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا. اُذْكُرِ الْمَخَارِجَ الَّتِىْ تَعُوْلُ وَالَّتِىْ لَا تَعُوْلُ. وَمَا هِىَ الْمَسْئَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ؟

٦. مَا هُوَ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالتَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ؟ ثُمَّ بَيِّنْ طَرِيْقَ مَعْرِفَةِ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ.

بَابُ التَّصْحِيْحِ

বণ্টন বিশুদ্ধকরণ অধ্যায়

يَحْتَاجُ فِىْ تَصْحِيْحِ الْمَسَائِلِ اِلٰى سَبْعَةِ اُصُوْلٍ ثَلٰثَةٌ بَيْنَ السِّهَامِ وَ الرُّؤُوْسِ وَ اَرْبَعَةٌ بَيْنَ الرُّؤُوْسِ وَالرُّؤُوْسِ اَمَّا الثَّلٰثَةُ فَاَحَدُهَا اِنْ كَانَتْ سِهَامُ كُلِّ فَرِيْقٍ مُنْقَسِمَةً عَلَيْهِمْ بِلَاكَسْرٍ فَلَاحَاجَةَ اِلَى الضَّرْبِ كَاَبَوَيْنِ وَبِنْتَيْنِ .

সরল অনুবাদ : মাসআলাগুলোর তাসহীহ (বিশুদ্ধ) করতে সাতটি মূলনীতির প্রয়োজন হয়। তিনটি হলো, উত্তরাধিকারীগণের অংশ ও সংখ্যার মধ্যে। আর চারটি হলো, উত্তরাধিকারীগণের পারস্পরিক সংখ্যার মধ্যে। প্রথম তিনটির একটি হলো, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্ত অংশ তাদের উপর খুচরা অংশ (ভগ্নাংশ) ব্যতীত পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে বণ্টিত হয়ে যায়, তাহলে গুণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন–মাতা, পিতা ও দুই কন্যা। চিত্র এই–

মাসআলা–৬

মৃত

পিতা	মাতা	কন্যা	কন্যা
১	১	২	২

শাব্দিক অনুবাদ : يَحْتَاجُ প্রয়োজন হয়, মুখাপেক্ষী হয় فِىْ تَصْحِيْحِ তাসহীহ (বিশুদ্ধ) নিরূপণ করতে الْمَسَائِلِ মাসআলাগুলোর اِلٰى سَبْعَةِ اُصُوْلٍ সাতটি মূলনীতির ثَلٰثَةٌ তিনটি হলো بَيْنَ মধ্যে السِّهَامِ অংশসমূহ وَالرُّؤُوْسِ আর অংশীদারসমূহের وَاَرْبَعَةٌ চার চারটি হলো بَيْنَ মধ্যে الرُّؤُوْسِ অংশদীদার وَالرُّؤُوْسِ আর অংশীদারের اَمَّا الثَّلٰثَةُ অতঃপর প্রথম তিনটির فَاَحَدُهَا একটি হলো اِنْ كَانَتْ যদি হয় سِهَامُ প্রাপ্ত অংশসমূহ كُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর مُنْقَسِمَةً বণ্টিত عَلَيْهِمْ তাদের উপর بِلَاكَسْرٍ ভগ্নাংশ বা খুচরা অংশ ব্যতীত فَلَا حَاجَةَ তাহলে কোনো প্রায়াজন নেই اِلَى الضَّرْبِ গুণ করার كَاَبَوَيْنِ যেমন পিতা-মাতা وَبِنْتَيْنِ ও দু'কন্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ التَّصْحِيْحِ -এর আলোচনা : تَصْحِيْحٌ শব্দটি (تَفْعِيْلٌ -এর ওযনে) صِحَّةٌ হতে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ–

১. جَعْلُ الشَّئِ سَالِمًا مِنَ الْعُيُوْبِ তথা কোনো বস্তুকে দোষমুক্ত করা।
২. اَلسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوْبِ তথা দোষত্রুটি হতে মুক্ত হওয়া।
৩. تَكْوِيْنُ الْمَسَائِلِ سَلِيْمًا كَسْرَ السِّهَامِ তথা মাসয়ালাকে ভগ্নাংশমুক্ত করা।
৪. اِزَالَةُ السَّقَمِ مِنَ الْمَرِيْضِ বা অসুস্থ ব্যক্তি থেকে অসুস্থতা দূর করা।
৫. সুস্থ করা ইত্যাদি।
৬. সংশোধন করা।
৭. বিশুদ্ধ করা।

مَعْنَى التَّصْحِيْحِ اِصْطِلَاحًا :

تَصْحِيْح -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা সিরাজ উদ্দীন (র.) বলেন- هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِزَالَةِ الْكَسْرِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الرُّؤُوْسِ وَسِهَامِهِمْ حَقِيْقَةً أَوْ حُكْمًا
অর্থাৎ প্রাপক এবং তাদের নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংঘটিত ভগ্নাংশ দূরীভূত করাকে تَصْحِيْح বলে।

২. ড. ইয়াসিন আহমদ বলেন-

هُوَ أَنْ تَأْخُذَ السِّهَامَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَقَعَ الْكَسْرَةُ فِيْ نَصِيْبِ أَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ .

অর্থাৎ কোনো উত্তরাধিকারীর অংশে যেন ভগ্নাংশ সংঘটিত হতে না পারে এ শর্তে সর্বনিম্ন সংখ্যা থেকে অংশ গ্রহণ করাকে تَصْحِيْح বলে।

৩. কাওয়াদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- هُوَ إِزَالَةُ الْكُسُوْرِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّؤُوْسِ

মোদ্দা কথা, যখন অংশীদারদের অংশসমূহে ভগ্নাংশ হয় তখন যথাসম্ভব অপেক্ষাকৃত ছোট সংখ্যা দ্বারা এমনভাবে অংশ বের করতে হবে, যেন সকল অংশীদারদের মধ্যে শরিয়তের নির্ধারিত অংশ ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে বণ্টিত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ إِلَى سَبْعَةِ أُصُوْلٍ -এর আলোচনা : تَصْحِيْح বা ভগ্নাংশ দূর করে সমন্বিতভাবে অংশ নির্ধারণের মূলনীতি সাতটি। এ সাতটি নীতিমালার প্রথম তিনটি হলো, ওয়ারিশদের সংখ্যা ও তাদের প্রাপ্ত অংশের মাঝে; আর বাকি চারটি হলো, ওয়ারিশদের পারস্পরিক সদস্য সংখ্যার মাঝে গৃহীত নীতিমালা অনুযায়ী।

سِهَامٌ -এর পরিচয় : এটি سَهْمٌ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ঐ অংশ যা প্রত্যেক অংশীদার মূল মাসআলা হতে পেয়ে থাকে।

اَلرُّؤُوْسُ -এর পরিচিতি : رُؤُوْسٌ বহুবচন, একবচনে رَأْسٌ অর্থ- মাথা, শির। এখানে رُؤُوْسٌ দ্বারা উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যা বুঝানো হয়। সুতরাং তাসহীহ (শুদ্ধকরণ)-এর জন্য যে ৭ টি মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে তিনটি হলো উত্তরাধিকারী ও তাদের অংশ সম্পর্কে যা তাদের উপর বণ্টিত হয়।

أَمَّا الثَّلَاثَةُ فَأَحَدُهَا الخ -এর বিশ্লেষণ : প্রথম তিনটি হতে প্রথম মূলনীতি হলো এই যে, ভগ্নাংশ ব্যতীত প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অংশ তাদের উপর সমানভাবে বণ্টিত হবে। এমতাবস্থায় গুণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা এবং দু'কন্যাগণ জীবিত থাকা অবস্থায়, মাতা-পিতা প্রত্যেকের অংশ এক-ষষ্ঠাংশ এবং প্রত্যেক কন্যা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। মাসআলা ৬ দ্বারা শুরু হয়ে মাতা-পিতা প্রত্যেকে এক এবং দুই কন্যা প্রত্যেকে দুই, দুই পাবে। ভগ্নাংশ না হওয়ার কারণে তাসহীহ (শুদ্ধকরণ)-এর প্রয়োজন নেই। উপরোক্ত অবস্থায় তাসহীহ করার প্রয়োজন না থাকায় কেউ কেউ 'তাসহীহ'-এর মূলনীতি ৬ টি বর্ণনা করেন।

وَ الثَّانِيْ اِنِ انْكَسَرَ عَلٰى طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لٰكِنْ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَ رُؤُوْسِهِمْ مُوَافِقَةٌ فَيُضْرَبُ وِفْقُ عَدَدِ رُؤُوْسِ مَنِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَ عَوْلِهَا اِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَاَبَوَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ اَوْ زَوْجٍ وَ اَبَوَيْنِ وَ سِتِّ بَنَاتٍ۔

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় মূলনীতিটি হলো এই যে, যদি এক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য অংশ তাদের মাথাপিছু ভাগ করতে ভাঙ্গতে হয় কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা ও প্রাপ্য অংশের মধ্যে 'তাওয়াফুক' (কৃত্রিম)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে যে শ্রেণীর (উত্তরাধিকারীদের) অংশ ভগ্নাংশ হিসেবে পড়েছে, তাদের (উত্তরাধিকারীগণের) সংখ্যার উফুক (উৎপাদক) দ্বারা আসল মাসআলাকে গুণ করতে হবে। আর যদি মাসআলা আওল হয়, তাহলে আওল সংখ্যার মধ্যে গুণ করতে হবে। যেমন– মৃতের পিতা, মাতা ও দশ কন্যা অথবা স্বামী, মাতা, পিতা ও ছয় কন্যা থাকার ক্ষেত্রে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয় মূলনীতিটি হলো اِنِ انْكَسَرَ যদি ভগ্নাংশ হয়, ভাঙ্গতে হয় عَلٰى طَائِفَةٍ শ্রেণীর উপর وَاحِدَةٍ এক وَلٰكِنْ কিন্তু بَيْنَ سِهَامِهِمْ তাদের প্রাপ্য অংশের মধ্যে وَرُؤُوْسِهِمْ আর তাদের সংখ্যার মধ্যে مُوَافِقَةٌ তাওয়াফুকের সম্পর্ক হয় فَيُضْرَبُ তাহলে গুণ করা হবে وِفْقُ উফুক (উৎপাদক) দ্বারা عَدَدِ رُؤُوْسِ অংশীদারের সংখ্যার مَنِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ যাদের উপর ভগ্নাংশ হলো السِّهَامُ অংশসমূহ فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ আসল মাসআলাটিতে وَعَوْلِهَا তার (মাসআলার উপর) আওল সংখ্যাতে اِنْ كَانَتْ যদি হয় عَائِلَةً মাসআলাটি আওল كَاَبَوَيْنِ যেমন– পিতা-মাতা وَعَشْرِ بَنَاتٍ আর দশ কন্যা اَوْ زَوْجٍ অথবা স্বামী وَاَبَوَيْنِ ও পিতা-মাতা وَسِتِّ بَنَاتٍ ও ছয় কন্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ اِنِ انْكَسَرَ الخ-এর আলোচনা : আর দ্বিতীয় নীতি (সূত্র) হলো এই যে, যদি এক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের মধ্যে তাদের অংশগুলো ভগ্নাংশ আকারে বণ্টন পড়ে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা (মৌলিক) হিসেবে না পড়ে থাকে ; কিন্তু যদি ওয়ারিশগণের সংখ্যা ও তাদের অংশের সংখ্যার মধ্যে 'তাওয়াফুক' সম্পর্ক হয়, তাহলে এ শ্রেণীর ওয়ারিশদের সংখ্যার উফুক দ্বারা প্রকৃত মাসআলায় গুণ করবে যদি এই মাসআলা আওল না হয়, অন্যথা আওল সংখ্যায় গুণ করবে (যদি মাসআলা আওল হয়)। অতঃপর এ উফুক দ্বারা ওয়ারিশগণের অংশগুলোকে গুণ করবে। নিম্নে দু'টি মাসআলা দেওয়া হলো। সেগুলোর মধ্যে একটি আওল নয়, অন্যটি আওল।

(১) মাসআলা–৬, তাসহীহ–৩০

মৃত

পিতা	মাতা	১০ কন্যা
১/৫	১/৫	৪/২০

এ মাসআলায় দেখা গেল যে, ১০ কন্যার অংশ ৪। এ ৪ তাদের মধ্যে ভগ্নাংশ ব্যতীত বণ্টন হবে না। এ ৪ এবং ১০ -কে ২ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য করে দেওয়া যায়, কাজেই উভয়ের মধ্যে 'তাওয়াফুক বিননিসফি' এর সম্পর্ক। আর ১০-এর উফুক ৫। সুতরাং ৫-কে ৬-এর মধ্যে গুণ করলে ৩০ হবে। অতঃপর ৫ দ্বারা অংশকে বাড়ানো হয়েছে।

(২) মাসআলা–১২, আওল–১৫, তাসহীহ–৪৫

মৃত

স্বামী	পিতা	মাতা	৬ কন্যা
৩/৯	২/৬	২/৬	৮/২৪

এ মাসআলায় স্বামীর অংশ এক-চতুর্থাংশ ১/৪ এবং মাতা-পিতার প্রত্যেকের এক-ষষ্ঠাংশ ১/৬ করে, আর কন্যাগণ দুই তৃতীয়াংশ ২/৩ করে পাবে। কাজেই মাসআলা ১২ দ্বারা হয়ে ১৫-এর প্রতি আওল হবে। আর ছয় কন্যার উপর তাদের অংশ ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টিত হয়েছে। এজন্য ৬-এর উফুক ৩ দ্বারা ১৫-কে গুণ করলে ৪৫ হবে। স্বামী পাবে ৯, পিতামাতা প্রত্যেকে ৬, ৬ এবং কন্যাগণ পাবে ২৪।

قَوْلُهُ اِنِ انْكَسَرَ-এর বিশ্লেষণ : اِنْكِسَارٌ শব্দটি বাবে اِنْفِعَالٌ থেকে وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ-এর সীগাহ كَسْرٌ মূলবর্ণ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ– ভগ্নাংশ হওয়া। যেমন– ১ ১/২, ২ ১/২ ও ৩ ৩/৪ ইত্যাদি। ইলমে ফারায়েযে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ হিসেবে কখনো ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন হয় না; বরং এ ক্ষেত্রে ল. সা. গু নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। আর নির্দিষ্ট মূলনীতির আলোকে গুণের মাধ্যমে ভগ্নাংশ দূর করাকে تَصْحِيْحٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ طَائِفَةٌ-এর ব্যাখ্যা : طَائِفَةٌ শব্দের অর্থ– গোত্র, শ্রেণী, দল। ওয়ারিশদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশের অধিকারী এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গকে এক একটি طَائِفَةٌ বলে। যেমন– কন্যা যতজন হোক এক طَائِفَةٌ পুত্রগণ এক طَائِفَةٌ এমনিভাবে পিতা, মাতা, বোন, ভাই প্রত্যেকেই এক একটি طَائِفَةٌ তথা দলের অন্তর্ভুক্ত।

وَالثَّالِثُ اَنْ لَاتَكُوْنَ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَ رُؤُوْسِهِمْ مُوَافِقَةٌ فَيُضْرَبُ كُلُّ عَدَدِ رُؤُوْسِ مَنِ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وعَوْلِهَا اِنْ كَانَتْ عَائِلَةً كَاَبٍ وَاُمٍّ وَخَمْسِ بَنَاتٍ اَوْ زَوْجٍ اَوْ خَمْسِ اَخَوَاتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ ـ وَاَمَّا الْاَرْبَعَةُ فَاَحَدُهَا اَنْ يَّكُوْنَ الْكَسْرُعَلٰى طَائِفَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ وَلٰكِنْ بَيْنَ اَعْدَادِ رُؤُوْسِهِمْ مُمَاثِلَةٌ فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُضْرَبَ اَحَدُ الْاَعْدَادِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ مِثْلُ سِتِّ بَنَاتٍ وَثَلٰثِ جَدَّاتٍ وَثَلٰثَةِ اَعْمَامٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় মূলনীতি হলো এই যে, উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টিত অংশ ও তাদের সংখ্যার মধ্যে 'তাওয়াফুক' সম্পর্ক হবে না। তখন যে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টন সমানভাবে মিলবে না, তাদের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলা গুণ করবে। আর যদি মাসআলা আওল হয়, তাহলে তাদের পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা আওল সংখ্যায় গুণ করবে। যেমন–পিতা, মাতা এবং ৫ কন্যা বা স্বামী বা সহোদর ৫ ভাই।

وَاَمَّا الْاَرْبَعَةُ : আর শেষ চার মূলনীতির প্রথম মূলনীতি হলো এই যে, দুই বা ততোধিক শ্রেণীর মধ্যে ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টন হবে; কিন্তু উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে 'তামাছুল'-এর সম্পর্ক অর্থাৎ তাদের সংখ্যাসমূহ পরস্পর সমান, তখন নিয়ম হলো যে, মূল মাসআলার যে কোনো এক শ্রেণীর অংশীদারদের সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করতে হবে। যেমন–৬ কন্যা, ৩ দাদী-নানী ও ৩ চাচা আছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثُ আর তৃতীয় মূলনীতিটি হলো اَنْ لَا تَكُوْنَ হবে না بَيْنَ سِهَامِهِمْ তাদের অংশসমূহের মধ্যে وَرُؤُوْسِهِمْ এবং তাদের (অংশীদারদের) সংখ্যার মাঝে مُوَافِقَةٌ তাওয়াফুকের সম্পর্ক فَيُضْرَبُ তখন গুণ করা হবে كُلُّ প্রত্যেক عَدَدِ رُؤُوْسِ অংশীদারের সংখ্যা مَنِ انْكَسَرَتْ যে ভগ্নাংশ হয় عَلَيْهِمُ তাদের উপর السِّهَامُ অংশসমূহ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলায় وَعَوْلِهَا আর এর আওলের সাথে اِنْ كَانَتْ যদি মাসআলা হয় عَائِلَةً আওল كَاَبٍ যেমন পিতা وَاُمٍّ ও মাতা وَخَمْسِ بَنَاتٍ আর পাঁচ কন্যা اَوْ زَوْجٍ অথবা স্বামী وَخَمْسِ اَخَوَاتٍ ও পাঁচ বোন لِاَبٍ وَاُمٍّ পিতা আর মাতার দিক থেকে তথা সহোদরা বোন وَاَمَّا الْاَرْبَعَةُ আর শেষ চারটি মূলনীতির فَاَحَدُهَا প্রথম মূলনীতি হলো اَنْ يَّكُوْنَ الْكَسْرُ ভগ্নাংশ হওয়া عَلٰى طَائِفَتَيْنِ দুই শ্রেণীর উপর اَوْ اَكْثَرَ অথবা অধিক وَلٰكِنْ কিন্তু بَيْنَ মাঝে اَعْدَادِ رُؤُوْسِهِمْ তাদের (অংশীদারগণের) সংখ্যাসমূহ مُمَاثِلَةٌ তামাছুল (সাদৃশ্যতা) এর সম্পর্ক فَالْحُكْمُ فِيْهَا তখন এটার (বিধান) হলো اَنْ يُضْرَبَ গুণ করতে হবে اَحَدُ যে কোনো একটিকে الْاَعْدَادِ সংখ্যাসমূহের فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলায় مِثْلُ যেমন سِتِّ بَنَاتٍ ছয় কন্যা وَثَلٰثِ جَدَّاتٍ ও তিন দাদী وَثَلٰثَةِ اَعْمَامٍ ও তিন চাচা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ اَنْ لَاتَكُوْنَ الخ -এর বিশ্লেষণ : ওয়ারিশগণের এক শ্রেণীর উপর অংশ ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টন হলে এবং অংশীদারদের প্রাপ্ত অংশ ও তাদের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক-এর সম্পর্ক না হওয়া অবস্থায় 'তাদাখুল'-এর সম্পর্কও হবে না। কেননা তাদাখুল তাওয়াফুক-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আর 'তামাছুল'-এর সম্পর্ক হওয়া অবস্থায় ওয়ারিশগণের উপর ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টন হয় না, কাজেই তখন তাবায়ুন সম্পর্ক হবে। এমতাবস্থায় যদি মাসআলা আওল না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ অংশীদারদের সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করতে হবে। যেমন–

মাসআলা–৬, তাহসীহ–৩০

মৃত

পিতা	মাতা	৫ কন্যা
১/৫	১/৫	৪/২০

উপরোক্ত মাসআলায় দেখা গেল যে, ৫ কন্যার অংশ ৪ আর ৫ ও ৪-এর মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক। কাজেই ৫ দ্বারা মূল মাসআলা ৬-কে গুণ করলে ৩০ হবে। ৫ দ্বারা ৪-কে গুণ করলে ২০ হবে এবং ১-কে গুণ দিলে ৫ হবে।

মাসআলা–৬, আওল–৭, তাসহীহ–৩৫

মৃত

স্বামী	৫ সহোদরা বোন
৩/১৫	৪/২০

উপরোক্ত মাসআলায় দেখা গেল যে, ৫ বোনের অংশ ৪ এবং মাসআলা আওল হয়ে ৬ হতে ৭ হয়ে গেল। এ নীতি অনুযায়ী ৫-কে ৭ দ্বারা গুণ দেওয়ায় ৩৫ হলো। অতঃপর ৫ দ্বারা ৪-কে গুণ করে ২০ এবং ৩-কে গুণ করে ১৫ নেওয়া হলো।

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ فَأَحَدُهَا الخ -এর বিশ্লেষণ : আর যদি ওয়ারিশগণের দুই শ্রেণী বা ততোধিকের উপর অংশসমূহ ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টন হয় এবং এক শ্রেণীর অংশীদারগণের সংখ্যা অন্য শ্রেণীর অংশীদারদের সমান সংখ্যা হয়, তাহলে কোনো এক শ্রেণীর অংশীদারদের সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করবে। যেমন—

মাসআলা–৬, তাসহীহ–১৮

মৃত

৬ কন্যা	৩ দাদী-নানী	৩ চাচা
৪/১২	১/৩	১/৩

উপরোক্ত মাসআলায় দেখা গেল যে, ৬ কন্যার অংশ ৪। কিন্তু ৬ এবং ৪-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক'-এর সম্পর্ক। ৬ -এর উফুক ৩ আর ৩-এর উপর ৪ সমানভাবে বণ্টিত হয় না এবং ৩ চাচার উপর ১ বণ্টন হয় না। এজন্য ওয়ারিশগণের দুই শ্রেণীর উপর ভগ্নাংশ হিসাবে বণ্টন হয়। কিন্তু উভয় সংখ্যা ৩, কাজেই এক ৩ দ্বারা ৬-কে গুণ করলে ১৮ হয়ে যাবে। অতঃপর এ ৩ দ্বারা ৪-কে গুণ করলে ১২ এবং ১-কে গুণ করলে ৩ হবে। অতঃপর আর কোনো অংশীদারের অংশ ভগ্নাংশ রইল না। কন্যাগণ প্রত্যেকে ২ করে, দাদী ও নানীগণকে ১, ১ করে এবং চাচাগণ প্রত্যেককে ১, ১ করে দেওয়া হলো।

وَالثَّانِي اَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ الْاَعْدَادِ مُتَدَاخِلًا فِي بَعْضٍ فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُضْرَبَ اَكْثَرُ الْاَعْدَادِ فِي اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ مِثْلُ اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلْثِ جَدَّاتٍ وَاِثْنَا عَشَرَ عَمًّا وَالثَّالِثُ اَنْ يُوَافِقَ بَعْضُ الْاَعْدَادِ بَعْضًا فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُضْرَبَ وَفْقُ اَحَدِ الْاَعْدَادِ فِي جَمِيْعِ الثَّانِي ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ اَنْ يُوَافِقَ الْمَبْلَغُ الثَّالِثَ وَاِلَّا فَالْمَبْلَغُ فِي جَمِيْعِ الثَّالِثِ ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الرَّابِعِ كَذٰلِكَ ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَمَانِي عَشَرَ بِنْتًا وَخَمْسَ عَشَرَةَ جَدَّةً وَسِتَّةِ اَعْمَامٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো এই যে, কোনো কোনো শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা অপর শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, অর্থাৎ একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করবে (পাটিগণিতের নিয়মে এটাকে উৎপাদক বলে)। এটার হুকুম হলো এই যে, উত্তরাধিকারীগণের বড় সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করবে। যেমন– ৪ স্ত্রী, ৩ দাদী-নানী এবং ১২ জন চাচা আছে।

আর তৃতীয় মূলনীতি হলো এই যে, উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কোনো কোনো উত্তরাধিকারীর সংখ্যা পরস্পর মুয়াফিক হবে। এটার হুকুম হলো, এক সংখ্যার উফুক (উৎপাদক) দ্বারা সম্পূর্ণ দ্বিতীয় সংখ্যাকে গুণ করবে। অতঃপর উক্ত গুণফলকে তৃতীয় সংখ্যার উফুক দ্বারা গুণ করবে, যদি গুণফল এবং তৃতীয় সংখ্যা পরস্পর 'মুয়াফিক' সম্পর্ক হয়। আর যদি মুয়াফিক না হয়, তাহলে পূর্ণ তৃতীয় সংখ্যা দ্বারা গুণ করবে। অতঃপর সে ক্রমিক গুণফল দ্বারা এমনিভাবে চতুর্থ সংখ্যার মধ্যে গুণ করবে অর্থাৎ যদি ক্রমিক গুণফল চতুর্থ সংখ্যার মুয়াফিক হয়, তাহলে চতুর্থ সংখ্যার উফুক-এর সাথে গুণ দেবে। আর না হয় পূর্ণ চতুর্থ সংখ্যার সাথে গুণ করবে। অতঃপর শেষ গুণফল দ্বারা মূল মাসআলা গুণ করবে। যেমন– ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী-নানী এবং ৬ চাচা বর্তমান থাকা অবস্থায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো এই যে اَنْ يَكُوْنَ হবে بَعْضُ الْاَعْدَادِ কোনো শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের مُتَدَاخِلًا পরস্পরে অন্তর্ভুক্ত, প্রবেশকারী فِي الْبَعْضِ অপর শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে فَالْحُكْمُ فِيْهَا তাহলে তার হুকুম হলো এই যে اَنْ يُضْرَبَ গুণ করা হবে اَكْثَرُ الْاَعْدَادِ তুলনামূলক বড় সংখ্যা দ্বারা فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলাকে مِثْلُ যেমন اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ চার স্ত্রী وَثَلْثِ جَدَّاتٍ তিন দাদী وَاِثْنَا عَشَرَ عَمًّا আর বার চাচা وَالثَّالِثُ আর তৃতীয় মূলনীতি হলো এই যে اَنْ يُوَافِقَ মুয়াফিক হবে (অনুকূল হওয়া) بَعْضُ الْاَعْدَادِ কোনো কোনো উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা بَعْضًا অপরটির সাথে فَالْحُكْمُ فِيْهَا আর এটার হুকুম হলো اَنْ يُضْرَبَ গুণ করা হবে وَفْقُ اَحَدِ الْاَعْدَادِ সংখ্যার উফুক দ্বারা فِيْ جَمِيْعِ সম্পূর্ণের মধ্যে الثَّانِيْ দ্বিতীয়টির ثُمَّ مَا بَلَغَ অতঃপর যা পৌছল তা فِيْ وَفْقِ উফুকের মধ্যে الثَّالِثِ তৃতীয় শ্রেণীর اَنْ وَافَقَ যদি মুয়াফিক (অনুকুল) হয় الْمَبْلَغُ গুণফলের الثَّالِثَ তৃতীয়টি وَاِلَّا আর তা না হলে فَالْمَبْلَغُ অতঃপর গুণফল فِيْ جَمِيْعِ الثَّالِثِ সম্পূর্ণ তৃতীয়টিতে ثُمَّ الْمَبْلَغُ অতঃপর গুণফল فِي الرَّابِعِ চতুর্থটির মধ্যে كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে ثُمَّ الْمَبْلَغُ অতঃপর গুণফলটি فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলার সাথে كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ যেমন চার স্ত্রী وَثَمَانِيْ عَشَرَةَ بِنْتًا আর আঠার কন্যা وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَدَّةً এবং পনেরো দাদী وَسِتَّةِ اَعْمَامٍ আর ছয় চাচা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ اَنْ يَكُوْنَ الخ -এর বিশ্লেষণ : যে সকল শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অংশ ভগ্নাংশ হয়, ঐ সকল শ্রেণী হতে এক সংখ্যা অন্য সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চিত্র এই—

মাসআলা–১২, তাসহীহ–১৪৪

মৃত

৪ স্ত্রী	৩ দাদী	১২ চাচা
৩	২	৭
৩৬	২৪	৮৪

এ মাসআলা দেখা গেল যে, স্ত্রীদের অংশ এক-চতুর্থাংশ দাদীদের অংশের সাথে মিলিত হওয়ার কারণে মাসআলা ১২ দ্বারা আরম্ভ হবে। আর চার স্ত্রী ৩ পাবে, তিন দাদী ২ পাবে এবং বারো চাচা ৭ পাবে। আর ৪ এবং ৩-এর মধ্যে, ৩ এবং ২-এর মধ্যে ও ৭ এবং ১২-এর মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক, কিন্তু ১২ সংখ্যা ৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হয় এবং ৪ দ্বারাও বিভাজ্য হয়। সুতরাং বড় সংখ্যা ১২-কে ১২ দ্বারা গুণ দেওয়ায় ১৪৪ এ মাসআলার তাসহীহ হলো। ৪ স্ত্রীর অংশ (৩ ×১২) = ৩৬ (প্রত্যেকে ৯ করে পাবে)। ৩ দাদীর অংশ (২ × ১২) = ২৪ (প্রত্যেকে ৮ করে পাবে) ১২ চাচার অংশ (৭ × ১২) = ৮৪ (প্রত্যেকে ৭ করে পাবে)।

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ اَنْ يُوَافِقَ الخ -এর বিশ্লেষণ : তাসহীহের ষষ্ঠ তথা শেষ চারটি মূলনীতির মধ্যে তৃতীয়টি হলো, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর অংশ ভগ্নাংশ হয়, কিন্তু উত্তরাধিরকারীদের সংখ্যায় تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেমন–

১. এক শ্রেণীর সংখ্যার وَفْقْ -কে দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে।

২. অতঃপর প্রাপ্ত গুণফলকে তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যার وَفْقْ -এর সাথে গুণ করতে হবে, যদি এদের মাঝে تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক হয়।

৩. আর যদি تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক না হয়ে تَبَايُنْ -এর সম্পর্ক হয়, তবে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যার সাথে গুণ করতে হবে। অনুরূপ নিয়মে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত গুণ করতে হবে।

৪. অবশেষে যে গুণফল দাঁড়বে তা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করতে হবে।

উদাহরণ : ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী, ৬ চাচা।

মাসআলা–২৪, তাসহীহ–৪৩২০

মৃত

৪ স্ত্রী	১৮ কন্যা	১৫ দাদী-নানী	৬ চাচা
৩	১৬	৪	১
৫৪০	২৮৮০	৭২০	১৮০

উপরোক্ত মাসআলায় তোমরা দেখা গেল যে, স্ত্রীদের অংশ এক-অষ্টমাংশ, কন্যাদের অংশ দুই-তৃতীয়াংশ এবং দাদীদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশ হওয়ার কারণে মাসআলা ২৪ দ্বারা শুরু হবে। আর স্ত্রীগণ ৩ পাবে, কন্যাগণ ১৬ এবং দাদীগণ ৪। আর ৩ ও ৪ ; ৪ ও ১৫ এবং ১ ও ৬-এর মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক। আর ১৬ এবং ১৮-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক' এর সম্পর্ক। আর উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা হলো– ৪, ১৮, ১৫, ৬। প্রথমে এ চারটি সংখ্যার মধ্যে যে কোনো দুটির পরস্পর লক্ষ্য করি। ৬ ও ১৫-কে নির্বাচন করলাম, কারণ এদের মাঝে تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক রয়েছে। অতঃপর যে কোনো একটির وَفْقْ-কে অন্যটিতে গুণ করি। যেমন– ১৫-এর وَفْقْ ৫ তাই ৬×৫ = ৩০ অথবা ৬-এর وَفْقْ ২। সুতরাং ১৫×২ = ৩০। এখন গুণফল ৩০ ও ১৮-এর প্রতি লক্ষ্য করি, তাদের মাঝে تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক। ১৮-এর وَفْقْ ৩ সুতরাং ৩০×৩ = ৯০ অথবা ৩০-এর وَفْقْ ৫। তাই গুনফল ১৮×৫ = ৯০। এরপর ৯০ ও ৪-এর প্রতি তাকাই। এদের মাঝেও تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক। ৪-এর وَفْقْ ২ সুতরাং গুণফল ৯০×২ = ১৮০ অথবা ৯০ -এর وَفْقْ ৪৫ কাজেই গুণফল ৪৫×৪ = ১৮০। এখন ১৮০-কে মূল মাসআলাতে গুণ করি। অতএব নির্ণেয় তাসহীহ ১৮০×২৪ = ৪৩২০।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় তাসহীহের সহজ নিয়ম হলো, উত্তরাধিকারীগণের সংখ্যাসমূহের ল. সা. গু বের করে তা মূল মাসআলায় গুণ করতে হবে। যেমন–

```
২ | ৪,  ১৮,  ১৫,
  ----------------
৩ | ২,  ৯,  ৩
  ----------------
    ২, ৩,  ৫,  ১
```

সুতরাং নির্ণেয় ল. সা. গু (২ × ৩ × ২ ×৩ ×৫) = ১৮০

অতএব, নির্ণেয় তাসহীহ (১৮০ × ২৪) = ৪৩২০

وَالرَّابِعُ اَنْ تَكُوْنَ الْاَعْدَادُ مُتَبَائِنَةً لَا يُوَافِقُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَالْحُكْمُ فِيْهَا اَنْ يُضْرَبَ اَحَدُ الْاَعْدَادِ فِيْ جَمِيْعِ الثَّانِيْ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِيْ جَمِيْعِ الثَّالِثِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِيْ جَمِيْعِ الرَّابِعِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَامْرَأَتَيْنِ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَعَشْرِ بَنَاتٍ وَسَبْعَةِ اَعْمَامٍ۔

সরল অনুবাদ : চতুর্থ নীতি এই যে, সংখ্যাসমূহ যদি পরস্পর তাবায়ুন বা মৌলিক হয়– কোনোটিই পরস্পর মুয়াফিক (উৎপাদক) না হয়, তাহলে এদের যে কোনোটিকে অপরটি দ্বারা গুণ করা হবে। অতঃপর সে অর্জিত গুণফল দ্বারা তৃতীয় সংখ্যাকে গুণ করা হবে। এভাবে এই অর্জিত গুণফল দ্বারা চতুর্থ সংখ্যাকে গুণ করা হবে। অতঃপর সে ক্রমিক গুণফল দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করবে। যেমন– মৃত ব্যক্তির ২ স্ত্রী, ৬ দাদী-নানী, ১০ কন্যা এবং ৭ চাচা রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالرَّابِعُ আর চতুর্থ নীতি এই যে اَنْ تَكُوْنَ হওয়া الْاَعْدَادُ সংখ্যাসমূহের مُتَبَائِنَةً তাবায়ুন তথা পরস্পর বিরোধী لَا يُوَافِقُ পরস্পর মুয়াফিক হবে না بَعْضُهَا তার কোনোটি بَعْضًا অন্যটির فَالْحُكْمُ তাহলে বিধান হলো فِيْهَا তার ব্যাপারে اَنْ يُضْرَبَ গুণ করা হবে اَحَدُ الْاَعْدَادِ সংখ্যাসমূহের কোনো একটি فِيْ جَمِيْعِ الثَّانِيْ দ্বিতীয় সম্পূর্ণটিতে ثُمَّ অতঃপর مَا بَلَغَ যাতে পৌছবে (অর্জিত গুণফল) فِيْ جَمِيْعِ الثَّالِثِ সম্পূর্ণ তৃতীয়টিতে ثُمَّ مَا بَلَغَ অতঃপর অর্জিত গুণফল দ্বারা গুণ করা হবে فِيْ جَمِيْعِ الرَّابِعِ সম্পূর্ণ চতুর্থটিতে ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ অতঃপর যাতে মিলিত হয় (যে গুণফল হয়) فِيْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলার মধ্যে كَامْرَأَتَيْنِ যেমন দু'জন স্ত্রী وَسِتِّ جَدَّاتٍ এবং ছয় দাদী وَعَشْرِ بَنَاتٍ এবং দশ কন্যা وَسَبْعَةِ اَعْمَامٍ আর সাত চাচা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ اَنْ تَكُوْنَ الْاَعْدَادُ الخ **-এর আলোচনা :** তাসহীহের সপ্তম তথা শেষ চার প্রকারের চতুর্থতম মূলনীতি হলো, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অংশে ভগ্নাংশ হয় এবং প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশগণের সংখ্যার মধ্যে পরস্পর تَبَايُنْ -এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রথমে যে কোনো এক শ্রেণীর সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে। অনুরূপভাবে অর্জিত গুণফল দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত গুণফলকে মূল মাসআলায় গুণ করে তাসহীহ নির্ণয় করতে হবে।

উদাহরণ : ২ স্ত্রী, ৬ দাদী, ১০ কন্যা ও ৭ চাচা।

মাসআলা–২৪, তাসহীহ–৫০৪০

মৃত

২ স্ত্রী	৬ দাদা-নানী	১০ কন্যা	৭ চাচা
৩	৪	১৬	১
৬৩০	৮৪০	৩৩৬০	২১০

উপরোক্ত চিত্রে ওয়ারিশদের সংখ্যা যথাক্রমে ২, ৬, ১০ ও ৭ এদের মধ্যে ২ ও ৬ এর মধ্যে তাদাখুল সম্পর্ক, তাই নিয়মানুসারে উভয়ের বড় সংখ্যা ৬ নেওয়া হলো। অতঃপর ৬ ও ১০ এর মধ্যে তাওয়াফুকের সম্পর্ক অর্থাৎ ৬ এর ওয়াফক হলো ৩ আর ১০ এর ওয়াফক (উৎপাদক) হলো ৫। সুতরাং যে কোনো একটির ওয়াফক দ্বারা অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে গুণ করলে গুণফল দাড়ায় ৬×৫ = ৩০ অথবা ৩×১০ = ৩০, অতঃপর ৩০ এর সাথে চাচাদের সংখ্যা ৭ এর সাথে তাবায়ুনের সম্পর্ক। সুতরাং এ ৩০-কে চাচার সংখ্যা ৭-এর মধ্যে গুণ করায় ২১০ হলো। আর এ ২১০-কে মূল মাসআলা ২৪-এর মধ্যে গুণ করায় ৫০৪০ হলো। এটাই এ মাসআলার তাসহীহ।

অতঃপর ২১০ দ্বারা স্ত্রীদের অংশ ৩-কে গুণ করায় ৬৩০ হলো, আর দাদীগণের অংশ ৪-কে গুণ করায় ৮৪০ হলো, আর কন্যাদের অংশ ১৬-কে গুণ করায় ৩৩৬০ হলো এবং চাচাদের অংশ ১-কে গুণ করায় ২১০ হলো। আর এ ২১০-কে সাত চাচার মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেকের অংশ ৩০ হবে। ৩৩৬০-কে দশ কন্যার মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেকের অংশ ৩৩৬ হবে। ৮৪০-কে ৬ দাদীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেকের অংশ ১৪০ হবে এবং ৬৩০-কে দুই স্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেক স্ত্রীর অংশ ৩১৫ হবে। সুতরাং জানা গেল যে, তাসহীহ করার পর আর কোনো শ্রেণীর অংশে ভগ্নাংশ রইল না।

فَصْلٌ وَ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَعْرِفَ نَصِيْبَ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنَ التَّصْحِيْحِ فَاضْرِبْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فِىْ مَا ضَرَبْتَهُ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَمَا حَصَلَ كَانَ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ وَ اِذَا اَرَدْتَّ اَنْ تَعْرِفَ نَصِيْبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ فَاقْسِمْ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِّنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ عَلٰى عَدَدِ رُؤُوْسِهِمْ ثُمَّ اضْرِبِ الْمَضْرُوْبِ فَالْحَاصِلُ نَصِيْبُ الْخَارِجَ فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ وَ وَجْهٌ اٰخَرُ وَ هُوَ اَنْ تَقْسِّمَ الْمَضْرُوْبَ عَلٰى اَىِّ فَرِيْقٍ شِئْتَ ثُمَّ اضْرِبِ الْخَارِجَ فِىْ نَصِيْبِ الْفَرِيْقِ الَّذِىْ قَسَّمْتَ عَلَيْهِمُ الْمَضْرُوْبَ فَالْحَاصِلُ نَصِيْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ -

পরিচ্ছেদ

সরল অনুবাদ : যখন তুমি তাসহীহ হতে প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ নির্ণয় করতে ইচ্ছা কর, তখন প্রত্যেক শ্রেণীর মূল মাসআলা হতে যা প্রাপ্য হয়েছে সে সংখ্যাকে ঐ সংখ্যার মধ্যে গুণ করে দাও যে সংখ্যা মূল মাসআলায় গুণ করে তাসহীহ করেছ। আর সে গুণফলই প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ হবে। আর যখন প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ নিরূপণ করতে ইচ্ছা করবে, তখন মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক শ্রেণী যা পেয়েছে তাকে উক্ত শ্রেণীর অংশীদারদের সংখ্যা হিসেবে ভাগ করে দাও, অর্থাৎ উক্ত শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে দাও। অতঃপর ভাগ করলে যা বের হবে তাকে 'মাযরূব' (তাসহীহ করার সময় যে সংখ্যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করা হয়েছে)-এর মধ্যে গুণ করে দাও। আর এ গুণফলই সে শ্রেণীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ হবে। আর অন্য নীতি হলো এই যে, যে শ্রেণীতে ভাগ করতে চাবে সে শ্রেণীতে 'মাযরূব'কে ভাগ করে দাও। অতঃপর সে ভাগফল দ্বারা সে শ্রেণীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশকে গুণ করো, যে শ্রেণীর উপর তুমি 'মাযরূব'কে ভাগ করেছে। এ নির্ণয়ের গুণফলই সে শ্রেণীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অংশ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا اَرَدْتَّ আর যখন তুমি ইচ্ছা করো اَنْ تَعْرِفَ তুমি জানতে বা নির্ণয় করতে نَصِيْبَ উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ كُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর مِنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ (বিশুদ্ধ বণ্টন সংখ্যা) হতে فَاضْرِبْ তাহলে তুমি গুণ করে দাও مَا كَانَ যা প্রাপ্য হয়েছে لِكُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর (জন্যে) مِنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলা হতে فِىْ مَاضَرَبْتَهُ তুমি যা গুণ করলে (তার মধ্যে) اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলাতে فَمَا حَصَلَ অতঃপর যা অর্জন হলো كَانَ তাই প্রাপ্য অংশ হবে ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ ঐ শ্রেণীর وَاِذَا اَرَدْتَّ আর যখন তুমি ইচ্ছা করবে اَنْ تَعْرِفَ জানতে নিরূপণ করতে نَصِيْبَ অংশ كُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকের مِنْ اٰحَادِ স্বতন্ত্রভাবে বা এককসমূহ থেকে ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ ঐ শ্রেণীর فَاقْسِمْ তাহলে তুমি ভাগ করে দাও مَا كَانَ যা (ছিল) পেয়েছে لِكُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেকের জন্যে مِنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলা হতে عَلٰى عَدَدِ সংখ্যা হিসেবে رُؤُوْسِهِمْ তাদের মাথাপিছু ثُمَّ اضْرِبِ অতঃপর তুমি গুণ করে দাও الْخَارِجَ যা বের হবে বা প্রাপ্ত অংশ (ভাগফল) فِى الْمَضْرُوْبِ গুণকৃত সংখ্যার মধ্যে فَالْحَاصِلُ অতঃপর এই অর্জিত (গুণফল) সংখ্যা نَصِيْبُ অংশ হবে كُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকের مِّنْ اٰحَادِ স্বতন্ত্র (এককসমূহ থেকে) ذَالِكَ الْفَرِيْقِ ঐ শ্রেণীর وَوَجْهٌ اٰخَرُ অন্য আরেকটি

নিয়ম নীতি وَهُوَ আর তা হলো اَنْ تُقَسِّمَ তুমি ভাগ করে দাও اَلْمَضْرُوْبَ গুণকৃত সংখ্যা عَلٰى اَيِّ فَرِيْقٍ যে শ্রেণীর উপর شِئْتَ তুমি (বোঘ করতে) ইচ্ছা করো ثُمَّ اضْرِبْ অতঃপর তুমি গুণ করো اَلْخَارِجَ প্রাপ্ত অংশ (সে ভাগফল) فِيْ نَصِيْبِ অংশে ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ সে শ্রেণীর الَّذِيْ قَسَّمْتَ عَلَيْهِمْ যে শ্রেণীর তুমি বণ্টন করলে اَلْمَضْرُوْبَ গুণকৃত সংখ্যা فَالْحَاصِلُ অতঃপর অর্জিত সংখ্যা نَصِيْبُ অংশ كُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকের مِنْ اٰحَادِ এককসমূহ থেকে (স্বতন্ত্রসমূহ থেকে) ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ সে শ্রেণীর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ اِذَا اَرَدْتَ الخ -এর আলোচনা : গ্রন্থকার (র.) তাসহীহ এর নীতিমালা আলোচনা শেষে এখানে তাসহীহ হতে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক অংশীদারের অংশ দেওয়ার নীতিমালা ও পদ্ধতি আলোচনা শুরু করেছেন। উত্তরাধিকারীদের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ বের করার নিয়ম হলো, প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিশগণ মূল মাসআলা থেকে যে অংশ পেয়েছে, তাকে ঐ সংখ্যার সাথে গুণ করতে হবে, যা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করা হয়েছে। যেমন– মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের মধ্যে– ২ স্ত্রী, ৬ দাদী, ১০ কন্যা এবং ৭ চাচা জীবিত আছে।

মাসআলা–২৪ তাসহীহ– ৫০৪০ (مَضْرُوْب - ২১০)

মৃত

২ স্ত্রী	৬ দাদী	১০ কন্যা	৭ চাচা
৩	৪	১৬	১
৬৩০	৮৪০	৩৩৬০	২১০

এখানে মাসআলা ২৪ দ্বারা শুরু হয়ে ২ স্ত্রী–৩, ৬ দাদী–৪, ১০ কন্যা–১৬ এবং ৭ চাচা–১ পেয়েছে। প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যার উপর অংশ ভগ্নাংশ হওয়ার কারণে তাসহীহ'র শেষ সূত্র অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যাকে গুণ করা হলো। অতঃপর নির্ণেয় গুণফল দ্বারা তৃতীয় শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যাকে গুণ করা হলো। অতঃপর নির্ণেয় গুণফল দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর অংশীদারের সংখ্যাকে গুণ করার পর ২১০ হলো। এ ২১০ দ্বারা ২৪-কে গুণ করা হলো। কাজেই ২১০ দ্বারা ২ স্ত্রীর অংশ ৩-কে গুণ করার পর ৬৩০ হলো, যা স্ত্রীদের অংশ। আর দাদীদের অংশ ৪-কে ২১০ দ্বারা গুণ করায় ৮৪০ হলো, যা দাদীদের অংশ। আর কন্যাদের অংশ ১৬-কে ২১০ দ্বারা গুণ করায় ৩৩৬০ হলো, তা কন্যাদের অংশ। আর চাচাদের অংশ ১-কে ২১০ দ্বারা গুণ করায় ২১০ হলো, তা চাচাদের অংশ।

অতঃপর যখন জানতে চাইবে যে, ৬৩০ হতে কোন স্ত্রী কত করে পাবে। তখন মূল মাসআলা ২৪ হতে দুই স্ত্রী যখন তিন পেল, তখন প্রত্যেকে দেড় করে পাবে। আর এ দেড় দ্বারা ২১০-এর মধ্যে গুণ করলে ৩১৫ হয়ে যাবে, যা এক স্ত্রীর অংশ ($১\frac{১}{২} \times ২১০ = ৩১৫$)। এভাবে প্রত্যেকের অংশ বের হয়ে আসবে।

আর প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির আলাদা অংশ নির্ণয়ের দ্বিতীয় নীতি হলো এই যে, এ ২১০-কে যেমন ২ স্ত্রীর উপর বণ্টন করলে প্রত্যেকে ১০৫ করে পাবে। অতঃপর ১০৫-কে যদি মূল মাসআলা হতে প্রাপ্ত স্ত্রীদের অংশ ৩ দিয়ে গুণ করলে ৩১৫ হবে। সুতরাং এ ৩১৫ প্রত্যেক স্ত্রীর অংশ।

এভাবে ২১০-কে যদি ৬ দাদীর উপর বণ্টন করা হয়, তাহলে প্রত্যেকে ৩৫ করে পাবে। অতঃপর এ ৩৫-কে মূল মাসআলা হতে প্রাপ্তাংশ ৪ দ্বারা গুণ করলে ১৪০ হবে। এটা প্রত্যেক দাদীর অংশ, এভাবে কন্যা ও চাচাদের অংশ আন্দাজ করে বের করো।

وَ وَجْهٌ اٰخَرُ وَهُوَ طَرِيْقُ النِّسْبَةِ وَهُوَ الْاَوْضَحُ وَهُوَ اَنْ تَنْسِبَ سِهَامَ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ اِلٰى عَدَدِ رُؤُوْسِهِمْ مُفْرَدًا ثُمَّ تُعْطِىْ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْمَضْرُوْبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اٰحَادِ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ .

সরল অনুবাদ : আর অপর আরেকটি নীতি হলো এই যে, প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির অংশকে নির্ণয় করার নীতি হলো সম্পর্কের নীতি। আর এ নীতি অধিক স্পষ্ট। তা হলো এই যে, মূল মাসআলা হতে প্রাপ্ত অংশ প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারদের সংখ্যার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হওয়া অবস্থায়। অতঃপর সে সম্পর্কের অনুযায়ী মাযরূব হতে এ দলের প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে অংশ দেওয়া হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَجْهٌ اٰخَرُ আর অপর আরেকটি নীতি হলো এই যে, وَهُوَ طَرِيْقُ তাহলো নীতি/ পদ্ধতি النِّسْبَةِ সম্পর্কের وَهُوَ আর তা الْاَوْضَحُ অধিক স্পষ্ট وَهُوَ আর তা হলো اَنْ تَنْسِبَ সম্পর্ক সৃষ্টি করবে سِهَامَ প্রাপ্ত অংশসমূহ كُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর مِنْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাআলা থেকে اِلٰى عَدَدِ সংখ্যার সাথে رُؤُوْسِهِمْ তাদের মাথাপিছু مُفْرَدًا এককভাবে ثُمَّ تُعْطِىْ অতঃপর তুমি প্রদান করবে بِمِثْلِ অনুসারে تِلْكَ النِّسْبَةِ ঐ সম্পর্ক مِنَ الْمَضْرُوْبِ গুণকৃত সংখ্যা থেকে لِكُلِّ وَاحِدٍ প্রত্যেকের জন্যে مِنْ اٰحَادِ এককসমূহ থেকে ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ ঐ শ্রেণীর/ দলের।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَجْهٌ اٰخَرُ الخ -এর বিশ্লেষণ : অর্থাৎ মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক শ্রেণী যে সংখ্যা পেয়েছে, ঐ সংখ্যা এবং ঐ শ্রেণীর অংশীদারগণের সংখ্যার মধ্যকার সম্পর্ক দেখতে হবে। অতঃপর যদি অংশীদারদের সংখ্যা হতে প্রত্যেক ব্যক্তি অংশসমূহের সংখ্যার দেড় গুণের অধিকারী হয়, তাহলে মাযরূবের দেড় গুণ তাকে দিতে হবে। আর যদি $\frac{২}{৩}$ অংশের অংশীদার হয়, তাহলে মাযরূবের $\frac{২}{৩}$ অংশ দেওয়া হবে। এটাই প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র অংশ হবে। যেমন–পিছনে বর্ণিত মাসআলায় মূল মাসআলা হতে দুই স্ত্রী-৩, ছয় দাদী-৪, দশ কন্যা-১৬ এবং সাত চাচা–১ পেয়েছে।

আর ৩ ও ২-এর মধ্যে সম্পর্ক হলো এই যে, ৩-কে দুই ভাগ করলে একভাগ ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) করে হয়। সুতরাং মাযরূব ২১০-এর দেড়গুণ প্রত্যেক স্ত্রী পাবে, অর্থাৎ ৩১৫ পাবে। অথবা এভাবেও বের করা যেতে পারে যে, ২১০-এর সঙ্গে এর অর্ধেক ১০৫ যোগ করবে। এভাবেও ৩১৫ হবে। আর এটাই প্রত্যেক স্ত্রীর অংশ।

এমনিভাবে ৬ দাদীর উপর ৪ বণ্টন করে দেওয়ায় প্রত্যেকে $\frac{২}{৩}$ করে পায়। অতএব ২১০-এর অংশ হলো প্রত্যেক দাদীর অংশ। আর ২১০ তিন ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে ৭০ হয়। আর ৭০-এর দ্বিগুণ ১৪০। সুতরাং এটাই প্রত্যেক দাদীর অংশ।

এমনিভাবে ১০ কন্যার মধ্যে ১৬-কে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেকে ১$\frac{৩}{৫}$ (এক এবং তিন-পঞ্চমাংশ) পাবে। সুতরাং মাযরূবের ১$\frac{৩}{৫}$ অংশ প্রত্যেক কন্যার অংশ। আর $\frac{৩}{৫}$ অংশ বের করার নিয়ম হলো এই যে, ২১০-কে ৫ ভাগে ভাগ করলে ৪২ হয় এবং ৪২-কে ৩ দ্বারা গুণ করলে ১২৬ হয়। আর ১২৬-এর সাথে ২১০ একত্রে যোগ করলে ৩৩৬ হয়। আর এটাই প্রত্যেক কন্যার অংশ।

এমনিভাবে ৭ চাচাদের অংশ মূল মাসআলায় ১। এ ১-কে চাচাদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেক চাচা $\frac{১}{৭}$ (এক-সপ্তমাংশ) পাবে, সুতরাং মাযরূব ২১০-এর $\frac{১}{৭}$ প্রত্যেক চাচার অংশ। আর $\frac{১}{৭}$ অংশ বের করার নিয়ম হলো এই যে, ২১০-কে ৭ ভাগে ভাগ করে দিলে ৩০ হবে। আর এটাই এক চাচার অংশ।

লেখক এখানে প্রত্যেক অংশীদারের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক ব্যক্তির অংশ নির্ণয়ের তিনটি মূলনীতি (সূত্র) বর্ণনা করে চতুর্থ প্রকার মূলনীতিটিকে স্পষ্ট করেছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো সহজে নির্ণয়ের পন্থা হলো এই যে, যেমন–দুই স্ত্রীর মোট অংশ ৬৩০-কে দুই ভাগ করে দিলে ৩১৫ করে পড়বে। আর ৬ দাদীর মোট অংশ ৮৪০-কে ৬ ভাগ করে দিলে প্রত্যেক ভাগে ১৪০ পড়বে। আর ১০ কন্যার মোট অংশকে ৩৩৬০-কে ১০ ভাগ করে দিলে প্রত্যেক ভাগে ৩৩৬ পড়বে। আর ৭ চাচার মোট অংশ ২১০-কে ৭ ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে ৩০ করে পড়বে।

فَصْلٌ فِيْ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ

ওয়ারিশ ও ঋণদাতাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কিত পরিচ্ছেদ

إِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَالتَّرِكَةِ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيْحِ فِيْ جَمِيْعِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيْحِ مِثَالُهُ بِنْتَانِ وَأَبَوَانِ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ.

সরল অনুবাদ : যদি তাসহীহ (বিশুদ্ধকরণ সংখ্যা) এবং পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে 'মুবায়িন' সম্পর্ক হয়, তাহলে তাসহীহ হতে প্রত্যেক ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পদের মধ্যে গুণ করবে, অর্থাৎ ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ দ্বারা সম্পূর্ণ সম্পত্তিকে গুণ করবে। অতঃপর এ গুণফলকে তাসহীহ'র উপর বণ্টন করবে, অর্থাৎ তাসহীহ'র সংখ্যা দ্বারা ভাগ করবে। যেমন– দুই কন্যা ও পিতা-মাতা। আর পরিত্যাজ্য সম্পত্তি হলো ৭ দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা)।

শাব্দিক অনুবাদ : إِذَا كَانَ যদি হয় بَيْنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ এর মধ্যে وَالتَّرِكَةِ এবং পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে مُبَايَنَةٌ মোবায়িন (বৈপরীত্ব) সম্পর্ক فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর سِهَامَ প্রাপ্ত অংশকে كُلِّ وَارِثٍ প্রত্যেক ওয়ারিশগণের مِنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ হতে فِيْ جَمِيْعِ التَّرِكَةِ সম্পূর্ণ তাজ্য সম্পদের মধ্যে ثُمَّ اقْسِمِ অতঃপর বণ্টন করবে الْمَبْلَغَ এ গুণফলকে عَلَى التَّصْحِيْحِ তাসহীহ -এর উপর مِثَالُهُ তার উদাহরণ যেমন بِنْتَانِ দু'কন্যা وَأَبَوَانِ ও পিতা-মাতা وَالتَّرِكَةُ আর পরিত্যাজ্য সম্পত্তি হলো سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ সাত দিনার।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ التَّرِكَاتِ -এর আলোচনা : শব্দটি বহুবচন, একবচনে تركة 'রা' অক্ষরের মধ্যে যের-এর সাথে مَتْرُوْكَةٌ -এর অর্থে। যেমন– طَلِبَةٌ 'লাম' শব্দের মধ্যে যের-এর সাথে مَطْلُوْبَةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইলমে ফারায়েজের পরিভাষায়– اَلتَّرِكَةُ مَا تَرَكَهُ الْإِنْسَانُ عِنْدَ مَوْتِهِ صَافِيًا خَالِيًا عَنْ حَقِّ الْغَيْرِ

অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুকালে অন্যের অধিকার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত যে সম্পদ রেখে যায়, তাকে تركة বলে।

وَرَثَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ : وَرَثَةٌ বহুবচন, একবচনে وَارِثٌ যেমন– خَدَمَةٌ বহুবচন خَادِمٌ -এর।

مُعْجَمُ الْوَسِيْطِ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, اَلْوَارِثُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ অর্থাৎ وارث শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এর অর্থ– اَلْبَاقِيْ ، اَلدَّائِمُ তথা যিনি পৃথিবী ও তার সকল সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর বিদ্যমান থাকবেন, অবশিষ্ট থাকবেন। ফলে বান্দার সকল মালিকানা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। যেহেতু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পদের মালিকানা জীবিত আত্মীয় স্বজনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তাই তাদেরকে وَارِثٌ বলা হয়।

اَلْغُرَمَاءُ শব্দের বিশ্লেষণ : বহুবচন, একবচনে غَرِيْمٌ অর্থ– পাওনাদার, ঋণদানকারী। আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে দেনা পরিশোধ করতে হবে। এজন্য কোনো কোনো কিতাবে وَالْغُرَمَاءُ-এর স্থলে أَوِ الْغُرَمَاءُ লেখা হয়েছে। তখন অর্থ 'এবং'-এর পরিবর্তে 'অথবা' হবে।

এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ওয়ারিশদের মধ্যে অথবা পাওনাদারদের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা এবং প্রত্যেকের অংশকে নির্দিষ্ট করা।

قَوْلُهُ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ الخ -এর বিশ্লেষণ : আর মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তি ৭ দিনার হওয়া অবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ মাতাপিতা এবং দুই কন্যা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি এবং তাসহীহে'র মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক হবে। কেননা এ মাসআলা ৬ দ্বারা শুরু হবে। আর ত্যাজ্য সম্পত্তি হলো ৭ দিনার। ৬ এবং ৭-এর মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক হওয়া প্রকাশ্য। সুতরাং ৬ হতে যে ওয়ারিশ যা পাবে, একে ৭-এর মধ্যে গুণ করে দিলে এবং গুণফলকে ৬ দ্বারা ভাগ করে দিলে প্রত্যেক ওয়ারিশের সংখ্যা বের হয়ে আসবে।

মৃত — মাসআলা–৬ — ত্যাজ্য সম্পদ ৭ দিনার

কন্যা	কন্যা	পিতা	মাতা
২	২	১	১
৬) ১৪ (২ $\frac{২}{৬}$	৬) ১৪ (২ $\frac{২}{৬}$	৬) ৭ (১ $\frac{১}{৬}$	৬) ৭ (১ $\frac{১}{৬}$
১২	১২	৬	৬
২	২	১	১

উপরোক্ত মাসআলায় কন্যার অংশ ২-কে ৭ দ্বারা গুণ করলে ১৪ হবে এবং তাকে ৬ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেক কন্যা দুই দিনার এবং এক-তৃতীয়াংশ দিনার পাবে। আর মাতার অংশ ১-কে ৭ দ্বারা গুণ করলে ৭ হবে এবং তাকে ৬ দ্বারা ভাগ করলে মাতার অংশ এক দিনার এবং এক-ষষ্ঠাংশ দিনার হবে।

وَاِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافِقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيْحِ فِىْ وُفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلٰى وُفْقِ التَّصْحِيْحِ فَالْخَارِجُ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْوَارِثِ فِى الْوَجْهَيْنِ هٰذَا لِمَعْرِفَةِ نَصِيْبِ كُلِّ فَرْدٍ .

সরল অনুবাদ : আর যদি তাসহীহ এবং ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে মুয়াফিক সম্পর্ক হয়, তখন তাসহীহ হতে প্রত্যেক ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশকে পরিত্যক্ত সম্পদের উফুক-এর মধ্যে গুণ করো, অর্থাৎ ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির উফুককে গুণ করো। অতঃপর সে গুণফলকে তাসহীহ'র উফুক-এর মধ্যে ভাগ করো, অর্থাৎ এ গুণফলকে তাসহীহ'র উফুক দ্বারা ভাগ করো। অতএব উল্লিখিত উভয় নিয়মেই এ ভাগফল সে ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ হবে। আর এটাই হলো প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে অংশ জানার পদ্ধতি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِذَا كَانَ আর যদি হয় بَيْنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ -এর মধ্যে وَالتَّرِكَةِ এবং ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে مُوَافِقَةٌ মুয়াফিকের সম্পর্ক فَاضْرِبْ তখন গুণ করো سِهَامَ প্রাপ্ত অংশকে كُلِّ وَارِثٍ প্রত্যেক ওয়ারিশগণের مِنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ হতে فِىْ وُفْقِ التَّرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পদের উফুকের মধ্যে ثُمَّ اقْسِمِ অতঃপর ভাগ কর الْمَبْلَغَ সে গুণফলকে عَلٰى وُفْقِ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ -এর উফুকের মধ্যে فَالْخَارِجُ অতঃপর এ ভাগফল, যা বের হবে نَصِيْبُ প্রাপ্ত অংশ হবে ذٰلِكَ الْوَارِثِ সে ওয়ারিশগণের فِى الْوَجْهَيْنِ উল্লেখিত উভয় নিয়মে وَهٰذَا আর এটা হলো পদ্ধতি لِمَعْرِفَةِ জানার জন্য نَصِيْبِ প্রাপ্ত অংশ كُلِّ فَرْدٍ প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافِقَةٌ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** পরিত্যক্ত সম্পদের সংখ্যা ও তাসহীহ'র সংখ্যার মধ্যে 'তাওয়াফুক'-এর সম্পর্ক হওয়ার উদাহরণ এই যে, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের মধ্যে স্বামী, দুই সহোদরা বোন এবং দুই বৈমাত্রেয় বোন জীবিত আছে। পরিত্যক্ত সম্পদ মোট ১২ দিনার, তখন মাসআলা ৬ দ্বারা শুরু হয়ে ৯ পর্যন্ত আওল হবে।

আর এ ৯ এবং ১২-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিছ্ছুলুছি'-এর সম্পর্ক। ৯-এর উফুক হলো ৩ এবং ১২-এর উফুক ৪। সুতরাং ৯ হতে প্রত্যেক ওয়ারিশ যা পেয়েছে, তাকে ৪ দ্বারা গুণ করে যে গুণফল হবে, তাকে ৯-এর উফুক ৩-এর মধ্যে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন–

মাসআলা–৬, আওল–৯ ত্যাজ্য সম্পদ ১২ দিনার

মৃত

স্বামী	দুই বৈপিত্রেয় বোন	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন
৩	২	২	২
৩) ১২ (৪	৩) ৮ (২ ২/৩	৩) ৮ (২ ২/৩	৩) ৮ (২ ২/৩
১২	৬	৬	৬
×	২	২	২

قَوْلُهُ فِى الْوَجْهَيْنِ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** فِى الْوَجْهَيْنِ তথা উভয় নিয়মে বলতে মুসান্নিফ (র.) পরস্পর 'তাওয়াফুক' এবং 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্কে অবস্থার কথা বুঝিয়েছেন। আর 'তামাছুল' সম্পর্ক অবস্থায় বণ্টন খুব সহজ। এজন্য লেখক فِى الْوَجْهَيْنِ দ্বারা 'তামাছুল' সম্পর্কের কথা বাদ দিয়েছেন।

أَمَّا الْمَعْرِفَةُ نَصِيْبُ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ فَاضْرِبْ مَاكَانَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فِىْ وَفْقِ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْمَبْلَغَ عَلٰى وَفْقِ الْمَسْئَلَةِ إِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْئَلَةِ مُوَافِقَةٌ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايِنَةٌ فَاضْرِبْ فِىْ كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمِ الْحَاصِلَ عَلٰى جَمِيْعِ الْمَسْئَلَةِ فَالْخَارِجُ نَصِيْبُ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ فِى الْوَجْهَيْنِ -

সরল অনুবাদ : প্রকৃত কথা, প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্ত অংশ জানতে হলে দেখতে হবে যে, যদি মূল মাসআলার সংখ্যা এবং পরিত্যক্ত সম্পদের সংখ্যার মধ্যে পরস্পর 'মুয়াফিক' সম্পর্ক হয়, তাহলে মূল মাসআলা হতে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ যা আছে, তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উফুক দ্বারা গুণ করবে। অতঃপর সে গুণফলকে মূল মাসআলার উফুক-এর মধ্যে ভাগ করবে। আর যদি মূল মাসআলার সংখ্যা এবং পরিত্যক্ত সম্পদের সংখ্যার মধ্যে 'মুবায়িন' সম্পর্ক হয়, তাহলে মূল মাসআলার প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির পূর্ণ সংখ্যাকে গুণ করবে। অতঃপর সে গুণফলকে পূর্ণ মাসআলার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করবে। সুতরাং এ বের করা ভাগফল উল্লিখিত উভয় নিয়মে (মুয়াফিক ও মুবায়িন সম্পর্কাবস্থায়) প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত অংশ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا الْمَعْرِفَةُ প্রকৃত পক্ষে জানতে হলে نَصِيْبُ প্রাপ্ত অংশ كُلِّ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ তাদের (উত্তরাধিকারীগণের) প্রত্যেক শ্রেণীর فَاضْرِبْ প্রথমে গুণ কর مَا كَانَ যা আছে বা প্রাপ্ত হয়েছে لِكُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণী مِنْ أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলা হতে فِىْ وَفْقِ التَّرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পত্তির উফুকের মধ্যে বা মূল মাসআলার উফুক -এর মধ্যে إِنْ كَانَ যদি হয় بَيْنَ التَّرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে وَالْمَسْئَلَةِ এবং মূল মাসআলার মধ্যে مُوَافِقَةٌ মুয়াফিক সম্পর্ক وَإِنْ كَانَ আর যদি হয় بَيْنَهُمَا উভয়ের মধ্যে তথা মূল মাসআলা ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে مُبَايِنَةٌ মুবায়িন সম্পর্ক فَاضْرِبْ তাহলে (প্রাপ্ত অংশকে) গুণ কর فِىْ كُلِّ التَّرِكَةِ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে ثُمَّ اقْسِمِ অতঃপর ভাগ করে দাও الْحَاصِلَ সে গুণফলকে বা অর্জিত সংখ্যাকে عَلٰى جَمِيْعِ الْمَسْئَلَةِ পূর্ণ মাসআলার সংখ্যা দ্বারা فَالْخَارِجُ অতঃপর এ বের করা ভাগফল হবে نَصِيْبُ স্বতন্ত্রভাবে প্রাপ্ত অংশ ذٰلِكَ الْفَرِيْقِ প্রত্যেক শ্রেণীর فِى الْوَجْهَيْنِ উভয় নিয়মে বা পদ্ধতিতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُوَافِقَةٌ الخ -এর আলোচনা : মূল মাসআলার সংখ্যা এবং পরিত্যক্ত সম্পদের সংখ্যার মধ্যে 'তাওয়াফুক' সম্পর্ক হয় তাহলে কোনো শ্রেণীর মাসআলা থেকে প্রাপ্ত অংশকে تَرِكَةٌ -এর وُفْقٌ -এর মধ্যে গুণ করে গুণফলকে মাসআলার وُفْقٌ দ্বারা ভাগ করতে হবে। যেমন–

মাসআলা–৬ আওল–৯, (উফুক–৩) ত্যাজ্য সম্পদ ৩০ দিনার (উফুক–১০)

মৃত

স্বামী	৪ সহদোরা বোন	২ বৈমাত্রেয় বোন
৩	৪	২
৩) ৩০ (১০	৩) ৪০ (১৩ $\frac{১}{৩}$	৩) ২০ (৬ $\frac{২}{৩}$
৩০	৩৯	১৮
×	১	২

উপরোক্ত চিত্রে দেখা গেল যে, ৩০-এর উফুক ১০ দ্বারা সর্বপ্রথম প্রত্যেক শ্রেণীর অংশকে গুণ দেওয়া হলো। অতঃপর সে গুণফলকে ৯-এর উফুক ৩ দ্বারা ভাগ করার পর ওয়ারিশগণের প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

قَوْلُهٗ مُبَايِنَةٌ الخ -এর আলোচনা : আর যদি বর্ণিত চিত্রে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পত্তি ৩২ দিনার হতো, তাহলে মাসআলার সংখ্যা ৯ এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি ৩০ এর মধ্যে 'তাবায়ুন' সম্পর্ক হতো। সুতরাং প্রত্যেক শ্রেণীর অংশের সংখ্যাকে ৩২ দ্বারা গুণ করে, সে গুণফলকে ৯ দ্বারা ভাগ করে দিলে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেকের অংশ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন–

মাসআলা–৬, আওল–৯, ত্যাজ্য সম্পদ–৩২ দিনার

মৃত

স্বামী	৪ সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয়ী বোন
৩	৪	২
৯) ৯৬ (১০ ৬/৯ ৯০ ৬	৯) ১২৮ (১৪ ২/৯ ৯ ৩৮ ৩৬ ২	৯) ৬৪ (৭ ১/৯ ৬৩ ১

উপরিউক্ত উদাহরণে আওলকৃত মাসআলা ৯ ও تركة -এর পরিমাণ ৩২-এর মধ্যে تباين সম্পর্ক হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ৩২ দ্বারা উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্ত অংশকে গুণ করে উক্ত গুণফলকে ৯ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে।

أَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُوْنِ فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيْمٍ بِمَنْزِلَةِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ فِي الْعَمَلِ وَ مَجْمُوْعُ الدُّيُوْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيْحِ وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ كُسُوْرٌ فَابْسُطِ التَّرِكَةَ وَالْمَسْئَلَةَ كِلْتَيْهِمَا أَيْ إِجْعَلْهُمَا مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ثُمَّ قَدِّمْ فِيْهِ مَا رَسَمْنَاهُ.

সরল অনুবাদ : আর ঋণ পরিশোধের নিয়ম এই যে, প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনাকে (ঋণ) কার্যক্ষেত্রে ওয়ারিশগণের প্রাপ্ত অংশ হিসেবে ধরবে এবং সম্পূর্ণ পাওনাকে একত্রে তাসহীহ হিসেবে ধরবে। আর যদি পরিত্যক্ত সম্পদে ভগ্নাংশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ এবং মাসআলাকে একত্রিত করে ভগ্নাংশের সংখ্যার ন্যায় করে নেবে। অতঃপর আমার (মুসান্নিফ) লিখিত নিয়ম-নীতি এ মাসআলায় উপস্থাপিত করে বণ্টন কাজ সমাধা করবে, অর্থাৎ আমার লিখিত ফারায়েযের ধারানুযায়ী ত্যাজ্য সম্পত্তি ভাগ করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُوْنِ আর ঋণ পরিশোধের নিয়ম এই যে, فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيْمٍ প্রত্যেক পাওনাদারের পাওনা কে بِمَنْزِلَةِ স্থলাভিষিক্ত ধরতে হবে سِهَامِ প্রাপ্ত অংশ كُلِّ وَارِثٍ প্রত্যেক ওয়ারিশের فِي الْعَمَلِ কার্যক্ষেত্রে وَمَجْمُوْعُ الدُّيُوْنِ এবং সম্পূর্ণ ঋণ বা পাওনাকে بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ -এর স্থলাভিষিক্ত ধরবে وَإِنْ كَانَ যদি হয় فِي التَّرِكَةِ পরিত্যাক্ত সম্পদে كُسُوْرٌ ভগ্নাংশ فَابْسُطِ তাহলে প্রসারিত কর التَّرِكَةَ পরিত্যক্ত সম্পদ وَالْمَسْئَلَةَ এবং মাসআলাকে كِلْتَيْهِمَا উভয়কে أَيْ অর্থাৎ إِجْعَلْهُمَا উভয়কে করে নিবে مِنْ جِنْسِ الْكَسْرِ ভগ্নাংশের সংখ্যার ন্যায় ثُمَّ অতঃপর قَدِّمْ فِيْهِ তাতে অগ্রসর হবে বা বণ্টন কাজ সমাধা করে নিবে مَا رَسَمْنَاهُ আমাদের লিখিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُوْنِ الخ -এর আলোচনা : মৃত ব্যক্তিদের দাফন-কাফন শেষ করার পর যদি এতটুকু সম্পদ থাকে, যা দ্বারা তার সম্পূর্ণ দেনা (ঋণ) পরিশোধ করা যাবে, তাহলে তা উত্তম। আর যদি ঋণ বেশি কিন্তু পরিত্যক্ত সম্পদ কম, এমতাবস্থায় যদি ঋণদাতা একজন হয়, তাহলে সে দাফন-কাফনের পর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সম্পদ গ্রহণ করবে। আর যদি ঋণদাতা একাধিক সংখ্যক হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ঋণকে তাসহীহ হিসেবে ঋণদাতাগণকে ওয়ারিশ হিসেবে এবং ঋণের পরিমাণকে ওয়ারিশগণের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। অতঃপর বর্ণিত নিয়মানুসারে তাদের উপর বণ্টন করা হবে।

উদাহরণ : ১ম ঋণ দাতা ২৫০ টাকা, ২য় ঋণদাতা ২০০ টাকা, ৩য় ঋণদাতা ৫০ টাকা, কাফন দাফনের পর বাকি সম্পদ ৩৫০ টাকা।

মোট ঋণ ৫০০ টাকা (উফুক-১০) কাফন দাফনের পর تَرِكَة ৩৫০ টাকা (উফুক-৭)

মৃত

১ম ঋণ দাতা	২য় ঋণ দাতা	৩য় ঋণ দাতা
২৫	২০	৫
২৫০ × ৭ / ১০	২০০ × ৭ / ১০	৫০ × ৭ / ১০
= ১৭৫ টাকা	= ১৪০ টাকা	= ৩৫ টাকা

মাসআলার বিবরণ : আলোচ্য মাসআলায় মৃতব্যক্তির ঋণের পরিমাণ ৫০০ টাকা কাফন দাফনের পর অবশিষ্ট আছে ৩৫০ টাকা আর ঋণ দাতা ৩ জন। ১ম ঋণ দাতার পাওনা ২৫০ টাকা, ২য় জনের ২০০ টাকা ও ৩য় জনের ৫০ টাকা সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী মোট ঋণকে তথা ৫০০ টাকা কে তাসহীহ ধরা হলো এবং ঋণ দাতাদের ঋণের পরিমাণকে অংশ ধরা

হলো। এখন ৫০০ ও ৩৫০-এর মধ্যে تَوَافُقْ সম্পর্ক। ৫০০-এর وُفْقْ হলো ১০ আর ৩৫০-এর وُفْقْ হলো ৭। প্রথমে ঋণদাতাদের অংশকে ৭ দ্বারা গুণ করে গুণফলকে ১০ দ্বারা ভাগ করা হলো। এটা হলো যদি ত্যাজ্য সম্পদ ও ঋণের মাঝে تَوَافُقْ এর সম্পর্ক হয়।

আর যদি পরিত্যক্ত সম্পদ এবং ঋণের মধ্যে 'তাবায়ুন'-এর সম্পর্ক হয়, তাহলে প্রত্যেক ঋণদাতার সম্পূর্ণ ঋণকে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পদ দ্বারা গুণ দিতে হবে। আর সে গুণফল মৃত ব্যক্তির সম্পূর্ণ ঋণের দ্বারা ভাগ করতে হবে। অতঃপর সে ভাগফল প্রত্যেক ঋণদাতার অংশ হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ فِى التَّرِكَةِ كُسُوْرٌ الخ-এর আলোচনা : যদি পরিত্যক্ত সম্পদ ভগ্নাংশ হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ ও মাসআলা উভয়কে ভগ্ন সংখ্যার হর দ্বারা গুণ করে পূর্ণ সংখ্যা করে নিয়মানুযায়ী বণ্টন করতে হবে। যেমন– কারো পরিত্যক্ত সম্পদ ২৫$\frac{১}{৩}$ দিনার, তার স্বামী, মাতা ও দুই সহোদর বোন বিদ্যমান আছে।

সুতরাং মূল মাসআলা ৬ আওল ৮ হবে। এখন ২৫$\frac{১}{৩}$ দিনারকে পূর্ণ সংখ্যা করলে হবে ২৫×৩ + ১ = ৭৬ মাসআলা হবে ৮ × ৩ = ২৪ এখন ২৪ ও ৭৬-এর মধ্যে تَوَافُقْ সম্পর্ক। ২৪-এর وُفْقْ হলো ৬ আর ৭৬-এর وُفْقْ হলো ১৯। সুতরাং বণ্টন হবে নিম্নরূপ–

মাসআলা–৬ আওল– ৮×৩ = ২৪ (৬ وُفْقْ) تَرِكَة - ২৫ $\frac{১}{৩}$ দিনার/পূর্ণ সংখ্যা ৭৬ (১৯ وُفْقْ)

মৃত

স্বামী	মাতা	২ জন সহোদরা বোন
৩	১	৪
× ১৯	× ১৯	× ১৯
= ৫৭ ÷ ৬ = ৯ $\frac{১}{২}$ দিনার	= ১৯ ÷ ৬ = ৩ $\frac{১}{৬}$ দিনার	= ৭৬ ÷ ৬ = ১২ $\frac{২}{৩}$ দিনার

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. عَرِّفِ التَّصْحِيْحَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا . ثُمَّ بَيِّنِ الْأُصُوْلَ الَّتِىْ يَحْتَاجُ اِلَيْهَا فِىْ تَصْحِيْحِ الْمَسَائِلِ مُمَثِّلًا .

٢. مَا مَعْنَى التَّصْحِيْحِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَكَمْ اُصُوْلًا تَحْتَاجُ اِلَيْهَا فِىْ تَصْحِيْحِ الْمَسَائِلِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ .

٣. كَيْفَ التَّصْحِيْحُ فِيْمَا إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَاُمٍّ وَاَبٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ؟

٤. كَيْفَ التَّصْحِيْحُ فِيْمَا إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ ثَلٰثِ بَنَاتٍ وَاَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَعَنْ عَمَّيْنِ؟

٥. كَيْفَ التَّصْحِيْحُ فِيْمَا إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنِ الْاَبِ وَالْاُمِّ وَعَنْ خَمْسِ بَنَاتٍ؟

٦. كَيْفَ التَّصْحِيْحُ فِيْمَا إِذَا مَاتَ رَجُلٌ عَنْ بِنْتَانِ وَاَبَوَانِ وَالتَّرِكَةُ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ؟

فَصْلٌ فِي التَّخَارُجِ

অংশীদারিত্ব পরিত্যাগ করা সংক্রান্ত আলোচনা

مَنْ صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُوْمٍ مِنَ التَّرِكَةِ فَاطْرَحْ سِهَامَهُ مِنَ التَّصْحِيْحِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنَ التَّرِكَةِ عَلَى سِهَامِ الْبَاقِيْنَ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِيْ ذِمَّتِهِ مِنَ الْمَهْرِ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَتُقَسَّمُ بَاقِي التَّرِكَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ ثَلَاثًا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا سَهْمَانِ لِلْأُمِّ وَسَهْمٌ لِلْعَمِّ أَوْ زَوْجَةٍ وَ أَرْبَعَةِ بَنِيْنَ فَصَالَحَ أَحَدُ الْبَنِيْنَ عَلَى شَيْءٍ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ فَيُقَسَّمُ بَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَهْمًا لِلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ -

সরল অনুবাদ : (উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হতে) যে ব্যক্তি আপসে (সকলের সম্মতিক্রমে) পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নেওয়ার উপর মীমাংসা করল (অর্থাৎ সে ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিবর্তে এ নির্দিষ্ট বস্তু নেবে।) তাহলে তার অংশ তাসহীহ হতে বাদ দাও। অতঃপর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীগণের অংশ-হারে বণ্টন করে দাও। যেমন– স্বামী, মাতা ও চাচা। অতঃপর স্বামী আপসে চুক্তি করল যে, তার উপর তার মৃত স্ত্রীর যে দেন-মোহর আছে তার উপর (অর্থাৎ সে তার স্ত্রীর দেন-মোহর আদায় করবে না এবং এ দেন-মোহরের ঋণের পরিবর্তে ত্যাজ্য সম্পদ হতে কিছুই নেবে না।) এবং এ কথার উপর সে উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হতে বের হয়ে গেল, তাহলে অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তি মাতা এবং চাচার মধ্যে তাদের অংশ-হারে তিনভাগ করা হবে। দুই অংশ $\frac{2}{3}$ মাতা পাবে এবং এক অংশ $\frac{1}{3}$ চাচা পাবে।

অথবা, স্ত্রী ও চার পুত্র। অতঃপর এক পুত্র কোনো নির্দিষ্ট বস্তু গ্রহণের উপর আপস-মীমাংসা করল (অর্থাৎ সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিবর্তে ঐ নির্দিষ্ট বস্তু নেবে।) এবং সে ঐ উত্তরাধিকারী স্বত্ব হতে বের হয়ে গেল। এমতাবস্থায় অবশিষ্ট সম্পত্তিকে পঁচিশ অংশে ভাগ করতে হবে। স্ত্রী ৪ অংশ পাবে এবং প্রত্যেক পুত্র ৭ অংশ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : مَنْ صَالَحَ যে ব্যক্তি আপস-মীমাংসা করল عَلَى شَيْءٍ مَعْلُوْمٍ কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নেওয়ার উপর مِنَ التَّرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পত্তির থেকে فَاطْرَحْ তাহলে বাদ দাও سِهَامَهُ তার অংশ مِنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ হতে ثُمَّ اقْسِمْ অতঃপর বণ্টন করে দাও مَا بَقِيَ যা অবশিষ্ট থাকবে مِنَ التَّرِكَةِ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে عَلَى سِهَامِ الْبَاقِيْنَ অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীগণের অংশ হারে كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ যেমন স্বামী, মাতা ও চাচা فَصَالَحَ الزَّوْجُ অতঃপর স্বামী আপসে চুক্তি করল যে, عَلَى উপর مَا فِيْ ذِمَّتِهِ তার দায়িত্বে যা রয়েছে مِنَ الْمَهْرِ (মৃত) স্ত্রীর মহর থেকে وَخَرَجَ এবং সে বের হয়ে গেল مِنَ الْبَيْنِ উত্তরাধিকারীগণের মধ্য হতে فَتُقَسَّمُ তাহলে বণ্টন করা হবে বা ভাগ করা হবে بَاقِي التَّرِكَةِ অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তি بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ মাতা এবং চাচার মধ্যে ثَلَاثًا তিন ভাগে بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا তাদের উভয়ের অংশ হারে سَهْمَانِ لِلْأُمِّ দুই অংশ মাতা পাবে وَسَهْمٌ لِلْعَمِّ এবং এক অংশ চাচা পাবে أَوْ زَوْجَةٍ وَأَرْبَعَةِ بَنِيْنَ অথবা স্ত্রী ও চার পুত্র فَصَالَحَ অতঃপর আপস-মীমাংসা করল أَحَدُ الْبَنِيْنَ এক পুত্র عَلَى شَيْءٍ কোনো নির্দিষ্ট বস্তু গ্রহণের বিনিময়ে وَخَرَجَ এবং সে বের হয়ে গেল مِنَ الْبَيْنِ ঐ উত্তরাধিকারী স্বত্ব হতে فَيُقَسَّمُ এমতাবস্থায় ভাগ করতে হবে بَاقِي التَّرِكَةِ অবশিষ্ট সম্পত্তিকে عَلَى خَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ পঁচিশ অংশে لِلْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ স্ত্রী চার অংশ পাবে وَلِكُلِّ ابْنٍ এবং প্রত্যেক পুত্র পাবে سَبْعَةُ أَسْهُمٍ সাত অংশ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلتَّخَارُجُ الخ -এর আলোচনা : تَخَارُجْ শব্দটি بَاب تَفَاعُلْ -এর মাসদার। এটি خُرُوْجٌ হতে নির্গত। অর্থ– আপোস-মীমাংসায় বের হওয়া, আলাদা হওয়া।

ইলমে কারায়েযের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো–

اَلتَّخَارُجُ فِىْ اِصْطِلَاحِ اَهْلِ الْفَرَائِضِ مُصَالَحَةُ الْوَرَثَةِ عَلٰى اِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ التَّرِكَةِ -

অর্থাৎ ফারায়েযবিদগণের নিকট تَخَارُجْ হলো পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করার আপোস-চুক্তির বিনিময়ে উত্তররাধিকারীদের মধ্য থেকে কেউ বেরিয়ে যাওয়া।

মোট কথা হলো ওয়ারিশদের সাথে আপোস-মীমাংসা করা যে, সে পরিত্যক্ত সম্পদ হতে কোনো নির্দিষ্ট জিনিস গ্রহণ করে ওয়ারিশী স্বত্ব হতে বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ فَاطْرَحْ سِهَامَهُ الخ -এর আলোচনা : উত্তরাধিকারীগণের মধ্য থেকে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিময়ে কেউ বের হয়ে গেলে, অবশিষ্ট সম্পদ অন্যান্য ওয়ারিশগণের মাঝে বণ্টনের পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১. যে সম্পদের দ্বারা সে আপোস করেছে তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি তাকে তার প্রাপ্ত অংশের সমপরিমাণ ধরে নিতে হবে।

২. উক্ত সম্পদ মোট পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বাদ দিতে হবে।

৩. তাকেসহ তাসহীহ করে, তাসহীহ হতে তার প্রাপ্ত অংশকে বাদ দেওয়া হবে।

৪. অতঃপর তাসহীহের অবশিষ্ট সংখ্যা ও পরিত্যক্ত সম্পদের ভিত্তিতে বকি ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

প্রথম উদাহরণ : স্বামী, মাতা ও চাচা। এদের মধ্য থেকে স্বামী مَهْر -এর বিনিময়ে تَخَارُجْ করল। যেমন–

মাসআলা–৬ বাকি অংশ (৬ – ৩) = ৩

মৃতা

স্বামী (تخارج কারী)	মাতা	চাচা
৩	২	১

আলোচ্য মাসআলায় স্বামী $\frac{১}{২}$ মাতা $\frac{১}{৩}$ এবং চাচা আসাবা। মাসআলা ৬ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে। স্বামীর প্রাপ্য ৩ অংশ, মাতা ২ অংশ ও চাচা ১ অংশ। এখন স্বামী যেহেতু মহরের পরিবর্তে ওয়ারিশদের থেকে বের হয়ে গেছে, তাই মাসআলা থেকে তার অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পদকে তিনভাগ করে মাতা পাবে দু'ভাগ এবং চাচা পাবে এক ভাগ। ধরি, এ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত সম্পদ ৭৫ টাকা। তাহলে মাতার অংশ ৭৫^{২৫} এর $\frac{২}{৩}$ = ৫০ টাকা এবং চাচার অংশ ৭৫ এর $\frac{১}{৩}$ = ২৫ টাকা।

দ্বিতীয় উদাহরণ : আর যদি এক স্ত্রী এবং চার পুত্র জীবিত থাকে; অতঃপর এক পুত্র কোনো নির্দিষ্ট বস্তু গ্রহণ করে উত্তরাধিকারীর অংশ থেকে বের হয়ে গেল, তাহলে বুঝতে হবে যে, ওয়ারিশ তিন পুত্র এবং এক স্ত্রী। যেমন–

মাসআলা–৮ তাসহীহ–৩২ বাকি অংশ (৩২ – ৭) = ২৫

মৃত

স্ত্রী	পুত্র ৪ জন	(এক পুত্র تَخَارُجْ কারী)
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৭}{২৮}$	১
		প্রত্যেক পুত্র পায় ২৮ ÷ ৪ = ৭

সুতরাং অবশিষ্ট ত্যাজ্য সম্পত্তিকে ২৫ অংশে বণ্টন করে স্ত্রী ৪ এবং প্রত্যেক পুত্র ৭ করে পাবে। কেননা যে পুত্র আপোস-মীমাংসা করেছে, যদি সে আপস-মীমাংসা না করত, তাহলে মাসআলা ৮ দ্বারা শুরু হয়ে স্ত্রী ১ এবং অবশিষ্টাংশ ৪ পুত্রদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন না হওয়ার কারণে ৪ দ্বারা ৮-কে গুণ করলে ৩২ হবে এবং এ ৩২ হতে এক পুত্রের অংশ ৭ বাদ দিলে অবশিষ্ট ২৫ তিন পুত্র ও স্ত্রী পাবে। স্ত্রী পাবে ৪ এবং তিন পুত্র ২১ (৭ × ৩)।

بَــابُ الــرَّدِّ

অতিরিক্ত অংশের পুনঃবণ্টন অধ্যায়

اَلرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ مَا فَضُلَ عَنْ فَرْضِ ذَوِى الْفُرُوْضِ وَلَامُسْتَحِقَّ لَهٗ يُرَدُّ عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ اِلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ وَبِهٖ اَخَذَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَلْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَ بِهٖ اَخَذَ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

সরল অনুবাদ : রাদ্দ আওলের বিপরীত। (অর্থাৎ আওল হলো মাসআলা হতে উত্তরাধিকারীদের অংশ বেশি হওয়া এবং রাদ্দ হলো মাসআলা হতে উত্তরাধিকারীদের অংশ কম হওয়া।) যাবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যা অতিরিক্ত থাকে এবং তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে সে অতিরিক্ত সম্পত্তি যাবিল ফুরূযদের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের উপর পুনঃবণ্টন হবে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর উপর রাদ্দ (পুনঃবণ্টন) হবে না। এটা সকল সাহাবীদের অভিমত। আর আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণও এ অভিমত গ্রহণ করেন। আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন যে, উদ্বৃত্ত সম্পদ বায়তুল মালে (সরকারি কোষাগারে) জমা হবে। আর শাফেয়ী ও মালিক (র.) ও এ অভিমত গ্রহণ করেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلرَّدُّ রদ্দ (পুনঃবণ্টন) হলো ضِدُّ الْعَوْلِ আওলের বিপরীত مَا فَضُلَ যা অতিরিক্ত থাকে عَنْ فَرْضِ ذَوِى الْفُرُوْضِ যাবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর وَلَا مُسْتَحِقَّ لَهٗ এবং তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে يُرَدُّ তাহলে পুনঃবণ্টন করা হবে عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ যাবিল ফুরূযদের উপর بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ তাদের অংশের পরিমাণ অনুযায়ী اِلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ কিন্তু স্বীম-স্ত্রীর উপর পুনঃবণ্টন হবে না وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এটা সকল সাহাবীদের অভিমত وَبِهٖ اَخَذَ আর এ অভিমত গ্রহণ করেছেন اَصْحَابُنَا رح আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞগণ وَقَالَ زَيْدُبْنُ ثَابِتٍ (رضـ) আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন যে, اَلْفَاضِلُ উদ্বৃত্ত সম্পদ لِبَيْتِ الْمَالِ বাইতুল মাল তথা সরকারি কোষাগারে জমা হবে وَبِهٖ اَخَذَ এ অভিমতই গ্রহণ করেছেন مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الرَّدِّ لُغَةً :

رَدّ-এর আভিধানিক অর্থ : رَدّ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلصَّرْفُ তথা ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন বলা হয়– رُدَّ عَنْهُ كَيْدُ اَعْدَائِهٖ

২. اَلْإِعَادَةُ তথা পুনরাবৃত্তি করা। যেমন– رَدَّ عَلَيْهِ حَقَّهٗ

৩. اَلْإِجَابَةُ তথা উত্তর দেওয়া। যেমন– رَدَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ اَىْ اَجَابَهٗ

৪. ضِدُّ الْعَوْلِ তথা আওলের বিপরীত।

مَعْنَى الرَّدِّ اِصْطِلَاحًا :

رد -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. رَدّ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় সিরাজী প্রণেতা বলেন–

مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ ذَوِى الْفُرُوْضِ وَلَا مُسْتَحِقَّ لَهُ يُرَدُّ عَلٰى ذَوِى الْفُرُوْضِ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ ـ

অর্থাৎ যাবিল ফুরূযের নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর আসাবার অনুপস্থিতিতে উদ্বৃত্ত সম্পত্তি ذَوِى الْفُرُوْضِ -এর মধ্যে নির্ধারিত হারে পুনর্বণ্টন করাকে রদ্দ বলে।

২. আল্লামা জুরজানী (র.) বলেন–

صَرْفُ مَا فَضَلَ عَنْ فُرُوْضِ ذَوِى الْفُرُوْضِ وَلَا مُسْتَحِقَّ لَهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ اِلَيْهِمْ بِقَدْرِ حُقُوْقِهِمْ ـ

৩. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে–

دَفْعُ مَا فَضَلَ مِنْ فُرُوْضِ ذَوِى الْفُرُوْضِ النَّسَبِيَّةِ اِلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ فُرُوْضِهِمْ عِنْدَ عَدَمِ اِسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ ـ

মোটকথা, ذَوِى الْفُرُوْضِ -কে তাদের নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর কোনো আসাবা না থাকলে অবশিষ্ট সম্পদ পুনরায় তাদের মাঝে অংশ অনুপাতে বণ্টন করাকে رَدّ বলে। আর رَدّ হলো عَوْل -এর বিপরীত। কেননা عَوْل -এর ক্ষেত্রে অংশসমূহ মূল মাসআলার চেয়ে বেড়ে যায়। আর رَدّ -এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত অংশসমূহ মূল মাসআলার চেয়ে কম হয়।

شُرُوْطُ الرَّدِّ :

رَدّ-এর শর্তাবলি : رَدّ -এর জন্য তিনটি শর্ত অপরিহার্য। যথা–

১. রদ্দের মাসআলায় অবশ্যই ذَوِى الْفُرُوْضِ থাকতে হবে। কিন্তু স্বীম স্ত্রী থাকলেও তাদের মাঝে رَدّ হবে না। এজন্য স্বামী-স্ত্রীকে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ বলে। এছাড়া اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ -এর অবশিষ্ট দশজনকে مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ বলে।

২. ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের পর পরিত্যক্ত সম্পদ অবশিষ্ট থাকতে হবে।

৩. উক্ত মাসআলায় কোনো عَصَبَةُ نَسَبِيَّةٌ থাকতে পারবে না। কেননা, তাদের বর্তমানে তারাই অতিরিক্ত সম্পদ পেয়ে যাবে।

মূলত ইলমে ফরায়েযের পরিভাষায় রদ্দ আওলের বিপরীত। আওলের মূল কথা হলো, অংশীদারগণের অংশ বেড়ে যাওয়া ঐ সংখ্যার চেয়ে যা দ্বারা মাসআলা করা হয়েছে। আর রদ্দের মূল কথা হলো, অংশীদারদের অংশসমূহের চেয়ে ঐ সংখ্যা বড় হওয়া, যা দ্বারা নিয়ম অনুসারে মাসআলা করা হয়েছে। সুতরাং ঐ সংখ্যা হতে যা অতিরিক্ত থাকবে, তা স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য অংশীদারদের মধ্যে পুনঃবণ্টন করতে হবে। তাই হানাফী বিশেষজ্ঞগণের অভিমত, আর অধিকাংশ সাহাবীদের অভিমতও এটাই। ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মত হলো এই যে, যদি ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় আর বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা থাকে, তাহলে অতিরিক্ত অংশের দাবিদার বায়তুল মাল হবে। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর মত এটাই।

ثُمَّ مَسَائِلُ الْبَابِ عَلٰى اَقْسَامٍ اَرْبَعَةٍ اَحَدُهَا اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْمَسْئَلَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ رُؤُوْسِهِمْ كَمَا لَوْتَرَكَ بِنْتَيْنِ اَوْ اُخْتَيْنِ اَوْ جَدَّتَيْنِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ اِثْنَيْنِ .

সরল অনুবাদ : অতঃপর এ পরিচ্ছেদের মাসআলা চার প্রকার। সেগুলোর একটি এই যে, যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না, যদি এমন অংশীদার না থাকে এবং যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় তাদের মধ্যে কেবলমাত্র এক শ্রেণীর অংশীদার থাকে, তাহলে অংশীদারদের সংখ্যা হিসেবে মাসআলা কর অর্থাৎ সম্পত্তি মাথাপিছু ভাগ হবে। যেমন– কেউ দুই কন্যা বা দুই বোন বা দুই দাদী-নানী রেখে মারা গেল, তাহলে মাসআলা দুই দ্বারা হবে, অর্থাৎ দু' ভাগ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ مَسَائِلُ الْبَابِ অতঃপর এ পরিচ্ছেদের মাসআলাসমূহ عَلٰى اَقْسَامٍ اَرْبَعَةٍ চার প্রকারে বিভক্ত اَحَدُهَا যেগুলোর একটি হলো এই যে, اَنْ يَّكُوْنَ فِى الْمَسْئَلَةِ মাসআলাতে হওয়া, থাকবে جِنْسٌ وَاحِدٌ এক শ্রেণীর অংশীদার مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় عِنْدَ عَدَمِ না থাকার সময় مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ তাহলে মাসআলা কর مِنْ رُؤُوْسِهِمْ অংশীদারদের সংখ্যা হিসেবে كَمَا যেমন لَوْتَرَكَ যদি কেউ রেখে (মারা) যায় بِنْتَيْنِ দু'কন্যা اَوْ اُخْتَيْنِ অথবা দু'বোন اَوْ جَدَّتَيْنِ অথবা দু'দাদী-নানী فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ তাহলে মাসআলা কর مِنْ اِثْنَيْنِ দুই দ্বারা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ مَسَائِلُ الْبَابِ الخ -এর বর্ণনা : পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত মাসআলা ৪ টি। যথা—

১. مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ (যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয়) এক শ্রেণীর হবে এবং তাদের সাথে مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী থাকবে না।

২. مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ দুই বা ততোধিক শ্রেণীর হবে এবং তাদের সাথে مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ থাকবে না।

৩. مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ -এর এক শ্রেণীর সঙ্গে مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ থাকবে।

৪. مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ -এর একাধিক সংখ্যার সঙ্গে مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ থাকবে।

সুতরাং পুনঃবণ্টনের শেষ তিন প্রকার মাসআলার বর্ণনা সামনে আসছে।

প্রথম প্রকারের হুকুম এই যে, مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ -এর অংশীদারদের সংখ্যার সাথে মাসআলা করে নেবে। যেমন– দুই কন্যা বা দুই দাদী বা দুই বোন হওয়া অবস্থায় দুই দ্বারা মাসআলা শুরু হবে। কেননা অংশীদারদের সংখ্যা দুই। অথচ দুই বোন বা দুই কন্যা হওয়া অবস্থায় মাসআলা তিন দ্বারা হওয়া প্রয়োজন। কেননা দুই বোন বা দুই কন্যার অংশ দুই তৃতীয়াংশ $\frac{2}{3}$ আর দুই-তৃতীয়াংশ বের করার সংখ্যা হলো ৩। আর দুই দাদী-নানী হওয়া অবস্থায় মাসআলা ৬ দ্বারা হওয়া উচিত। কেননা দাদীদের অংশ এক-ষষ্ঠাংশ। আর ষষ্ঠাংশ বের করার সংখ্যা ৬।

সুতরাং পূর্বের মূলনীতি অনুযায়ী যদি ৩ বা ৬ দ্বারা মাসআলা করা হতো, তাহলে ৩ দ্বারা করা অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ এবং ৬ দ্বারা করা অবস্থায় পাঁচ ষষ্ঠাংশ ত্যাজ্য সম্পত্তির অতিরিক্ত থাকত। আর দুই দ্বারা মাসআলা করার কারণে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তি কন্যা বা বোন বা দাদীর উপর সমানভাবে ভাগ হয়ে গেল। যেমন—

মাসআলা–২ (মৃত)

কন্যা	কন্যা
১	১

মাসআলা–২ (মৃত)

দাদী	দাদী
১	১

মাসআলা–২ (মৃত)

বোন	বোন
১	১

وَالثَّانِيْ اِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْئَلَةِ جِنْسَانِ اَوْ ثَلٰثَةُ اَجْنَاسٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ مِنْ سِهَامِهِمْ اَعْنِيْ مِنْ اِثْنَيْنِ اِذَا كَانَ فِي الْمَسْئَلَةِ سُدُسَانِ اَوْ مِنْ ثَلٰثَةٍ اِذَا كَانَ فِيْهَا ثُلُثٌ وَسُدُسٌ اَوْ مِنْ اَرْبَعَةٍ اِذَا كَانَ فِيْهَا نِصْفٌ وَسُدُسٌ اَوْ مِنْ خَمْسَةٍ اِذَا كَانَ فِيْهَا ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ اَوْنِصْفٌ وَسُدُسَانِ اَوْنِصْفٌ وَثُلُثٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয়, যদি একই মাসআলায় তাদের দুই শ্রেণীর ওয়ারিশ একত্রিত হয়, অথবা তিন শ্রেণীর অংশীদারগণ একত্রিত হয় এবং যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না তারা না থাকা অবস্থায়, তাহলে ওয়ারিশদের অংশ হিসেবে মাসআলা কর। অর্থাৎ যখন মাসআলা এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী দুজন হবে, তখন ২ দ্বারা মাসআলা কর। অথবা যখন মাসআলায় এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-ষষ্ঠাংশ হবে তখন ৩ দ্বারা মাসআলা কর, অথবা যখন মাসআলায় অর্ধাংশ ও এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী হবে তখন ৪ দ্বারা মাসআলা কর। অথবা যখন মাসআলায় দুই-তৃতীয়াংশ ও এক-ষষ্ঠাংশ হবে, অথবা অর্ধাংশ ও দুই-ষষ্ঠাংশ হবে, অথবা অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ হবে, তখন ৫ দ্বারা মাসআলা কর।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّانِيْ আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে اِذَا اجْتَمَعَ যদি একত্রিত হয় فِي الْمَسْئَلَةِ একই মাসআলায় جِنْسَانِ দু'শ্রেণীর ওয়ারিশ اَوْ ثَلٰثَةُ اَجْنَاسٍ অথবা তিন শ্রেণীর অংশীদার مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় عِنْدَ عَدَمِ না থাকাবস্থায় مِمَّنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পূণঃবণ্টন হয় না فَاجْعَلِ الْمَسْئَلَةَ তাহলে মাসআলা কর مِنْ سِهَامِهِمْ তাদের (ওয়ারিশদের) অংশ হিসেবে اَعْنِيْ অর্থাৎ مِنْ اِثْنَيْنِ দু' দ্বারা মাসআলা কর اِذَا كَانَ যখন হবে فِي الْمَسْئَلَةِ মাসআলায় سُدُسَانِ এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী দু'জন اَوْ مِنْ ثَلٰثَةٍ অথবা তিন দিয়ে মসাআলা কর اِذَا كَانَ فِيْهَا যখন তাতে (মাসআলাতে) হবে ثُلُثٌ وَسُدُسٌ এক তৃতীয়াংশ এবং এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী দু'জন اَوْ مِنْ اَرْبَعَةٍ অথবা চার দ্বারা মাসআলা কর اِذَا كَانَ فِيْهَا যখন তাতে (মাসআলাতে) হবে نِصْفٌ وَسُدُسٌ অর্ধাংশ ও এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী দু'জন اَوْ مِنْ خَمْسَةٍ অথবা পাঁচ দ্বারা সামসআলা কর اِذَا كَانَ فِيْهَا যখন তাতে (মাসআলাতে) হবে ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ দুই তৃতীয়াংশ ও এক ষষ্ঠাংশের অধিকারী اَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ অথবা অর্ধাংশ ও দুই ষষ্ঠাংশ হবে اَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ অথবা অর্ধাংশ ও এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ اِذَا اجْتَمَعَ الخ : যদি কোথাও مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ দুই বা ততোধিক শ্রেণীর থাকে এবং তাদের সাথে مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ না থাকে। অর্থাৎ اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ -এর মধ্য থেকে যাদের মধ্যে রদ্দ হয় তারা দুই বা ততোধিক শ্রেণী বিদ্যমান থাকে, আর যাদের মধ্যে রদ্দ হয় না। (যেমন স্বামী ও স্ত্রী) তারা না থাকে, তাহলে سِهَامٌ তথা প্রাপ্তাংশের সমষ্টিই হবে সংশ্লিষ্ট مَسْئَلَةٌ رَدِّيَةٌ ; যেমন-

মাসআলা-২

মৃত

দাদী	বৈপিত্রেয়ী বোন
১	১

যদি এ মাসআলাটি রাদ্দিয়া (পুনঃবণ্টন জাতীয়) না হতো, তাহলে ৬ দ্বারা মাসআলা করা হতো আর দাদীকে ১ এবং বৈপিত্রেয় বোনকে ১ দেওয়া হতো, আর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ৪ ষষ্ঠাংশ বাকি থাকত। কিন্তু (রাদ্দ) পুনঃবণ্টন হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তি দাদী এবং বৈপিত্রেয় বোনের উপর বণ্টন করা হলো।

আর একশ্রেণী এক-তৃতীয়াংশ এবং অপর শ্রেণী এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার সময় মাসআলা এই—

মাসআলা–৩

মৃত

২ বৈপিত্রেয় সন্তান	মাতা
২	১

যদি এই মাসআলা পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত না হতো, তাহলে ৬ দ্বারা মাসআলা করে দুই বৈপিত্রেয় সন্তানকে ২ এবং ১ মাকে দেওয়া হতো। আর ৩ বাকি থাকত। কিন্তু রদ্দ সম্পর্কিত মাসআলা হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ সম্পত্তিকে বৈপিত্রেয় সন্তান এবং মাতার উপর বণ্টন করে দেওয়া হলো।

আর একশ্রেণী অর্ধাংশ এবং অন্য শ্রেণী এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়ার সময় মাসআলা এই—

মাসআলা–৪

মৃত

কন্যা	মাতা
৩	১

যদি এ মাসআলা (রাদ্দ) পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত না হতো, তাহলে ৬ দ্বারা মাসআলা করে কন্যাকে ৩ দেওয়া হতো আর মাতাকে এক দেওয়া হতো এবং ২ অতিরিক্ত থাকত, কিন্তু মাসআলাটি রদ্দিয়া হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্পত্তি কন্যা ও মাতার উপর বণ্টন করা হলো।

আর দুই-তৃতীয়াংশ একশ্রেণী এবং অন্য শ্রেণী এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়া অবস্থায় মাসআলা এই—

মাসআলা–৫

মৃত

দুই কন্যা	মাতা
৪	১

যদি এ মাসআলা রদ্দিয়া (পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত) না হতো, তাহলে ৬ দ্বারা মাসআলা করে দুই কন্যা ৪ এবং মাতা ১ পেত এবং ১ অবশিষ্ট থাকত, কিন্তু মাসআলাটি রদ্দিয়া হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্পত্তি ২ কন্যা ও মাতার উপর বণ্টন করা হলো।

আর একশ্রেণী অর্ধাংশ এবং অন্য দুইশ্রেণী এক-ষষ্ঠাংশ পাওয়া অবস্থায় মাসআলা এই—

মাসআলা–৫

মৃত

কন্যা	পুত্রের কন্যা	মাতা
৩	১	১

যদি এ মাসআলাটি রদ্দিয়া (পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত) না হতো, তাহলে ৬ দ্বারা মাসআলা শুরু হয়ে কন্যা ৩, পুত্রের কন্যা ১ এবং মাতাকে ১ দেওয়া হতো, আর ১ অতিরিক্ত থাকত। কিন্তু মাসআলাটি রদ্দিয়া হওয়ায় সম্পূর্ণ সম্পত্তি কন্যা, পুত্রের কন্যা এবং মাতার উপর বণ্টন করা হলো।

আর একশ্রেণী অর্ধাংশ এবং অন্য একশ্রেণী এক-তৃতীয়াংশ পাওয়া অবস্থায় মাসআলা এই—

মাসআলা–৫

মৃত

সহোদরা বোন	মাতা
৩	২

যদি এ মাসআলাটি (রদ্দিয়া) পুনঃবণ্টন সম্পর্কিত না হতো, তাহলে মাসআলা ৬ দ্বারা আরম্ভ হয়ে বোনকে ৩ এবং মাতাকে ২ দেওয়ার পর ১ অতিরিক্ত থাকত। কিন্তু মাসআলাটি রদ্দিয়া হওয়ায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোন ও মাতার মধ্যে বণ্টন করা হলো।

وَالثَّالِثُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ الْاَوَّلِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ اَقَلِّ مَخَارِجِهٖ فَاِنِ اسْتَقَامَ الْبَاقِيْ عَلٰى رُؤُوْسِ مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ فَبِهَا كَزَوْجٍ وَثَلٰثِ بَنَاتٍ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُؤُوْسِهِمْ فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَاِنْ وَافَقَ رُؤُوْسُهُمُ الْبَاقِيْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَاِلَّا فَاضْرِبْ كُلَّ رُؤُوْسِهِمْ فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয়টি হলো এই যে, প্রথম শ্রেণীর সাথে (যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় তাদের এক শ্রেণী) যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না (স্বামী-স্ত্রী) তারা থাকবে। তাহলে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না, তাদের অংশ বের করার নিম্নতম মাসআলা হতে তাদের অংশ দিয়ে দেবে। অতঃপর যদি যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয়, তাদের মধ্যে অবশিষ্টাংশ মাথাপিছু সমান অংশ হিসেবে ভাগ মিলে যায়, তবে তা দ্বারা মাসআলা করতে হবে। যেমন– স্বামী এবং তিন কন্যা। আর যদি তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ না মিলে যায়, তাহলে অংশীদারদের সংখ্যার উফুক দ্বারা যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশের মাখরাজ (মাসআলা বের করার সংখ্যা) দ্বারা গুণ করবে, যদি অবশিষ্টাংশ এবং অংশীদারদের সংখ্যার মধ্যে পরস্পর 'মুয়াফিক' সম্পর্ক হয়। যেমন–স্বামী ও ৬ কন্যা। আর যদি অবশিষ্টাংশ ও অংশীদারদের মধ্যে পরস্পর 'মুয়াফিক' সম্পর্ক না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ অংশীদারের সংখ্যাকে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশের মাখরাজের সংখ্যা দ্বারা গুণ করবে। এ গুণফলই মাসআলার তাসহীহ হবে। যেমন–স্বামী এবং ৫ কন্যা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالثَّالِثُ আর তৃতীয়টি হলো এই যে اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া , থাকবে مَعَ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর সাথে مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টণ হয় না فَاَعْطِ তাহলে দিয়ে দিবে, দাও فَرْضَ নির্ধারিত অংশ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না তাদেরকে مِنْ اَقَلِّ مَخَارِجِهٖ তাদের অংশ বের করার নিম্নতম মাসআলা হতে فَاِنِ اسْتَقَامَ যদি ভাগ মিলে যায়, সমভাবে বণ্টন করা যায় اَلْبَاقِيْ অবশিষ্টাংশ عَلٰى رُؤُوْسِ মাথাপিছু , ওয়ারিশদের সংখ্যার উপর مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় তাদের فَبِهَا তবে তার দ্বারা মাসআলা করতে হবে كَزَوْجٍ وَثَلٰثِ بَنَاتٍ যেমন স্বামী এবং তিন কন্যা وَاِنْ لَّمْ يَسْتَقِمْ আর যদি তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ মিলে না যায় فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর وَفْقَ رُؤُوْسِهِمْ তাদের (ওয়ারিশদের) সংখ্যার উফুক দ্বারা فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ তাদের অংশের মাখরাজ দ্বারা مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না وَاِنْ وَافَقَ আর যদি মুয়াফিক সম্পর্ক হয় رُؤُوْسُهُمُ الْبَاقِيْ অবশিষ্টাংশ ও অংশীদারদের সংখ্যার মধ্যে كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ যেমন স্বামী ও ছয় কন্যা وَاِلَّا আর যদি উভয়ের মাঝে মুয়াফিক সম্পর্ক না হয় فَاضْرِبْ তাহলে গুণ করবে/ কর كُلَّ رُؤُوْسِهِمْ সম্পূর্ণ অংশীদারদের সংখ্যাকে فِيْ مَخْرَجِ فَرْضِ তাদের অংশের মাখরাজের সংখ্যা দ্বারা مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না فَالْمَبْلَغُ এ গুণফলই হবে تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ মাসআলার তাসহীহ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ যেমন স্বামী এবং পাঁচ কন্যা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ اَنْ يَّكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : এখানে লেখক রদ্দ বা পুনঃবণ্টনের তৃতীয় মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। যদি مَنْ يُّرَدُّ عَلَيْهِ (যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয়)-এর এক শ্রেণী এবং অন্য শ্রেণী مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ (যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না) একত্রে হয়। তাহলে প্রথমত مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ -এর অংশীদারদের নিম্নতম মাখরাজ দ্বারা মাসআলা করতে হবে। এ মূলনীতি তিনটি পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হবে।

১. أَقَلُّ مَخَارِجْ দ্বারা মাসআলা নিরূপণ : যাদের উপর রদ্দ হয় না তাদেরকে أَقَلُّ مَخَارِجْ থেকে অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ যদি যাদের উপর রদ্দ হয় তাদের সংখ্যার সাথে মিলে যায়; তবে أَقَلُّ مَخَارِجْ দ্বারাই মাসআলা নিষ্পন্ন হবে।

যেমন– স্বামী এবং তিন কন্যা থাকা অবস্থায় স্বামীর অংশ এক-চতুর্থাংশ, আর স্বামীর উপর রাদ্দ হয় না। আর কন্যাদের অংশ দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের উপর রদ্দ হয়, এমতাবস্থায় এক-চতুর্থাংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশ একত্রিত হওয়ার নিয়ম অনুযায়ী ১২ দ্বারা মাসআলা শুরু হওয়া উচিত; কিন্তু ১২-এর এক-চতুর্থাংশ ৩ এটা স্বামীকে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ৮ এটা কন্যাদেরকে দেয়ার পর ১ অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই জানা গেল যে, এ মাসআলা রদ্দিয়া। আর مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ এক শ্রেণীর সাথে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ আছে। আর ৪, ৮, ১২, ১৬ ইত্যাদি সংখ্যা হতে এক-চতুর্থাংশ বের করা যায়, কিন্তু চার সবচেয়ে ছোট। সুতরাং এ ৪ দ্বারা মাসআলা করে স্বামীকে ১ এবং অবশিষ্ট ৩, তিন কন্যাকে দেয়া হলো। যেমন—

মাসআলা–৪

মৃত

স্বামী	কন্যা	কন্যা	কন্যা
১	১	১	১

২. تَوَافُقْ সম্পর্কের ভিত্তিতে রদ্দের মাসআলা নির্ণয় : যদি مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ-কে أَقَلُّ مَخْرَجْ থেকে অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ওয়ারিশগণের মাঝে পূর্ণ সংখ্যায় বণ্টন করা না যায় আর এমতাবস্থায় যদি অবশিষ্টাংশও مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ-এর সংখ্যার মাঝে تَوَافُقْ-এর সম্পর্ক হয়, তাহলে তাদের সংখ্যার وَفْق দ্বারা مَخْرَجْ-কে গুণ করা হবে। যেমন–

মাসআলা–৪ তাসহীহ– (৪×২) = ৮

মৃত

স্বামী	৬ কন্যা (وَفْق ২)
$\frac{১}{২}$	$\frac{৩}{৬}$

এখানে أَقَلُّ مَخْرَجْ ৪ থেকে স্বামীকে ১ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ৩ ছয় কন্যার মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হয় না। কিন্তু ৩ এবং ৬-এর মধ্যে 'তাদাখুল ফিত্ তাওয়াফুক' এর সম্পর্ক। ৩ দ্বারা ৬-কে ২ বার ভাগ দিলে নিঃশেষে মিলে যায়। সুতরাং জানা গেল যে, ৬-এর উফুক ২। একে স্বামীর মাখরাজ ৪-এর মধ্যে গুণ দিলে ৮ হয়ে যাবে এবং তা দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। এ ৮ হতে স্বামী ২ এবং ছয় কন্যা ৬ পাবে।

৩. تَبَايُنْ সম্পর্কের ভিত্তিতে রদ্দের মাসআলা নির্ণয় : أَقَلُّ مَخْرَجْ হতে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ কে অংশ দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট অংশ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ-এর অংশীদারের সংখ্যার মধ্যে 'তাবায়ুন' এর সম্পর্ক হয়, তাহলে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ-এর 'মাখরাজ' এর সাথে সম্পূর্ণ অংশীদারের সংখ্যাকে গুণ করবে। সুতরাং সে গুণফল দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। যেমন–স্বামী ও ৫ কন্যা জীবিত থাকা অবস্থায় ৪ দ্বারা মাসআলা শুরু করবে। স্বামীকে ১ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ৩ থাকবে। আর এ ৩ এবং ৫-এর মধ্যে 'তাবায়ুন' সম্পর্ক। কাজেই ৫ দ্বারা ৪-কে গুণ করে তাসহীহ করতে হবে। যেমন–

মাসআলা–৪, তাসহীহ– (৪×৫) = ২০

মৃত

স্বামী	৫ কন্যা
$\frac{১}{৫}$	$\frac{৩}{১৫}$

وَالرَّابِعُ اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ الثَّانِىْ مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ فَاقْسِمْ مَابَقِىَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّايُرَدُّ عَلَيْهِ عَلٰى مَسْئَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَاِنِ اسْتَقَامَ فَبِهَا وَهٰذَا فِىْ صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِىَ اَنْ يَّكُوْنَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِىْ بَيْنَ اَهْلِ الرَّدِّ اَثْلَاثًا كَزَوْجَةٍ وَاَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ اَخَوَاتٍ لِاُمٍّ ـ

সরল অনুবাদ : আর পুনঃবণ্টনের চতুর্থ মূলনীতি এই যে, দ্বিতীয় প্রকারের (অর্থাৎ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় তারা একাধিক শ্রেণীর হবে।) সাথে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না (স্বামী-স্ত্রী) তারা থাকবে। তাহলে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না, তাদের অংশের মাখরাজের অবশিষ্টাংশকে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয়, তাদের মাসআলা অনুযায়ী ভাগ করা হবে। যদি ভাগ করলে মাসআলাটি মিলে যায়, তাহলে তাই হবে মাখরাজ। আর তা একটি মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, আর তা হলো এই যে, স্ত্রীগণ এক-চতুর্থাংশ পাবে এবং অবশিষ্টাংশ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হবে তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ হিসেবে বণ্টিত হবে। যেমন– স্ত্রী, ৪ দাদী এবং ৬ বৈপিত্রেয় ভাই-বোন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالرَّابِعُ আর চতুর্থ মূলনীতি এই যে, اَنْ يَّكُوْنَ হওয়া, থাকবে مَعَ الثَّانِىْ দ্বিতীয় প্রকারের সাথে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না فَاقْسِمْ তাহলে ভাগ করে দাও مَابَقِىَ অবশিষ্টাংশকে, যা বাকি থাকবে مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ তাদের অংশের মাখরাজ থেকে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না عَلٰى مَسْئَلَةِ মাসআলা অনুযায়ী مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় فَاِنِ اسْتَقَامَ আর যদি বণ্টন করলে মাসআলাটি মিলে যায় فَبِهَا তাহলে তাই হবে মাখরাজ। وَهٰذَا আর এ পদ্ধতি فِىْ صُوْرَةٍ وَاحِدَةٍ একটি মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় وَهِىَ اَنْ يَّكُوْنَ আর তা এভাবে হবে যে, لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ স্ত্রীগণ এক চতুর্থাংশ পাবে وَالْبَاقِىْ আর অবশিষ্টাংশ بَيْنَ اَهْلِ الرَّدِّ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হবে তাদের মধ্যে اَثْلَاثًا দুই তৃতীয়াংশ হিসেবে বণ্টিত হবে كَزَوْجَةٍ যেমন স্ত্রী وَاَرْبَعِ جَدَّاتٍ চার দাদী وَسِتِّ اَخَوَاتٍ لِاُمٍّ ছয় বৈপিত্রিয় ভাই-বোন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ اَنْ يَّكُوْنَ الخ -এর আলোচনা : পুনঃবণ্টনের চতুর্থ প্রকার মূলনীতিতে লেখক مَسْئَلَةَ বলে 'অংশ' বুঝিয়েছেন। যেমন– লেখকের উক্তি "عَلٰى مَسْئَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ" দ্বারা উদ্দেশ্য 'যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয়' তাদের অংশ বুঝানো। রদ্দ এর চতুর্থ প্রকার মূলনীতি হলো مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ওয়ারিশগণ একাধিক শ্রেণীর হবে এবং তাদের সাথে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ -এর ওয়ারিশ তথা স্বামী স্ত্রীর কেউ থাকবে। গ্রন্থকার (র.) এ মাসআলাটির ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। যথা–

১. مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ -কে দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ -এর একাধিক শ্রেণীর ওয়ারিশদের অংশ হারে ভাগ মিলে যাবে। উল্লেখ্য, এ নিয়ম শুধুমাত্র একটি মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন–

এক স্ত্রী, চার দাদী এবং ছয় বৈপিত্রিয় বোন জীবিত থাকা অবস্থায়, বোন এবং দাদী পুনঃবণ্টনে প্রাপ্ত অংশীদার, আর স্ত্রী পুনঃবণ্টনে প্রাপ্ত অংশীদার নয়। আর এ মাসআলা মূলনীতি অনুযায়ী ১২ দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিল। কেননা স্ত্রীর অংশ এক-চতুর্থাংশ, দাদীর অংশ এক-ষষ্ঠাংশ, আর বৈপিত্রেয়ী বোনদের অংশ এক-তৃতীয়াংশ। আর ১২-এর এক-চতুর্থাংশ ($\frac{১}{৪}$) ৩, এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) ৪ এবং এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$) ২, এ সবগুলো মিলে মোট ৯ এবং অবশিষ্ট থাকে ৩।

সুতরাং জানা গেল যে, এ মাসআলা রদ্দিয়া, আর যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না তাদের মধ্যে স্ত্রীর নিম্নতম মাখরাজ ৪, কাজেই তা দ্বারা মাসআলা করে স্ত্রীকে ১ দেওয়ার পর বাকি থাকে ৩। তা দাদী এবং বৈপিত্রিয় বোনদের উপর সমানভাবে বণ্টন হবে। কেননা তৃতীয়াংশ এবং ষষ্ঠাংশ একত্রিত হওয়ার অবস্থায় ৬ দ্বারা মাসআলা হবে। আর তার তৃতীয়াংশ হলো ২ এবং ষষ্ঠাংশ হলো ১। সুতরাং যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয়, তাদের অংশ এবং অবশিষ্টাংশের মধ্যে 'তামাছুল' এর সম্পর্ক। সুতরাং অবশিষ্টাংশ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয়, তাদের মধ্যে অংশ হারে সমানভাবে ভাগ হবে। কিন্তু চার দাদীর উপর ১ এবং ৬ বৈপিত্রিয় বোনদের উপর ২ সমানভাবে ভাগ হয় না। ২ এবং ৬-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক বিন্‌নিসফি' সম্পর্ক। ৬-এর উফুক ৩। কাজেই দাদীদের অংশের সংখ্যা ৪-কে ৩ দ্বারা গুণ করলে ১২ হবে। আর এ ১২-কে মূল মাসআলা ৪ দ্বারা গুণ করলে ৪৮ হবে। আর তাই হবে মাসআলার তাসহীহ।

মাসআলা–৪, তাসহীহ–(৪× ১২) =৪৮

মৃত

স্ত্রী	৪ দাদী	৬ বৈপিত্রিয় ভাই-বোন
১/১২	১/১২	২/২৪

وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ جَمِيْعَ مَسْئَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِىْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَّا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ فُرُوْضِ الْفَرِيْقَيْنِ كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ فِى مَسْئَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيْمَا بَقِىَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ وَاِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى الْبَعْضِ فَتَصْحِيْحُ الْمَسَائِلِ بِالْاُصُوْلِ الْمَذْكُوْرَةِ ـ

সরল অনুবাদ : আর যদি ভাগ মিলে না যায়, তাহলে যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয়, তাদের সম্পূর্ণ মাসআলার সংখ্যাকে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশের মাখরাজ দ্বারা গুণ করবে। সুতরাং সে গুণফলই তাদের উভয়ের অংশের মাখরাজ হবে। যেমন—৪ স্ত্রী ৯ কন্যা এবং ৬ দাদী। অতঃপর যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশসমূহকে যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় তাদের মাসআলা দ্বারা গুণ করবে এবং যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় তাদের অংশকে যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশের মাখরাজ দ্বারা গুণ করবে। আর যদি কোনো অংশীদারের অংশ না মিলে ভগ্নাংশ হয়, তাহলে তাসহীহ'র অধ্যায়ে বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী মাসআলা তাসহীহ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ আর যদি ভাগ মিলে না যায় فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর جَمِيْعَ مَسْئَلَةِ সম্পূর্ণ মাসআলার সংখ্যাকে مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃ বণ্টন হয় فِىْ مَخْرَجِ فَرْضِ অংশের মাখরাজ দ্বারা مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না فَالْمَبْلَغُ সুতরাং সে গুণফলই হবে مَخْرَجُ فُرُوْضِ الْفَرِيْقَيْنِ তাদের উভয়ের অংশের মাখরাজ كَاَرْبَعِ زَوْجَاتٍ যেমন চার স্ত্রী وَتِسْعِ بَنَاتٍ নয় কন্যা وَسِتِّ جَدَّاتٍ এবং ছয় দাদী ثُمَّ اضْرِبْ অতঃপর গুণ কর سِهَامَ অংশসমূহকে مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় না فِىْ مَسْئَلَةِ তাদের মাসআলা দ্বারা مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের উপর পুনঃবণ্টন হয় وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ এবং যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় তাদের অংশকে فِيْمَا بَقِىَ যা অবশিষ্ট থাকবে مِنْ مَخْرَجِ মাখরাজ থেকে فَرْضِ مَنْ لَايُرَدُّ عَلَيْهِ যাদের মধ্যে পুনঃবণ্টন হয় না তাদের অংশের وَاِنِ انْكَسَرَتْ عَلَى الْبَعْضِ আর যদি কোনো অংশীদারের অংশ ভগ্নাংশ হয় فَتَصْحِيْحُ الْمَسَائِلِ তাহলে মাসআলাসমূহের তাসহীহ হবে بِالْاُصُوْلِ الْمَذْكُوْرَةِ বর্ণিত মূল নীতিঅনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ الخ :

رَدْ-এর চতুর্থ প্রকারের দ্বিতীয় পদ্ধতি : مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ-কে অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ওয়ারিশগণের অংশ হারে সমানভাবে বণ্টিত হবে না। আর ৪ স্ত্রী, ৯ কন্যা এবং ৬ দাদী জীবিত থাকা অবস্থায় ২৪ দ্বারা মাসআলা হওয়া উচিত। কেননা স্ত্রীদের $\frac{১}{৮}$, কন্যাদের $\frac{২}{৩}$ এবং দাদীদের $\frac{১}{৬}$ অংশের সাথে একত্রে আছে। কাজেই ২৪-এর $\frac{১}{৮}$ = ৩, এবং ২৪ এর $\frac{২}{৩}$ = ১৬ এবং ২৪-এর $\frac{১}{৬}$ = ৪। মোট একত্রে ২৩। কাজেই বুঝা গেল যে, মাসআলা রাদ্দিয়া। যেমন—

মাসআলা—৮, মাসআলা—৫, তাসহীহ— (৮×৫) = ৪০, তাসহীহ— (৪০×৩৬) = ১৪৪০

মৃত

৪ স্ত্রী	উফুক—২	৯ কন্যা		৬ দাদী
১		৪	৭	১
৫		২৮	৩৫	৭
১৮০		১০০৮		১৫২

উক্ত মাসআলায় স্ত্রীদের অংশ $\frac{১}{৮}$ -এর নিম্নতম মাখরাজ ৮ দ্বারা মাসআলা করার পর ৭ বাকি রইল। আর কন্যা এবং দাদীদের অংশ ৫। কেননা ৬-এর দুই-তৃতীয়াংশ ৪ এবং ষষ্ঠাংশ ১। আর এ ৫ অবশিষ্ট ৭-এর উপর সমানভাবে বণ্টন হয় না। কাজেই এ ৫-কে ৮ দ্বারা গুণ করার পর ৪০ হয়ে যাবে। আর এ ৪০ হতে ৪ স্ত্রী ৫; ৬ দাদী ৭ এবং ৯ কন্যা ২৮ পাবে। কিন্তু ৫ চার-স্ত্রীর মধ্যে, ছয় দাদীর মধ্যে এবং ২৮ নয় কন্যার মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হয় না। আর ৪ ও ৫, ৬ ও ৭ এবং ৯ ও ২৮-এর মধ্যে 'তাবায়ুন' সম্পর্ক। কিন্তু অংশীদারদের সংখ্যা ৬ ও ৯-এর মধ্যে 'তাওয়াফুক' সম্পর্ক। সুতরাং ৬-এর উফুক ২ দ্বারা ৯-কে গুণ করলে ১৮ হবে এবং এই ১৮-কে ৪-এর উফুক ২ দ্বারা গুণ করলে ৩৬ হবে। আর ৩৬-কে ৪০ দ্বারা গুণ করলে ১৪৪০ হবে। সুতরাং তা দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। আর ৩৬ দ্বারা স্ত্রীর অংশ ৫, দাদীদের অংশ ৭ এবং কন্যাদের অংশ ২৮-কে গুণ দিলে প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশ বের হবে।

بَابُ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ

দাদার উত্তরাধিকারী স্বত্ব সংক্রান্ত অধ্যায়

قَالَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَ مَنْ تَابَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ بَنُو الْاَعْيَانِ وَبَنُو الْعَلَّاتِ لَا يَرِثُوْنَ مَعَ الْجَدِّ وَهٰذَا قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبِهٖ يُفْتٰى وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَرِثُوْنَ مَعَ الْجَدِّ وَهُوَ قَوْلُهُمَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِلْجَدِّ مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ وَبَنِى الْعَلَّاتِ اَفْضَلُ الْاَمْرَيْنِ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنْ ثُلُثِ جَمِيْعِ الْمَالِ وَ تَفْسِيْرُ الْمُقَاسَمَةِ اَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ فِى الْقِسْمَةِ كَاَحَدِ الْاِخْوَةِ وَبَنُو الْعَلَّاتِ يَدْخُلُوْنَ فِى الْقِسْمَةِ مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ اِضْرَارًا لِلْجَدِّ ـ

সরল অনুবাদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবীগণ বলেছেন— দাদা বর্তমান থাকা অবস্থায় সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন উত্তরাধিকারী হয় না এবং তা-ই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর এর উপরই ফতোয়া। আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন, দাদার বর্তমানে তারা (সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন) উত্তরাধিকারী হবে। আর তা সাহেবাইন (র.) [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)], ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত। আর যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর মতে, সহোদর ভাই-বোন ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন থাকা অবস্থায় দাদার জন্য মুকাসামা (দাদাকে এক ভাইয়ের সমান মনে করা) ও সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান এ দুই হুকুমের মধ্যে উত্তমটিই কর্তব্য। আর মুকাসামা শব্দটির ব্যাখ্যা এই যে, বণ্টনের সময় দাদাকে এক ভাইয়ের সমান হিসেবে গণ্য করা এবং দাদার ক্ষতির জন্য সহোদর ভাই-বোনদের সাথে বণ্টনের মধ্যে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ (رض) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেছেন وَمَنْ تَابَعَهُ এবং যারা তার অনুসারী مِنَ الصَّحَابَةِ সাহাবীগণ থেকে بَنُو الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোন وَبَنُو الْعَلَّاتِ এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন لَا يَرِثُوْنَ তারা উত্তরাধিকারী হয় না مَعَ الْجَدِّ দাদার সাথে, বর্তমানে وَهٰذَا আর এটাই قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত وَبِهٖ يُفْتٰى আর এর উপরই ফতোয়া وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رض) আর হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন يَرِثُوْنَ তারা উত্তরাধিকারী হবে مَعَ الْجَدِّ দাদার বর্তমানে وَهُوَ قَوْلُهُمَا رح আর তা সাহেবাইনের অভিমত وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رح এবং ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রা.)-এর অভিমত وَعِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) আর যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর মতে لِلْجَدِّ দাদার জন্য مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাইবোনের থাকাবস্থায় وَبَنِى الْعَلَّاتِ এবং বৈমাত্রেয় ভাইবোনের থাকাবস্থায় اَفْضَلُ الْاَمْرَيْنِ দু'টি বিষয়ের উত্তমটি مِنَ الْمُقَاسَمَةِ মোকাসামা থেকে وَمِنْ ثُلُثِ جَمِيْعِ الْمَالِ ও সমস্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ প্রদান وَتَفْسِيْرُ الْمُقَاسَمَةِ আর শব্দটির ব্যাখ্যা এই যে, اَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ দাদাকে গণ্য করা فِى الْقِسْمَةِ বণ্টণের মধ্যে كَاَحَدِ الْاِخْوَةِ এক ভাইয়ের সমান হিসেবে وَبَنُو الْعَلَّاتِ আর বৈমাত্রেয় ভাইবোন يَدْخُلُوْنَ অন্তর্ভুক্ত হবে فِى الْقِسْمَةِ বণ্টনের মধ্যে مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোনদের সাথে اِضْرَارًا لِلْجَدِّ দাদার ক্ষতির জন্য।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَابُ مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ الخ -এর আলোচনা : مُقَاسَمَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। قِسْمَةٌ মাদ্দাহ হতে উৎকলিত। অর্থ পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া।

ইলমে ফারায়েযের পরিভাষায়- اَلْمُقَاسَمَةُ هِىَ اَنْ يَجْعَلَ الْجَدَّ فِى الْقِسْمَةِ كَاَحَدِ الْاِخْوَةِ অর্থা, মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে দাদাকে এক ভাইয়ের সমকক্ষ মনে করাকে مُقَاسَمَةٌ বলে।

সাহেবাইন (র.)-এর বক্তব্য অনুসারে এ অধ্যায়ের নাম 'মুকাসামাতুল জাদ্দে' রাখা হয়েছে। কেননা সহোদর এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সাথে মৃতের দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট দাদা সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, ভাই-বোন ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। সুতরাং তাঁর নিকট ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টনের প্রশ্নই উঠে না। ইমাম আযম (র.) বলেন, দাদা পিতার সমমানের, কাজেই যেমনিভাবে পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় সহোদর এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়, এমনিভাবে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে।

আর সাহেবাইন (র.) ও অন্যান্যদের নিকট পিতা বর্তমান (জীবিত) থাকা অবস্থায় সহোদর এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হয়ে যায়, কিন্তু দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বঞ্চিত হয় না। আর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনগণ দাদার উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, দাদা এক হিসেবে পিতার সমতুল্য। সুতরাং পিতার ন্যায় দাদাও বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের জন্য বাধা প্রদানকারী। আর দাদা পিতার ন্যায় নাবালক ছেলে ও নাবালিকা মেয়েকে বিবাহ দেওয়া অবস্থায় তারা বালেগ হওয়ার পর তাদের আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা দেওয়া হয় না এবং পিতার ন্যায় দাদা উপস্থিত থাকা অবস্থায় নাবালক ছেলে এবং মেয়ের অভিভাবত্ব ভাই হতে পারে না। আর এক হিসেবে দাদা ভাইয়ের সমতুল্য। সুতরাং নাবালক ছেলে এবং মেয়ের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব যেমনিভাবে মাতা এবং ভাইয়ের উপর ওয়াজিব হয় যে, মাতা এক-তৃতীয়াংশের ব্যয় এবং ভাই দুই-তৃতীয়াংশের ব্যয় বহন করবে, এমনিভাবে মাতা এবং দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় মাতার উপর এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় এবং দাদার উপর দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় বহন করা ওয়াজিব।

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী দাদার ক্ষেত্রে যদি ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন উপকারী হয়, তাহলে দাদাকে এক ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। যেমন-মৃতের এক ভাই এবং দাদা জীবিত আছে, তাহলে এমতাবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টনে দাদার ব্যাপারে উপকারী, দাদা অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হবে। এমনিভাবে দুই ভাই থাকা অবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়অংশ দাদা পাবে, ভাইয়েরা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর তিন ভাই থাকা অবস্থায় দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ তিন ভাইদের মধ্যে সমান হারে বণ্টন হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় দাদাকে ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন হতে আলাদা রাখা দাদার ক্ষেত্রে উত্তম। কেননা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত রাখা আবস্থায় দাদা ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে, যা ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হিসেবে কম। এটাকে মুসান্নিফ (র.) "وَلِلْجَدِّ مَعَ بَنِى الْاَعْيَانِ وَالْعَلَّاتِ اَفْضَلُ الْاَمْرَيْنِ" উক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

আর যখন মৃত ব্যক্তির দাদা, এক সহোদর ভাই এবং এক বৈমাত্রেয় ভাই জীবিত আছে, তখন বণ্টন করা বা না করা উভয়টাই দাদার ক্ষেত্রে সমান। কেননা দাদা এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী ভাই। আর বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে। সুতরাং দাদাকে অর্ধাংশ হতে এক-তৃতীয়াংশের প্রতি নিয়ে যাওয়ার জন্য বৈমাত্রেয় ভাই বণ্টনে প্রবেশ করেছে। এটাকে লেখক وَبَنُوا الْعَلَّاتِ يَدْخُلُوْنَ الخ উক্তি দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

فَاِذَا اَخَذَ الْجَدُّ نَصِيْبَهٗ فَبَنُو الْعَلَّاتِ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْبَيْنِ خَائِبِيْنَ بِغَيْرِ شَيْئٍ وَالْبَاقِىْ لِبَنِى الْاَعْيَانِ اِلَّا اِذَا كَانَتْ مِنْ بَنِىْ الْاَعْيَانِ اُخْتٌ وَاحِدَةٌ فَاِنَّهَا اِذَا اَخَذَتْ فَرْضَهَا نِصْفَ الْكُلِّ بَعْدَ نَصِيْبِ الْجَدِّ فَاِنْ بَقِىَ شَيْئٌ فَلِبَنِى الْعَلَّاتِ وَاِلَّا فَلَاشَيْئَ لَهُمْ كَجَدٍّ وَّاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَاُخْتَيْنِ لِاَبٍ فَبَقِىَ لِلْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ عُشْرُ الْمَالِ وَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِيْنَ وَلَوْ كَانَتْ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ اُخْتٌ لِاَبٍ لَمْ يَبْقَ لَهَا شَيْئٌ۔

সরল অনুবাদ : আর যদি দাদা তাঁর অংশ গ্রহণ করে নেয়, তাহলে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে কোনো বস্তু গ্রহণ ব্যতিরেকে শূন্য হাতে ওয়ারিশদের মধ্য হতে বের হয়ে পড়বে এবং অবশিষ্টাংশ সহোদর ভাই-বোন পাবে, কিন্তু যখন শুধু এক সহোদরা বোন হবে। কেননা সে দাদার অংশ নেওয়ার পর তার অংশ সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধাংশ গ্রহণ করবে। এরপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন পাবে। অন্যথা তাদের জন্য কোনো কিছু নেই। যেমন– দাদা, ১ সহোদরা বোন এবং ২ বৈমাত্রেয়ী বোন জীবিত থাকা অবস্থায়। অতএব বৈমাত্রেয়ী বোনদ্বয়ের জন্য এক-দশমাংশ সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং মাসআলা ২০ দ্বারা তাসহীহ হবে। আর যদি এ মাসআলায় বৈমাত্রেয়ী এক বোন থাকে, তাহলে তার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاِذَا اَخَذَ الْجَدُّ আর যদি দাদা গ্রহণ করে নেয় نَصِيْبَهٗ তাঁর অংশ فَبَنُو الْعَلَّاتِ তাহলে বৈমাত্রেয় ভাই বোনগণ يَخْرُجُوْنَ তারা বের হয়ে পড়বে مِنَ الْبَيْنِ ওয়ারিশদের মধ্য হতে خَائِبِيْنَ নৈরাশ হয়ে, শূন্য হাতে بِغَيْرِ شَيْئٍ কোনো বস্তু গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই اَلْبَاقِىْ এবং অবশিষ্ট অংশ لِبَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোন পাবে اِلَّا কিন্তু اِذَا كَانَتْ যদি হয় مِنْ بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোন হতে اُخْتٌ وَاحِدَةٌ শুধু এক সহোদরা বোন فَاِنَّهَا কেননা সে اِذَا اَخَذَتْ যখন গ্রহণ করবে فَرْضَهَا তার অংশ نِصْفَ الْكُلِّ সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধাংশ بَعْدَ نَصِيْبِ الْجَدِّ দাদার অংশ নেওয়ার পর فَاِنْ بَقِىَ شَيْئٌ এরপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে فَلِبَنِى الْعَلَّاتِ তাহলে তা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন পাবে وَاِلَّا অন্যথা فَلَا شَيْئَ لَهُمْ তাদের জন্য কোনো কিছু নেই كَجَدٍّ যেমন দাদা وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ এক সহোদরা বোন وَاُخْتَيْنِ لِاَبٍ এবং দুই বৈমাত্রেয় বোন (জীবিত থাকাবস্থায়) فَبَقِىَ অতএব অবশিষ্ট থাকে لِلْاُخْتَيْنِ لِاَبٍ বৈমাত্রেয় বোনদের জন্য عُشْرُ الْمَالِ সম্পত্তির একদশমাংশ وَتَصِحُّ এবং মাসআলা তাসহীহ হবে مِنْ عِشْرِيْنَ বিশ দ্বারা وَلَوْ كَانَتْ আর যদি থাকে فِىْ هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ এ মাসআলায় اُخْتٌ لِاَبٍ বৈমাত্রেয় এক বোন لَمْ يَبْقَ لَهَا তাহলে তার জন্য অবশিষ্ট থাকবে না شَيْئٌ কিছুই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِذَا اَخَذَ الْجَدُّ الخ -এর আলোচনা : সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, লেখকের নিকট হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর মাযহাব গ্রহণযোগ্য। এ কারণেই, এ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত এ মাযহাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সহোদর ভাই-বোন উভয়ে জীবিত থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু দাদাকে এক ভাই সমতুল্য সাব্যস্ত করে বণ্টনের সময় বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদেরকে সহোদর ভাই-বোনদের সাথে গণ্য করা হয়, যেন দাদার অংশ অর্ধেক হতে হ্রাস পায়। সুতরাং দাদার নিজ অংশ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সহোদর ভাই-বোন হবে এবং তাদের কারণে বৈমাত্রেয় ভাই-বোন ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যদি দাদার সাথে একজন সহোদরা বোন জীবিত থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই-বোন জীবিত থাকে, এমতাবস্থায় দাদার সাথে একজন সহোদরা বোন তার অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধাংশ গ্রহণ করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের অংশ। সুতরাং দাদা, এক সহোদরা বোন এবং দুই বৈমাত্রেয়ী বোন জীবিতাবস্থায় দাদাকে দুই বোন সমতুল্য সাব্যস্ত করতে হবে। কেননা তিনি এক ভাইয়ের সমমানের, আর এক ভাই দুই বোনের সমান। এর উপর ভিত্তি করে মোট ৫ বোন হবে। সহোদরা বোন অর্ধেকের উত্তরাধিকারী। তার সাথে বৈমাত্রেয়ী বোন জীবিত থাকা অবস্থায় দাদা অর্ধেক পাবে, অর্থাৎ ৫ হতে ২ পাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক বৈমাত্রেয়ী বোনগণ পাবে।

এ মাসআলাকে সর্ব প্রথম ৫ দ্বারা শুরু করে, বৈমাত্রেয়ী বোনদের সংখ্যা দ্বারা ৫-কে গুণ করলে ১০ হয়ে যাবে। অতঃপর এ ১০ হতে বৈমাত্রেয়ী বোনেরা ১ পাবে ; কিন্তু ১ দু' বোনের উপর ভগ্নাংশ। কাজেই ১০-কে ২ দ্বারা গুণ করলে ২০ হয়ে যাবে, আর তা হবে এ মাসআলার তাসহীহ।

আর যদি দাদা এক সহোদরা বোন এবং এক বৈমাত্রেয়ী বোনের সাথে জীবিত থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় প্রথমে দাদা ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে, আর অবশিষ্ট অর্ধাংশ সহোদরা বোন পাবে। কাজেই বৈমাত্রেয়ী বোন কিছুই পাবে না। কেননা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর নিকট দাদার কারণে বৈমাত্রেয়ী বোন আসাবা হয়। আর ত্যাজ্য সম্পত্তি অতিরিক্ত না হওয়ার সময় আসাবাগণ কিছুই পাবে না। আর এ উক্তি প্রথমেই বুঝা গেল যে, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর নিকট দাদাকে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া এবং দাদাকে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে যেটি উত্তম তাই করতে হবে। আর এক বৈমাত্রেয়ী বোন হওয়া অবস্থায় দাদাকে ত্যাজ্য সম্পদ বণ্টনে অন্তর্ভুক্ত করা দাদার জন্য উত্তম। কেননা এমতাবস্থায় দাদা ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত না করা অবস্থায় দাদা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর অর্ধাংশ এক-তৃতীয়াংশের অধিক।

وَاِنْ اِخْتَلَطَ بِهِمْ ذُوْ سَهْمٍ فَلِلْجَدِّ هٰهُنَا اَفْضَلُ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ بَعْدَ فَرْضِ ذِىْ سَهْمٍ اَمَّا الْمُقَاسَمَةُ كَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَاَخٍ وَاَمَّا ثُلُثُ مَابَقِىَ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَاَخَوَيْنِ وَاُخْتٍ وَاَمَّا سُدُسُ جَمِيْعِ الْمَالِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَاَخَوَيْنِ وَاِذَا كَانَ ثُلُثُ الْبَاقِىْ خَيْرًا لِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلْبَاقِىْ ثُلُثٌ صَحِيْحٌ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَاِنْ تَرَكَتْ جَدًّا اَوْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَاُمًّا وَاُخْتًا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ فَالسُّدُسُ خَيْرٌ لِلْجَدِّ وَ تَعُوْلُ الْمَسْئَلَةُ اِلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ وَ لَاشَىْءَ لِلْاُخْتِ ـ

সরল অনুবাদ : আর যদি তাদের সাথে অন্য কোনো যাবিল ফুরূয থাকে, তাহলে এ স্থলে যাবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর তিনটি হুকুমের উত্তমটিই দাদার জন্য গ্রহণীয় হবে। হুকুম তিনটি এই— (১) মুকাসামা, (অর্থাৎ বণ্টনের সময় দাদাকে এক সহোদর ভাই সমতুল্য গণ্য করতে হবে।) যেমন– স্বামী, দাদা ও ভাই আছে। (২) অথবা অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ। যেমন– দাদা, দাদী, দুই ভাই ও এক বোন আছে। (৩) অথবা সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ নেবে। যেমন– দাদা, দাদী, কন্যা এবং দুই ভাই আছে। আর যখন দাদার জন্য অবশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ উত্তম হয় এবং সে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ পূর্ণ সংখ্যা না হয়, তাহলে এ তৃতীয়াংশের মাখরাজ দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করবে। অতঃপর যদি কোনো নারী– দাদা, স্বামী, এক কন্যা, মাতা এবং এক সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয়ী বোন রেখে মারা যায়, তাহলে দাদার জন্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ উত্তম হবে এবং মাসআলা ১৩ পর্যন্ত আওল হবে, আর বোনের জন্য কিছুই থাকবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ اِخْتَلَطَ আর যদি থাকে, মিলিত হয় بِهِمْ তাদের সাথে ذُوْ سَهْمٍ অন্য কোনো যাবিল ফুরূয فَلِلْجَدِّ هٰهُنَا তাহলে এখানে দাদার জন্য গ্রহণীয় হবে اَفْضَلُ الْاُمُوْرِ الثَّلٰثَةِ তিনটি হুকুমের উত্তমটিই بَعْدَ فَرْضِ ذِىْ سَهْمٍ যাবিল ফুরূযের অংশ দেওয়ার পর اَمَّا الْمُقَاسَمَةُ হয়তো মাকাসামা নিবে كَزَوْجٍ وَجَدٍّ وَاَخٍ যেমন স্বামী, দাদা ও ভাই আছে وَاَمَّا ثُلُثُ অথবা এক তৃতীয়াংশ নিবে مَا بَقِىَ অবশিষ্টাংশের كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَاَخَوَيْنِ وَاُخْتٍ যেমন দাদা, দাদী, দুই ভাই ও এক বোন وَاَمَّا سُدُسُ جَمِيْعِ الْمَالِ অথবা সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ নিবে كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَاَخَوَيْنِ যেমন দাদা, দাদী, কন্যা এবং দুই ভাই وَاِذَا كَانَ আর যখন হয় ثُلُثُ الْبَاقِىْ অবিশিষ্টাংশের এক তৃতীয়াংশ خَيْرًا لِلْجَدِّ দাদার জন্য উত্তম হবে وَلَيْسَ لِلْبَاقِىْ ثُلُثٌ صَحِيْحٌ এবং সে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ পূর্ণ সংখ্যা না হয় فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর مَخْرَجَ الثُّلُثِ এ তৃতীয়াংশের মাখরাজ দ্বারা فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ মূল মাসআলঅকে فَاِنْ تَرَكَتْ যদি কোনো নারী রেখে (মারা) যায় جَدًّا দাদা اَوْ زَوْجًا অথবা স্বামী وَبِنْتًا এক কন্যা وَاُمًّا মাতা وَاُخْتًا لِاَبٍ وَاُمٍّ এবং সহোদরা বোন اَوْ لِاَبٍ অথবা একটি বৈমাত্রেয় বোন فَالسُّدُسُ তাহলে এক ষষ্ঠাংশই خَيْرٌ لِلْجَدِّ দাদার জন্য উত্তম হবে وَتَعُوْلُ الْمَسْئَلَةُ এবং মাসআলাটি আওল হবে اِلٰى ثَلٰثَةَ عَشَرَ তের পর্যন্ত وَلَا شَىْءَ لِلْاُخْتِ আর বোনের জন্য কিছুই থাকবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اخْتَلَطَ بِهِمْ ذُوْ سَهْمٍ الخ -এর আলোচনা : এখানে লেখক দাদার সাথে যাবিল ফুরূয হওয়া অবস্থায় বণ্টনের নিয়ম বর্ণনা করতেছেন। আর এ ক্ষেত্রে দাদার জন্য তিনটি হুকুমের মধ্যে যেটি উত্তম সেটি ধর্তব্য হবে। হুকুম তিনটি হলো–

১. اَلْمُقَاسَمَةُ তথা বণ্টনের ক্ষেত্রে দাদাকে এক সহোদর ভাইয়ের সমতুল্য মনে করা।

২. ثُلُثُ مَا بَقِىَ তথা যাবিল ফুরূয দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ।

৩. سُدُسُ جَمِيْعِ الْمَالِ তথা সমস্ত মালের এক-ষষ্ঠাংশ। যেমন– দাদার জন্য মুকাসামা (অর্থাৎ দাদাকে এক ভাইয়ের সমতুল্য ধরে) উত্তম হওয়ার চিত্র—

মাসআলা–২, তাসহীহ– ৪

মৃত

স্বামী	দাদা	ভাই
১/২	১	১

(দাদা ও ভাই: ১/২)
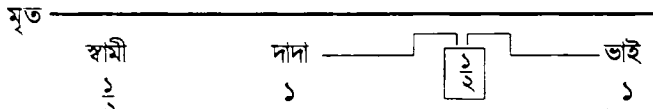
এ চিত্রে তোমরা দেখতেছ যে, দাদা এবং ভাইয়ের সঙ্গে স্বামী জীবিত আছে। সুতরাং তাকে অর্ধাংশ ১ দেওয়ার পর অবশিষ্ট ১-এর মধ্যে দাদা ও ভাই অংশীদার হলো। এতে বুঝা গেল যে, মুকাসামা অবস্থায় দাদা ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর এ এক-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ বা স্বামীর অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ হতে বেশি, কাজেই বুঝা গেল যে, এ বণ্টন পদ্ধতি দাদার জন্য উত্তম। অন্যথা সে অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ পেত, বা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ পেত। আর দাদার জন্য অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার চিত্র—

মাসআলা– ৬, তাসহীহ– ১৮

মৃত

দাদা	দাদী	ভাই	ভাই	বোন
৫	১/৩	৪	৪	২
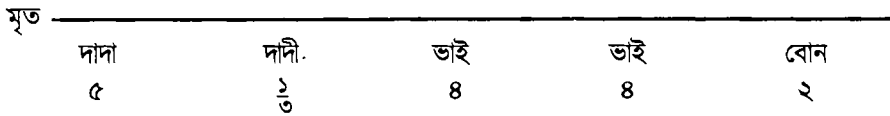
এ চিত্রে দাদীর অংশ এক ষষ্ঠাংশ (১/৬)। কাজেই ৬ দ্বারা মাসআলা শুরু হয়ে দাদীকে ১ দেওয়া হলো। আর অবশিষ্টাংশ ৫-এর ১/৩ বের করা সম্ভব নয়। সুতরাং ১/৩ এর মাখরাজ ৩ দ্বারা ৬ কে গুণ দেওয়ায় ১৮ হলো। তার এক ষষ্ঠাংশ ৩ দাদীকে দেওয়ার পর ১৫ অবশিষ্ট রইল, যার এক-তৃতীয়াংশ ৫, তা দাদাকে দেওয়া হলো। আর বাকি ১০ হতে দু' ভাইকে ৮ এবং এক বোনকে ২ দেওয়া হলো। এমতাবস্থায় অবশিষ্টাংশের ১/৩ মুকাসামা ও ১/৩ অংশ সমুদয় সম্পত্তি ১/৩ অংশ হতে উত্তম। কেননা ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণের ১/৬ = ৩। আর মুকাসামার ক্ষেত্রে দাদীকে ১ দেওয়ার পর ৫ অবশিষ্ট থাকবে এবং দাদাকে এক ভাই হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে। সুতরাং ৩ ভাই ও এক বোন মিলে একত্রে ৭ বোন হলো। আর অবশিষ্ট ৫ সাত বোনের উপর বণ্টন হয় না। কাজেই ৭ কে ৬ দ্বারা গুণ দেওয়ায় ৪২ হলো। আর তা হতে দাদী ৭, দাদা ১০, প্রত্যেক ভাই ১০ এবং বোন ৫ পেল। কিন্তু ৫/১৮, ১০/৪২ হতে উত্তম। এমনিভাবে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির ১/৬ = ৬। আর ৪২ হতে ৬ এবং ৫ উত্তম হওয়া প্রকাশ্য। আর সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির ১/৬ অংশ দাদার জন্য উত্তম হওয়ার চিত্র এই—

মাসআলা– ৬, তাসহীহ–১২

মৃত

দাদা	দাদী	কন্যা	ভাই	ভাই
১/২	১/২	৩/৬	১	১

(ভাই ও ভাই: ১/২)
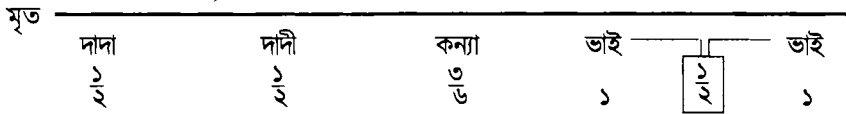
এ চিত্রে তোমরা দেখতেছ যে, দাদা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ১/৬ পেল। আর এ ১/৬ অবশিষ্টাংশের ১/৩ হতে উত্তম। কেননা অবশিষ্টাংশের ১/৩ অংশ হলো ১/৩ । আর দাদাকে বণ্টনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলেও ২/৩ পাবে। কেননা দাদী এবং কন্যার অংশ বের হওয়ার পর অবশিষ্ট ২-কে দুই ভাই এবং এক দাদার উপর বণ্টন করা অবস্থায় ২/৩ হয়। আর তা ১ হতে অধিক হওয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। আর ১/৬ অংশ দাদার জন্য উত্তম হওয়ার চিত্র—

মাসআলা – ১২, আওল–১৩

মৃত

দাদা	স্বামী	কন্যা	মাতা	সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোন
২	৩	৬	২	(বঞ্চিত)
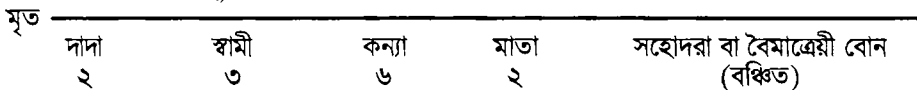
উপরোক্ত চিত্রে স্বামী ৩, কন্যা ৬ এবং মাতা ২ পাওয়ার পর ১ অবশিষ্ট থাকে। আর দাদা এক ভাই সমতুল্য হওয়ার কারণে ১-এর দু' অংশ দাদাকে এবং ১ অংশ বোনকে যদি দেওয়া হয়, তাহলে এ অংশ ১/৬ হতে কম হবে। আর অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ ১/৩। আর এটাও ১/৬ অংশ হতে কম। কেননা ১২-এর ১/৬ = ২। কাজেই সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশই দাদার জন্য উত্তম।

اِعْلَمْ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ لَايَجْعَلُ الْاُخْتَ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ صَاحِبَةَ فَرْضٍ مَعَ الْجَدِّ اِلَّا فِى الْمَسْئَلَةِ الْاَكْدَرِيَّةِ وَهِىَ زَوْجٌ وَاُمٌّ وَجَدٌّ وَاُخْتٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يُضَمُّ الْجَدُّ نَصِيْبَهُ اِلٰى نَصِيْبِ الْاُخْتِ فَيَقْسِمَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ لِاَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لِلْجَدِّ اَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُوْلُ اِلٰى تِسْعَةٍ وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَسُمِّيَتْ اَكْدَرِيَّةً لِاَنَّهَا وَاقِعَةُ اِمْرَاَةٍ مِنْ بَنِىْ اَكْدَرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ سُمِّيَتْ اَكْدَرِيَّةً لِاَنَّهَا كَدَّرَتْ عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَذْهَبَهُ وَلَوْكَانَ مَكَانَ الْاُخْتِ اَخٌ اَوْ اُخْتَانِ فَلَاعَوْلَ وَلَا اَكْدَرِيَّةَ ـ

সরল অনুবাদ : জেনে রাখো যে, যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) দাদার সাথে সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোনকে যাবিল ফুরূয হিসেবে গণ্য করেন না; কিন্তু মাসআলায়ে আকদারিয়ার মধ্যে সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোনকে যাবিল ফুরূয হিসেবে গণ্য করেছেন। আর তা হলো এই যে, মৃতের স্বামী, মাতা, দাদা এবং সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোন আছে। এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য অর্ধাংশ $\frac{1}{2}$, মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ $\frac{1}{3}$, দাদার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ $\frac{1}{6}$ এবং বোনের জন্য অর্ধাংশ $\frac{1}{2}$। অতঃপর দাদা তার অংশ মৃত ব্যক্তির বোনের অংশের সাথে একত্র করবে এবং তাদের উভয়ের মধ্যে 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান' নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে দাদার জন্য মুকাসামা উত্তম। আর এ মাসআলা ৬ দ্বারা হবে এবং ৯ পর্যন্ত আওল হবে। আর এ মাসআলা ২৭ দ্বারা তাসহীহ হবে। আর এ মাসআলাটিকে আকদারিয়াহ নামকরণের কারণ হলো যে, এটি বনী আকদার গোত্রের এক মহিলার ঘটনা। আর কেউ কেউ বলেছেন— আকদারিয়াহ নামকরণের কারণ হলো যে, এটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর মাযহাবকে ধুলামিশ্রিত করে দিয়েছে। এ জন্য একে আকদারিয়াহ বলে। আর যদি বোনের স্থানে ভাই অথবা দুই বোন থাকত, তাহলে মাসআলা আওলও হতো না এবং আকদারিয়াহও হতো না।

শাব্দিক অনুবাদ : اِعْلَمْ জেনে রাখো যে, اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (رض) নিশ্চয় যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) لَايَجْعَلُ গণ্য করেন না اَلْاُخْتَ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোনকে صَاحِبَةَ فَرْضٍ যাবিল ফুরূয হিসেবে مَعَ الْجَدِّ দাদার সাথে বর্তমানে اِلَّا ব্যতীত فِى الْمَسْئَلَةِ الْاَكْدَرِيَّةِ মাষআলায়ে আকদারিয়া -এর মধ্যে وَهِىَ আর তা হলো এই যে, زَوْجٌ وَاُمٌّ وَجَدٌّ وَاُخْتٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ মৃতের স্বামী, মাতা, দাদা এবং একজন সহোদরা বোন বা বৈমাত্রেয় বোন আছে فَلِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ এমতাবস্থায় স্বামীর জন্য অর্ধাংশ وَلِلْاُخْتِ النِّصْفُ এবং বোনের জন্য অধাংশ فَيَضُمُّ الْجَدُّ অতঃপর দাদা একত্রি করবে نَصِيْبَهُ তার অংশ اِلٰى نَصِيْبِ الْاُخْتِ মৃত ব্যক্তির বোনের অংশের সাথে فَيَقْسِمَانِ এবং তাদের উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হবে (এ নীতি অনুসারে) لِاَنَّ الْمُقَاسَمَةَ কেননা এ ক্ষেত্রে মুকাসামাটা خَيْرٌ উত্তম لِلْجَدِّ দাদার জন্য اَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ মূল মাসআলা ছয় দ্বারা শুরু হবে وَتَعُوْلُ এবং আওল হবে اِلٰى تِسْعَةٍ নয় পর্যন্ত وَتَصِحُّ এবং মাসআলা তাসহীহ হবে مِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ সাতাশ পর্যন্ত وَسُمِّيَتْ আর নামকরণ করা হয়েছে اَكْدَرِيَّةً আকদারিয়া বলে لِاَنَّهَا কেননা وَاقِعَةُ اِمْرَاَةٍ مِنْ

بَنِى اَكْدَرٍ বনী আকদার গোত্রের এক মহিলার ঘটনা وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেন سُمِّيَتْ اَكْدَرِيَّةً আকদারিয়া নামকরণ করা হয়েছে لِاَنَّهَا কেননা তা كَدَّرَتْ ধুলামিশ্রিত করে দিয়েছে عَلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَذْهَبَهُ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (র.)-এর মাযহাবকে وَلَوْ كَانَ আর যদি থাকত مَكَانَ الْاُخْتِ اخ বোনের স্থানে ভাই اَوْ اُخْتَانِ অথবা দু'বোন فَلَاعَوْلَ তাহলে আওলও হতো না وَلَا اَكْدَرِيَّةَ এবং আকদারিয়াও হতো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ (رض) الخ -এর আলোচনা : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-এর নিকট সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোন দাদার মধ্যস্থতায় আসাবা হয়ে যায়। কিন্তু আকদারিয়ার মাসআলায় তাঁর অভিমতেও সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোন দাদার সাথে যাবিল ফুরূয হয়ে যায়।

মাসআলায়ে আকদারিয়ার পরিচিতি : مَسْئَلَةٌ اَكْدَرِيَّةٌ হলো এমন মাসআলা যেখানে দাদার উপস্থিতিতে এক সহোদর বোন কিংবা বৈমাত্রেয় বোন থাকবে এবং বোন যাবিল ফুরূয হিসেবে অংশ প্রাপ্ত হবে। অতঃপর দাদার অংশ ও বোনের অংশ যোগ করে উভয়ের মাঝে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -এর ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে। যেমন–

মাসআলা– ৬, আওল–৯, তাসহীহ–২৭

মৃত

স্বামী	মাতা	দাদা		সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোন
৩/৯	২/৬	১/৮	৪/১২	৩/৪

এ মাসআলায় দাদার সঙ্গে বোন ওয়ারিশ হয়। কেননা এমতাবস্থায় দাদাকে ভাই সমতুল্য ধরে বণ্টন করায় দাদার উপকারী। কেননা মুকাসামা হওয়ার কারণে দাদা সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কাছকাছি পেল। আর যদি মুকাসামা না হতো, তাহলে সম্পূর্ণ ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পেত। আর যদি মুকাসামা না হয়, তাহলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর তৃতীয়াংশ ষষ্ঠাংশ হতে অধিক হওয়া প্রকাশ্য। আর বোনের স্থানে ভাই হওয়া অবস্থায় আওল এবং আকদারিয়াহ না হওয়ার কারণ হলো এই যে, ভাই নিঃসন্দেহে আসাবা, কাজেই তার কোনো অংশ নির্দিষ্ট নেই। যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে, তাহলে নিয়ে নেবে। অন্যথা বঞ্চিত হবে। আর বোন আসাবা হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা অন্যান্য আলিমগণের নিকট দাদার মধ্যস্থতায় বোন আসাবা হয় না।

مَسْئَلَةٌ اَكْدَرِيَّةٌ নামকরণের কারণ : মাসআলায়ে আকদারিয়াকে আকদারিয়া নামকরণের বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন–

১. বনী আকদার গোত্রের এক মহিলার মৃত্যুতে মাসআলাটির উদ্ভব হয়েছিল বলে এটাকে মাসআলায়ে আকদারিয়া বলা হয়।

২. اَكْدَرُ অর্থ– ঘোলাটে, ধুলা ধূসরিত। কারো কারো মতে, অত্র মাসআলা হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর মাযহাবকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। কেননা তিনি দাদার সাথে সহোদরা বা বৈমাত্রেয় বোনকে ذَوِى الْفُرُوْضِ হিসেবে গণ্য করেন না; বরং তাঁর মতে, তারা আসাবা হয়। কিন্তু এ মাসআলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে।

৩. কেউ কেউ বলেন, اَكْدَرُ গোত্রের এক ফারায়েয শাস্ত্রবিদকে তৎকালীন খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান এ মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর প্রদান করেন। পরবর্তীতে এ মাসআলাটিকে তার বংশের দিকে নিসবত করে اَكْدَرِيَّةٌ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلَاعَوْلَ وَلَا أَكْدَرِيَّةَ -এর আলোচনা : مَسْئَلَةٌ أَكْدَرِيَّةٌ -এর ক্ষেত্রে যদি এক বোনের স্থলে এক ভাই কিংবা দুই বোন থাকে তাহলে মাসয়ালটি আওলও হবে না এবং আকদারিয়াও হবে না। কারণ ভাই সর্বদা আসাবা হয়। তাই তার জন্য কোনো অংশ নির্দিষ্ট নেই। ذَوِى الْفُرُوْض -দের অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকলে সে পাবে, নতুবা বঞ্চিত হবে। আর দুই বোনের ক্ষেত্রে মাতা $\frac{১}{৩}$ এর পরিবর্তে $\frac{১}{৬}$ পাবে এবং বোনদ্বয় দাদার সাথে আসাবা হবে।

এক বোনের স্থলে এক ভাই থাকার উদাহরণ :

মাসআলা– ৬

মৃত

স্বামী	মাতা	দাদা	সহোদরা বা বৈমাত্রেয় ভাই
৩	২	১	(বঞ্চিত)

এ চিত্রে দেখা গেল যে, স্বামী, মাতা এবং দাদার অংশ দেওয়ার পর কিছুই উদ্বৃত্ত নেই, কাজেই সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে।

আর দুই বোন হওয়ার ক্ষেত্রে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশের পরিবর্তে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। যেমন–

মাসআলা– ৬ তাসহীহ–১২

মৃত

স্বামী	মাতা	দাদা	২ বোন
$\frac{৩}{৬}$	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$

এ চিত্রে দাদার সঙ্গে দুই বোন ওয়ারিশ হয়েছে। আর মাসআলা আওলও হয়নি এবং আকদারিয়াহও হয়নি।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَا مَعْنَى التَّخَارُجِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَمَا الْحُكْمُ مَنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَأَرْبَعَةَ بَنِيْنَ فَصَالَحَ اَحَدُ الْبَنِيْنَ عَلٰى شَيْئٍ وَخَرَجَ مِنَ الْبَيْنِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ.

٢. مَا هُوَ الرَّدُّ ؟ بَيِّنْ بِالتَّمْثِيْلِ.

٣. مَا هُوَ الرَّدُّ وَمَا شُرُوْطُهُ؟ وَمَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ؟ وَكَمْ قِسْمًا لِمَسَائِلِ بَابِ الرَّدِّ ؟ بَيِّنْ.

٤. مَا هُوَ الرَّدُّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ كَيْفَ الرَّدُّ إِذَا كَانَ فِى الْمَسْئَلَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؟

٥. مَا هُوَ الرَّدُّ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ كَيْفَ الرَّدُّ إِذَا كَانَ فِى الْمَسْئَلَةِ جِنْسَانِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؟

٦. مَا هِيَ الْمَسْئَلَةُ الْاَكْدَرِيَّةُ؟ وَمَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهَا بِالْاَكْدَرِيَّةِ؟ بَيِّنْ.

بَابُ الْمُنَاسَخَةِ

অংশ স্থানান্তর হওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়

وَلَوْ صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيْرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ اِمْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنِ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ فَالْأَصْلُ فِيْهِ اَنْ تُصَحِّحَ مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَتُعْطِيْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّصْحِيْحِ ثُمَّ تُصَحِّحُ مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِيْ وَتَنْظُرُ بَيْنَ مَا فِيْ يَدِهٖ مِنَ التَّصْحِيْحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيْحِ الثَّانِيْ ثَلٰثَةَ اَحْوَالٍ فَاِنِ اسْتَقَامَ مَا فِيْ يَدِهٖ مِنَ التَّصْحِيْحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِيْ فَلَاحَاجَةَ اِلَى الضَّرْبِ ـ

সরল অনুবাদ : (সম্পত্তি একত্রে থাকা অবস্থায় ওয়ারিশগণের ক্রমিক মৃত্যুতে তার ক্রমিক বণ্টন প্রক্রিয়াকে মুনাসাখা বলে।) কোনো অংশ ভাগ করে বের করার পূর্বে তা যদি আবার ভাগ করার প্রয়োজন হয়, যেমন– কেউ স্বামী, কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর বণ্টিত হওয়ার পূর্বেই স্বামী এক স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মারা গেল। আবার বন্টনের পূর্বেই কন্যা দুই পুত্র, এক কন্যা ও দাদী বা নানী রেখে মারা গেল। অতঃপর দাদী বা নানী মারা গেল স্বামী ও দু'ভাই রেখে; এমতাবস্থায় তার (বণ্টনের) নিয়ম এই যে, প্রথম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যথারীতি তাসহীহ করে তার অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় মৃতের মাসআলা যথারীতি তাসহীহ করবে। এখন প্রথম মৃতের তাসহীহ হতে দ্বিতীয় মৃত যা পেয়েছে, তা এবং দ্বিতীয় মৃতের তাসহীহের মধ্যে তিন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করতে হবে— (১) প্রথম তাসহীহ হতে যে অংশ হাতে আছে তা এবং দ্বিতীয় তাসহীহ যদি সমমানের সংখ্যা হয়, তাহলে আর কোনো প্রকার গুণের প্রয়োজন হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَوْ صَارَ যদি (ভাগ করার প্রয়োজন) হয় بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ কোনো অংশ مِيْرَاثًا মিরাস হয় তথা বণ্টন করার প্রয়োজন হয় قَبْلَ الْقِسْمَةِ ভাগ করে বের করার পূর্বে, বণ্টন করার পূর্বে كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ যেমন স্বামী, কন্যা ও মাতা فَمَاتَ الزَّوْجُ অতঃপর স্বামী মারা যায় قَبْلَ الْقِسْمَةِ বণ্টিত হওয়ার পূর্বেই عَنْ اِمْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ এক স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ আবার কন্যা মারা গেল عَنْ اِبْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ দুই পুত্র, এক কন্যা ও দাদী বা নানী রেখে ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ অতঃপর দাদী বা নানী মারা গেল عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ স্বামী ও দু'ভাই রেখে فَالْأَصْلُ فِيْهِ এমতাবস্থায় তার (বণ্টনের) নিয়ম এই যে, اَنْ تُصَحِّحَ তাসহীহ করা হবে مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ প্রথম মৃত বৃক্তির (সম্পত্তির) মাসআলাকে وَتُعْطِيْ এবং বণ্টন করে দেওয়া হবে سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ প্রত্যেক ওয়ারিশের প্রাপ্য অংশ مِنَ التَّصْحِيْحِ তাসহীহ হতে ثُمَّ تُصَحِّحُ অতঃপর তাসহীহ করা হবে مَسْئَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِيْ দ্বিতীয়ত মৃতের মাসআলাকে وَتَنْظُرُ এবং লক্ষ্য করা হবে بَيْنَ مَا فِيْ يَدِهٖ তার হাতে যা আছে অর্থাৎ সে (দ্বিতীয়ত মৃত) যা পেয়েছে مِنَ التَّصْحِيْحِ الْأَوَّلِ প্রথম মৃতরে তাসহীহ হতে وَبَيْنَ التَّصْحِيْحِ الثَّانِيْ এবং দ্বিতীয় মৃতের তাসহীহ হতে ثَلٰثَةَ اَحْوَالٍ তিন অবস্থার প্রতি فَاِنِ اسْتَقَامَ যদি সমান সংখ্যা বণ্টন হয় مَا فِيْ يَدِهٖ যা তার হাতে আছে مِنَ التَّصْحِيْحِ الْأَوَّلِ প্রথম তাসহীহ হতে عَلَى الثَّانِيْ দ্বিতীয় তাসহীহ -এর উপর فَلَاحَاجَةَ اِلَى الضَّرْبِ তাহলে আর কোনো প্রকার গুণের প্রয়োজন হবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُنَاسَخَةٌ -এর পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : مُنَاسَخَةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। نَسْخٌ মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো–

১. اَلْاِزَالَةُ বা দূরীকরণ, একের স্থলে অপরটি সংস্থাপন। যেমন বলা হয়– نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ

২. اَلنَّقْلُ وَالتَّدْوِيْنُ তথা নকল বা সংকলন করা। যেমন আরবরা বলে থাকে– نَسَخَ الْكِتَابَ اَىْ دَوَّنَهُ وَنَقَلَهُ

৩. اَلتَّحْوِيْلُ বা পরিবর্তন করা। যেমন আল্লাহর বাণী– يَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফোকাহায়ে কেরাম এবং ফরায়েয বেত্তাগণের মতে মুনাসাখা হলো–

اَنْ يَّمُوْتَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ قِسْمَةِ تَرِكَتِهٖ وَبِذٰلِكَ تَكُوْنُ الْمَسْئَلَةُ الْاُوْلٰى قَدْ ذَهَبَتْ وَصَارَ الْحُكْمُ لِلثَّانِيَةِ .

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তার কোনো ওয়ারিশ মারা যাওয়া। যার ফলে প্রথম মাসয়ালাটি অপসারিত হয়ে হুকুম দ্বিতীয় মাসয়ালার জন্য প্রযোজ্য হওয়াকে মুনাসাখা বলা হয়।

২. আল্লামা নাসাফী (র.) বলেন–

اَلْمُنَاسَخَةُ اَنْ يَّمُوْتَ اِنْسَانٌ عَنْ مَالٍ وَرَثَتِهٖ الْوَرَثَاءُ فَقَبْلَ اَنْ يُّقْسَمَ بَيْنَهُمْ مَاتَ بَعْضُهُمْ فَصَارَ نَصِيْبُهُ لِغَيْرِهٖ فَيُقْسَمُ الْمِيْرَاثَانِ عَلٰى اَنْصِبَاءِ الْبَاقِيْنَ .

৩. মুফতি আমীমুল ইহসানের ভাষায়–

اَلْمُنَاسَخَةُ فِىْ اِصْطِلَاحِ الْفَرَائِضِ نَقْلُ نَصِيْبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ اِلٰى مَنْ يَّرِثُ مِنْهُ .

قَوْلُهُ الْاَنْصِبَاءُ -এর বিশ্লেষণ : اَنْصِبَاءُ শব্দটি نَصِيْبٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ– ১. اَلْحَظُّ তথা অংশ, ২. اَلسَّهْمُ, ৩. اَلْمُقَدَّرَةُ, ৪. اَلْفَرْضُ তথা নির্দিষ্ট অংশ। এখানে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত ওয়ারিশগণের প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশকে نَصِيْبٌ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَا فِى الْيَدِ -এর আলোচনা : مَا فِى الْيَدِ -এর আভিধানিক অর্থ– যা হাতে আছে। مُنَاسَخَةٌ -এর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মৃতব্যক্তি থেকে পরবর্তী মৃতব্যক্তির প্রাপ্ত অংশকে مَا فِى الْيَدِ বলে।

কেউ কেউ বলেন– প্রথম স্তরের মৃতব্যক্তি হতে দ্বিতীয় স্তরের ওয়ারিশগণ যে অংশ প্রাপ্ত হয় তাকে مَا فِى الْيَدِ বলে।

اَلنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّصْحِيْحِ وَمَا فِى الْيَدِ :

তাসহীহ ও مَافِى الْيَدِ -এর মধ্যে সম্পর্ক : মুনাসাখা করতে হলে مَا فِى الْيَدِ বা দ্বিতীয় মৃতব্যক্তির প্রাপ্ত অংশ ও তার মাস'আলা তথা তাসহীহের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। তাসহীহ ও مَا فِى الْيَدِ -এর মধ্যে চার ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে। যথা– ১. تَمَاثُلٌ (পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ) ২. تَوَافُقٌ (পারস্পরিক কৃত্রিম বা উৎপাদকের সম্পর্ক) ৩. تَدَاخُلٌ (পারস্পরিক প্রবিষ্ট) ৪. تَبَايُنٌ (পারস্পরিক বৈপরীতপূর্ণ সম্পর্ক)।

مُنَاسَخَةٌ -এর কতিপয় পরিভাষা : مُنَاسَخَةٌ -এর কতিপয় প্রয়োজনীয় পারিভাষা নিম্নরূপ–

১. بَطْنٌ : مُنَاسَخَةٌ -এর ক্ষেত্রে এক একজন মৃতব্যক্তিকে এক একটি بَطْنٌ ধরা হয়। মৃতব্যক্তি একজন হলে এক بَطْنِىْ মাসআলা, দুইজন হলে দুই بَطْنِىْ ; তিনজন হলে তিন بَطْنِىْ এবং চারজন হলে চার بَطْنِىْ মাসআলা বলে।

২. نِسْبَةُ تَوَافُقٍ : تَصْحِيْحٌ ও مَا فِى الْيَدِ -এর মধ্যে نِسْبَتُ تَوَافُقٍ -এর সময় উভয় সংখ্যাকে যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় সে ক্ষেত্রে–

২ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالنِّصْفِ
৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالثُّلُثِ
৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالرُّبُعِ
৫ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالْخُمُسِ

৬ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالسُّدُسِ
৭ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالسُّبُعِ
৮ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالثُّمُنِ
৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالتُّسُعِ
১০ দ্বারা বিভাজ্য হলে বলা হয় تَوَافُقٌ بِالْعُشْرِ এভাবে যে সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য হোক না কেন।

৩. কতিপয় চিহ্ন :

ক. عَوْلٌ -এর চিহ্ন عـ
খ. تَصْحِيْحٌ -এর চিহ্ন تصـ
গ. مَا فِى الْيَدِ -এর চিহ্ন مفد
ঘ. رد -এর চিহ্ন ر -

৪. مَبْلَغٌ : مُنَاسَخَةٌ -এর সর্বশেষ তাসহীহকে اَلْمَبْلَغُ বলে। مُنَاسَخَةٌ শেষে اَلْمَبْلَغُ লিখে তার পর সর্বশেষ তাসহীহ-এর সংখ্যাটি লিখে নিচে জীবিত ওয়ারিশগণের নামের তালিকা ও প্রাপ্যাংশ লিখতে হয়।

قَوْلُهُ فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِى يَدِهِ الخ -এর আলোচনা : যদি মৃতব্যক্তির মাসআলার তাসহীহ ও প্রথম মৃতব্যক্তি হতে প্রাপ্ত অংশ তথা مَا فِى الْيَدِ -এর মাঝে تَمَاثُلٌ -এর সম্পর্ক হয়, অর্থাৎ مَا فِى الْيَدِ -এর অংশগুলো দ্বিতীয় তাসহীহ অনুযায়ী ওয়ারিশদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হয়, তাহলে আর গুণ করার প্রয়োজন হবে না। যেমন–

মাসআলা– ৪ (রাদ্দ) ২য় মাসআলা–৪ তাসহীহ–(৪×৪)=১৬

মৃত মাহমূদা

মাতা (রহিমা)		কন্যা (আয়েশা)	স্বামী (যায়েদ)
১/৩	৩/১২	৩/৯	১/৪ (মৃত)

মাসআলা– ৪ হাতে আছে– ৪ (تَمَاثُلٌ)

মৃত যায়েদ

মাতা (মরিয়ম)	পিতা (রাশেদ)	স্ত্রী (তাহেরা)
১	২	১

اَلْمَبْلَغُ – ১৬

জীবিত ওয়ারিশগণ	প্রাপ্ত অংশ
রহীমা	৩
আয়েশা	৯
মরিয়ম	১
রাশেদ	২
তাহেরা	১

সর্বমোট = ১৬

এ মুনাসাখায় মৃত মাহবুব থেকে প্রাপ্ত অংশ তথা مَا فِى الْيَدِ ৪ ও তার মাসআলা ৪-এর মাঝে تَمَاثُلٌ -এর সম্পর্ক। তাই গুণ করার প্রয়োজন হয়নি; বরং পূর্ববর্তী তাসহীহ ১৬-ই বহাল রয়েছে।

وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَانْظُرْ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وُفْقَ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ فِىْ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ وَاِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُبَائِنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ فِىْ كُلِّ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْئَلَتَيْنِ فَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْاَوَّلِ تَضْرِبُ فِى الْمَضْرُوْبِ اَعْنِىْ فِى التَّصْحِيْحِ الثَّانِى اَوْ فِىْ وُفْقِهٖ وَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِىْ تَضْرِبُ فِىْ كُلِّ مَافِىْ يَدِهٖ اَوْ فِىْ وُفْقِهٖ وَاِنْ مَاتَ ثَالِثٌ اَوْ رَابِعٌ اَوْخَامِسٌ فَاجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْاُوْلٰى وَالثَّالِثَةَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِى الْعَمَلِ ثُمَّ فِى الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ كَذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ ـ

সরল অনুবাদ : আর যদি 'হাতে যে অংশ আছে' তা দ্বিতীয় তাসহীহ'র উপর সঠিকভাবে বণ্টন না হয়, তাহলে লক্ষ্য করো যে, যদি উভয়ের মধ্যে তাওয়াফুক-এর সম্পর্ক হয়, তাহলে দ্বিতীয় তাসহীহ'র উৎপাদক দ্বারা প্রথম তাসহীহ'র মধ্যে গুণ করবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে 'তাবায়ুন' এর সম্পর্ক হয়, তাহলে দ্বিতীয় তাসহীহ'র পূর্ণ অংশ দ্বারা প্রথম তাসহীহ'র পূর্ণ অংশের সাথে গুণ করবে। অতঃপর সে শেষ গুণফলই উভয় মাসআলার মাখরায, অর্থাৎ বের হওয়া নির্দিষ্ট বস্তু। অতঃপর প্রথম মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের অংশসমূহকে ঐ গুণ ফলের সাথে গুণ করবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির তাসহীহ অথবা তার উৎপাদকের সঙ্গে। আর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের অংশসমূহকে 'প্রত্যেক হাতে যে অংশ আছে' তাতে অথবা তার উৎপাদকের সাথে গুণ করবে। আর যদি তৃতীয় বা চতুর্থ বা পঞ্চম ওয়ারিশ মারা যায়, তাহলে এ প্রথম ও দ্বিতীয় তাসহীহ'র গুণফলকে অংকে প্রথম স্থানে ধরবে এবং তৃতীয়কে অংকে দ্বিতীয় ধরবে। অতঃপর চতুর্থ এবং পঞ্চম মৃত ব্যক্তিকে অনুরূপ শেষ পর্যন্ত করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ আর যদি সঠিকভাবে বণ্টন না হয় فَانْظُرْ তাহলে লক্ষ্য করো যে, اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا যদি উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হয় مُوَافَقَةٌ তাওয়াফুকের فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর وُفْقَ উৎপাদককে التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় তাসহীহ -এর فِى التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ প্রথম তাসহীহ -এর মধ্যে وَاِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا আর যদি উভয়ের মাঝে সম্পর্ক হয় مُبَايَنَةٌ তাবায়ুনের فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর كُلَّ التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় তাসহীহ -এর পূর্ণ অংশকে فِىْ كُلِّ التَّصْحِيْحِ الْاَوَّلِ প্রথম তাসহীহ -এর পূর্ণ অংশের সাথে فَالْمَبْلَغُ অতঃপর গুণফল যা হবে তাই مَخْرَجُ الْمَسْئَلَتَيْنِ উভয় মাসআলার মাখরাজ হবে فَسِهَامُ অতঃপর অংশকে وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْاَوَّلِ প্রথম মৃতের ওয়ারিশদের تَضْرِبُ গুণ করবে فِى الْمَضْرُوْبِ মাযরূব তথা যা দিয়ে গুণ করা হয়েছে তার সাথে اَعْنِىْ অর্থাৎ فِى التَّصْحِيْحِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির তাসহীহ -এর সঙ্গে اَوْ فِىْ وُفْقِهٖ অথবা তার উৎপাদকের সঙ্গে وَسِهَامُ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণের অংশসমূহকে تَضْرِبُ গুণ করবে فِىْ كُلِّ مَا فِىْ يَدِهٖ তার হাতে যা আছে তার সম্পূর্ণটার সাথে اَوْ فِىْ وُفْقِهٖ অথবা তার উৎপাদকের সাথে وَاِنْ مَاتَ ثَالِثٌ আর যদি তৃতীয় ওয়ারিশ মারা যায় اَوْ رَابِعٌ অথবা চতুর্থ ওয়ারিশ اَوْ خَامِسٌ অথবা পঞ্চম ওয়ারিশ فَاجْعَلِ الْمَبْلَغَ তাহলে এ গুণফলকে ধরবে مَقَامَ الْاُوْلٰى প্রথম স্থানে وَالثَّالِثَةَ আর তৃতীয়াংশে مَقَامَ الثَّانِيَةِ দ্বিতীয় স্থানে فِى الْعَمَلِ কার্যক্ষেত্রে, অংকে ثُمَّ فِى الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ অতঃপর চতুর্থ ও পঞ্চম মৃতের ক্ষেত্রে كَذٰلِكَ অনুরূপভাবে اِلٰى غَيْرِ النِّهَايَةِ শেষ পর্যন্ত করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ الخ -এর আলোচনা : প্রথম তাসহীহ থেকে প্রাপ্ত অংশ তথা مَا فِى الْيَدِ যদি দ্বিতীয় তাসহীহ-এর উপর সঠিকভাবে বণ্টন না হয়, কিন্তু مَا فِى الْيَدِ ও দ্বিতীয় তাসহীহ-এর মধ্যে تَوَافُقْ (উৎপাদক নির্ণয়)-এর সম্পর্ক হয়, তাহলে দ্বিতীয় তাসহীহ-এর وِفْقْ (উৎপাদক) দ্বারা প্রথম তাসহীহকে গুণ করতে হবে। আর অর্জিত গুণফলই উভয় মাসআলার মাখরাজ বা মূল বণ্টন সংখ্যা হবে।

অতঃপর উক্ত তাসহীহ-এর وِفْق দ্বারা প্রথম মৃতের ওয়ারিশগণের অংশকে গুণ করা হবে এবং مَا فِى الْيَدِ -এর وُفْق দ্বারা দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিশগণের অংশকে গুণ করা হবে। যেমন-

মাসআলা-৪ (রাদ্দ)   ২য় মাসআলা-৪   তাসহীহ- (৪×৪) = ১৬   তাসহীহ- (১৬×২) = ৩২

মৃত ফাতেমা

স্বামী (সাদেক)	কন্যা (মুমিনা)		মাতা (আয়শা)
১/৪	৩/৯	৩/১২	১/৩
৮	মৃত		৬

মাসআলা- ৬ (৬-এর وفق ২) হাতে আছে- ৯ (৯-এর وفق ৩) (تَوَافُقْ সম্পর্ক)

মৃত কুলসুম

নানী (সালমা)	পুত্র (যায়েদ)	পুত্র (হাবীব)	কন্যা (শাহিদা)
১/৩	২/৬	২/৬	১/৩

মুনাসাখার বিবরণ : প্রথম মৃতের মাসআলাটি রাদ্দ হয়েছে। কেননা স্বামী $\frac{১}{৪}$ কন্যা $\frac{১}{২}$ মাতা ও $\frac{১}{৬}$ হিসেবে মাসআলা হয় ১২ দ্বারা। এতে স্বামী ৩, কন্যা ৬ মাতা ২ নেওয়ার পর ১ অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই স্বামীর অংশের হর ৪ দ্বারা মাসআলা করা হয়। অবশিষ্ট ৩ কন্যা ও মাতার উপর বণ্টনের ক্ষেত্রে কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ হিসেবে ৩ ও মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ হিসেবে ১ মোট ৪ ভাগে বণ্টন করতে হবে। ৩-কে ৪ এর মধ্যে ভগ্নাংশ ব্যতীত বণ্টন করা সম্ভব নয়, তাই ৪ দ্বারা মাসআলাকে গুণ করায় তাসহীহ হলো ১৬, অতঃপর ১৬ থেকে স্বামী পেয়েছে ৪, অবশিষ্ট ১২ থেকে কন্যা পেয়েছে $১২^{৩}$ এর $\frac{৩}{৪}$ = ৯, মাতা $১২^{৩}$ এর $\frac{১}{৪}$ = ৩ অংশ।

অতঃপর কন্যা তার দাদী, দুই পুত্র ও এক কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করল। দাদী $\frac{১}{৬}$ এবং দুই পুত্র ও কন্যা আসাবা হিসেবে মাসআলা ৬ দ্বারা করা হয়। প্রথম মৃত থেকে কন্যার প্রাপ্ত অংশ তথা مَافِى الْيَدِ ৯। আমরা লক্ষ্য করি যে, ৬ ও ৯-এর মাঝে ৩-এর تَوَافُقْ সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই মাসআলা ৬-এর وُفْقْ ২ দ্বারা প্রথম তাসহীহ ১৬-কে গুণ করা হয়। এতে উভয় মাসআলার তাসহীহ হলো ৩২। অতঃপর এর দ্বিতীয় তাসহীহ-এর وُفْقْ ২ দ্বারা প্রথম মৃতের ওয়ারিশগণের অংশকে এবং مَا فِى الْيَدِ -এর وِفْقْ ৩ দ্বারা দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিশগণের অংশকে গুণ করা হলো।

اَلْمَبْلَغْ - ৩২

জীবিত ওয়ারিশগণ	প্রাপ্যাংশ
সাদেক	৮
আয়শা	৬ + ৩ = ৯
যায়েদ	৬
হাবীব	৬
শাহিদা	৩

সর্বমোট = ৩২

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ الخ -এর আলোচনা : مَا فِى الْيَدِ এবং তাসহীহ-এর মধ্যে যদি পরস্পর تَبَايُنٌ বা বৈপরীত্যপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে দ্বিতীয় তাসহীহ-এর পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রথম তাসহীহকে গুণ করতে হবে। এতে অর্জিত গুণফল উভয় মাসআলার তাসহীহ হিসেবে গণ্য হবে। অতঃপর দ্বিতীয় তাসহীহ-এর পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রথম মৃত্যের ওয়ারিশগণের অংশকে এবং مَا فِى الْيَدِ দ্বারা দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিশগণের অংশকে গুণ করলে সর্বশেষ তাসহীহ হিসেবে প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশ নির্ণয় হয়ে যাবে। যেমন-

مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُمٍّ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاَبٍ وَاُمٍّ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ جَدَّةٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثَةِ اَبْنَاءٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

মাসআলা-(রদ্দ) ৪, ২য় রদ্দ-৪, তাসহীহ- (৪×৪) = ১৬, তাসহীহ-(১৬×২) = ৩২, তাসহীহ- (৩২×৪) = ১২৮

মৃত সলীমা

স্বামী (যায়েদ)	কন্যা (কারীমা)		মাতা (আজীমা)
১/৪	৩/৯	৩/১২	১/৩/৬
মৃত	মৃত		মৃত

মাসআলা-৪, 'উভয়ের মধ্যে তামাছুল' হাতে আছে-৪

মৃত যায়েদ

স্ত্রী (হালীমা)	পিতা (ওমর)	মাতা (রহীমা)
১/২/৮	২/৪/১৬	১/২/৮

মাসআলা-৬, (উৎপাদক-২) 'উভয়ের মধ্যে ৩-এর তাওয়াফুক' হাতে আছে-৯

মৃত কারীমা

দাদী (আযীমা)	পুত্র (খালিদ)	পুত্র (আবদুল্লাহ)	কন্যা (রুকাইবা)
১/৩	২/৬/২৪	২/৬/২৪	১/৩/১২
মৃত			

মাসআলা-২, তাসহীহ-৪ 'উভয়ের মধ্যে তাবায়ুন' হাতে আছে-৯

মৃত আজীমা

স্বামী (আঃ রহমান)	ভাই (আঃ রহীম)		ভাই (আঃ করীম)
১/২/১৮	১/৯	১/২	১/৯

১২৮

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

হালীমা,	ওমর,	রহীমা,	রুকাইবা,	খালিদ,	আবদুল্লাহ,	আঃ রহমান,	আঃ রহীম,	আঃ করীম
৮	১৬	৮	১২	২৪	২৪	১৮	৯	৯

এটি একটি রদ্দের মাসআলা। কেননা কন্যার অংশ ($\frac{১}{২}$) অর্ধেক, মাতার অংশ ষষ্ঠাংশ (ছয় ভাগের এক ভাগ $\frac{১}{৬}$) এবং স্বামীর অংশ চতুর্থাংশ (চার ভাগের এক ভাগ $\frac{১}{৪}$) হওয়ার কারণে যদি মাসআলাটি ১২ (বারো) দ্বারা করা হয়, তাহলে স্বামী- ৩, কন্যা-৬ এবং মাতা- ২ পাওয়ার পর ১ বেঁচে যাবে। সুতরাং 'যার উপর রাদ্দ হয় না' সে স্বামীর অংশের কম গুণফল চার দ্বারা

মাসআলা করে স্বামীকে এক দেওয়ার পর অবশিষ্ট তিন কন্যা এবং মাতার উপর বণ্টন সমভাবে নয়। কেননা অর্ধেক তিন এবং ষষ্ঠাংশের এক মিলে একত্রিত চার। আর তিন চার-এর উপর সমভাবে বণ্টন হয় না আর উভয় অংশের মধ্যে তাবায়ুন-এর সম্পর্ক। সুতরাং ঐ চার দ্বারা প্রকৃত মাসআলা চারকে গুণ করলে ষোলো হয়, তার দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে। আর অবশিষ্টের তিন অংশ কন্যাকে এবং এক অংশ মাতাকে দেওয়া হলো। অতঃপর যদি জানতে ইচ্ছা হয় যে, ষোলো আনা হিসাবে কে কত আনা করে পেল, তাহলে সম্পূর্ণ গুণফলকে ষোলো আনার উপর বণ্টন করে দাও। তাহলে প্রাপ্ত বণ্টন এক আনা হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ গুণফল একশত আটাশ। আর আট ষোলো– একশত আটাশ হয়। অতএব বুঝা গেল যে, এক আনার অংশ হলো ৮। অতঃপর পূর্ণ গুণফল হতে যে ৮ পেল সে ষোলো আনা হতে এক আনা, আর যে ষোল পেল সে দু আনা, আর যে চব্বিশ পেল সে তিন আনা, আর যে বারো পেল সে দেড় আনা, আর যে আঠারো পেল সে সোয়া দু' আনা, আর যে নয় পেল সে এক আনা এবং এক আনার $\frac{১}{৮}$ ভাগ পেল, এভাবে সবগুলো মিলে ষোলো আনা হবে। উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত ফারায়েযের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের সময় নিম্নে বর্ণিত ওয়ারিশগণ জীবিত সুতরাং তাদের মধ্যে বণ্টন অনুরূপ।

হালীমা–	ওমর–	রহীমা–	রুকাইবা–	খালিদ–	আবদুল্লাহ–	আবদুর রহমান–	আবদুর রহীম–	আবদুল করীম–
৮	১৬	৮	১২	২৪	২৪	১৮	৯	৯
১ আনা	২ আনা	১ আনা	$\frac{১}{২}$ আনা	৩ আনা	৩ আনা	২$\frac{১}{৪}$ আনা	১ $\frac{১}{৮}$ আনা	১ $\frac{১}{৮}$ আনা
/.	/.	/.	/. ৩ পাই	/.	/.	/.১$\frac{১}{২}$ পাই	/. $\frac{৩}{৪}$ পাই	/. $\frac{৩}{৪}$ পাই

মোট ষোলো আনা, (১ ষোলো আনা মাত্র)

আর যদি আজকের যুগের হিসাব মতে একশত পয়সা হতে কত পেল তা জানার প্রয়োজন হয়, তাহলে নিম্নে বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী বণ্টন করে নাও।

হালীমা–	ওমর–	রহীমা–	রুকাইবা–	খালিদ–	আবদুল্লাহ–	আবদুর রহমান–	আবদুর রহীম–	আবদুল করীম–
৮	১৬	৮	১২	২৪	২৪	১৮	৯	৯
৬ পয়সা,	১২ পয়সা,	৬ পয়সা,	১০ পয়সা,	১৯ পয়সা,	১৯ পয়সা,	১৪ পয়সা,	৭ পয়সা,	৭ পয়সা

মোট একশ' পয়সা–১০০

কিন্তু আজ-কালকের যুগের হিসাব মতে ৬ পয়সা এক আনা বলা শুদ্ধ নয়। কেননা এ হিসাব মতে ষোলো আনা ছিয়ানব্বই পয়সার সমষ্টি। বরং একশত পয়সার সমষ্টি ষোলো আনা বুঝা যায়। এ বর্ণনা অনুযায়ী কিছু বৃদ্ধি করে বারো-এর নিম্নে দশ পয়সা, আঠারো-এর নিচে চৌদ্দ পয়সা এবং নয়-এর নিচে সাত পয়সা লেখে দেওয়া হলো। সম্মুখে মুনাসাখার বণ্টনবিহীন অবস্থায় লেখে দিচ্ছি, যা আমাদের বাংলাদেশে উকিলগণ (মুনাসাখাকারীগণ)-এর লেখে দেওয়ার নিয়ম আছে।

মৃত সলীমা — মাসআলা–৪ — তাসহীহ–১৬ — ষোলো আনা হিসাবে বণ্টন করা হলো

স্বামী (যায়েদ)	কন্যা (কারীমা)	মাতা (আযীমা)
$\frac{১}{৪}$	৯	৩
/. আনা	(/. আনা)	(/.)

মৃত যায়েদ — মাসআলা–৪ — হাতে আছে– $\frac{১}{৪}$ । আনা

স্ত্রী (হালীমা)	পিতা (ওমর)	মাতা (রহীমা)
১	২	১
/. আনা	/ আনা	/. আনা

মৃত কারীমা — মাসআলা–৬, — হাতে আছে ৯– /. আনা

দাদী (আযীমা)	পুত্র (খালিদ)	পুত্র (আবদুল্লাহ)	কন্যা (রুকাইবা)
১	২	২	১
/ ৩ পাই (দেড় আনা)	/	/	/ ৩ পাই (দেড় আনা)

মাসআলা-২ তাসহীহ-৪ হাতে আছে- /. ৩ পাই

মৃত আজিমা

স্বামী (আবদুর রহমান)	ভাই (আবদুর রহীম)	ভাই (আবদুল করীম)
১/২	১	১
/. ১ $\frac{১}{২}$ পাই	/. ১ $\frac{১}{৪}$ পাই	/১ $\frac{১}{৪}$ পাই

উপরে উল্লিখিত নিয়ম অত্যন্ত প্রকাশ্য। আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষ এ নিয়ম বুঝবে; আর এ নিয়মে প্রত্যেক স্তরে ষোলো আনা হতে কে কত পেল তা জানা যায়। আর মুনাসাখা-এর নিয়ম অনুযায়ী সর্বশেষে প্রত্যেকের অংশ জানা যায়। প্রত্যেক স্তরে একথা জানা যায় না।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَا مَعْنَى الْمُنَاسَخَةِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ ثُمَّ بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْمُنَاسَخَةِ بِالْاَمْثِلَةِ.

٢. مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ اِمْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ اِبْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَاَخَوَيْنِ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

٣. مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ اِبْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

٤. مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَابْنٍ وَبِنْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ اِحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَبَاقِى الْوَرَثَةِ بِحَالِهِمْ ثُمَّ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجٍ وَبَاقِى الْوَرَثَةِ بِحَالِهِمْ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

٥. مَاتَ رَجُلٌ عَنْ اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ فَكَيْفَ التَّقْسِيْمُ بَيْنَهُنَّ؟

٦. مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الْاَبُ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ الثَّانِيَةُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَاَخٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

بَابُ ذَوِى الْاَرْحَامِ

আত্মীয়-স্বজনগণের আলোচনা সংক্রান্ত অধ্যায়

ذُو الرَّحِمِ هُوَ كُلُّ قَرِيْبٍ لَيْسَ بِذِى سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ وَكَانَتْ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ يَرَوْنَ تَوْرِيْثَ ذَوِى الْاَرْحَامِ وَبِهٖ قَالَ اَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا مِيْرَاثَ لِذَوِى الْاَرْحَامِ وَيُوْضَعُ الْمَالُ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِهٖ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَ ذُو الْاَرْحَامِ اَصْنَافٌ اَرْبَعَةٌ : اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ يَنْتَمِىْ اِلَى الْمَيِّتِ وَهُمْ اَوْلَادُ الْبَنَاتِ وَاَوْلَادُ بَنَاتِ الْاِبْنِ وَالصِّنْفُ الثَّانِىْ يَنْتَمِىْ اِلَيْهِمُ الْمَيِّتُ وَهُمُ الْاَجْدَادُ السَّاقِطُوْنَ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ ـ

সরল অনুবাদ : মৃত ব্যক্তির এমন সব আত্মীয়-স্বজনকে যুর-রেহেম বলে, যারা যাবিল ফুরূয নয় এবং আসাবাও নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাবিল আরহামের ওয়ারিশ হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণও এ মত পোষণ করেছেন। কিন্তু প্রখ্যাত সাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন যে, যাবিল আরহামদের কোনো ওয়ারিসী স্বত্ব নেই; বরং ত্যাজ্য সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখতে হবে। ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-ও এ মতই দিয়েছেন। যাবিল আরহাম চার প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকার– ঐ সকল আত্মীয় যারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারা হলো, মৃতের কন্যাদের সন্তানাদি এবং পুত্রের কন্যাদের সন্তানাদি। দ্বিতীয় প্রকার– ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথে স্বয়ং মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত। তারা হলো, ঐ সব দাদা-দাদী যারা মৃতের যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের কারণে ত্যাজ্য সম্পদ হতে বাদ পড়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : ذُو الرَّحِمِ هُوَ যুর-রেহেম বলে كُلُّ قَرِيْبٍ এমন সব আত্মীয়-স্বজনকে لَيْسَ بِذِى سَهْمٍ যারা যাবিল ফুরূয নয় وَلَا عَصَبَةٍ এবং আসাবাহ্ও নয় وَكَانَتْ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رض يَرَوْنَ সংখ্যা গরিষ্ঠ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মতব্যক্ত করেছেন تَوْرِيْثَ ওয়ারিশ হওয়ার পক্ষে ذَوِى الْاَرْحَامِ যাবিল আরহামের وَبِهٖ قَالَ اَصْحَابُنَا رحـ আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণও এ মত পোষণ করেছেন وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رض) কিন্তু বিখ্যাত সাহাবী যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন যে, لَا مِيْرَاثَ কোনো ওয়ারিশি স্বত্ব নেই لِذَوِى الْاَرْحَامِ যাবিল আরহামদের وَيُوْضَعُ الْمَالُ বরং ত্যাজ্য সম্পত্তি জমা রাখা হবে فِىْ بَيْتِ الْمَالِ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে وَبِهٖ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ (رحـ) ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.) ও এ মতই দিয়েছেন وَذُو الْاَرْحَامِ اَصْنَافٌ اَرْبَعَةٌ যাবিল আরহাম চার প্রকারে বিভক্ত اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ প্রথম প্রকার হলো يَنْتَمِىْ সম্পৃক্ত اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির সাথে وَهُمْ আর তারা হলো اَوْلَادُ الْبَنَاتِ (মৃতের) কন্যাদের সন্তান وَاَوْلَادُ بَنَاتِ الْاِبْنِ এবং পুত্রের কন্যাদের সন্তানাদি وَالصِّنْفُ الثَّانِىْ আর দ্বিতীয় প্রকার হলো يَنْتَمِىْ اِلَيْهِمُ الْمَيِّتُ যাদের সাথে স্বয়ং মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত وَهُمْ তারা হলো اَلْاَجْدَادُ ঐ সকল দাদা اَلسَّاقِطُوْنَ যারা বাদ পড়েছে وَالْجَدَّاتُ আর ঐ সকল দাদী اَلسَّاقِطَاتُ যারা বাদ পড়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذُو الرَّحِمِ الخ -এর আলোচনা : মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন মোট তিন প্রকার– (১) ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। (২) ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে 'আসাবা' এর মধ্যে গণ্য করা হয়। (৩) ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে 'যাবিল আরহাম' বলা হয়। উপরোক্ত তিন প্রকার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য আত্মীয়গণ সবাই স্বীকৃতভাবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।

تَعْرِيْفُ ذَوِي الْأَرْحَامِ :

ذَوِي الْأَرْحَامِ-এর পরিচয় : أَرْحَامٌ শব্দটি رَحِمٌ-এর বহুবচন। رَحِمٌ অর্থ– গর্ভ, জরায়ু, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি। অভিধানবেত্তাগণ رَحِمٌ শব্দটির ر বর্ণে যবর ও ح বর্ণে যের দিয়ে অথবা জযম দিয়ে পাঠ করেন। যার অর্থ–

مَنْبَتُ الْوَلَدِ وَوِعَاءُهُ فِي الْبَطْنِ ثُمَّ سُمِّيَ بِهِ الْقَرَابَةُ وَالْوَصَالَةُ مِنْ جِهَةِ الْوِلَادَةِ ذُو الرَّحِمِ ذُو الْقَرَابَةِ.

আর পরিভাষায় ذَوِي الْأَرْحَامِ-এর পরিচয়ে সিরাজী প্রণেতা বলেন– هُوَ كُلُّ قَرِيْبٍ لَيْسَ بِذِيْ سَهْمٍ وَلَا عَصَبَةٍ অর্থাৎ, মৃতব্যক্তির এমন সব আত্মীয়-স্বজন, যারা যাবিল ফুরূয (পরিত্যক্ত সম্পদের নির্ধারিত অংশের অধিকারী) নয় এবং আসাবাও নয়।

শায়খ বদরুদ্দীন (র.) বলেন– ذَوِي الْأَرْحَامِ هُمْ أَقْرِبَاءُ الْمَيِّتِ الَّذِيْنَ لَا مِيْرَاثَ لَهُمْ لَا بِالْفَرْضِ وَلَا بِالتَّعْصِيْبِ

أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ تَوْرِيْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ :

ذَوِي الْأَرْحَامِ-এর উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে ফারায়েয বিশারদদের অভিমত : হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর মতে, ذَوِي الْأَرْحَامِ উত্তরাধিকারী হবে না। তাঁর মতে, সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়ে যাবে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, যুহরী, আওযায়ী (র.)-ও এ মতের অনুসারী। তাঁদের যুক্তি হলো– لَا يَرِثُوْنَ إِلَّا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ قَاطِعٍ অর্থাৎ, অকাট্য দলিল ব্যতীত কেউ ওয়ারিশ হবে না। আর যেহেতু যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য কোনো নস পাওয়া যায়নি, তাই তারা মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) সহ জমহুর সাহাবীগণের মতে, যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের অবর্তমানে যাবিল আরহাম পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে; যদিও দূরের হয়। আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মুসাইয়্যাব প্রমুখ এ মতের প্রবক্তা।

দলিল : তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী– ١. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ

٢. لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا.

২. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন– اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ অর্থাৎ মামা উত্তরাধিকারী হবে, যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই।

قَوْلُهُ وَذُوْالْأَرْحَامِ أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ :

যাবিল আরহামের শ্রেণীবিভাগ : ذَوِي الْأَرْحَامِ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা–

প্রথম শ্রেণী : এরা সেসব ওয়ারিশ যাদেরকে মৃতব্যক্তির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এরা দু'প্রকারের। যেমন–

১. أَوْلَادُ الْبَنَاتِ তথা কন্যার সন্তানগণ। ২. أَوْلَادُ بَنَاتِ الْاِبْنِ তথা পুত্রের কন্যার সন্তানগণ।

দ্বিতীয় শ্রেণী : এরা ঐসব ব্যক্তি, মৃতব্যক্তিকে যাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এরা দু'শ্রেণীর–

১. أَجْدَادُ السَّاقِطُوْنَ যেমন– নানা, নানার পিতা, দাদার পিতা ইত্যাদি।

২. جَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ যেমন– নানী, নানীর মাতা, দাদার মায়ের পিতা ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণী : তৃতীয় প্রকারের ذَوِي الْأَرْحَامِ যারা মৃতব্যক্তির পিতামাতার সাথে সম্পর্কিত। এরা হলো–

১. أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ তথা সহোদরা বোনের সন্তানগণ। ২. أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ তথা বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তানগণ।

৩. أَوْلَادُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ বৈপিত্রেয় ভাইবোনের সন্তানগণ। ৪. بَنَاتُ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ তথা সহোদর ভাইয়ের কন্যাগণ।

৫. بَنَاتُ الْإِخْوَةِ لِأَبٍ তথা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যাগণ।

চতুর্থ শ্রেণী : যাদের সম্পর্ক মৃতব্যক্তির দাদা-নানা এবং দাদী-নানীর সাথে সম্পৃক্ত। তারা হলো–

১. اَلْعَمَّاتُ وَأَوْلَادُهُنَّ তথা ফুফুগণ ও তাদের সন্তানগণ।

২. اَلْأَعْمَامُ لِأُمٍّ وَأَوْلَادُهُمْ তথা বৈপিত্রেয় চাচাগণ ও তাদের সন্তানের সন্তানগণ।

৩. اَلْأَخْوَالُ وَأَوْلَادُهُمْ তথা মাতাগণ এবং তাদের সন্তানগণ।

৪. اَلْخَالَاتُ وَأَوْلَادُهُمْ তথা খালাগণ এবং তাদের সন্তানগণ।

قَوْلُهُ الْأَجْدَادُ السَّاقِطُوْنَ الخ -এর আলোচনা : أَجْدَادٌ শব্দটি جَدٌّ-এর বহুবচন। যার অর্থ– দাদা বা নানা, اَلسَّاقِطُوْنَ অর্থ– পরিত্যক্ত, পতিত।

পরিভাষায় اَلْأَجْدَادُ السَّاقِطُوْنَ হলো– هُمُ الْأَجْدَادُ الَّذِيْنَ يَسْقُطُوْنَ عَنِ الْمِيْرَاثِ لِوُجُوْدِ ذَوِي الْفُرُوْضِ وَالْعَصَبَةِ অর্থাৎ এমন দাদা-নানা, যারা যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের উপস্থিতির কারণে মীরাসপ্রাপ্তি থেকে বাদ পড়ে যায়। এদেরকে জাদ্দে ফাসেদও বলে। আর جَدَّاتُ السَّاقِطَاتُ-দেরকে জাদ্দায়ে ফাসেদাহ বলে। অর্থাৎ এরা জাদ্দায়ে সহীহার বিপরীত। যাবিল ফুরূযের অধ্যায়ে এদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ يَنْتَمِي اِلٰى اَبَوَيِ الْمَيِّتِ وَهُمْ اَوْلَادُ الْاَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْاِخْوَةِ وَبَنُو الْاِخْوَةِ لِاُمٍّ وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ يَنْتَمِي اِلٰى جَدَّيِ الْمَيِّتِ اَوْ جَدَّتَيْهِ وَهُمُ الْعَمَّاتُ وَالْاَعْمَامُ لِاُمٍّ وَالْاَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ فَهٰؤُلَاءِ وَكُلُّ مَنْ يُدْلِي بِهِمْ مِنْ ذَوِي الْاَرْحَامِ رَوٰى اَبُوْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ الصِّنْفُ الثَّانِيْ وَاِنْ عَلَوْا ثُمَّ الْاَوَّلُ وَاِنْ سَفِلُوْا ثُمَّ الثَّالِثُ وَاِنْ نَزَلُوْا ثُمَّ الرَّابِعُ وَاِنْ بَعُدُوْا ـ

সরল অনুবাদ : আর তৃতীয় প্রকার হলো, যারা মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার দিকে সম্পর্কিত; তারা হলো– ভগ্নিদের সন্তান, ভ্রাতাদের কন্যাগণ এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র। আর চতুর্থ প্রকার হলো, যারা মৃত ব্যক্তির দাদা-নানা বা দাদী-নানীর দিকে সম্পর্কিত; তারা হলো– ফুফীগণ এবং বৈপিত্রেয় চাচাগণ; মামাগণ এবং খালাগণ। সুতরাং তারা এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যারা তাদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক, তারা যাবিল আরহাম-এর মধ্যে পরিগণিত হবে। হযরত আবূ সুলাইমান মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে তিনি আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় নিকটবর্তী শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী, যদিও উপরের দিকে যায়, অতঃপর প্রথম শ্রেণী যদিও নিম্নের দিকে যায়, অতঃপর তৃতীয় শ্রেণী যদিও নিম্নের দিকে যায়, অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী যদিও তাদের সম্পর্ক অনেক দূরে যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ আর তৃতীয় প্রকার হলো ঐ সকল ব্যক্তি يَنْتَمِيْ যারা সম্পর্কিত اِلٰى اَبَوَيِ الْمَيِّتِ মৃতের পিতা-মাতার সাথে وَهُمْ তারা হলো اَوْلَادُ الْاَخَوَاتِ ভগ্নিদের সন্তান وَبَنَاتُ الْاِخْوَةِ ভ্রাতাদের কন্যাগণ وَبَنُو الْاِخْوَةِ لِاُمٍّ এবং বৈপিত্রেয় ভাইদের সন্তান وَالصِّنْفُ الرَّابِعُ আর চতুর্থ প্রকার হলো يَنْتَمِيْ যারা সম্পর্ক রাখে اِلٰى جَدَّيِ الْمَيِّتِ মৃতের দাদার-নানার সাথে اَوْ جَدَّتَيْهِ অথবা দাদী-নানীর সাথে وَهُمْ তারা হলো الْعَمَّاتُ ফুফীগণ وَالْاَعْمَامُ لِاُمٍّ বৈপিত্রেয় চাচাগণ وَالْاَخْوَالُ মামাগণ وَالْخَالَاتُ এবং খালাগণ فَهٰؤُلَاءِ সুতরাং তারা وَكُلُّ এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি مَنْ يُدْلِيْ بِهِمْ যারা তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক مِنْ ذَوِي الْاَرْحَامِ তারা যাবিল আরহামের মধ্যে পরিগণিত رَوٰى اَبُوْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ আবু সোলাইমান মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে বর্ণনা করেন عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رحـ তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন اَنَّ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ নিশ্চয় শ্রেণীসমূহের অধিক নিকটবর্তী শ্রেণী হলো الصِّنْفُ الثَّانِيْ দ্বিতীয় শ্রেণী وَاِنْ عَلَوْا যদিও উপরের দিকে যায় ثُمَّ الْاَوَّلُ অতঃপর প্রথম শ্রেণী وَاِنْ سَفِلُوْا যদিও নিম্নের দিকে যায় ثُمَّ الثَّالِثُ অতঃপর তৃতীয় শ্রেণী وَاِنْ نَزَلُوْا যদিও নিম্নের দিকে যায় ثُمَّ الرَّابِعُ অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী وَاِنْ بَعُدُوْا যদিও তাদের সম্পর্ক অনেক দূরে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَقَوْلُهُ وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ الخ-এর আলোচনা : 'আসাবা' এর বর্ণনার মধ্যে বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্য হতে অধিকাংশ পুরুষ আত্মীয় 'আসাবা' এর মধ্যে শ্রেণীভুক্ত। যেমন– মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ, পৌত্রগণ, প্রপৌত্রগণ, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং তাদের পুত্র-পৌত্রগণ, চাচা-জেঠা এবং তাদের পুত্রগণ, পৌত্রগণ, দাদা, পরদাদা এবং পিতা সবাই তারা 'আসাবা'। আর মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং কন্যার সন্তানগণ চাই পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের সন্তান চাই যত নিম্নে যাক তারা 'যাবিল আরহাম' এর শ্রেণীভুক্ত। আর যে নানা, দাদা বা নানী, দাদী 'জাদ্দাতে ফাসিদা' হয়,

তারা যত উর্ধ্ব স্তরের হোকনা কেন সে 'যাবিল আরহাম'-এর দ্বিতীয় শ্রেণী অন্তুর্ভক্ত। যেমন– মৃত ব্যক্তির নানার মা এবং মৃত ব্যক্তির নানার নানী জাদ্দাতে ফাসিদা। আর মৃত ব্যক্তির নানা 'জাদ্দে ফাসিদ'। এমনিভাবেই মৃত ব্যক্তির নানার পিতা এবং দাদা বা নানা সবাই 'জাদ্দে ফাসিদ' এর অন্তর্ভুক্ত। আর মৃত ব্যক্তির ভগ্নি-পুত্র, ভগ্নি-কন্যাগণ তাদের সন্তানগণ এবং মৃত ব্যক্তির ভাতুষ্পুত্র এবং তাদের সন্তানগণ এবং বৈপিত্রেয় ভাতুষ্পুত্র, কন্যাগণ এবং তাদের সন্তানগণ 'যাবিল আরহাম' এর তৃতীয় প্রকার। আর তারা ভ্রাতুষ্পুত্রের আওতায় প্রবেশ করার কারণে লেখক– بَنُو الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র বর্ণনা করেন। আর মৃত ব্যক্তির ফুফুগণ ও তাদের সন্তানগণ, মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় চাচা ও তার সন্তানগণ, মৃত ব্যক্তির মামা ও তার সন্তানগণ এবং মৃত ব্যক্তির খালা ও তার সন্তানগণ 'যাবিল আরহাম' এর চতুর্থ প্রকার। আর মৃত ব্যক্তির প্রকৃত চাচা ও তার সন্তানগণ 'আসাবা' এর অন্তর্ভুক্ত। এটি আসাবা অধ্যায় দ্বারা জানা গেল।

আর উপরে বর্ণিত 'যাবিল আরহাম' এর শ্রেণীগুলো হতে যে শ্রেণী মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটবর্তী, তার থাকা অবস্থায় অন্য শ্রেণীর কেউ অংশীদার হবে না। সুতরাং নিকটবর্তীর নির্দিষ্টের মধ্যে যে বিভিন্ন মতভেদ আছে লেখক তাকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে বাক্যের উপর হানাফী আলিমগণ ফতোয়া দিয়েছেন তা এই যে, বেশি নিকটবর্তী হলো প্রথম প্রকার, অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার, অতঃপর তৃতীয় প্রকার, অতঃপর চতুর্থ প্রকার সুতরাং 'আসাবা' এর মধ্যে মৃত ব্যক্তির (অংশ) সন্তানগণকে বেশি নিকটবর্তী বলা হয়েছে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির আসল দাদাকে। অতঃপর পিতার (অংশ) সন্তানগণকে যেমন– ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্রকে। অতঃপর দাদার (অংশ) সন্তানগণকে যেমন– চাচা, জেঠা এবং তাদের সন্তানগণ, একের পর এক ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে।

অতএব 'যাবিল আরহাম' এর প্রথম প্রকার মৃতের সন্তানগণ, দ্বিতীয় প্রকার মৃত ব্যক্তির আসল অর্থাৎ দাদা, তৃতীয় প্রকার পিতার সন্তান এবং চতুর্থ প্রকার দাদার সন্তানগণ হওয়ার প্রেক্ষিতে ধারাবাহিকভাবে তারতীব দেওয়া উচিত, যার উপর হানাফী আলিমগণ ফতোয়া দিয়েছেন। আর লেখকের বর্ণনা– وَكُلُّ مَنْ يُدْلِيْ بِهِمْ ذَوِى الْأَرْحَامِ বৃদ্ধি করার দ্বারা 'যাবিল আরহাম' এর প্রত্যেক শ্রেণীকে সাধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ প্রথম প্রকারের মধ্যে মৃত ব্যক্তির পুত্রগণের সন্তানগণের ন্যায় তাদের সন্তানের সন্তানগণ এবং পৌত্রগণের সন্তানগণের ন্যায় তাদের সন্তানগণের সন্তানগণ অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রত্যেক প্রকারের ব্যাখ্যা সাধারণভাবে সুস্পষ্ট বুঝা গেল।

وَ رَوٰى اَبُوْيُوْسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ الصِّنْفُ الْاَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِىْ ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ كَتَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ وَهُوَ الْمَاخُوْذُ بِهٖ وَعِنْدَهُمَا الصِّنْفُ الثَّالِثُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ اَبِ الْاُمِّ لِاَنَّ عِنْدَهُمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اَوْلٰى مِنْ فَرْعِهٖ وَفَرْعُهٗ وَاِنْ سَفِلَ اَوْلٰى مِنْ اَصْلِهٖ ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে, আর হযরত ইবনে সামাআ হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে, আর তাঁরা হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, 'যাবিল আরহাম' এর নিকটবর্তী প্রকারের মধ্যে সর্ব প্রথম– প্রথম প্রকার, অতঃপর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয়, অতঃপর চতুর্থ– আসাবাগণের শ্রেণী বিন্যাসের অনুরূপ এবং তিনি এটিই গ্রহণকারী। আর সাহেবাইন-এর নিকট মাতামহের (নানা) উপর তৃতীয় প্রকার অগ্রগণ্য। কেননা তাঁদের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তি তার শাখা হতে বেশি নিকটবর্তী এবং তার শাখা তার আসল হতে বেশি নিকটবর্তী।

শাব্দিক অনুবাদ : وَ رَوٰى اَبُوْ يُوْسُفَ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বর্ণনা করেন وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحـ ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে وَابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ আর ইবনে সামাআ হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحـ তিনি ইমাম আযম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, اَنَّ اَقْرَبَ الْاَصْنَافِ নিশ্চয় অধিক নিকটবর্তী প্রকার হলো اَلصِّنْفُ الْاَوَّلُ প্রথম শ্রেণী ثُمَّ الثَّانِىْ অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণী ثُمَّ الثَّالِثُ অতঃপর তৃতীয় শ্রেণী ثُمَّ الرَّابِعُ অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী كَتَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ আসাবাগণের শ্রেণী বিন্যাসের অনুরূপ وَهُوَ الْمَاخُوْذُ এবং তিনি এটিই গ্রহণ করেছেন وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের নিকট اَلصِّنْفُ الثَّالِثُ তৃতীয় প্রকার مُقَدَّمٌ অগ্রগণ্য عَلَى الْجَدِّ اَبِ الْاُمِّ মাতামহের উপর لِاَنَّ عِنْدَهُمَا কেননা তাদের নিকট كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ তাদের প্রত্যেকে اَوْلٰى অধিক নিকটবর্তী مِنْ فَرْعِهٖ তার শাখা হতে وَفَرْعُهٗ আর তার শাখা وَاِنْ سَفِلَ এবং যদিও নিম্নস্তরের হোক না কেন اَوْلٰى অধিক নিকটবর্তী مِنْ اَصْلِهٖ তার আসল হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَرَوٰى اَبُوْ يُوْسُفَ الـخ -এর বিশ্লেষণ : এখানে 'যাবিল আরহাম' এর শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে হযরত আবূ হানীফা (র.)-এর দু'টি রিওয়ায়াত (ধারা) বর্ণিত হয়েছে। একটির বর্ণনাকারী আবূ সুলাইম। তাঁর বর্ণনা অনুসারে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট 'যাবিল আরহাম'-এর মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার মৃত ব্যক্তির অত্যন্ত বেশি নিকটবর্তী। কাজেই দ্বিতীয় প্রকারের লোকজন থাকা অবস্থায় অন্যরা ওয়ারিশ হতে বঞ্চিত হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার না হওয়ার সময় প্রথম প্রকারের লোকজন ওয়ারিশ হবে। আর প্রথম প্রকার না হওয়ার সময় চতুর্থ প্রকারের লোকজন ওয়ারিশ হবে ; কিন্তু এ বর্ণনা হতে ইমাম আযমের প্রত্যাবর্তন বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আল্লামা শামী 'দুররুল মুখতার' কিতাবে তার বিশ্লেষণ বর্ণনা করেছেন। এ কারণে হানাফী আলিমগণ তার উপরে ফতোয়া দেননি। আর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত (ধারা) বর্ণনাকারী ইমাম আবূ ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)। আর তার উপরই ফতোয়া। আর লেখক আসাবার উপর আন্দাজ করে এ রিওয়ায়াত (ধারা)-কে বেশি পছন্দ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তির আসাবাগণের মধ্যে যখন মৃত ব্যক্তির (অংশ) সন্তান তার আসল-এর ওপর অগ্রগণ্য, তখন যাবিল আরহাম-এর শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যেও মৃত ব্যক্তির (অংশ) সন্তান তার আসল-এর উপর অর্থাৎ 'যাবিল আরহাম' এর প্রথম প্রকার অগ্রগণ্য হবে। কেননা দ্বিতীয় প্রকার মৃত ব্যক্তির জাদ্দে ফাসিদা এবং জাদ্দাতে ফাসিদাকে বলা হয়। এ সকল দাদা-দাদীগণ জাদ্দে সাহী এবং জাদ্দাতে সাহীহার দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার ধারা অনুসারে লেখক তাদেরকে سَاقِطُوْنَ ও سَاقِطَاتٌ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, لِاَنَّ عِنْدَهُمَا দ্বারা যে বাক্য লেখক বর্ণনা করেছেন, তা শুদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং মীর সাইয়েদ শরীফ (র.) বলেন যে, এ বাক্য লেখকের নয় বরং কিছু ছাত্রদের নিকট হতে সংযোজন করা হয়েছে। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করা কঠিনসাধ্য কাজ। সুতরাং তার ব্যাখ্যা ছেড়ে দেয়া হলো।

فَصْلٌ فِى الصِّنْفِ الْأَوَّلِ

প্রথম প্রকার (যাবিল আরহাম)-এর আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

أَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ أَقْرَبُهُمْ إِلَى الْمَيِّتِ كَبِنْتِ الْبِنْتِ فَإِنَّهَا أَوْلٰى مِنْ بِنْتِ بِنْتِ الْإِبْنِ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِى الدَّرَجَةِ فَوَلَدُ الْوَارِثِ أَوْلٰى مِنْ وَلَدِ ذَوِى الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ بِنْتِ الْإِبْنِ فَإِنَّهَا أَوْلٰى مِنْ إِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ وَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ وَلَدُ الْوَارِثِ أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ يُدْلُوْنَ بِوَارِثٍ فَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُعْتَبَرُ أَبْدَانُ الْفُرُوْعِ وَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ اِتَّفَقَتْ صِفَةُ الْأُصُوْلِ فِى الذُّكُوْرَةِ وَالْأُنُوْثَةِ أَوِ اخْتَلَفَتْ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُ أَبْدَانَ الْفُرُوْعِ إِنِ اتَّفَقَتْ صِفَةُ الْأُصُوْلِ مُوَافِقًا لَهُمَا ـ

সরল অনুবাদ : 'যাবিল আরহাম' এর মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিক (হকদার) অধিকারী সে ব্যক্তি, যে মৃত ব্যক্তির অত্যন্ত বেশি নিকটবর্তী। যেমন– পৌত্রী, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যা। কেননা সে পুত্রের কন্যার কন্যার থেকে অধিক দাবিদার। আর যদি 'যাবিল আরহাম' এক স্তরের মধ্যে সমান হয়, তাহলে ওয়ারিশগণের সন্তানাদি 'যাবিল আরহাম' হতে উত্তম দাবিদার পরিগণিত হবে, যেমন– পুত্রের কন্যার কন্যা। কেননা সে কন্যার কন্যার পুত্রের চেয়ে উত্তম উপযুক্ত (দাবিদার)। আর যদি তাদের স্তরগুলো বরাবর হয় এবং ওয়ারিশের সন্তানাদি না থাকে, অথবা তারা প্রত্যেক ওয়ারিশের সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হয়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট সন্তানদের সংখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর মৃত ব্যক্তির সম্পদ তাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করবে, চাই তাদের আসল (পূর্ব পুরুষগণ) নারী বা পুরুষ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণকারী হোক বা ভিন্নমত পোষণকারী হোক। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) সন্তানদের সংখ্যাই গ্রহণ করেন, যদি তাদের উভয়ের অভিমত অনুযায়ী আসল (পূর্ব পুরুষগণ) নারী বা পুরুষ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণকারী হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : أَوْلٰهُمْ তাদের (যাবিল আরহাম এর) মধ্যে অধিক হকদার بِالْمِيْرَاثِ পরিত্যক্ত সম্পত্তির أَقْرَبُهُمْ তাদের যে অধিক নিকটবর্তী إِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির كَبِنْتِ الْبِنْتِ যেমন মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যা فَإِنَّهَا أَوْلٰى কেননা সে অধিক দাবীদার مِنْ بِنْتِ الْإِبْنِ পুত্রের কন্যার কন্যা থেকে وَإِنِ اسْتَوَوْا আর যদি তারা (যাবিল আরহাম) সমান হয় فِى الدَّرَجَةِ এক স্তরের মধ্যে فَوَلَدُ الْوَارِثِ তাহলে ওয়ারিশগণের সন্তানাদি أَوْلٰى উত্তম দাবিদার পরিগণিত হবে مِنْ وَلَدِ ذَوِى الْأَرْحَامِ যাবিল আরহামের সন্তানাদি হতে كَبِنْتِ بِنْتِ الْإِبْنِ যেমন পুত্রের কন্যার কন্যা فَإِنَّهَا أَوْلٰى কেননা সে অধিক দাবিদার مِنْ إِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ কন্যার কন্যার পুত্রের চেয়ে وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ এবং তাদের মধ্যে না থাকে وَلَدُ الْوَارِثِ ওয়ারিশদের সন্তানাদি أَوْ كَانَ كُلُّهُمْ অথবা তারা প্রত্যেকে হয় يُدْلُوْنَ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় بِوَارِثٍ ওয়ারিশের সাথে فَعِنْدَ أَبِىْ يُوْسُفَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট يُعْتَبَرُ গণনা করা হবে, গ্রহণযোগ্য হবে أَبْدَانُ الْفُرُوْعِ সন্তানদের সংখ্যা وَيُقَسَّمُ الْمَالُ আর সম্পদ বণ্টন করা হবে عَلَيْهِمْ তাদের উপর سَوَاءٌ সমান ভাবে اِتَّفَقَتْ (চাই) ঐকমত্য পোষণকারী হোক صِفَةُ الْأُصُوْلِ তাদের আসল বা মূলের মধ্যে فِى الذُّكُوْرَةِ وَالْأُنُوْثَةِ নারী এবং পুরুষ হওয়ার ক্ষেত্রে أَوِ اخْتَلَفَتْ অথবা ভিন্নমত পোষণকারী হোক وَمُحَمَّدٌ (رحـ) يَعْتَبِرُ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) গ্রহণ করেন أَبْدَانَ الْفُرُوْعِ সন্তানদের সংখ্যা إِنِ اتَّفَقَتْ যদি এক হয় صِفَةُ الْأُصُوْلِ মূল বা আসলের সিফাত مُوَافِقًا لَهُمَا তাদের উভয়ের অভিমত অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ :

ذَوِى الْأَرْحَامِ-এর মাঝে অগ্রাধিকার নীতি : কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার অনেক ذَوِى الْأَرْحَامِ (তথা রক্ত সম্পর্কীয়) বেঁচে থাকতে পারে। এমতাবস্থায় ঐ সকল ذَوِى الْأَرْحَامِ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ সমানভাবে পাবে না; বরং তাদের কেউ অপর কারো থেকে বেশি অংশ পেতে পারে। আবার কেউ বঞ্চিতও হতে পারে। এখানে বঞ্চিত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ অর্থাৎ "আগে সর্বাপেক্ষা নিকটতম তারপর যে নিকটতম" এ নীতি প্রণিধানযোগ্য। এক কথায়, আসাবাগণের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন মৃতব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্কের স্তর লক্ষ্য রাখতে হয়, তেমনি যাবিল আরহামগণের ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রেও মৃতব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্কের স্তর বিবেচনা করে অগ্রগামীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাউকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাকে মীরাসের অধিকারী গণ্য করা এবং তার বিপরীত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা। হযরত আলী (রা.) থেকে এ ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের ইমামগণের অভিমতও অনুরূপ। হানাফী ইমামগণ ذَوِى الْأَرْحَامِ-কে চার ভাগে করেছেন। যেমন–

১. মৃতব্যক্তি যাদের মুল (মৃতের কন্যাদের এবং তার পুত্রের কন্যাদের বংশধরগণ)।

২. যারা মৃতের মুল (মৃতের মায়ের পিতামাতা, তাদের পিতামাতা এ ধারায় উপরস্থগণ)।

৩. মৃতের পিতামা যাদের মূল (মৃতের বোনদের, ভাইয়ের কন্যাদের এবং বৈপিত্রিয়ে ভাইদের বংশধগণ)।

৪. মৃতের দাদা-দাদী ও নানা-নানী যাদের মূল (ফুফু, বৈপিত্রেয় চাচা এবং মামা ও খালাগণ)।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে উক্ত চার প্রকার থেকে প্রথম প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রথম প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ : এ প্রকারের যাঁবিল আরহাম সকলেই ওয়ারিশ হয় না; বরং কেউ ওয়ারিশ হয় এবং কেউ বঞ্চিত হয়। এ ক্ষেত্রে যাদের সম্পর্কের স্তর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারা মীরাস প্রাপ্ত হয় এবং অন্যরা বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন– কেউ بِنْتُ الْبِنْتِ এবং بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ রেখে মৃত্যুবরণ করলে بِنْتُ الْبِنْتِ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। কিন্তু بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ বঞ্চিত হবে। কারণ, بِنْتُ الْبِنْتِ মাত্র একটি মধ্যস্থতায় মৃতব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে, بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ দু'টি মধ্যস্থতায় মৃতব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, যার মধ্যস্থলোকের সংখ্যা কম সে ওয়ারিশ হবে যার মধ্যস্থ লোকের সংখ্যা বেশি সে বঞ্চিত হবে।

আর তাদের সম্পর্কের স্তর এক হলে, ওয়ারিশদের সন্তান তথা আসাবার সন্তান যাবিল আরহামের সন্তানের উপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ যাবিল আরহামের সন্তান বঞ্চিত হবে। যেমন কেউ بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ এবং اِبْنُ بِنْتِ الْبِنْتِ রেখে মৃতুবরণ করলে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ অগ্রগণ্য হবে। কারণ بِنْتُ بِنْتِ الْاِبْنِ হচ্ছে, ওয়ারিশের সন্তান এবং اِبْنُ بِنْتِ الْبِنْتِ হচ্ছে ذَوِى الْأَرْحَامِ-এর সন্তান। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর মতে, প্রথম প্রকারের যে ক'জন ذَوِى الْأَرْحَامِ জীবিত আছে তারা যদি একই স্তরের হয় এবং মৃতের কোনো সন্তান জীবিত না থাকে, অথবা সকলে একই ওয়ারিশের সন্তান হয়, এমতাবস্থায় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতি অনুসারে যাবিল আরহাম-এর মাঝে বণ্টন করতে হবে।

এমতাবস্থায় এ যাবিল আরহাম-এর পূর্বসূরি (মূল ব্যক্তি) পুরুষ না নারী তা লক্ষণীয় নয়। তবে এ ধরনের ক্ষেত্রে যদি সকল স্তরে নর বা নারীর যে কোনো একশ্রেণী হয়, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান (র.)-এর উক্ত মতের সাথে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত মিলে যায়। পক্ষান্তরে সর্বনিম্নস্তর ব্যতীত অন্য কোনো স্তরে যদি নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান (র.)-এর উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সাথে একমত নন, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে প্রথম যে স্তরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক থাকবে যেস স্তরেই সম্পদকে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতিতে ভাগ করে ফেলতে হবে। তবে এ স্তরে নারী বা পুরুষ হিসেবে প্রত্যেকের বাস্তব দিককেই মূল্যায়ন করা হবে; কিন্তু সংখ্যা ধর্তব্য হবে সর্বনিম্ন স্তরের লোকদের সংখ্যার আলোকে এবং নারী ও

পুরুষগণকে আলাদা আলাদা গ্রুপ করে ফেলতে হবে। এতে যে গ্রুপ যতটুকু সম্পদের হকদার হবে ঐ গ্রুপের ওয়ারিশদের মাঝে ততটুকুই বণ্টন করতে হবে। তারাও যদি নারী পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক হয়, তাহলে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতিকে সামনে রেখে প্রত্যেক গ্রুপের প্রাপ্ত অংশ শুধু ঐ গ্রুপের অধীন ওয়ারিশগণের মাঝেই বণ্টন করতে হবে।

উদাহরণ : যদি কোনো ব্যক্তি اِبْنُ الْبِنْتِ এবং بِنْتُ الْبِنْتِ রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ, হাসান এবং মুহাম্মদ (র.) সকলের মতেই اِبْنُ الْبِنْتِ পাবে তিন ভাগে দু'ভাগে। আর بِنْتُ الْبِنْتِ পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত জাবের

কন্যার পুত্র	কন্যার কন্যা
২	১

যদি কেউ কন্যার পুত্রের কন্যা এবং কন্যার কন্যার পুত্র রেখে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদের মতে কন্যার কন্যার পুত্র পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। আর কন্যার পুত্রের কন্যা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতির আলোকে ভাগ হবে। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত সাবের

কন্যার কন্যার পুত্র	কন্যার পুত্রের কন্যা
২	১

এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে, প্রথম স্তরে যেহেতু উভয়ের শ্রেণী এক অর্থাৎ উভয় দিকেই নারী কাজেই প্রথম স্তরে বণ্টনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে এসে নর ও নারী উভয় শ্রেণী থাকায় এ স্তরেই প্রথমত বণ্টন করে ফেলতে হবে। এতে কন্যার পুত্র পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ আর কন্যার কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। অতঃপর কন্যার পুত্রের কন্যা তার পিতার প্রাপ্য $\frac{২}{৩}$ অংশ পূর্ণটাই পেয়ে যাবে এবং কন্যার কন্যার পুত্র তার মায়ের প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ অংশ সম্পূর্ণই পেয়ে যাবে। যেমন–

ক. মাসআলা–৩ (দ্বিতীয় স্তরে বণ্টন)

মৃত

কন্যার পুত্র	কন্যার কন্যাত্র
২	১

খ. মাসআলা–৩ (তৃতীয় স্তরে বণ্টন)

মৃত

কন্যার পুত্রের কন্যা	কন্যার কন্যার পুত্র
২	১

وَيُعْتَبَرُ الْاُصُوْلُ اِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ وَيُعْطَى الْفُرُوْعُ مِيْرَاثَ الْاُصُوْلِ مُخَالِفًا لَهُمْ كَمَا اِذَا تَرَكَ اِبْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ عِنْدَهُمَا يَكُوْنُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى كَذٰلِكَ لِاَنَّ صِفَةَ الْاُصُوْلِ مُتَّفِقَةٌ وَلَوْتَرَكَ بِنْتَ اِبْنِ بِنْتٍ وَابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ عِنْدَهُمَا اَلْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوْعِ اَثْلَاثًا بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ ثُلُثَاهُ لِلذَّكَرِ وَثُلُثُهُ لِلْاُنْثٰى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَ الْاُصُوْلِ اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ اَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِبِنْتِ اِبْنِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اَبِيْهَا وَثُلُثُهُ لِاِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اُمِّهٖ -

সরল অনুবাদ : আর যদি যাবিল আরহামের পূর্ব পুরুষগণের গুণসমূহ বিভিন্ন হয়, তাহলে পূর্ব পুরুষগণের বিবেচনা করা হবে। আর তাদের বিরোধিতা করে পূর্ব পুরুষদের ওয়ারিশী সম্পত্তি সন্তানদেরকে দেওয়া হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি যখন এক কন্যার পুত্র ও এক কন্যার কন্যা রেখে মারা যায়, তখন তাদের উভয়ের নিকট সম্পত্তি বণ্টন হবে 'এক পুরুষ দু' স্ত্রীলোকের সমান' অনুসারে সংখ্যানুপাতে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকটও এমনিভাবে। কেননা, পূর্ব পুরুষদের গুণ এক। আর যদি কোনো ব্যক্তি এক দৌহিত্র এবং এক দৌহিত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে তাদের উভয়ের নিকট পরিত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে সংখ্যানুপাতে তিন-তৃতীয়াংশ হিসেবে বণ্টন হবে। দু'-তৃতীয়াংশ পুরুষ ব্যক্তির আর এক-তৃতীয়াংশ নারীর। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সম্পত্তি পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে বণ্টন হবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় সিঁড়িতে তিন-তৃতীয়াংশ অনুসারে দু'-তৃতীয়াংশ দৌহিত্রের কন্যা পাবে, যা তার পিতার অংশ ছিল এবং এক-তৃতীয়াংশ দৌহিত্রীর পুত্র পাবে, যা তার মাতার অংশ ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَيُعْتَبَرُ আর বিবেচনা করা হবে اَلْاُصُوْلُ মূল বা পূর্বপুরুষগণের اِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ যদি তাদের গুণসমূহ বিভিন্ন হয় وَيُعْطَى এবং দেওয়া হবে اَلْفُرُوْعُ সন্তানদেরকে مِيْرَاثَ الْاُصُوْلِ পূর্বপুরুষদের ওয়ারিশী সম্পত্তি مُخَالِفًا لَهُمْ তাদের বিরোধিতা করে كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ যদি কেউ রেখে মারা যায় اِبْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ এক কন্যার পুত্র ও এক কন্যার কন্যা عِنْدَهُمَا তাহলে তাদের উভয়ের (ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসানের মতে) নিকট يَكُوْنُ الْمَالُ সম্পত্তি বণ্টিত হবে بَيْنَهُمَا তাদের উভয়ের মধ্যে لِلذَّكَرِ (এ সূত্র অনুসারে যে) প্রত্যেক পুরুষের জন্য مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দু'স্ত্রী লোকের সমান অংশ بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ সংখ্যানুপাতে وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকটও كَذٰلِكَ এমনিভাবে لِاَنَّ صِفَةَ الْاُصُوْلِ কেননা পূর্ব পুরুষদের গুণ مُتَّفِقَةٌ এক وَلَوْتَرَكَ আর যদি কেউ রেখে মারা যায় بِنْتَ اِبْنِ بِنْتٍ এক দৌহিত্রী وَابْنَ بِنْتِ بِنْتٍ এবং এক দৌহিত্র عِنْدَهُمَا তাহলে তাদের উভয়ের নিকট اَلْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوْعِ পরিত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হবে اَثْلَاثًا তিন ভাগে بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ সংখ্যানুপাতে ثُلُثَاهُ لِلذَّكَرِ তার দু-তৃতীয়াংশ পুরুষ ব্যক্তির জন্য وَثُلُثُهُ لِلْاُنْثٰى আর এক তৃতীয়াংশ নারীর জন্য وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট اَلْمَالُ بَيْنَ الْاُصُوْلِ সম্পত্তি পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে বণ্টন হবে اَعْنِىْ অর্থাৎ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় সিঁড়িতে اَثْلَاثًا তিন-তৃতীয়াংশ অনুসারে ثُلُثَاهُ তার দু' তৃতীয়াংশ لِبِنْتِ اِبْنِ الْاِبْنِ দৌহিত্রের কন্যা, পাবে نَصِيْبُ اَبِيْهَا যা তার পিতার অংশ ছিল وَثُلُثُهُ এবং তার এক তৃতীয়াংশ لِاِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ দৌহিত্রীর পুত্র পাবে نَصِيْبُ اُمِّهٖ যা তার মাতার অংশ ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَيُعْتَبَرُ الْأُصُولُ الخ-এর আলোচনা : প্রকাশ থাকে যে, মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রকে نَوَاسًا (দৌহিত্র) এবং কন্যার কন্যাকে نَوَاسِي (দৌহিত্রী) বলা হয়। মৃত ব্যক্তির প্রথম প্রকারের এক কন্যা হতে এক দৌহিত্র আর দ্বিতীয় কন্যা হতে এক দৌহিত্রী রয়েছে। এমতাবস্থায় সর্ব সম্মতিক্রমে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিন ভাগ হয়ে দু' ভাগ দৌহিত্র পাবে এবং এক ভাগ দৌহিত্রী পাবে। কেননা দৌহিত্রের আসল (পূর্ব পুরুষ) তার মাতা এবং দৌহিত্রীর আসল (পূর্ব পুরুষ) অর্থাৎ তার মাতা। উভয় মহিলার ক্ষেত্র এক। আর আসলের (পূর্ব পুরুষগণের) গুণ এক প্রকার হওয়া অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বিভিন্নতা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও অন্যান্যদের সাথে নেই। আর দৌহিত্রের কন্যা এবং দৌহিত্রীর পুত্র রেখে যাওয়া অবস্থায় উভয়ের (আসল) পূর্ব পুরুষগণ অর্থাৎ দৌহিত্র এবং দৌহিত্রী নারী ও পুরুষ হওয়ার মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী। এ অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীর মধ্যে 'এক পুরুষ দু' স্ত্রীলোকের সমান' সূত্র অনুযায়ী বণ্টন করে দৌহিত্রের অংশ দু'-তৃতীয়াংশ তার কন্যাকে প্রদান করবে। আর দৌহিত্রীর অংশ তার পুত্রকে প্রদান করবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ এবং হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর নিকট দৌহিত্র ও দৌহিত্রীর গুণের বিভিন্নতা তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রযোজ্য হবে না। এ সূত্র অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তির দু'-তৃতীয়াংশের অধিকারী দৌহিত্রীর পুত্র হবে এবং এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী দৌহিত্রের কন্যা হবে। কেননা পুত্র ও কন্যা উভয়েই মৃত ব্যক্তির 'যাবিল আরহাম'-এর সন্তান, আর তারা উভয়ে এক স্তরের আত্মীয়। এমতাবস্থায় এই 'যাবিল আরহামর' এর পূর্ব পুরুষদের বিভিন্নতা হওয়া নারী পুরুষ হওয়ার মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে উভয় মাসআলার চিত্র এই—

(১) মাসআলা– ৩

মৃত ————————————

দৌহিত্র	দৌহিত্রী
২	১

(২) মাসআলা– ৩

মৃত ————————————

দৌহিত্রের কন্যা	দৌহিত্রীর পুত্র
১	২

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট চিত্র এই—

(১) মাসআলা–৩

মৃত ————————————

দৌহিত্র	দৌহিত্রী
২	১

(২) মাসআলা–৩

মৃত ————————————

দৌহিত্রের কন্যা	দৌহিত্রীর পুত্র
২	১

وَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا كَانَ فِيْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ بُطُوْنٌ مُخْتَلِفَةٌ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلٰى أَوَّلِ بَطْنٍ اخْتَلَفَ فِي الْأُصُوْلِ ثُمَّ يُجْعَلُ الذُّكُوْرُ طَائِفَةً وَالْإِنَاثُ طَائِفَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَمَا أَصَابَ الذُّكُوْرَ يُجْمَعُ وَيُقَسَّمُ عَلٰى أَعْلَى الْخِلَافِ الَّذِيْ وَقَعَ فِيْ أَوْلَادِهِمْ وَكَذٰلِكَ مَا أَصَابَ الْإِنَاثَ وَهٰكَذَا يُعْمَلُ إِلٰى أَنْ يَنْتَهِيَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ ـ

সরল অনুবাদ : অনুরূপভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কন্যাদের সন্তানগণ যদি বিভিন্ন স্তরে (নারী-পুরুষ হিসেবে) বিভিন্ন শ্রেণীর হয়, তবে যে স্তর প্রথম পুরুষের মধ্যে নারী পুরুষের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়, সে স্তরের হিসেবেই সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে, অতঃপর উক্ত বণ্টনের পর পুরুষদের এক শ্রেণীভুক্ত করতে হবে এবং নারীদের অন্য শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। আর পুরুষগণ যা পেয়েছে তা একত্র করা হবে। অতঃপর প্রথম যে স্তরে তাদের বংশধরগণের মধ্যে (নারী- পুরুষের মধ্যে) বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে সে স্তরের হিসেবেই আবার বণ্টন করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে নারীগণ যা পেয়েছে তার বণ্টনকার্যও এভাবে করতে হবে। নিম্ন চিত্রানুসারে এভাবে ক্রমান্বয়েই করে যাবে— যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে عِنْدَ مُحَمَّدٍ رح ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে إِذَا كَانَ যদি হয় فِيْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ কন্যাদের সন্তানগণ بُطُوْنٌ مُخْتَلِفَةٌ বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর يُقَسَّمُ الْمَالُ তাহলে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে عَلٰى أَوَّلِ بَطْنٍ সে প্রথম স্তরে اخْتَلَفَ যে স্তরে বিভিন্নতা সংঘটিত হয়েছে فِي الْأُصُوْلِ পূর্বপুরুষদের মাঝে ثُمَّ يُجْعَلُ অতঃপর করতে হবে الذُّكُوْرُ পুরুষদেরকে طَائِفَةً এক শ্রেণীভুক্ত وَالْإِنَاثُ এবং নারীদেরকে طَائِفَةً অন্য শ্রেণীভুক্ত بَعْدَ الْقِسْمَةِ (উক্ত) বণ্টনের পর فَمَا أَصَابَ الذُّكُوْرَ অতঃপর পুরুষগণ যা পেয়েছে يُجْمَعُ তা একত্র করা হবে وَيُقَسَّمُ এবং আবার বণ্টন করে দেওয়া হবে عَلٰى أَعْلَى الْخِلَافِ ভিন্নতার সে উচ্চ (প্রথম) স্তরে الَّذِيْ وَقَعَ যে স্তরে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে فِيْ أَوْلَادِهِمْ তাদের সন্তানদের (বংশধরদের) মধ্যে وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে বণ্টন কার্য করতে হবে مَا أَصَابَ الْإِنَاثَ নারীগণ যা পেয়েছে তার وَهٰكَذَا আর এভাবেই يُعْمَلُ করা হবে إِلٰى أَنْ يَنْتَهِيَ শেষ হওয়া পর্যন্ত بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ নিম্ন চিত্রানুসারে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) إِذَا كَانَ الخ -এর বিশ্লেষণ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে ফতোয়া হওয়ার কারণে গ্রন্থকার তাঁর মতকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বহুস্তরবিশিষ্ট রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বিবরণ : মৃতের কন্যাদের সন্তানদের মাঝে যদি বহুস্তর দেখা যায়, তবে এ ধরনের মাসআলায় ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর অভিমত এক ধরনের এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত অন্য ধরনের।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, যদি কোনো মৃতব্যক্তির এমন ذوى الارحام তথা নিকটাত্মীয় থাকে, যারা জন্মসূত্রে মৃতব্যক্তির কয়েক স্তর পরে ওয়ারিশ। আর মধ্যবর্তী স্তরের লোকেরা এ মৃতের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মাঝে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক ছিল। এমতাবস্থায় মধ্যবর্তী স্তরসমূহের মৃতগণ কে কি পরিমাণ পেত তার হিসেব না করে সরাসরি সর্বনিম্ন স্তরের লোকগণ যারা বর্তমবানে জীবিত আছে এবং সকলে একই স্তরের তাদের প্রত্যেক নারীর অংশ এক এবং প্রত্যেক পুরুষের অংশ ২ এ অনুপাতে বণ্টন করতে হবে। তাতে মোট অংশের পরিমাণ দাঁড়াবে, 'নারীর সংখ্যা + পুরুষের সংখ্যার দ্বিগুণ'। অবশ্য হিসেবের দিক থেকে এ নিয়মটি বেশ সহজ।

হানাফী ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ও এ অভিমতই পোষণ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : যে বহু স্তরবিশিষ্ট ذَوِي الْأَرْحَامِ -এর মধ্যবর্তী স্তরসমূহের এক বা একাধিক স্তরে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণীর লোক ছিল, তাদের শেষ স্তরের লোকেরা জীবিত আছে, কিন্তু যে মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেব হচ্ছে, তার মৃত্যুর পূর্বেই মধ্যবর্তী স্তরসমূহের লোকেরা মৃত্যুবরণ করেছে, এ ধরনের ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মতে, মৃতব্যক্তির পরবর্তী ১ম স্তর থেকে দেখে যেতে হবে। প্রথম স্তর থেকে যে স্তর পর্যন্ত একই স্তরে দু'শ্রেণীর মিশ্রণ হয়নি, সে স্তর পর্যন্ত হিসেব করতে হবে না। কিন্তু যে স্তরে এসে নারী ও পুরুষ দু'শ্রেণীর মিশ্রণ হয়েছে, সে স্তরে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নিয়মে বণ্টনের হিসেব করতে হবে। এ হিসেবে যার ভাগে যতটুকু পড়বে ততটুকুই তার সন্তানদের মাঝে বণ্টন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কারো সন্তান যদি একই শ্রেণীর হয়, তাহলে তাদের মাঝে বণ্টনের হিসেব করার প্রয়োজন নেই। পরবর্তী কোনো স্তরে যদি আবার নারী ও পুরুষের মিশ্রণ দেখা যায়, সেখানে আবারো لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নিয়মে বণ্টনের হিসেব করতে হবে। আর দু'শ্রেণী মিশ্রণ দেখা না দিলে শেষ স্তরের পূর্বে অন্য কোনো স্তরে বণ্টনের হিসেব করার প্রয়োজন নেই। শেষ স্তরে এসে দেখতে হবে হকদারগণ এক শ্রেণীর, না দু'শ্রেণীর যে শাখায় দু'শ্রেণীর ওয়ারিশ থাকবে সে শাখায় তাদের পূর্ববর্তী সর্বশেষ যে স্তরে বণ্টনের হিসেব করা হয়েছিল, সে পূর্বসূরির অংশকে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতিতে ভাগ করে দিতে হবে। আর যে শাখায় শুধু এক শ্রেণীর ওয়ারিশ থাকবে, সে শাখায় সকলকে ঐ পূর্বসূরির অংশ থেকে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

عند محمد (رح) مـــ ١٥ تصـــ ٦٠ زيد وعند ابى يوسف (رح) مـــ ١٥

ميـت

بَطْن اَوَّل بنت بنت بنت بنت ٩ بنت بنت بنت بنت بنت | ابن ابن ٦ ابن

٣٦ طَائِفَةُ الْبَنَاتِ | ٢٤ طَائِفَةُ الْاَبْنَاءِ

بَطْن ثَانِى بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت | بنت بنت بنت

بَطْن ثَالِث بنت بنت بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن | بنت بنت ابن

١٨ ١٨ | ١٢ ١٢

بَطْن رَابِع بنت بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت ابن | بنت بنت بنت

٦ ١٢ ٩ ٩ | ١٢ ١٢

بَطْن خَامِس بنت بنت ابن بنت ابن بنت بنت بنت بنت | بنت ابن بنت

٣ ٣ ٣ ٦ ٣ ٩ ٩ | ٤ ٨ ١٢

بَطْن سَادِس بنت ابن بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت | بنت بنت بنت

١ - ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ | ٤ ٨ ١٢

سَلِيْمَه خَالِد نَعِيْمَه وَلِيْد عَظِيْمَه جَسِيْمَه سَلِيْم سَعِيْدَه حَمِيْدَه | رَحِيْمَه كَرِيْمَه حَلِيْمَه

সরল অনুবাদ :

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট — মাসআলা-১৫, তাসহীহ-৬০ — মৃত যায়েদ — ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মাসআলা-১৫

(১ম স্তর)—	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	৯ কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	পুত্র	পুত্র ৬	পুত্র
				৩৬		কন্যাদের দল					পুত্রদের দল	
(২য় স্তর)—	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
(৩য় স্তর)—	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র
			১৮					১৮		১২		১২
(৪র্থ স্তর)—	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্য	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা
		৬			১২			৯	৯		১২	১২
(৫ম স্তর)—	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা
	৩	৩	৩	৩	৬	৩	৯		৯	৪	৮	১২
(৬ষ্ঠ স্তর)—	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	সলীমা	খালিদ	নাঈমা	ওয়ালীদ	আযীমা	জাসীমা	সেলিম	সাঈদা	হামীদা	রহীমা	কারীমা	হালীমা

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ :

প্রদত্ত ছয় স্তরবিশিষ্ট চিত্রের বিশ্লেষণ : উপরে বর্ণিত চিত্রে যদি মায়েদের মৃত্যুর সময় শুধু ষষ্ঠ স্তরের যাবিল আরহাম জীবিত থাকে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ ও হাসান ইবনে যিয়াদ (র.)-এর মতে পুত্রকে ছয় কন্যা হিসেবে ধরে ৩ পুত্র ৯ কন্যাকে পনেরো জন কন্যা মনে করে নেওয়া হবে এবং মাসআলা পনেরো দ্বারা আরম্ভ হয়ে প্রত্যেক কন্যা ১/১৫ এবং প্রত্যেক পুত্র ২/১৫ করে পাবে। তখন মাসআলা হবে এরূপ–

ইমাম আবু ইউসুফের মতে, মাসআলা–১৫

মৃত

১.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র
	নারীর শ্রেণী–৯									পুরুষের শ্রেণী–৬		
২.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৩.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র
৪.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা
৫.	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা
৬.	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
	আয়েশা	জলীল	হাসিনা	খলিল	মায়েশা	শিফা	জামিল	যয়নব	রহিমা	ফাতিমা	হামিদা	নাদিরা
	১	২	১	২	১	১	২	১	১	১	১	১

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, পূর্বপুরুষদের অংশ তাদের সন্তানগণ পায়। এ কারণে ছয়টি স্তরের মধ্যে প্রথম দেখতে হবে যে, নারী ও পুরুষের ভিন্নতা কোন স্তরে সংঘটিত হয়েছে। যে স্তরে প্রথম নরনারীর মিশ্রণ ঘটেছে, সেই স্তরের নারীদের অংশের সমষ্টি এবং পুরুষদের অংশের সমষ্টি পৃথক করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদের মতে, মাসআলা–১৫, তাসহীহ–৬০

মৃত

১.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র
	নারীর শ্রেণী–৩৬									পুরুষের শ্রেণী–২৪		
২.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্য	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা

তৃতীয় স্তরের ওয়ারিশ সংখ্যা–১২ যার উফুক–৪

৩.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র
			১৮					১৮			১২	১২
৪.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্য	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা
		৬			১২		৯		৯		১২	১২
৫.	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা
		৩	৩		৬	৬		৯	৯	৪	৮	১২
৬.	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা	কন্যা
	আয়েশা	জলীল	হাসিনা	খলিল	মায়েশা	শিফা	জামিল	যয়নব	রহিমা	ফাতিমা	হামিদা	নাদিরা
	১	২	৩	৪	২	৬	৬	৩	৯	৪	৮	১২

প্রথম স্তর : প্রথম স্তরে ৯ জন নারীকে ৯ এবং ৩ জন পুরুষকে ৬ ধরা হবে। এতে অংশের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরে বারো জনই নারী। এ কারণে প্রথমোক্ত ৯ নারীর প্রত্যেকে পাবে এক এক করে এবং শেষোক্ত ৩ নারীর প্রত্যেকে পাবে দুই করে।

তৃতীয় স্তর : এ স্তরে প্রথম ৬ জন নারী, অতঃপর ৩ জন পুরুষ– ('এক পুরুষ দু'নারীর সামন' সূত্র অনুযায়ী তারাও) ৬ জন সমতুল্য। অর্থাৎ মোট ১২ জন নারী সমতুল্য। তাদের অংশ হলো ৯ যা ১২ জনের মধ্যে বণ্টন করা যায় না। কিন্তু ৯ ও ১২ -এর মধ্যে تَوَافُقْ -এর সম্পর্ক। কাজেই ১২-এর উফুক ৪-কে ১৫-এর মধ্যে গুণ করলে ৬০ হবে এবং মাসআলা শুদ্ধ হবে এভাবে যে, ৪-কে ৯ দ্বারা গুণ করায় ৩৬ এবং ৬ দ্বারা গুণ করায় ২৪ হবে। অতঃপর ৩৬ হতে শেষ ৬ নারীকে ১৮ এবং ৩ পুরুষকে ১৮। এমতাবস্থায় পুরুষ গ্রুপের প্রাপ্য ৬-কে ৪ দ্বারা গুণ করলে ২৪ হবে। অর্থাৎ এ গ্রুপের প্রাপ্য সমষ্টি হচ্ছে ২৪/৬০। অতঃপর ২৪ হতে হতে দু'নারীকে ১২ এবং এক পুরুষকে ১২ প্রদান করা হবে।

চতুর্থ স্তর : এ স্তরে ৩য় স্তরের প্রথম নারী গ্রুপের ১৮ থেকে প্রথম তিন নারীকে ৬, তারপর তিন পুরুষ ১২, তারপর ৩য় স্তরের প্রথম পুরুষ গ্রুপের ১৮ থেকে তাদের নিম্নস্তরের দু'নারীকে ৯ প্রদান করা হলো। তারপর স্তরের শেষ নারী গ্রুপের ১২ তাদের নিম্নস্তরের দু'নারী পেল। অতঃপর ৩য় স্তরের পুরুষ গ্রুপের ১২ নিম্ন স্তরের ১ কন্যা পেল।

পঞ্চম স্তর : এরপর চতুর্থ স্তরের প্রথম তিন নারীর অংশ ৬, পঞ্চম স্তরের প্রথম দু'নারী ও এক পুরুষ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ হিসেবে পাবে। আর চতুর্থ স্তরের তিন পুরুষের অংশ ১২, পঞ্চম স্তরের দু'নারী ও এক পুরুষ এক পুরুষ দু'নারীর সমান' সূত্রে পাবে। আর চতুর্থ স্তরের দু'নারীর অংশ ৯ পঞ্চম স্তরের দু'নারীর পাবে। আর চতুর্থ স্তরের এক পুরুষের অংশ ৯, পঞ্চম স্তরের এক নারী পাবে। আর চতুর্থ স্তরের দু'নারীর অংশ ১২, পঞ্চম স্তরের নারী ও এক পুরুষ এক পুরুষ দু'নারীর সমান' সূত্র হিসেবে পাবে। আর চতুর্থ স্তরের শেষ এক নারীর অংশ ১২, পঞ্চম স্তরের শেষ এক নারী মালিক হবে।

ষষ্ঠ স্তর : তারপর পঞ্চম স্তরের প্রথম দু'নারীর অংশ ৩, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী ও এক পুরুষ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র অনুযায়ী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের এক পুরুষের অংশ ৩, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী পাবে। পঞ্চম স্তরের দু'নারীর অংশ ৬, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী ও এক পুরুষ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র অনুযায়ী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের এক পুরুষের অংশ ৬, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের দু'নারীর অংশ ৯, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী ও এক পুরুষ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র অনুযায়ী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের এক নারীর অংশ ৯, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের এক নারীর অংশ ৪, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের এক পুরুষের অংশ ৮, ষষ্ঠ স্তরের এক নারী পাবে। আর পঞ্চম স্তরের শেষ নারীর অংশ ১২, ষষ্ঠ স্তরের শেষ নারী প্রাপ্ত হবে। অতএব বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী আয়েশা ১, খলীল ২ হাসিনা ৩, খলিল ৪, মায়েশা ২, শিফা ৬, জামিল ৬, যয়নব ৩, রহিমা ৯, ফাতিমা ৪, হামিদা ৮ ও নাদিরা ১২, মোট–৬০

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতের উপরই ফতোয়া।

وَكَذٰلِكَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاْخُذُ الصِّفَةَ مِنَ الْاَصْلِ حَالَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ وَالْعَدَدَ مِنَ الْفُرُوْعِ كَمَا اِذَا تَرَكَ اِبْنَتَىْ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَ اِبْنِ بِنْتِ بِنْتٍ وَبِنْتَىْ بِنْتِ اِبْنِ بِنْتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ :

সরল অনুবাদ : আর এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বণ্টন করা অবস্থায় পূর্বপুরুষদের গুণাগুণ এবং সন্তানদের সংখ্যানুসারে বণ্টন করে থাকেন। যেমন– নিম্নের এ চিত্রানুসারে ; যখন কোনো ব্যক্তি কন্যার কন্যার কন্যার দু' পুত্র, কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা ও কন্যার পুত্রের কন্যার দু' কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করল।

اَلْمَسْئَلَةُ مِنْ ٧   وَتَصِـــحُّ مِنْ ٢٨

١.	بِنْتٌ	بِنْتٍ	بِنْتٍ	اَلْبَطْنُ الْاَوَّلُ
٢.	بِنْتٌ	بِنْتٍ	اِبْنٍ	اَلْبَطْنُ الثَّانِىْ
٣.	بِنْتٌ	اِبْنٍ	بِنْتٍ	اَلْبَطْنُ الثَّالِثُ
٤.	اِبْنَىْ	بِنْتٍ	بِنْتَىْ	اَلْبَطْنُ الرَّابِعُ

সরল অনুবাদ : মাসআলা–৭   তাসহীহ–২৮

মৃত				
১.	কন্যা	কন্যা	কন্যা	(প্রথম স্তর)
২.	কন্যা	কন্যা	পুত্র	(দ্বিতীয় স্তর)
	নারীর শ্রেণী ৩		পুরুষ শ্রেণী ৪	
৩.	কন্যা ৬	পুত্র ৬	কন্যা ১৬	(তৃতীয় স্তর)
৪.	দুই পুত্র ৬	কন্যা ৬	দুই কন্যা ১৬	(চতুর্থ স্তর)

শাব্দিক অনুবাদ : وَكَذٰلِكَ অনুরূপভাবে مُحَمَّدٌ رحـ ইমাম মুহাম্মদ (র.) يَاْخُذُ الصِّفَةَ গুণাগুণ গ্রহণ করেছেন, বিবেচনা করেছেন مِنَ الْاَصْلِ পূর্বপুরুষদের حَالَ الْقِسْمَةِ عَلَيْهِ তার উপর বণ্টন করা অবস্থায় وَالْعَدَدَ সংখ্যানুসারে مِنَ الْفُرُوْعِ সন্তানদের বংশধরদের كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ যখন কোনো ব্যক্তি রেখে গেল, মৃতুবরণ করল اِبْنَىْ بِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ কন্যার কন্যার কন্যার দু'পুত্র وَبِنْتَ اِبْنِ بِنْتِ بِنْتٍ কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা وَبِنْتَىْ بِنْتِ اِبْنِ بِنْتٍ এবং কন্যার পুত্রের কন্যার দু'কন্যা بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ নিম্নের এ চিত্রানুসারে

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ مُحَمَّدٌ (رحـ) اَلخ **-এর বিশ্লেষণ :** লেখক উক্ত বক্তব্য দ্বারা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত সম্পর্কে এক সূত্র বর্ণনা করতেছেন যে, যখন পূর্ব পুরুষ একজন হয় এবং তার সন্তান দু'জন বা ততোধিক হয়, তখন সর্ব প্রথম যে স্তরে সন্তানদের পূর্ব পুরুষ ও নারী হওয়ার মধ্যে বিভিন্নতা হয়, ঐ সকল পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার সময় সন্তানদের সংখ্যানুযায়ী পূর্ব পুরুষগণকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধরা হবে।

قَوْلُهُ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ :

প্রদত্ত চিত্রের বিশ্লেষণ : প্রদত্ত চিত্রে প্রথম স্তরে রয়েছে মৃতের তিন কন্যা, যাদেরকে মৃতের প্রথম কন্যা, দ্বিতীয় কন্যা এবং তৃতীয় কন্যা বলে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় স্তরে– মৃতের প্রথম কন্যার কন্যা, ২য় কন্যার কন্যা এবং ৩য় কন্যার পুত্র।

তৃতীয় স্তরে– মৃতের প্রথম কন্যার কন্যার কন্যা, ২য় কন্যার কন্যার পুত্র, ৩য় কন্যার পুত্রের কন্যা।

এ তিন স্তরের সকলেই আলোচ্য মৃতের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে।

চতুর্থ স্তরে– মৃতের প্রথম কন্যার কন্যার কন্যার দু'পুত্র, ২য় কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা, ৩য় কন্যার পুত্রের কন্যার দু'কন্যা।

উল্লিখিত মৃতের মৃত্যুকালে এ চতুর্থ স্তরের ওয়ারিশগণই জীবিত আছে। বাস্তবে শুধু এরাই আলোচ্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে। আর পূর্ববর্তী তিন স্তরের লোকেরা যেহেতু জীবিত নেই, কাজেই তাদের বাস্তবে সম্পত্তি পাওয়ার সুযোগও নেই। তবে তারা কে কতটুকুর হকদার তা হিসেব করতে হবে কিনা, সে ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, তা হিসেব করতে হবে না। তাঁর মতে, শুধু শুধু মৃত মানুষ নিয়ে টানাটানি করার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং শেষ স্তরে অর্থাৎ ৪র্থ স্তরে আলোচ্য মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালে যারা জীবিথ আছে, শুধু তাদের অংশই হিসেব করে বের করতে হবে। বণ্টনের পদ্ধতি হবে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ, প্রত্যেক পুরুষ দু'নারীর অংশের সমান পাবে। অতএব পুরুষগণের সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করতঃ নারীরগণের সংখ্যা উক্ত গুণফলেরর সাথে যোগ করলে যে যোগফল দাঁড়াবে, মাসআলা ততো দ্বারাই হবে। অর্থাৎ, সম্পদকে ততোভাগেই ভাগ করতে হবে। যা থেকে নারীরগণ এক ভাগ করে এবং পুরুষগণ ২ ভাগ করে হকদার হবে। যেহেতু আলোচ্য চিত্রে ৪র্থ স্তরে ২ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী জীবিত আছে। কিন্তু কাজেই মাসআলা হবে– (২×২)+৩ = ৪+৩ = ৭

সুতরাং প্রত্যেক পুরুষ পাবে মোট সম্পত্তির ২/৭ অংশ করে

" " নারী " " " ১/৭ " "

হানীফী ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) ও এ অভিমত সমর্থন করেছেন। তখন মাসআলার চিত্র হবে এরূপ–

মাসআলা–৭

মৃত

১. প্রথম স্তর :	কন্যা	কন্যা	কন্যা
২. দ্বিতীয় স্তর :	কন্যা	কন্যা	পুত্র
৩. তৃতীয় স্তর :	কন্যা	পুত্র	কন্যা
৪. চতুর্থ স্তর :	দুই পুত্র	কন্যা	দুই কন্যা
	৪	১	২

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, প্রদত্ত চিত্রে এবং এ জাতীয় ক্ষেত্রসমূহে আলোচ্য মৃতের সম্পত্তি সরাসরি চতুর্থ স্তরের লোকদের মাঝে বণ্টন করা যাবে না। কারণ, মৃতব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক সরাসরি নয়; বরং মধ্যবর্তী লোকদের মাধ্যমে। কাজেই চতুর্থ স্তরের লোকেরা তৃতীয় স্তরের লোকদের ওয়ারিশ এবং তৃতীয় স্তরের লোকেরা দ্বিতীয় স্তরের লোকদের ওয়ারিশ। আর দ্বিতয়ি স্তরের লোকেরা প্রথম স্তরের লোকদের ওয়ারিশ এবং প্রথম স্তরের লোকেরা হচ্ছে উক্ত মৃতব্যক্তির আসল ওয়ারিশ, যদিও তারা এ মৃতের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু তাদের মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে ৪র্থ স্তরের লোকেরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির হকদার হয়েছে। এ জন্য তারা জীবিত না থাকলেও হিসেব তাদের মাধ্যম হয়েই আসবে। তারা যে যতটুকু পাওনা তার বংশধরগণ ততটুকুরই নিয়মতান্ত্রিক ভাগ পাবে।

তবে জানতে হবে যে, যে স্তরে সকলে এক শ্রেণীর অর্থাৎ সকলেই নারী অথবা সকলেই পুরুষ ঐ স্তরের সকলে তাদের পূর্ববর্তী স্তরের ত্যাজ্য সম্পত্তির সমানভাবে হকদার হয়। অতএব প্রথম স্তর থেকেই দেখতে হবে যে, যে স্তর পর্যন্ত এক শ্রেণীর ধারা চলতে থাকবে, সে স্তর পর্যন্ত বণ্টনের হিসেব প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যে স্তরে দু' শ্রেণী মিশ্রিত হবে, সেখানে এসেই বণ্টনের হিসেব শুরু হবে। কারণ, দু'শ্রেণী হওয়ার কারণে সকলের অংশ আর সমান থাকবে না। তাই কন্যা ও পুত্রের প্রত্যেক গ্রুপের অংশ আলাদা করে নিতে হবে। এরপর প্রত্যেক গ্রুপে উত্তরাধিকারীগণ শুধু ঐ গ্রুপের প্রাপ্য অংশই ভাগ করে পাবে।

সুতরাং অংকটি এভাবে হবে–

মাসআলা–৭ তাসহীহ–২৮ মাযরূব–৪

মৃত

প্রথম স্তর :	কন্যা (সলমা)	কন্যা (আসমা)	কন্যা (হামিমা)
দ্বিতীয় স্তর :	কন্যা (ফাতিমা)	কন্যা (ফাহিমা)	পুত্র (হাসান)
	নারীর গ্রুপ		পুরুষের গ্রুপ
	১২		১৬
তৃতীয় স্তর :	কন্যা (সামিয়া)	পুত্র (সালেম)	কন্যা (নাদিয়া)
	৬	৬	১৬

চতুর্থ স্তর :	পুত্র (আসেম)	পুত্র (হাবীব)	কন্যা	কন্যা (সাদিয়া)	কন্যা (মারিয়া)
	৩	৩	৬	৮	৮

প্রথম স্তর : আলোচ্য চিত্রে যেহেতু প্রথম স্তরের সকলেই এক শ্রেণীর কাজেই সে স্তরে বণ্টনের হিসেব করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় স্তর : এ স্তরে দু' শ্রেণীর মিশ্রণ থাকায় সেখানে প্রত্যেকের অংশ আলাদা করা প্রয়োজন। তবে এ আলাদা করার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর একটি নীতির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। তা হচ্ছে, এ স্তরকে দুটি ভাগ করা হয়েছে।

১. নারীর শ্রেণী ও ২. পুরুষের শ্রেণী।

নারীর শ্রেণীতে রয়েছে প্রথম কন্যার কন্যা ও ২য় কন্যার কন্যা। আর পুরুষের শ্রেণীতে রয়েছে শুধু ৩য় কন্যার পুত্র।

এ ক্ষেত্রে নারীর শ্রেণীর দু'কন্যার বংশের শেষ স্তরে অর্থাৎ ৪র্থ স্তরে লোক সংখ্যা ৩ হওয়াতে বণ্টনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের দু'জন নারীকে ৩ নারীর সমতুল্য ধরা হয়েছে। যদিও তাদের ৪র্থ স্তরের তিন জনের মাঝে দু'জন পুরুষ রয়েছে। কিন্তু এ নিয়মে সে পুরুষ লক্ষণীয় নয়; বরং তাদের সংখ্যাই লক্ষণীয়। পুরুষের শ্রেণীতে একজন পুরুষ থাকলেও তার বংশের শেষ স্তরে অর্থাৎ ৪র্থ স্তরে লোক সংখ্যা দু'জন, তবে তারা নারী। তাদের সংখ্যা দুই হওয়ার কারণে একজন পুরুষকে বণ্টনের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষের সমান ধরা হয়েছে। যা মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ৪ জন নারীর সমতুল্য।

অতএব নারীর শ্রেণীতে অংশের সংখ্যা দাঁড়াল = ৩

পুরুষের " " " " = ৪

মোট = ৭ অংশ।

অর্থাৎ নারীর শ্রেণীতে $\frac{৩}{৭}$ যা $\frac{১২}{২৮}$ এর সমান; যা দু'কন্যা $\frac{৬}{২৮}$ করে পেল। আর পুরুষের শ্রেণীতে $\frac{৪}{৭}$ যা $\frac{১৬}{২৮}$ এর সমান।

তৃতীয় স্তর : ২য় স্তরে নারীর শ্রেণী পেয়েছিল $\frac{১২}{২৮}$ অংশ। অতএব ৩য় স্তরে প্রথম কন্যার কন্যার কন্যা $\frac{১২}{২৮}$ এর $\frac{২}{৪}$ = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ পাবে। অনুরূপ ৩য় স্তরে ২য় কন্যার পুত্র পাবে $\frac{১২}{২৮}$ এর $\frac{২}{৪}$ = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ ২য় স্তরে ৩য় কন্যার পুত্র পেয়েছিল $\frac{১৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ৩য় স্তরে ৩য় কন্যার পুত্রের কন্যা তার পিতার সম্পূর্ণ অংশ তথা $\frac{১৬}{২৮}$ পাবে।

চতুর্থ স্তর : ৩য় স্তরে প্রথম কন্যার কন্যার কন্যা পেয়েছিল $\frac{৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ৪র্থ স্তরে প্রথম কন্যার কন্যার কন্যার দু'পুত্র পাবে $\frac{৬}{২৮}$ + $\frac{১}{২}$ = $\frac{৩}{২৮}$ করে। ৩য় স্তরে ২য় কন্যার পুত্র পেয়েছিল $\frac{৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ৪র্থ স্তরে ২য় কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা পাবে পিতার পূর্ণ অংশ তথা $\frac{৬}{২৮}$। ৩য় স্তরে ৩য় কন্যার পুত্রের কন্যা পেয়েছিল $\frac{১৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ৪র্থ স্তরে ৩য় কন্যার পুত্রের কন্যার দু'কন্যার প্রত্যেকে পাবে $\frac{১৬}{২৮}$ এর $\frac{১}{২}$ = $\frac{৮}{২৮}$ করে।

وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَ الْفُرُوْعِ اَسْبَاعًا بِاِعْتِبَارِ اَبْدَانِهِمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلٰى اَعْلَى الْخِلَافِ اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ اَسْبَاعًا بِاِعْتِبَارِ الْفُرُوْعِ فِى الْاُصُوْلِ اَرْبَعَةُ اَسْبَاعِهٖ لِبِنْتَىْ بِنْتِ اِبْنِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ جَدِّهِمَا وَثَلٰثَةُ اَسْبَاعِهٖ وَهُوَ نَصِيْبُ الْبِنْتَيْنِ يُقَسَّمُ عَلٰى وَلَدَيْهِمَا اَعْنِىْ فِى الْبَطْنِ الثَّالِثِ اَنْصَافًا نِصْفُهٗ لِبِنْتِ اِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اَبِيْهَا وَالنِّصْفُ الْاٰخَرُ لِاِبْنَىْ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ نَصِيْبُ اُمِّهِمَا وَتَصِحُّ الْمَسْئَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ جَمِيْعِ ذَوِى الْاَرْحَامِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) -এর মতে সন্তানদের মধ্যে অংশীদারগণের সংখ্যা হিসেবে সম্পত্তি সাত ভাগ হয়ে বণ্টন হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট অধিক বিভিন্নতার উপর বণ্টন করা হবে, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরে পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সন্তানদের অনুসারে সাত ভাগ করা হবে। চার সপ্তমাংশ ($\frac{8}{7}$) কন্যার পুত্রের কন্যার দুই কন্যাকে যা তাদের দাদার অংশ হিসেবে দেওয়া হবে। আর তিন সপ্তমাংশ ($\frac{3}{7}$) হলো যা দু' কন্যার অংশ, তাকে তাদের দু' পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দেবে, অর্থাৎ তৃতীয় স্তরের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন হবে। অর্ধেক তার পিতার অংশ হিসেবে কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা পাবে। আর দ্বিতীয় অর্ধেক উভয়ের মাতার অংশ হিসেবে কন্যার কন্যার কন্যার দু' পুত্র পাবে। আর এ মাসআলা আটাশ দ্বারাও শুদ্ধ হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো, ইমম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রসিদ্ধ দু' 'রিওয়ায়াত' সমস্ত যাবিল আরহাম সম্বন্ধে। এর উপরই ফতোয়া।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رحـ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে يُقَسَّمُ বণ্টন করা হবে اَلْمَالُ সম্পদ بَيْنَ الْفُرُوْعِ সন্তানদের মধ্যে اَسْبَاعًا সাত ভাগ করে بِاِعْتِبَارِ اَبْدَانِهِمْ তাদের (অংশীদার গণের) সংখ্যা হিসেবে وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে يُقَسَّمُ الْمَالُ সম্পত্তি বণ্টন করা হবে عَلٰى اَعْلَى الْخِلَافِ ভিন্নতার সর্বোচ্চ স্তরের উপর اَعْنِىْ অর্থাৎ فِى الْبَطْنِ الثَّانِىْ দ্বিতীয় স্তরে اَسْبَاعًا সাতভাগ করে দেবে بِاِعْتِبَارِ الْفُرُوْعِ সন্তানদের অনুসারে فِى الْاُصُوْلِ পূর্ব পুরুষদের মধ্যে اَرْبَعَةُ اَسْبَاعِهٖ তার চার সপ্তমাংশ لِبِنْتَىْ بِنْتِ اِبْنِ الْبِنْتِ কন্যার পুত্রের কন্যার দু'কন্যাকে দেওয়া হবে نَصِيْبُ جَدِّهِمَا যা তাদের দাদার অংশ وَثَلٰثَةُ اَسْبَاعِهٖ আর তিন সপ্তমাংশ وَهُوَ আর তা হলো نَصِيْبُ الْبِنْتَيْنِ দু'কন্যার অংশ يُقَسَّمُ তাকে বণ্টন করে দিবে عَلٰى وَلَدَيْهِمَا তাদের দু'পুত্রের মধ্যে اَعْنِىْ অর্থাৎ فِى الْبَطْنِ الثَّالِثِ তৃতীয় স্তরের মধ্যে اَنْصَافًا অর্ধেক অর্ধেক করে نِصْفُهٗ তার অর্ধেক لِبِنْتِ اِبْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা পাবে نَصِيْبُ اَبِيْهَا যা তার পিতার অংশ وَالنِّصْفُ الْاٰخَرُ আর দ্বিতীয় অর্ধেক لِاِبْنَىْ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ কন্যার কন্যার কন্যায় দু'পুত্র পাবে نَصِيْبُ اُمِّهِمَا যা তাদের উভয়ের মাতার অংশ وَتَصِحُّ আর শুদ্ধ হয় الْمَسْئَلَةُ এ মাসআলা مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ আটাশ দ্বারা وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رحـ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হলো اَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ দু'টি বর্ণনার মধ্য হতে প্রসিদ্ধতম عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رحـ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর فِىْ جَمِيْعِ ذَوِى الْاَرْحَامِ সমস্ত যাবিল আরহাম সম্বন্ধে وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى এর উপরই ফতোয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ يُقَسَّمُ الْمَالُ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** ইতঃপূর্বে ৪ স্তরবিশিষ্ট যাবিল আরহামের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে মিরাস বণ্টন করতে গিয়ে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, সর্বনিম্নস্তরের লোকদের সংখ্যা গণনা করতে হবে। এতে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতির আলোকে প্রত্যেক কন্যার অংশ ১ এবং প্রত্যেক পুত্রের অংশ ২ ধরে সব অংশ যোগ করলে যে যোগফল হবে তা দ্বারা সমুদয় সম্পত্তি ভাগ করতে হবে। যেমন–

পূর্বোক্ত মাসআলায় শেষ স্তরে দু'পুত্রের অংশ = (২ + ২) = ৪ এবং তিন কন্যার অংশ (১ + ১ + ১) = ৩ মোট = ৭

সুতরাং সমুদয় সম্পত্তি ৭ ভাগ করে নারীদেরকে $\frac{১}{৭}$ ভাগ করে এবং পুরুষদেরকে $\frac{২}{৭}$ ভাগ করে দিতে হবে। ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদও এ অভিমত পোষণ করেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, এ ধরনের মাসআলায় দেখতে হবে যে, কোন স্তরে প্রথম নারী ও পুরুষ উভয়টাই আছে, সে স্তরে নারী ও পুষগণকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে ফেলতে হবে। এরপর দেখতে হবে, কোন গ্রুপের শেষ স্তরে লোক কত জন, পুরুষের গ্রুপের শেষ স্তরে লোকের সংখ্যা যত, তাকে ২ দ্বারা গুণ করলে যা হবে তা-ই পুরুষের গ্রুপের অংশের পরিমাণ। আর নারীদের গ্রুপের শেষ স্তরে লোক সংখ্যা যত, তাকে ১ দ্বারা গুণ করলে যা হবে, তা হবে নারীদের পুরো গ্রুপের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ। যেমন– পূর্ববর্তী অংকে ২য় স্তরেই প্রথম নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর লোক একত্রে পাওয়া গেল। এতে পুরুষের গ্রুপের আছে ১ জন এবং নারীর গ্রুপে আছে ২ জন।

পুরুষের গ্রুপের ১ জনের নিচে ৪র্থ স্তরে আছে ২ জন (নারী)। কাজেই একজনের এ পুরুষ গ্রুপের অংশ হবে (২×২) জন ৪ অংশ। আর নারীর গ্রুপের ২ জনের নিচে ৪র্থ স্তরে লোক আছে ৩ জন (নর ও নারী মিশ্রিত)। কাজেই ৩ জন বিশিষ্ট এ নারী গ্রুপের অংশ হবে (১×৩ জন) = ৩। অতএব নারী গ্রুপের অংশ হবে ৩ ভাগ আর ১ পুরুষ তথা পুরুষ গ্রুপ পাবে ৪ ভাগ। মোট অংশের পরিমাণ হলো ৪ + ৩ = ৭ ভাগ।

তৃতীয় স্তর : এরপর প্রত্যেক গ্রুপের প্রাপ্ত অংশ ৩য় স্তরে তাদের সন্তানগণ পেয়ে যাবে। অতএব দ্বিতীয় স্তরের ১ পুরুষের ৪ পাবে তার এক কন্যা, মোট সম্পত্তিকে ২৮ ভাগ করলে যা $\frac{১৬}{২৮}$ হবে। দ্বিতীয় স্তরের নারী গ্রুপের ৩ অংশ থেকে ১ পুত্র পাবে ১ পুরুষের সমান (কারণ তার শেষ স্তরে ১ জন)। দ্বিতীয় স্তরের নারী গ্রুপের ৩ অংশ থেকে ১ কন্যা পাবে ২ নারীর সমান (কারণ তার শেষ স্তরে ১ জন)। নারী গ্রুপের ৩ অংশ থেকে ১ পুত্র পাবে ১ পুরুষের সমান (কারণ তার শেষ স্তরে ১জন)। নারী গ্রুপের ৩ অংশ থেকে ১ কন্যা পাবে ২ নারীর সমান (তার কারণ শেষ স্তরে ২ জন)।

পুরুষের অংশের পরিমাণ (২×১=) ২, কন্যার অংশের পরিমাণ (১×২ =) ২, মোট অংশ (২ + ২ =) ৪। সুতরাং $\frac{৩}{৭}$ অংশকে ৪ ভাগ করতে হবে নারী গ্রুপের ১ কন্যা পাবে $=\frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪} = \frac{৬}{২৮}$। এবং নারী গ্রুপের ১ পুত্র পাবে $= \frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪} = \frac{৬}{২৮}$।

চতুর্থ স্তর : ৩য় স্তরে যে যা পেল তার সন্তান ঐটুকুই ভাগ করে নেবে। এতে পুরুষ গ্রুপের ২ নারীর প্রত্যেকে পাবে $\frac{১৬}{২৮}$ এর $\frac{১}{২} = \frac{৮}{২৮}$। নারী গ্রুপের ১ পুত্রের ১ কন্যা পাবে $\frac{৬}{২৮}$ এবং ১ কন্যার ২ পুত্র পাবে ($\frac{৬}{২৮}$ এর $\frac{১}{২}$) $= \frac{৩}{২৮}$ করে।

মতভেদের কারণে শেষ স্তরে প্রাপ্য অংশের পরিমাণের পার্থক্য :

	১ম কন্যার কন্যার কন্যার দু'পুত্র	২য় কন্যার কন্যার পুত্রের ১ কন্যা	৩য় কন্যার পুত্রের কন্যার ২ কন্যা
আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে	$\frac{২}{৭}$। তথা $\frac{৮}{২৮}$ করে	$\frac{১}{৭}$ তথা $\frac{৪}{২৮}$ অংশ	$\frac{১}{৭}$ তথা $\frac{৪}{২৮}$ করে
মুহাম্মদ (র.)-এর মতে	$\frac{৩}{২৮}$ করে	$\frac{৬}{২৮}$ অংশ	$\frac{৮}{২৮}$ করে

সিদ্ধান্ত : এ জাতীয় মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর দুটি বর্ণনার মধ্যে প্রসিদ্ধতর বর্ণনা মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর উপরই ফতোয়া।

فَصْلٌ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُوْنَ الْجِهَاتِ فِى التَّوْرِيْثِ غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُ الْجِهَاتِ فِى اَبْدَانِ الْفُرُوْعِ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُ الْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ كَمَا اِذَا تَرَكَ بِنْتَىْ بِنْتِ بِنْتٍ وَهُمَا اَيْضًا بِنْتَا اِبْنِ بِنْتٍ وَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ ـ

পরিচ্ছেদ

সরল অনুবাদ : আমাদের ওলামায়ে আহনাফগণ ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি বিবেচনা করেন, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) সন্তান-সন্তুতির সংখ্যার দিক বিবেচনা করে থাকেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব পুরুষদের বংশের আত্মীয়তার সম্পর্কের বিবেচনা করে থাকেন। যেমন— যখন কোনো ব্যক্তি কন্যার কন্যার দু' কন্যা রেখে মৃত্যুবরণ করে— তারা হলো মৃতের কন্যার পুত্রের দু' কন্যা এবং কন্যার কন্যার পুত্র। নিম্নের এ চিত্র অনুযায়ী—

مـــ٣ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) اِثْنَانِ لِلْبِنْتَيْنِ وَ وَاحِدٌ لِلْاِبْنِ زَيْدٌ مـــ ٧ تصـ ٢٨ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ لِلْبِنْتَيْنِ وَسِتَّةٌ لِلْاِبْنِ

ميـــ

بِنْت بِنْت بِنْت بَطْن اَوَّلْ
بِنْت اِبْن بِنْت بَطْن ثَانِىْ
بِنْتَىْ اِبْن بَطْن ثَالِثْ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ২ দুই কন্যার জন্য এবং ১ এক পুত্রের জন্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ১২ দু' কন্যার জন্য এবং ৬ পুত্রের জন্য।

মাসআলা– ৩ মাসআলা– ৭, তাসহীহ –২৮

মৃত যায়েদ

কন্যা কন্যা কন্যা ১ম স্তর
কন্যা — দুই কন্যা — পুত্র কন্যা ২য় স্তর
পুত্র ৩য় স্তর

শাব্দিক অনুবাদ : فَصْلٌ পরিচ্ছেদ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللّٰهُ আমাদের ওলামায়ে আহনাফগণ يَعْتَبِرُوْنَ বিবেচনা করেন الْجِهَاتِ আত্মীয়তার সম্পর্কের فِى التَّوْرِيْثِ ওয়ারিশ হওয়ার ক্ষেত্রে غَيْرَ اَنَّ اَبَا يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) يَعْتَبِرُ বিবেচনা করেন الْجِهَاتِ দিকসমূহ فِىْ اَبْدَانِ الْفُرُوْعِ সন্তান সন্তুতির সংখ্যার وَمُحَمَّدٌ رحـ আর ইমাম মুহাম্মদ يَعْتَبِرُ বিবেচনা করে থাকেন الْجِهَاتِ দিকসমূহ فِى الْاُصُوْلِ পূর্ব পুরুষদের كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ যদি কোনো ব্যক্তি রেখে যায়, মৃত্যুবরণ করেন بِنْتَىْ بِنْتِ بِنْتٍ কন্যার কন্যার দু'কন্যা وَهُمَا اَيْضًا بِنْتَا اِبْنِ بِنْتٍ তারা আবার কন্যার পুত্রের দু'কন্যা وَابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ এবং কন্যার কন্যার পুত্র بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ নিম্নের এ চিত্র অনুযায়ী–

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَصْلٌ عُلَمَاؤُنَا الخ -এর বিশ্লেষণ : মুসলিম মিল্লাতের সকল আলেমই আমাদের নিকট বরেণ্য। কাজেই সাধারণভাবে عُلَمَاؤُنَا বললে সকল মুসলিম আলেম বুঝা যায়। কিন্তু হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে যখন عُلَمَاؤُنَا কথাটি ব্যবহার হয়, তখন এর দ্বারা হানাফী মাযহাবের ইমাম ও মুজতাহিদগণকেই বুঝায়।

قَوْلُهُ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ -এর বিশ্লেষণ : প্রদত্ত চিত্রে মিরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) -এর মধ্যে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মতপার্থক্যের উৎস হচ্ছে–

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, সর্ব নিম্নস্তরে جِهَاتٌ বিবেচ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মূল তথা ঊর্ধ্বস্তরে جِهَاتٌ বিবেচ্য হবে।

এ মতান্তরকে কেন্দ্র করে পূর্ণ মাসআলাই ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে গড়ে উঠেছে। আর এতে নিম্নস্তরের ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশের পরিমাণেও ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে।

وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَكُوْنُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ اَثْلَاثًا وَصَارَ كَاَنَّهُ تَرَكَ اَرْبَعَ بَنَاتٍ وَابْنًا ثُلُثَاهُ لِلْبِنْتَيْنِ وَثُلُثُهُ لِلْاِبْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلٰى ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَهْمًا لِلْبِنْتَيْنِ اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ سَهْمًا سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ قِبَلِ اَبِيْهِمَا وَسِتَّةُ اَسْهُمٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهِمَا وَلِلْاِبْنِ سِتَّةُ اَسْهُمٍ مِنْ قِبَلِ اُمِّهٖ ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের (যাবিল আরহাম) মধ্যে তিন অংশে বণ্টন হবে এবং এটি যেমন মৃতব্যক্তি চার কন্যা ও এক পুত্র রেখে মারা গেলে। দু' কন্যা দু'-তৃতীয়াংশ পাবে, আর এক-তৃতীয়াংশ এক পুত্র পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের মধ্যে ২৮ (আটাশ) ভাগ হবে। দু' কন্যা বাইশ ভাগ পাবে ; ষোলো ভাগ তাদের পিতার পক্ষ হতে, আর ছয় ভাগ তাদের মাতার পক্ষ হতে। আর পুত্র তার মাতার পক্ষ হতে ছয় ভাগ পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَعِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رحـ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে يَكُوْنُ الْمَالُ সম্পূর্ণ সম্পত্তি বণ্টন হবে بَيْنَهُمْ তাদের (যাবিল আরহামের) মধ্যে اَثْلَاثًا তিন অংশে وَصَارَ এবং এটি হলো كَاَنَّهُ যেন تَرَكَ কোনো ব্যক্তি রেখে মারা গেল اَرْبَعَ بَنَاتٍ وَابْنًا চার কন্যা ও এক পুত্র ثُلُثَاهُ তার দু'তৃতীয়াংশ لِلْبِنْتَيْنِ দু'কন্যা পাবে وَثُلُثُهُ আর তার এক তৃতীয়াংশ لِلْاِبْنِ এক পুত্র পাবে وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحـ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট يُقَسَّمُ الْمَالُ সম্পূর্ণ সম্পত্তি বণ্টন করা হবে بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে عَلٰى ثَمَانِيَةٍ وَّعِشْرِيْنَ سَهْمًا আটাশভাগে لِلْبِنْتَيْنِ দু'কন্যা পাবে اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ سَهْمًا বাইশভাগে سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا ষোল ভাগ, অংশ مِنْ قِبَلِ اَبِيْهِمَا তাদের পিতার পক্ষ থেকে وَسِتَّةُ اَسْهُمٍ আর ছয় ভাগ مِنْ قِبَلِ اَبِيْهِمَا তাদের মাতার পক্ষ থেকে وَلِلْاِبْنِ আর পুত্র سِتَّةُ اَسْهُمٍ ছয়ভাগ পাবে مِنْ قِبَلِ اُمِّهٖ তার মাতার পক্ষ থেকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতানুসারে মাসআলা : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, সর্ব নিম্নস্তরে جِهَاتٌ বিবেচ্য হবে। অর্থাৎ কে কয়দিক থেকে পূর্ববর্তী ওয়ারিশগণের সাথে সম্পৃক্ত তা লক্ষণীয়। সুতরাং যে দু'কন্যার মাতা ও পিতা দু'জনই মৃতের ওয়ারিশ, সে দু'কন্যার সম্পর্কের جِهَاتٌ দু'টি। একটি হলো মায়ের দিকের, অন্যটি হলো পিতার দিকের। কাজেই তাদের দু'টি جِهَاتٌ থাকার কারণে তাদেরকে দু'বার করে হিসাব করতে হবে। হিসাবটা এভাবে হবে, যেন তারা মায়ের দিক থেকে দু'কন্যা আর তারাই যেন আবার বাবার দিক থেকেও দু'কন্যা। অর্থাৎ দুটি جِهَاتٌ থাকার কারণে এ দু'কন্যাই চার কন্যার সমতুল্য বিবেচিত হবে।

পক্ষান্তরে, যে পুরুষের মৃতের সাথে সম্পর্কের দিক শুধুমাত্র একটি, অর্থাৎ শুধুমাত্র মায়ের দিকের মাধ্যমে সম্পর্ক, ঐ এক جِهَاتٌ হিসেবে সে এক পুত্র ১ পুত্রই বিবেচিত হবে। আর মৌলিক বিধান হচ্ছে প্রত্যেক দু'কন্যা ১ পুত্রের সমান।

এখানে ৪ কন্যা দু'পুত্রের সমান। সুতরাং ২ পুত্র + ১ পুত্র = ৩ পুত্র। অতএব তাদের সকলকে একত্রে ৩ পুত্রের সমান ধরা হবে। ১ পুত্র পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। ২ কন্যা পাবে $(\frac{১}{৩} + \frac{১}{৩}) = \frac{২}{৩}$ অংশ (৪ কন্যার সমান বিধায়)। যেমন–

মাসআলা–৩

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে মাসআলা : এ ধরনের মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত হচ্ছে–

১. প্রথম যে স্তরে নারী এবং পুরুষের মিশ্রণ আছে সে স্তর থেকেই হিসাব শুরু করতে হবে।

২. আর সর্বনিম্ন স্তর থেকে বের করতে হবে সংখ্যা। আর তা নিম্নরূপে–

যে একজন পুরুষের নিম্নস্তরে ২ কন্যা সে একজন পুরুষ দু'জন পুরুষতুল্য। যে একজন নারীর নিম্নস্তরে ২ কন্যা সে একজন নারী দু'জন নারীতুল্য। যে একজন নারীর নিম্নস্তরে ১ পুত্র সে একজন নারী ১ জন নারীতুল্য। আবার যে স্তরে হিসাব শুরু হচ্ছে, সে স্তরের যে পুরুষকে যত পুরুষতুল্য ধরা হয়েছে, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সে পুরুষ ততো এর দ্বিগুণ নারীর সমতুল্য বিবেচিত হবে।

৩. গ্রুপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ যে স্তরে নারী ও পুরুষে মিশ্রণ আছে, সে স্তর থেকে নারী ও পুরুষের গ্রুপ আলাদা করতে হবে। এতে পুরুষের গ্রুপের সন্তানগণ পুরুষ গ্রুপের প্রাপ্ত অংশই পাবে। আর নারী গ্রুপের সন্তানগণ নারী গ্রুপের প্রাপ্ত অংশই পাবে। আর নারী গ্রুপ বা পুরুষ গ্রুপের সন্তানগণের নিম্নস্তরে যদি আবারও নারী পুরুষের সমাবেশ ঘটে, তাহলে ঐ স্তর থেকে আবারও নারীর গ্রুপ ও পুরুষের গ্রুপ পূর্বের মতোই আলাদা করতে হবে। নারী পুরুষের গ্রুপ হিসেবে আলাদা করার এ নিয়ম শেষ পর্যন্ত প্রযোজ্য হবে (যেখানেই মিশ্রণ পাওয়া যাবে)।

প্রয়োগ : প্রথম স্তর : যেহেতু প্রথম স্তরের সকলে একই শ্রেণীর, অর্থাৎ সকলেই নারী, কাজেই সেখানে বণ্টনের হিসাব করার প্রয়োজন নেই; বরং ২য় স্তর থেকেই হিসেব শুরু করতে হবে।

দ্বিতীয় স্তর : আলোচ্য চিত্রের এ স্তরে নারী পুরুষের মিশ্রণ আছে। কাজেই ২য় স্তরেই প্রথমে গ্রুপ করতে হবে। এখানে পুরুষের গ্রুপের লোক সংখ্যা ১ জন এবং নিম্নস্তরে তার সন্তান ২ জন। অতএব ১ পুরুষ ২ পুরুষের সমতুল্য গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে নারীর গ্রুপের লোক সংখ্যা ২ জন। আর নিম্নস্তরে তাদের সন্তান (২+১) = ৩ জন। অতএব এ ২ নারী ৩ নারীর সমতুল্য গণ্য হবে (সন্তানের সংখ্যার কারণে) এখন ২য় স্তরে অংশের সংখ্যা হবে ২ পুরুষ + ৩ নারী = ৪ নারী + ৩ নারী = ৭ নারী তুল্য, অর্থাৎ ৭ অংশ। ১ পুরুষের অংশ হবে = $\frac{৪}{৭}$ (পুরুষের গ্রুপ) আর নারীর অংশ হবে = $\frac{৩}{৭}$ (নারীর গ্রুপ)

তৃতীয় স্তর : ৩য় স্তরে পুরুষ গ্রুপের অধীনে দু'কন্যা (কোনো পুত্র নেই)। তাই তারা $\frac{৪}{৭}$ তথা $\frac{১৬}{২৮}$ অংশ তারা দু'জন সমানভাবে ($\frac{৮}{২৮}+\frac{৮}{২৮}$) পাবে। ৩য় স্তরে নারী গ্রুপের অধীনে ঐ দু'কন্যা ও ১ পুত্র। তাই তাদের অংশ হবে ২ কন্যা + ১ পুত্র = ২ কন্যা + ২ কন্যা = ৪ কন্যাতুল্য, অর্থাৎ ৪ অংশ।

নারীর গ্রুপ থেকে দু'কন্যা পাবে ($\frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪}$) = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ। আর ১ পুত্র পাবে ($\frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪}$) = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ। পুরুষের গ্রুপ থেকে ২ কন্যার প্রাপ্ত অংশ $\frac{৪}{৭}=\frac{১৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ২ কন্যার মোট প্রাপ্ত অংশ $\frac{৪}{৭}+\frac{৬}{২৮}=\frac{১৬+৬}{২৮}=\frac{২২}{২৮}$ অংশ।

১ পুত্র নারীর গ্রুপ থেকে পেল = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ; কিন্তু পুরুষের গ্রুপ থেকে কোনো অংশ পায়নি। যেমন–

মাসআলা–৭ তাসহীহ–২৮

মৃত

কন্যা		কন্যা	কন্যা
পুত্র		কন্যা	কন্যা
পুরুষ গ্রুপ		(নারী গ্রুপ)	
$\frac{৪}{৭}$ তথা $\frac{১৬}{২৮}$		$\frac{৩}{৭}$ তথা $\frac{১২}{২৮}$	
	দু'কন্যা		পুত্র
	$\frac{১৬}{২৮}+\frac{৬}{২৮}=\frac{২২}{২৮}$		$\frac{৬}{২৮}$

ثُلُثَا لِلْبِنْتَيْنِ -এর বিশ্লেষণ : যদি কোনো মৃত্যুর সময় কন্যার কন্যার দু'কন্যা, যারা অপর কন্যার পুত্রেরও কন্যা এবং কন্যার কন্যার এক পুত্র রেখে যায়; তাহলে কে কতটুকু অংশ পাবে তা নিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, দু'কন্যার মা-বাবা আপন খালাত ভাই বোন তথা মৃতের দৌহিত্র ও দৌহিত্রী। এদের মীরাস বণ্টনে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, উক্ত দু'কন্যা চার কন্যার সমতুল্য। কারণ, তারা দু'দিক থেকে মৃতের ওয়ারিশ। একদিক হচ্ছে মায়ের দিক, আরেক দিক হচ্ছে পিতার দিক। কাজেই মিরাস বণ্টনরে ক্ষেত্রে তারা মায়ের দিক থেকে দু'কন্যার সমান অংশ পাবে, আবার পিতার দিক থেকেও দু'কন্যার সমান অংশ পাবে। অর্থাৎ তারা দু'জনে মোট চার কন্যার সমান অংশ পাবে, যা দুই পুত্রের অংশের সমান।

অতএব দু'কন্যা পেল দুই পুত্রের সমান, আর এক পুত্র পেল এক পুত্রের সমান। তাদের মোট অংশ হবে ৩। তন্মধ্যে এক পুত্র পাবে ১ আর দুই কন্যা পাবে ১ + ১ = ২।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতানুসারে এ স্তরে প্রথম বণ্টন হয়ে যাবে, যে প্রথম স্তরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণী আছে। সে হিসেবে দ্বিতীয় স্তরেই সম্পদ বণ্টন করতে হচ্ছে। যেমন–

মাসআলা–৭

মৃত

কন্যার পুত্রের	কন্যার কন্যার	কন্যার কন্যার
পুরুষের গ্রুপ	নারীগ্রুপ	
৪	৩	
দু'কন্যা		১ পুত্র

তাঁর মতে যেহেতু ভাগ করতে হবে মূলে। তাই নারী পুরুষ শ্রেণী বিবেচনা করতে হবে মূল হিসেবে। আর ব্যক্তির সংখ্যা গণনা করতে হবে শাখা হিসেবে এবং প্রথমবার হিসাব শেষে নারী ও পুরুষের গ্রুপ আলাদা করতে হবে।

কাজেই কন্যার পুত্রকে কত পুত্রের সমান ধরতে হবে, তা বের করতে হবে তার বংশের শেষ স্তরের সন্তান গণনা করে দেখা যায়, তার বংশের শেষ স্তরে আছে ২ সন্তাণ, তারা পুরুষ কি নারী তা এ ক্ষেত্রে দেখার বিষয় নয়। অতএব কন্যার পুত্রকে দু'জন পুরুষের সমতুল্য ধরতে হবে। আবার কন্যার কন্যা সেও উক্ত ২ কন্যারই জননী। অতএব তাকে ২ নারীর সমতুল্য ধরতে হবে।

এবার শেষ কন্যার কন্যা; তার বংশের শেষ স্তরে রয়েছে ১ পুত্র। শেষ স্তরে সন্তানের সংখ্যা ১ জন হওয়ায় সে ১ জন নারীর সমতুল্য গণ্য হবে। সুতরাং ২য় স্তরে লোক সংখ্যা ধর্তব্য হচ্ছে ২ পুরুষ + ২ নারী + ১ নারী = ২ পুরুষ + ৩ নারী।

সুতরাং ১ পুরুষ ২ নারীর সমান হিসেবে ৪ নারী + ৩ নারী = ৭ নারী (সমতুল্য) অর্থাৎ ৭ অংশ। এ অংশ হতে পুরুষের গ্রুপের ১ পুরুষ পাবে ৪ অংশ এবং নারীর গ্রুপের ২ নারী পাবে ৩ অংশ।

তৃতীয় স্তরে পুরুষের গ্রুপে রয়েছে দু'কন্যা, যারা পুরুষ গ্রুপের ৪ অংশ সম্পূর্ণই পাবে। আর নারীর গ্রুপে রয়েছে ঐ ২ কন্যা ও ১ পুত্র অর্থাৎ (২ নারী ১ পুরুষের সমান হিসেবে) = '২ কন্যা + ২ কন্যা' = ৪ কন্যা সমতুল্য। নারীর গ্রুপের ৩ অংশ ৪ ভাগ হবে। ২ কন্যা পাবে ($\frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪}$) = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ আর ১ পুত্র পাবে ($\frac{৩}{৭}$ এর $\frac{২}{৪}$) = $\frac{৬}{২৮}$ অংশ।

২ কন্যা পিতার দিক থেকে পেল $\frac{৪}{৭} = \frac{১৬}{২৮}$ অংশ এবং মাতার দিক থেকে পেল $\frac{৬}{২৮}$ অংশ। অতএব ২ কন্যা উভয় দিক থেকে পেল $\frac{৪}{৭} + \frac{৬}{২৮} = \frac{১৬+৬}{২৮} = \frac{২২}{২৮}$ অংশ। অতএব দু'কন্যা সর্বমোট পেল $\frac{২২}{২৮}$ আর ১ পুত্র পেল $\frac{৬}{২৮}$ অংশ।

فَصْلٌ فِى الصِّنْفِ الثَّانِى

দ্বিতীয় প্রকার (যাবিল আরহাম) -এর আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَ وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ فَمَنْ كَانَ يُدْلِىْ بِوَارِثٍ فَهُوَ اَوْلٰى كَابِ اُمِّ الْاُمِّ اَوْلٰى مِنْ اَبِ اَبِ الْاُمِّ عِنْدَ اَبِىْ سُهَيْلِ ن الْفَرَائِضِىْ وَاَبِىْ فَضْلِ ن الْخَصَّافِ وَعَلِىِّ بْنِ عِيْسَى الْبَصْرِىِّ وَلَا تَفْضِيْلَ لَهٗ عِنْدَ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِىْ وَاَبِىْ عَلِىِّ الْبَسْتِىْ وَاِنِ اسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِمْ مَنْ يُدْلِىْ بِوَارِثٍ اَوْ كَانَ كُلُّهُمْ يُدْلُوْنَ بِوَارِثٍ وَاتَّفَقَتْ صِفَةُ مَنْ يُدْلُوْنَ بِهِمْ وَاتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ فَالْقِسْمَةُ حِيْنَئِذٍ عَلٰى اَبْدَانِهِمْ وَاِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَةُ مَنْ يُدْلُوْنَ بِهِمْ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ اُخْتُلِفَ كَمَا فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ وَاِنِ اخْتَلَفَتْ قَرَابَتُهُمْ فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْاَبِ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْاُمِّ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاُمِّ ثُمَّ مَا اَصَابَ لِكُلِّ فَرِيْقٍ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوْ اتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ ـ

সরল অনুবাদ : তাদের মধ্যে সম্পত্তি পাওয়ার অগ্রাধিকার সে ব্যক্তি, যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। সে যে পক্ষেরই হোকনা কেন। আর আবূ সুহাইল ফারায়েযী, আবূ ফযলুল খাসসাফ এবং আলী ইবনে ঈসা বসরী প্রমুখদের নিকট অধিক নিকটবর্তীর মধ্যে সকল সমান হলে, যে ব্যক্তি ওয়ারিশের সাথে মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যেমন– মাতার মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা হতে অধিক উত্তম। আর আবূ সুলাইমান জুরজানী এবং আবূ আলী বসতী (র.)-এর অভিমতে তাকে প্রাধান্য দেওয়ার কোনো হেতু নেই। আর যদি তাদের সকলের আত্মীয়ের স্থান সমান হয় এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ না থাকে, যে অন্য কারো মধ্যস্থতায় মৃতের সাথে সম্পর্কিত। অথবা তারা সকলেই যদি কোনো অংশীদারের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত এবং যাদের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক তারা সকলেই গুণের দিক দিয়ে সমান এবং আত্মীয়তার দিক দিয়ে এক, এমতাবস্থায় সম্পত্তি তাদের মাথা পিছু সংখ্যানুসারে বণ্টন হবে। আর যাদের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সম্পর্ক যদি তাদের আত্মীয়তার গুণের মধ্যে বিভিন্নতা হয়, তাহলে যে স্তরে প্রথম বিভিন্নতা সংঘটিত হয়েছে, সে স্তরেই সম্পত্তি বণ্টন হবে। যেমন– প্রথম স্তরে। আর যদি তাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিভিন্নতা হয়, তাহলে পিতার আত্মীয়গণ দু'-তৃতীয়াংশ $\frac{2}{3}$ পাবে, তা হলো পিতার অংশ। আর এক-তৃতীয়াংশ $\frac{1}{3}$ মাতার আত্মীয়গণ পাবে, তা হলো মাতার অংশ। অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ যা পাবে, তা তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে যেমন তারা একই আত্মীয়তার অন্তর্ভুক্ত।

শাব্দিক অনুবাদ : اَوْلٰهُمْ তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার সে ব্যক্তি بِالْمِيْرَاثِ সম্পত্তি পাওয়ার اَقْرَبُهُمْ তাদের যে অধিক নিকটবর্তী اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَ সে যে পক্ষেরই হোক না কেন وَعِنْدَ الْاِسْتِوَاءِ সকলে সমান হলে فَمَنْ كَانَ يُدْلِىْ যে ব্যক্তি সম্পর্কিত হবে بِوَارِثٍ কোনো ওয়ারিশের মধ্যস্থতায় فَهُوَ اَوْلٰى সে অগ্রাধিকারী প্রাপ্ত হবে,

مِـنْ اَبِ اَبِ الْاُمِّ তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে كَاَبِ اُمِّ الْاُمِّ যেমন মাতার মাতার পিতা اَوْلٰى অধিক উত্তম, অগ্রাধিকার পাবে اَبِ الْاُمِّ মাতার পিতার পিতার হতে عِنْدَ اَبِىْ سُهَيْلِ الْفَرَائِضِىْ وَاَبِىْ فَضْلِ الْخَصَّافِ وَعَلِيِّ بْنِ عِيْسَى الْبَصَرِىْ আবু সুহাইল ফারায়েযী, আবু ফযলুল খাসসাফ এবং আলী ইবনে ঈসা বসরী প্রমুখদের নিকট لَاتَفْضِيْلَ لَهٗ তাকে প্রধান্য দেওয়া হবে না/ প্রাধান্য দেওয়ার কোনো কারণ বা হেতু নেই عِنْدَ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِىْ وَاَبِىْ عَلِى الْبَسْتِىْ আবু সোলাইমান আলজুরজানী এবং আবু আলী বাসতী (র.)-এর অভিমতে وَاِنِ اسْتَوَتْ আর যদি সমান হয় مَنَازِلُهُمْ তাদের আত্মীয়তার স্থান, সম্পর্ক وَلَيْسَ فِيْهِمْ এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ না থাকে مَنْ يُدْلِىْ যে (মৃত ব্যক্তির সাথে) সম্পর্কিত بِوَارِثٍ কোনো ওয়ারিশের মধ্যস্থতায় اَوْ كَانَ كُلُّهُمْ অথবা তারা সকলেই يُدْلُوْنَ সম্পর্কিত হয় بِوَارِثٍ কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে وَاتَّفَقَتْ صِفَةُ এবং গুণের দিক থেকে সমান مَنْ يُدْلُوْنَ بِهِمْ যারা তাদের মাধ্যমে সম্পর্কিত রাখে وَاتَّحَدَتْ এবং এক হয় সমান হয় قَرَابَتُهُمْ তাদের আত্মীয়তার দিক فَالْقِسْمَةُ বণ্টন হবে حِيْنَئِذٍ তখন/ এমতাবস্থায় عَلٰى اَبْدَانِهِمْ তাদের মাথা পিছু সংখ্যানুসারে وَاِنِ اخْتَلَفَتْ আর যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় صِفَةُ গুণ (পুরুষ বা নারীর হওয়ার ব্যাপারে) مَنْ يُدْلُوْنَ بِهِمْ যাদের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক يُقَسَّمُ الْمَالُ তাহলে সম্পত্তি বণ্টন হবে عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ সে প্রথম স্তরের উপর اِخْتَلَفَ সে স্তরে ভিন্নতা সংঘটিত হয়েছে كَمَا যেমন فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ প্রথম স্তরে وَاِنِ اخْتَلَفَتْ قَرَابَتُهُمْ আর যদি তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন হয় فَالثُّلُثَانِ তাহলে দু'তৃতীয়াংশ পাবে لِقَرَابَةِ الْاَبِ পিতার আত্মীয়গণ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاَبِ তা হলো পিতার অংশ وَالثُّلُثُ আর এক তৃতীয়াংশ পাবে لِقَرَابَةِ الْاُمِّ মাতার আত্মীয়গণ وَهُوَ نَصِيْبُ الْاُمِّ আর তা হলো মাতার অংশ ثُمَّ مَا اَصَابَ অতঃপর যা পাবে لِكُلِّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ يُقَسَّمُ তা বণ্টন করে দেওয়া হবে بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে كَمَا যেমন لَوِ اتَّحَدَتْ قَرَابَتُهُمْ তারা যদি একই আত্মীয়তার অন্তর্ভুক্ত হতো।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فِى الصِّنْفِ الثَّانِىْ الخ -এর আলোচনা : রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ এবং ফাসেদ দাদা, ও ফাসেদ দাদীগণও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, جَدٌّ তথা দাদা- নানা এবং جَدَّةٌ তথা দাদী- নানী চার প্রকার।

প্রথম প্রকার- মায়ের পিতা অর্থাৎ, নানা।

দ্বিতীয় প্রকার- মায়ের পিতার মাতা অর্থাৎ, নানার মাতা।

তৃতীয় প্রকার- পিতার মায়ের পিতা অর্থাৎ, দাদীর পিতা।

চতুর্থ প্রকার- পিতার মায়ের পিতার মাতা। আর এদের চারটি অবস্থা রয়েছে।

প্রথম অবস্থা : তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সংযোগের মাধ্যমসমূহের সংখ্যা সমান। তাদের সম্পর্কের দিকও এক। অর্থাৎ তাদের সকলেই মায়ের দিকের অথবা পিতার দিকের। তাছাড়া তাদের সংযোগের মাধ্যমসমূহের সিফাত তথা পুরুষ ও নারী হওয়ার দিকও এক।

দ্বিতীয় অবস্থা : তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সংযোগের মাধ্যমসমূহ সমান সংখ্যক এবং তাদের সম্পর্কের দিকও এক। অর্থাৎ সকলেই মায়ের দিকের অথবা পিতার দিকের। কিন্তু তাদের সংযোগের মাধ্যমসমূহের সিফাত তথা পুরুষ ও নারী হওয়ার দিক এক নয়।

তৃতীয় অবস্থা : তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সংযোগের মাধ্যম সমান সংখ্যক। কিন্তু তাদের সম্পর্কের দিক ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ মায়ের দিকের, কেউ পিতার দিকের।

চতুর্থ অবস্থা : তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সংযোগের মাধ্যম সংখ্যা সমান না হওয়া; বরং কারো কারো সংযোগের মাধ্যম সংখ্যা বেশি আর কারো মাধ্যম সংখ্যা কম, এমন হওয়া।

أَحْكَامُ الصِّنْفِ الثَّانِيْ :

দ্বিতীয় প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ **-এর** حُكْم **:** দ্বিতীয় প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর চার অবস্থায় চার ধরনের বিধান রয়েছে। যেমন–

প্রথম অবস্থার বিধান : প্রথম অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার যাবিল আরহামের বিধান হচ্ছে, তাদের সংখ্যা হিসাব করে মাথাপিছু বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয় অবস্থার বিধান : দ্বিতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার যাবিল আরহামের বিধান হচ্ছে, প্রথম যে স্তরে নারী পুরুষের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হবে, সে স্তরেই বণ্টন করতে হবে।

তৃতীয় অবস্থার বিধান : তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় প্রকার যাবিল আরহামের বিধান হচ্ছে, যারা মৃতের পিতার দিক থেকে সম্পর্কিত তারা $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। আর যারা মৃতের মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত তারা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। মূলত ঐ $\frac{২}{৩}$ অংশ ছিল পিতার প্রাপ্য। আর ঐ $\frac{১}{৩}$ অংশ ছিল মাতার প্রাপ্য, যা তারা বেঁচে থাকলে পেতেন।

চতুর্থ অবস্থার বিধান : চতুর্থ অবস্থার দ্বিতীয় প্রকার যাবিল আরহামের বিধান হচ্ছে, يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ নিকটতম অগ্রগণ্য হবে এবং অন্য সকলে বাদ পড়বে। অর্থাৎ অন্য কেউ মিরাস পাবে না।

এ ক্ষেত্রে তারা মায়ের দিকের হোক কিংবা বাবার দিকে হোক, সকলেই ওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত হোক অথবা কেউ ওয়ারিশের মাধ্যমে আর কেউ বেওয়ারিশের মাধ্যমে সম্পর্কিত হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত

মাতামহ (মাতার পিতা)	প্রমাতামহ (নানার পিতা)
১	বঞ্চিত

আর সকলে যদি স্তরে সমান হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আবু সুহাইল ফরায়েযী, আবু ফযল আল খাসসাফ, আলী বিন ঈসা বসরী প্রমুখ ফকীহদের মতে, যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তির সাথ অন্য কোনো ওয়ারিশের মধ্যস্থতার সম্পর্কশীল হয়, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি হকদার, যে মৃতব্যক্তির সাথে কোনো ওয়ারিশের মধ্যস্থতায় মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কশীল হয়নি। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত

নানীর পিতা	নানার পিতা
১	বঞ্চিত

আর সুলাইমান জুরজানী ও আবু আলী আল বাসতী প্রমুখ ফকীহগণের মতে, যাবিল আরহাম মৃতব্যক্তির সাথে কোনো ওয়ারিশের মধ্যস্থতা ব্যতীত সম্পর্কশীল হোক বা মধ্যস্থতায় সম্পর্কশীল হোক তাতে কোনো পার্থক্য নেই; উভয়ই ওয়ারিশ হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। তারা যদি এক দিকের আত্মীয় না হয়, তাহলে পিতার আত্মীয় শ্রেণী $\frac{২}{৩}$ অংশ আর মাতার আত্মীয় শ্রেণী $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত

নানীর পিতা	নানার পিতা
১	২

فَصْلٌ فِى الصِّنْفِ الثَّالِثِ

তৃতীয় প্রকার (যাবিল আরহাম)-এর আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَلْحُكْمُ فِيْهَا كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلٰى مِنْ وَلَدِ ذَوِى الْاَرْحَامِ كَبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ وَابْنِ بِنْتِ الْاُخْتِ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ اَحَدُهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاٰخَرُ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَلَوْ كَانَا لِاُمٍّ اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِاِعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا اَنْصَافًا بِاِعْتِبَارِ الْاُصُوْلِ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ۔

সরল অনুবাদ : এটার হুকুম প্রথম প্রকারের হুকুমের ন্যায়, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ব্যক্তিই ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর অগ্রাধিকার। আর যদি আত্মীয় সম্পর্কে সবাই সমান হয়, তাহলে 'যাবিল আরহাম' হতে আসাবার সন্তানগণ উত্তম বলে বিবেচিত হবে। যেমন– ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও ভগ্নির কন্যার পুত্র। তারা উভয়েই সহোদরা হোক বা একজন সহোদরা অপরজন বৈমাত্রেয় হোক। এমতাবস্থায় সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভাইয়ের পুত্রের কন্যা পাবে। কেননা সে হলো আসবার সন্তান। আর যদি তারা উভয়েই বৈপিত্রেয় হয়, তাহলে আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে 'এক পুরুষ দু' নারীর সমান' হারে অংশ পাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ চিত্রের নীতি অনুযায়ী অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে।

اَلْمَسْئَلَةُ مِنْ ٣ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمِنْ ٢ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

مـــ

اَلْاَخُ لِاُمٍّ	اَلْاُخْتُ لِاُمٍّ
اِبْنٌ	بِنْتٌ
بِنْتٌ	اِبْنٌ

সরল অনুবাদ :

মাসআলা ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে–৩ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে–২

মৃত

	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যার পুত্র
ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে	১	২
ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে	১	১

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحُكْمُ فِيْهَا এটার হুকুম كَالْحُكْمِ হুকুমের ন্যায় فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ প্রথম প্রকারে اَعْنِىْ অর্থাৎ اَوْلٰهُمْ তাদের (উত্তরাধিকারীদের) মধ্যে অগ্রাধিকারী হবে بِالْمِيْرَاثِ ত্যাজ্য সম্পত্তির اَقْرَبُهُمْ তাদের যে অধিক নিকটবর্তী, ঘনিষ্টতম আত্মীয় اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির وَاِنِ اسْتَوَوْا আর যদি সবাই সমান হয় فِى الْقُرْبِ আত্মীয় সম্পর্কে فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ তাহলে আসাবার সন্তানগণ اَوْلٰى অগ্রাধিকারী হবে مِنْ وَلَدِ ذَوِى الْاَرْحَامِ যাবিল আরহামের সন্তান হতে كَبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ যেমন ভাইয়ের পুত্রের কন্যা وَابْنِ بِنْتِ الْاُخْتِ ও ভগ্নির কন্যার পুত্র كِلَاهُمَا তারা উভয়ে لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা হোক اَوْ

اَحَدُهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ অথবা একজন সহোদরা হোক وَالْاٰخَرُ لِاَبٍ আর অপর জন বৈমাত্রেয় হোক اَلْمَالُ كُلُّهٗ (এমতাবস্থায়) সম্পূর্ণ সম্পত্তি لِبِنْتِ ابْنِ الْاَخِ ভাইয়ের পুত্রের কন্যা পাবে لِاَنَّهَا কেননা সে হলো وَلَدُ الْعَصَبَةِ আসাবার সন্তান وَلَوْ كَانَا لِاُمٍّ আর যদি তারা উভয়ে বৈপিত্রেয় হয় اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি তাদের উভয়ের মধ্যে (এ সূত্র মতে হবে যে,) لِلذَّكَرِ এক পুরুষ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দু'নারীর সমান হারে অংশ পাবে عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ (رح) ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর নিকট اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا সম্পত্তি তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে اَنْصَافًا অর্ধেক অর্ধেক করে بِاعْتِبَارِ الْاُصُوْلِ পূর্বসূরী (পূর্বপুরুষ) হিসেবে بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ এ চিত্র অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَصْلٌ فِى الصِّنْفِ الثَّالِثِ الخ -এর আলোচনা : এক কথায় তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর পরিচয় হচ্ছে, সকল প্রকার বোনের সন্তানগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানগণ। যা বিশ্লেষণ করলে ১০টি শ্রেণী বেরিয়ে আসে। শ্রেণীগুলো হচ্ছে– ১. সহোদর ভাইয়ের কন্যা, ২. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, ৪. বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, ৫. সহোদর বোনের পুত্র, ৬. সহোদর বোনের কন্যা, ৭. বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র, ৮. বৈমাত্রেয় বোনের কন্যা, ৯. বৈপিত্রেয় বোনের পুত্র, ১০. বৈপিত্রেয় বোনের কন্যা। স্মরণ রাখতে হবে, উল্লিখিত ১০ প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর সন্তানগণ এবং তাদের অধঃস্তনগণও যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত।

اَحْوَالُ الصِّنْفِ الثَّالِثِ :

তৃতীয় প্রকারের অবস্থাসমূহ : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ তথা রক্ত সম্পর্কীয় ওয়ারিশগণের ছয়টি অবস্থা রয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে এ প্রকারের ذَوِى الْاَرْحَامِ -গণের মিরাসপ্রাপ্তি ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে উক্ত অবস্থাসমূহ আলোকপাত করা হলো–

প্রথম অবস্থা : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর প্রথম অবস্থা হচ্ছে, তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা সমপরিমাণ না হওয়া। অর্থাৎ কারো মাধ্যম সংখ্যা বেশি আর কারো মাধ্যম সংখ্যা কম হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা এবং শ্রেণী সমান হওয়া এবং তারা সকলেই মৃতের আসাবার সন্তান হওয়া।

তৃতীয় অবস্থা : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে, তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা এবং শ্রেণী সমান হওয়া। আর তাদের কতিপয় আসাবার সন্তান হওয়া আর কতিপয় ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর সন্তান হওয়া।

চতুর্থ অবস্থা : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, তাদের এবং মৃতের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যমে সংখ্যা সমান হওয়া, কিন্তু মাধ্যমগণের শ্রেণী তথা নরনারী হওয়ার দিক ভিন্ন ভিন্ন হওয়া।

পঞ্চম অবস্থা : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে– اِعْتِبَارُ عَدَدِ الْفُرُوْعِ فِى الْاُصُوْلِ মূলের ক্ষেত্রে শাখার সংখ্যা প্রয়োগ। এভাবে যে, মূলের পূর্বসূরি নারী ও পুরুষের মাঝে সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছে, এমতাবস্থায় তাদের যার শেষ স্তরে যতজন সন্তান আছে, একা তাকেই ততজনরূপে ধরে সে হিসেবে তার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করা।

ষষ্ঠ অবস্থা : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর ষষ্ঠ অবস্থা হচ্ছে– تَعْدَادُ جِهَاتِ الْاُصُوْلِ فِى الْفُرُوْعِ অর্থাৎ নিম্নস্তরের বংশধরগণের অংশ বণ্টনের সময় পূর্বসূরিদের দিক বিচার করা।

قَوْلُهٗ اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ الخ তথা তৃতীয় প্রকারের বিধানসমূহ : তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর সকল অবস্থায় একই ধরনের বিধান প্রযোজ্য নয়; বরং অবস্থাসমূহর আলোকে এর ভিন্ন ভিন্ন حُكْمٌ বা বিধান রয়েছে। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো–

প্রথম অবস্থার বিধান : মৃতব্যক্তি এবং তার জীবিত যাবিল আরহামগণের সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা যদি সমান না হয় তখন বিধান হচ্ছে– يُقَدَّمُ الْاَقْرَبُ وَلَوْ اُنْثٰى অর্থা যে বেশি নিকটবর্তী তথা যার মাধ্যম সংখ্যা কম সে অগ্রগণ্য হবে। সে পুরুষ কি নারী তা দেখার বিষয় নয়। আর যে দূরবর্তী তথা যার মাধ্যম সংখ্যা বেশি সে মিরাস পাবে না; বরং বঞ্চিত হবে।

দ্বিতীয় অবস্থান বিধান : তাদের মাধ্যম সংখ্যা যদি সমান হয় এবং তারা আসাবার সন্তান হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে– يُقَدَّمُ الْاَقْوٰى অর্থাৎ যার সম্পর্কের শক্তি বেশি সে অগ্রগণ্য হবে, সেই মীরাস পাবে। আর তার তুলনায় যার সম্পর্কে শক্তি কম সে বঞ্চিত হবে।

তৃতীয় অবস্থার বিধান : তাদের সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা যদি সমান হয় এবং তাদের কেউ কেউ আসাবার সন্তান হয় আর কেউ কেউ ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তান হয়, তবে এ ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে– يُقَدَّمُ وَلَدُ الْعَصَبَةِ عَلٰى وَلَدِ ذَوِى الْأَرْحَامِ অর্থাৎ আসাবার সন্তান ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তানের উপর অগ্রগণ্য হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তানগণ মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে।

চতুর্থ অবস্থার বিধান : তাদের সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা যদি সমান হয় এবং তাদের ঊর্ধ্বস্তরের লোকদের এক বা একাধিক স্তরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণী থাকে তাহলে বিধান হচ্ছে, প্রথম যে স্তরে নারী-পুরুষ মিশ্রিত হয়েছে ঐ স্তরে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্রে প্রথমে বণ্টন করতে হবে। তবে বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের সন্তান বা তাদের অধঃস্তনগণের ক্ষেত্রে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতি প্রযোজ্য হবে না; বরং সেক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলেই সমান অংশ পাবে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থার বিধান : পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থা মূলত ৪র্থ অবস্থারই বিশ্লেষণ। কাজেই পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থায় ৪র্থ অবস্থার বিধান প্রযোজ্য।

قَوْلُهُ كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْأَوَّلِ :

তৃতীয় প্রকারের প্রাধান্যনীতি : প্রথম প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ গণের মাঝে যেমন এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণীর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নিয়ম আছে, তেমনি তৃতীয় প্রকার যাবিল আরহামগণের মাঝেও এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নিয়ম আছে। এ নিয়মটি প্রথম প্রকারের নিয়মের অনুরূপ। তৃতীয় প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর ছয় অবস্থার প্রথম অবস্থায় اَقْرَبُ অগ্রগণ্য, দ্বিতীয় অবস্থায় اَقْوٰى অগ্রগণ্য, তৃতীয় অবস্থায় وَلَدُ الْعَصَبَةِ অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি মৃতব্যক্তির এমন একাধিক ذَوِى الْأَرْحَامِ জীবিত থাকে যাদের মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যা সমান নয়; বরং কারো মাধ্যম বেশি আর কারো মাধ্যম কম। এক্ষেত্রে যার মাধ্যম কম সেই اَقْرَبُ তথা অধিক নিকটবর্তী। কাজেই যার মাধ্যম সংখ্যা কম সে অগ্রগণ্য হবে। আর যার মাধ্যমে সংখ্যা বেশি সে বঞ্চিত হবে। যেমন–

ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের কন্যা। এখানে 'ভাইয়ের পুত্রের কন্যা' দুই মাধ্যম দ্বারা মৃতের সাথে সম্পর্কিত এবং 'ভাইয়ের পুত্রের কন্যা' তিন মাধ্যম দ্বারা মৃতের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের কন্যার' তুলনায় 'ভাইয়ের পুত্রের কন্যা' মৃতের অধিক নিকটবর্তী। অতএব 'ভাইয়েরপুত্রের কন্যা' জীবিত থাকলে 'ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের কন্যা' মীরাস পাবে না। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত	
ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের কন্যা
১	(বঞ্চিত)

আর মাধ্যম সংখ্যা সমান হয়ে সকলেই আসাবার সন্তান হয়ে থাকলে যার সম্পর্কের দিক বেশি শক্তিশালী সে অগ্রগণ্য হবে আর যার সম্পর্কের দিক তুলনামূলক দূর্বল সে বঞ্চিত হবে। আর তাদের কতিপয় আসাবার সন্তান এবং কতিপয় ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তান হলে আসাবার সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তান বঞ্চিত হবে। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত			
সহোদর ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের পুত্রের কন্যা	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যার কন্যা	বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার কন্যার কন্যা (যাবিল আরহামের সন্তান)
১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

যদি মৃতব্যক্তির ভাইবোনদের সন্তানাদি বৈপিত্রেয় হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফের মতে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ তথা 'এক পুরুষের দু'নারীর সমান হিস্যা' নীতি অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টন করা হবে। যেমন–

মাসআলা–৩

মৃত	
বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা
২	১

ইমাম মুহাম্মদ رحمه الله -এর মতে, বৈপিত্রেয় ভাইবোনদের সন্তানাদির বেলায়– لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতির সূত্র নেই। অতএব তাদের মধ্যে সম্পদ অর্ধেক হারে ভাগ করা হবে। যেমন–

মাসআলা–২

মৃত	
বৈপিত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র	বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা
১	১

وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَلَيْسَ فِيْهِمْ وَلَدُ عَصَبَةٍ اَوْ كَانَ كُلُّهُمْ اَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ اَوْ بَعْضُهُمْ اَوْلَادُ اَصْحَابِ الْفَرَائِضِ فَاَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَعْتَبِرُ الْاَقْوٰى وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسِّمُ الْمَالَ عَلَى الْاَخَوَاتِ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ وَالْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ فَمَا اَصَابَ كُلَّ فَرِيْقٍ يُقَسَّمُ بَيْنَ فُرُوْعِهِمْ كَمَا فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ كَمَا اِذَا تَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ وَثَلٰثَةَ بَنِيْنَ وَثَلٰثَ بَنَاتِ اَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ۔

সরল অনুবাদ : আর যদি তৃতীয় শ্রেণীর 'যাবিল আরহাম' নিকটবর্তী হওয়ার মধ্যে সমান হয় এবং তাদের মধ্যে একজনও আসাবার সন্তান না হয় বা সবাই আসাবার সন্তান বা কেউ কেউ আসহাবে ফারায়েযের সন্তান হয়, তাহলে আবূ ইউসুফ (র.) আত্মীয় সম্পর্কে যে দৃঢ় তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) নিয়ম-নীতির মধ্যে বংশধরদের আত্মীয়তার দিক এবং সন্তানদের সংখ্যানুসারে বিবেচনা করে (প্রথম) ভাই-বোনদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে থাকেন। অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণী যে অংশ পাবে তাকে সে শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যেমন– প্রথম শ্রেণীর আওতায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন– মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকারের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিন পুত্র এবং বিভিন্ন প্রকারের ভাতিজি রেখে মারা গেল। নিম্নের চিত্রানুযায়ী—

اَلْمَسْئَلَةُ مِنْ ٤ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى   وَمِنْ ٣ تصـ ٩ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

بِنْتُ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ	بِنْتُ الْاَخِ لِاَبٍ	بِنْتُ الْاَخِ لِاُمٍّ	اَلْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ	اَلْاُخْتُ لِاَبٍ	اَلْاُخْتُ لِاُمٍّ
			اِبْنٌ + بِنْتٌ	اِبْنٌ + بِنْتٌ	اِبْنٌ + بِنْتٌ

সরল অনুবাদ : আবূ ইউসুফের নিকট মাসআলা– ৪   মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট মাসআলা– ৩ তাসহীহ–৯

মৃত	সহোদরা ভ্রাতার কন্যা	বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কন্যা	বৈপিত্রেয় ভ্রাতার কন্যা	সহোদরা বোন পুত্র+কন্যা	বৈমাত্রেয়ী বোন পুত্র+কন্যা	বৈপিত্রেয়ী বোন পুত্র+কন্যা	
আবূ ইউসুফ	১	×	×	২+১	×+×	×+×	= ৪
মুহাম্মদ	৩	×	১	২+১	×+×	১+১	= ৯

শাব্দিক অনুবাদ : وَاِنِ اسْتَوَوْا আর যদি তারা (যাবিল আরহাম) সমান হয় فِى الْقُرْبِ নিকটবর্তী তথা আত্মীয় হওয়ার মধ্যে وَلَيْسَ فِيْهِمْ এবং তাদের মধ্যে নেই وَلَدُ عَصَبَةٍ আসাবার কোনো সন্তান اَوْ كَانَ كُلُّهُمْ অথবা তাদের সকলেই হয় اَوْلَادُ الْعَصَبَاتِ আসাবার সন্তান اَوْ بَعْضُهُمْ অথবা তাদের কেউ কেউ اَوْلَادُ اَصْحَابِ الْفَرَائِضِ যাবিল ফুরূযের সন্তান হয় (رحـ) فَاَبُوْ يُوْسُفَ তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ(র.) يَعْتَبِرُ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন الْاَقْوٰى আত্মীয় সম্পর্কে যে দৃঢ় (رحـ) وَمُحَمَّدٌ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) يُقَسِّمُ الْمَالَ সম্পদ বণ্টন করে থাকেন عَلَى الْاَخَوَاتِ ভাই বোনদের (উপর) মধ্যে مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ সন্তানদের সংখ্যানুসারে وَالْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ এবং পূর্ব পুরুষদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিবেচনায় فَمَا اَصَابَ অতঃপর যে অংশ পাবে كُلَّ فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণী يُقَسَّمُ তা বণ্টন করা হবে بَيْنَ فُرُوْعِهِمْ তাদের সন্তানদের মধ্যে كَمَا যেমনটি فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর আওতায় বর্ণিত হয়েছে كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ যদি রেখে (মারা) যায় ثَلٰثَ بَنَاتِ اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ বিভিন্ন প্রকারের তিনজন ভ্রাতুষ্পুত্রী وَثَلٰثَةَ بَنِيْنَ তিন পুত্র وَثَلٰثَ بَنَاتِ اَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ বিভিন্ন প্রকারের বোনদের তিন কন্যা وَبِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ (নিম্নের) এ চিত্রানুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اسْتَوَوْا الخ -এর আলোচনা :

اِسْتِوَاءٌ-এর পরিচিতি : اِسْتِوَاءٌ -এর অর্থ হচ্ছে সমান হওয়া, বরাবর হওয়া। ইলমে ফারায়েযের পরিভাষায়, اِسْتِوَاءٌ-এর অর্থ হচ্ছে, মৃতব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিশ জীবিত আছে তাদের সাথে মৃতের সম্পর্কের মাধ্যমসংখ্যা সমপরিমাণ হওয়া। অর্থাৎ কারো মাধ্যমসংখ্যা বেশি কারো মাধ্যম কম, এমন না হয়ে সকলেই সমান স্তরের হওয়া।

قَوْلُهُ وَلَدُ الْعَصَبَةِ :

وَلَدُ الْعَصَبَةِ-এর পরিচয় : وَلَدٌ অর্থ– সন্তান, চাই সে নর হোক কিংবা নারী। আর وَلَدُ الْعَصَبَةِ অর্থ– ঐ সকল সন্তান, যাদের পিতা অথবা মাতা মৃতের عَصَبَةٌ ; আর পুরুষদের মধ্যে আসাবা হচ্ছে–

১. মৃতের পুত্র, পুত্রের পুত্র, এভাবে যত নিচে যায়।

২. মৃতের পিতা, দাদা, পরদাদা, এভাবে যত নিচে যায়।

৩. মৃতের সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের পুত্র, তাদের পুত্রের পুত্র এভাবে যতই নিচে দিকে যাক।

৪. মৃতের চাচা, চাচার পুত্র, তাদের পুত্র এভাবে নিচের দিকে।

আর নারীদের মধ্যে আসাবা হচ্ছে– ১. মৃতের ঔরসজাত কন্যা, ২. মৃতের পুত্রের কন্যা, পুত্রের কন্যা, এভাবে নিচের দিকে, ৩. মৃতের সহোদর বোন, ৪. বৈমাত্রেয় বোন।

আরেক প্রকার আসাবা রয়েছে যাকে مَوْلَى الْعَتَاقَةِ বলা হয়। তা হচ্ছে, যদি এমন হয় যে এ মৃতব্যক্তি এক সময় কারো গোলাম ছিল। অতঃপর সে ব্যক্তি একে আজাদ করে দিয়েছেন। তাহলে ঐ আজাদকারী ব্যক্তিও মৃতের আসাবা। কারণ তিনি হচ্ছেন ঐ মুক্তিপ্রপ্ত গোলামের مَوْلَى الْعَتَاقَةِ

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত আসাবাগণের মাঝে স্তরভেদ রয়েছে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর আসাবা অন্য শ্রেণীর আসাবার তুলনায় মৃতব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী। আর তাদের মাঝে নিকটতম ব্যক্তির বর্তমানে দূরবর্তী ব্যক্তিকে আসাবারূপে গণ্য করা হয় না; বরং তারা মিরাস প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আর নিকটতম আসাবাগণ মিরাস পাবে। অতএব, وَلَدُ الْعَصَبَةِ বলতে ঐ আসাবাগণের সন্তানদেরকের বুঝানো হয়।

اَوْلَادُ اَصْحَابِ الْفَرَائِضِ-এর পরিচয় : اَوْلَادٌ শব্দটি وَلَدٌ-এর বহুবচন, অর্থ সন্তানগণ। পুত্র ও কন্যা উভয় শ্রেণীই وَلَدٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ-এর অর্থ অংশধারী বা যাবিল ফুরূয। পরিভাষায় اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ হচ্ছে মৃতের ঐ সকল ওয়ারিশ, যাদের অংশের পরিমাণ কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা ১২ জন। যথা– ১. পিতা ২. সহীহ দাদা, ৩. বৈপিত্রেয় ভাই, ৪. স্বামী ৫. স্ত্রী, ৬. কন্যা, ৬. পুত্রের কন্যা (অধস্তন) ৮. সহোদর বোন, ৯. বৈমাত্রেয় বোন, ১০. বৈপিত্রেয় বোন ১১. মাতা, ১২. সহীহ দাদী। এরা সকলেই اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ -এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এদের সন্তানগণকেই اَوْلَادُ اَصْحَابِ الْفَرَائِضِ বলে আখ্যায়িত করা হয়।

قَوْلُهُ فَاَبُوْ يُوْسُفَ (رح) يَعْتَبِرُ :

আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : দ্বিতীয় প্রকার জীবিত যাবিল আরহামগণের সকলেই যদি ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে মৃতের সমান দূরত্বের হয় এবং তাদের মাঝে কেউই আসাবার সন্তান না হয় অথবা সকলেই আসাবার সন্তান হয় কিংবা কিছু সংখ্যক আসাবার সন্তান হয় আর কিছু সংখ্যক اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ -এর সন্তান হয়, সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে মিরাস বণ্টনের নিয়ম হচ্ছে, ঘনিষ্ঠতার দিক বেশি শক্তিশালী ব্যক্তিই অগ্রগণ্য হবে। এমতাবস্থায় অন্যরা বঞ্চিত হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন, যা একটু পরেই বর্ণিত হচ্ছে।

قَوْلُهُ يَعْتَبِرُ الْاَقْوٰى :

اَلْاَقْوٰى-এর পরিচয় : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে অধিক শক্তিশালী হওয়ার অর্থ হচ্ছে– ১. সহোদর ভাইয়ের বংশধর শুধু বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বংশধর হতে শক্তিশালী। ২. সহোদর ভাইয়ের বংশধর শুধু বৈপিত্রেয় ভাইয়ের বংশধর হতে শক্তিশালী। ৩. সহোদর বোনের কন্যার কন্যা শুধু বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কন্যার কন্যা হতে শক্তিশালী। ৪. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বংশধর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের বংশধর হতে শক্তিশালী।

قَوْلُهُ وَمُحَمَّدٌ (رح) يَقْسِمُ :

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : পূর্বোক্ত মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) -এর উল্লিখিত রায় সমর্থন করেননি, বরং তাঁর অভিমত হচ্ছে সর্বপ্রথম সম্পত্তি বণ্টনের হিসাব করতে হবে জীবিত ذَوِى الْأَرْحَامِ গণের ঐ পূর্বসূরিদের মাঝে, যারা মৃতের ভাইবোন ছিল। যদিও তারা উক্ত মৃতের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি থাকবে সংখ্যা শাখার, দিক মূলের'। দিক বলতে পুরুষ বা নারী হওয়ার দিক বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মূল তথা যে উর্ধ্বতন ব্যক্তির প্রতি অংশ বণ্টন করে দেওয়ার হিসাব হবে, তিনি যদি ১ জন পুরুষ হন, তাকে পুরুষই ধরতে হবে। কারণ তার দিক হচ্ছে পুরুষ হওয়ার দিক। তার সর্বনিম্নস্তরে জীবিত বংশধরের সংখ্যা ১ জন হলে তাকেও ১ জন পুরুষ ধরা হবে। নিম্নস্তরের বংশধর পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক নিম্নস্তরের বংশধর ১০ জন হলে তাদের ঐ একজন পূর্বপুরুষকেই ১০ জন পুরুষ ধরা হবে।

পক্ষান্তরে, ঐ উর্ধ্বতন ব্যক্তি যদি ১ জন নারী হয়, তাহলে তাকে নারী হিসেবে ধরতে হবে। আর দেখতে হবে সর্বনিম্নস্তরে তার জীবিত বংশধরদের সংখ্যা কত। যদি তাদের সংখ্যা ১০ হয়, তাহলে ঐ ১ জন নারীকে ১০ জন নারী সমতুল্য ধরে অংশ বণ্টন করতে হবে। অতঃপর তাদেরকে দু'টি দলে ভাগ করতে হবে। তাদের মধ্যে যে কয়জন পুরুষ থাকবে তাদেরকে একত্রে পুরুষ দল বলা হবে। আর যে কয়জন নারী থাকবে তাদেরকে একত্রে নারী দল বলা হবে। অতঃপর প্রত্যেক দলের লোকদের অংশ একত্র করে পুরুষ দল যা পেল, তা শুধু পুরুষ দলের বংশধরদের মাঝে, আর নারী দল যা পেল তা শুধু নারী দলের বংশধরগণের মাঝে বণ্টন করতে হবে।

وُجُوهُ تَرْجِيحِ أَوْلَادِ الْعَصَبَةِ :

আসাবার সন্তানদের প্রাধান্য দেওয়ার পন্থা : যারা আসাবার সন্তান তাদের বর্তমানে যাবিল আরহামের সন্তানগণ বঞ্চিত হবে। আসাবার সন্তান একজন হোক কিংবা একাধিক হোক। যেমন−

উদাহরণ−১. ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও ভাইয়ের কন্যার কন্যা। এ উভয়শ্রেণীর কন্যাই যাবিল আরহাম। তবে পার্থক্য হলো, ভাইয়ের পুত্রের কন্যা যাবিল আরহাম হওয়ার পাশাপাশি আসাবার সন্তান। কারণ তার পিতা মৃতের ভাইয়ের পুত্র হিসেবে মৃতের আসাবার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ভাইয়ের কন্যার কন্যা যাবিল আরহাম হওয়ার পাশাপাশি আসাবার সন্তান নয়। কারণ তার মা মৃতের ভাইয়ের কন্যা। তার মা মৃতের আসাবা নয়; বরং সেও মৃতের যাবিল আরহাম। কাজেই মৃতের ভাইয়ের কন্যার কন্যা, মৃতের যাবিল আরহামের সন্তান, আসাবা নয়; বরং সেও মৃতের যাবিল আরহাম। কাজেই মৃতের ভাইয়ের কন্যার কন্যা, মৃতের যাবির আরহামের সন্তান, আসাবার সন্তান নয়। অতএব, মৃতের ভাইয়ের পুত্রের কন্যা জীবিত থাকলে মৃতের ভাইয়ের কন্যার কন্যা মিরাস পাবে না; বরং বঞ্চিত হবে।

উদাহরণ−২. সহোদর ভাইয়ের কন্যা ও সহোদর বোনের পুত্র।

উদাহরণ−৩. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও বৈমাত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র।

দ্বিতীয় উদাহরণে সহোদর ভাই আসাবা আর তার কন্যা আসাবার সন্তান। পক্ষান্তরে সহোদর বোন যাবিল আরহমা আর তাঁর পুত্র যাবিল আরহামের সন্তান। কাজেই আসাবার সন্তান জীবিত থাকতে যাবিল আরহামের সন্তান মিরাস পাবে না।

তৃতীয় উদাহরণও একই রকম। যদি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা এবং বৈমাত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র জীবিত থাকে, তাহলে এ ধরনের মাসআলার সমাধানে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন−

ক. ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র প্রযোজ্য হবে। কাজেই মাসআলা ৩ দ্বারা হবে। পুত্র পাবে ২ আর কন্যা পাবে ১ অংশ। যেমন−

মাসআলা−৩

মৃত

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র
১	২

খ. ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র প্রযোজ্য হবে না। কাজেই মাসআলা ২ দ্বারা সম্পন্ন হবে। যেমন−

মাসআলা−২

মৃত

বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় বোনের কন্যার পুত্র
১	১

عِنْدَ اَبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ كُلُّ الْمَالِ بَيْنَ فُرُوْعِ بَنِى الْاَعْيَانِ ثُمَّ بَيْنَ فُرُوْعِ بَنِى الْعَلَّاتِ ثُمَّ بَيْنَ فُرُوْعِ بَنِى الْاَخْيَافِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ اَرْبَاعًا بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ ثُلُثُ الْمَالِ بَيْنَ فُرُوْعِ بَنِى الْاَخْيَافِ عَلَى السَّوِيَّةِ اَثْلَاثًا لِاسْتِوَاءِ اُصُوْلِهِمْ فِى الْقِسْمَةِ وَالْبَاقِىْ بَيْنَ فُرُوْعِ بَنِى الْاَعْيَانِ اَنْصَافًا لِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ فِى الْاُصُوْلِ نِصْفُهُ لِبِنْتِ الْاَخِ نَصِيْبُ اَبِيْهَا وَ النِّصْفُ الْاٰخَرُ بَيْنَ وَلَدَىِ الْاُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ وَ تَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ ـ وَلَوْ تَرَكَ ثَلٰثَ بَنَاتِ بَنِىْ اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ

مسـ

اَلْاَخُ لِاَبٍ وَاُمٍّ	اَلْاَخُ لِاَبٍ	اَلْاَخُ لِاُمٍّ
اِبْنٌ	اِبْنٌ	اِبْنٌ
بِنْتٌ	بِنْتٌ	بِنْتٌ
١	م	م

اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ اِبْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ بِالْاِتِّفَاقِ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَلَهَا اَيْضًا قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট সমস্ত সম্পত্তি সহোদর ভাই-বোনদের সন্তানদের মধ্যে, অতঃপর (তারা না থাকা অবস্থায়) বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের সন্তানগণের মধ্যে, অতঃপর (তারা না থাকা অবস্থায়) বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের সন্তানদের মধ্যে 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান' নীতি অনুসারে শারীরিক সংখ্যানুযায়ী চার ভাগে বণ্টন হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট বৈপিত্রেয় পুত্রের সন্তানদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি সমানভাবে তিন অংশ করে বণ্টন করা হবে। কেননা বণ্টনের মধ্যে বৈপিত্রেয় বংশধরগণ সমান। আর অবশিষ্ট সম্পত্তি সহোদর পুত্রের সন্তানদের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক হিসাবে বংশধরদের (সন্তানদের) সংখ্যানুযায়ী অর্ধেক ভাতিজি তার বাপের অংশ হিসাবে পাবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক বোনের সন্তানদের মধ্যে 'এক পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান' শারীরিক সংখ্যানুযায়ী পাবে। আর (এমতাবস্থায়) মাসআলা নয় দ্বারা শুদ্ধ হবে। আর যদি নিম্নের চিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন বংশধরদের ভ্রাতুষ্পুত্রের তিন কন্যা রেখে মারা যায়।

মাসআলা–১

মৃত

সহোদর ভাই	বৈমাত্রেয় ভাই	বৈপিত্রেয় ভাই
পুত্র	পুত্র	পুত্র
কন্যা	কন্যা	কন্যা
১	বঞ্চিত	বঞ্চিত

তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্রের কন্যা পাবে। এতে সকলে একমত। কারণ সে আসাবার সন্তান এবং তার আত্মীয় সম্পর্কও শক্তিশালী।

শাব্দিক অনুবাদ : عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট يُقَسَّمُ বণ্টন করা হবে كُلُّ الْمَالِ সমস্ত সম্পত্তি بَيْنَ فُرُوْعِ সন্তানদের মধ্যে بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই বোনদের ثُمَّ بَيْنَ فُرُوْعِ অতঃপর সন্তানগণের মধ্যে بَنِى الْعَلَّاتِ বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের ثُمَّ بَيْنَ فُرُوْعِ অতঃপর সন্তানগণের মধ্যে بَنِى الْاَخْيَافِ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের لِلذَّكَرِ পুরুষের জন্য مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দু'নারীর সমান অংশ (হিসেবে) اَرْبَاعًا চারভাগে بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ শারীরিক সংখ্যানুযায়ী وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট يُقَسَّمُ বণ্টন করা হবে ثُلُثُ الْمَالِ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি بَيْنَ فُرُوْعِ সন্তানদের মধ্যে بَنِى الْاَخْيَافِ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের عَلَى السَّوِيَّةِ সমানভাবে اَثْلَاثًا তিন ভাগ করে لِاسْتِوَاءِ সমান হওয়ার কারণে اُصُوْلِهِمْ তাদের মূল তথা পূর্বপুরুষ فِى الْقِسْمَةِ বণ্টনের মধ্যে اَلْبَاقِىْ আর

অবশিষ্ট সম্পত্তি بَيْنَ فُرُوْعِ সন্তানদের মধ্যে بَنِى الْاَعْيَانِ সহোদরা ভাই-বোনদের اَنْصَافًا অর্ধেক অর্ধেক করে لِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ বংশধরদের সংখ্যানুযায়ী فِى الْاُصُوْلِ পূর্বপুরুষদের মধ্যে نِصْفُهٗ তার অর্ধেক لِبِنْتِ الْاَخِ ভাতিজির জন্য نَصِيْبُ اَبِيْهَا যা তার পিতার অংশ وَالنِّصْفُ الْاٰخَرُ এবং দ্বিতীয় (বাকি) অর্ধেক بَيْنَ وَلَدَىِ الْاُخْتِ বোনের সন্তানদের মধ্যে বণ্টন হবে لِلذَّكَرِ পুরুষের জন্য مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ দুই নারীর অংশের সমান (হিসেবে) بِاعْتِبَارِ الْاَبْدَانِ শারীরিক সংখ্যানুযায়ী وَتَصِحُّ আর মাসআলা তাসহীহ হবে مِنْ تِسْعَةٍ নয় দ্বারা وَلَوْ تَرَكَ আর যদি কেউ রেখে (মারা) যায় ثَلٰثَ بَنَاتٍ তিন কন্যা بَنِى اِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِيْنَ বিভিন্ন ভাইয়ের পুত্রের بِهٰذِهِ الصُّوْرَةِ (নিম্নের) এ চিত্র অনুযায়ী।

بِالْاِتِّفَاقِ সকলের সম্মতিতে اَلْمَالُ كُلُّهٗ তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি لِبِنْتِ ابْنِ الْاَخِ لِاَبٍ وَاُمٍّ সহোদরা ভাইয়ের ছেলের কন্যা পাবে لِاَنَّهَا কেননা সে وَلَدُ الْعَصَبَةِ আসাবার সন্তান وَلَهَا اَيْضًا قُوَّةُ الْقَرَابَةِ এবং তার আত্মীয় সম্পর্কও শক্তিশালী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رح) يُقَسَّمُ الْمَالُ الخ -এর আলোচনা : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বৈপিত্রেয়ী বোনকে দুই বোন হিসেবে মনে করেন। কেননা তার পুত্র জীবিত এবং কন্যাও জীবিত। আর বৈপিত্রেয় ভাই-এর শুধু এক কন্যা জীবিত হওয়ার কারণে তাকে কয়েক সংখ্যক বলে হিসাব ধরা হয় না। আর বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের অংশ সমান হওয়ার কারণে প্রথম পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দুই বৈপিত্রেয়ী বোনকে এবং এক বৈপিত্রেয় ভাই-এর উপর সমান তিন অংশ করে বণ্টন করা হবে। অতঃপর অবশিষ্ট দু'-তৃতীয়াংশের অর্ধেক সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্রকে তার পিতার অংশ হিসেবে দেওয়া হবে এবং বাকি অর্ধেককে তিন অংশ করে ভাগিনাকে দু' অংশ এবং ভাগিনীকে এক অংশ প্রদান করা হবে। যার চিত্র এই—

মাসআলা– ৩ তাসহীহ– ৯

মৃত

সহোদর ভ্রাতার কন্যা	সহোদর বোনের পুত্র	সহোদর ভ্রাতার কন্যা	বৈপিত্রেয় $\frac{1}{2}$ ভ্রাতার কন্যা	বৈপিত্রেয়ী বোনের কন্যা	বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র
৩	২	১	১	১	১
বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কন্যা	বৈমাত্রেয় ভ্রাতার কন্যা	বৈমাত্রেয় বোনের পুত্র			
বঞ্চিত	বঞ্চিত	বঞ্চিত			

অতএব বুঝা গেল যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর অভিমতে সহোদর ভাই-বোন জীবিত থাকা অবস্থায় বৈপিত্রেয়ী এবং বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তানগণ কিছুই পাবে না এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমতে সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বোনের সন্তানদের সাথে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সন্তানগণ ওয়ারিশ হয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ভাই এবং বোনের সন্তানদের মধ্যে যে পুরুষ হয়, তাকে দুই অংশ আর যে নারী হয়, সে এক অংশ পাবে ; চাই সে পুরুষ ভাইয়ের সন্তান হোক বা বোনের সন্তান হোক এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ভ্রাতার পূর্ণ অংশ তার সন্তানগণ পাবে ; চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, এমনিভাবে বোনের পূর্ণ অংশ তার সন্তানগণ পাবে। কিন্তু বোনের সন্তান যদি দু' জন হয়, তাহলে এক বোনকে দু'বোন, আর যদি তিন জন হয়, তাহলে এক বোনকে তিন বোন মনে করে পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বণ্টন করতে হবে। যেমনিভাবে বর্ণিত চিত্রের মধ্যে এক বোনকে দু' বোন মনে করে অর্ধেক সম্পত্তি বোনকে প্রদান করা হয়েছে। এ পৃষ্ঠার মূল বাক্যে যে চিত্র দেয়া হলো, তাতে সহোদরা ভাতিজির কন্যা এমন আসাবার কন্যা যে, বৈমাত্রেয়ী ভাতিজি হতে অগ্রগণ্য। অতএব আসাবার সন্তানও যাবিল অরহামের সন্তানের থেকে অগ্রগণ্য। সুতরাং বলা হলো যে, সম্পূর্ণ পরিত্যক্তের উপযুক্ত সহোদর ভাতিজার কন্যা হবে। আর বৈমাত্রেয় ভাতিজির কন্যা এবং বৈপিত্রেয় ভাতিজির কন্যা উভয়েই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। চিত্র নিম্নে দেয়া হলো–

মাসআলা– ১

মৃত

সহোদর ভ্রাতার পুত্রের কন্যা	বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের কন্যা	বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের কন্যা
১	বঞ্চিত	বঞ্চিত

فَصْلٌ فِى الصِّنْفِ الرَّابِعِ

চতুর্থ প্রকার (যাবিল আরহাম)-এর আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَلْحُكْمُ فِيهِمْ اَنَّهُ اِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ اِسْتَحَقَّ الْمَالُ كُلُّهُ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ وَاِنِ اجْتَمَعُوا وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا كَالْعَمَّاتِ وَالْاَعْمَامِ لِاُمٍّ اَوِ الْاَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْاَقْوٰى مِنْهُمْ اَوْلٰى بِالْاِجْمَاعِ اَعْنِى مَنْ كَانَ لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْلٰى مِمَّنْ كَانَ لِاَبٍ وَمَنْ كَانَ لِاَبٍ اَوْلٰى مِمَّنْ كَانَ لِاُمٍّ ذُكُوْرًا كَانُوْا اَوْ اُنَاثًا وَاِنْ كَانُوْا ذُكُوْرًا اَوْ اُنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ كِلَاهُمَا لِاُمٍّ اَوْخَالٍ وَخَالَةٍ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ اَوْ لِاُمٍّ وَاِنْ كَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُخْتَلِفًا فَلَا اِعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ كَعَمَّةٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَخَالَةٍ لِاُمٍّ اَوْ خَالَةٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَعَمَّةٍ لِاُمٍّ فَالثُّلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْاَبِ وَهُوَ نَصِيبُ الْاَبِ وَالثُّلُثُ لِقَرَابَةِ الْاُمِّ وَهُوَ نَصِيبُ الْاُمِّ ثُمَّ مَا اَصَابَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ كَمَا لَوِ اتَّحَدَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ ـ

সরল অনুবাদ : তাদের মধ্যে হুকুম এই যে, যদি তাদের মধ্য হতে শুধু একজন হয়, সে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকার কারণে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হবে। আর যদি অনেক অংশীদার একত্রিত হয় এবং তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক এক হয়, যেমন– বৈপিত্রেয়ী ফুফীগণ এবং চাচাগণ বা মামা এবং খালাগণ। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে যার নৈকট্যের সম্পর্ক মজবুত সে সর্ব সম্মতিক্রমে উত্তম। অর্থাৎ যে সহোদর সে বৈমাত্রেয় হতে অধিক উত্তম এবং যে বৈমাত্রেয় সে বৈপিত্রেয় হতে অধিক উত্তম। চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। আর যদি পুরুষ এবং নারী একত্রে হয়, এমতাবস্থায় যে তাদের আত্মীয় সম্পর্ক সমান, তাহলে 'এক পুরুষ দু' নারীর সমান' সূত্র অনুযায়ী অংশীদার হবে। যথা– চাচা ও ফুফী উভয়েই বৈপিত্রেয় (ভাই-বোন) অথবা– মামা ও খালা উভয়েই সহোদর অথবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয়। আর যদি তাদের আত্মীয় সম্পর্কের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়, তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কের শক্তি বিবেচনা করা হবে না। যথা– সহোদরা ফুফী এবং বৈপিত্রেয়ী খালা, অথবা সহোদরা খালা এবং বৈপিত্রেয়ী ফুফী। সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু'-তৃতীয়াংশ পিতার আত্মীয়গণ পাবে। তা হলো পিতার অংশ। আর এক-তৃতীয়াংশ মাতার আত্মীয়গণ পাবে। তা হলো মাতার অংশ। অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণী যা পাবে, তা তাদের (সে শ্রেণী) মধ্যেই বণ্টিত হবে। যেমন যদি তাদের আত্মীয় সম্পর্কের অবস্থা এক হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحُكْمُ فِيهِمْ তাদের মধ্যে হুকুম اَنَّهُ এই যে اِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ যদি তাদের মধ্য হতে শুধু একজন হয় اِسْتَحَقَّ তাহলে সে অধিকারী হবে اَلْمَالُ كُلُّهُ সম্পূর্ণ সম্পত্তির لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকার কারণে وَاِنِ اجْتَمَعُوا আর যদি অনেক অংশীদার একত্রিত হয় وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدٌ এবং তাদের আত্মীয়তার

সম্পর্কের দিক এক হয় أَوِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ كَالْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ لِأُمٍّ যেমন ফুফুগণ এবং বৈপিত্রেয় চাচাগণ অথবা মামা এবং খালাগণ فَالْأَقْوٰى এমতাবস্থায় যার আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক মজবুত مِنْهُمْ তাদের মধ্যে أَوْلٰى সে উত্তম তথা অগ্রাধিকার পাবে بِالْإِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে أَعْنِي অর্থাৎ مَنْ كَانَ لِأَبٍ وَأُمٍّ যে সহোদর أَوْلٰى সে অগ্রাধিকারী, উত্তম مِمَّنْ كَانَ لِأَبٍ যে বৈমাত্রেয় তার থেকে ذُكُورًا كَانُوا তারা পুরুষ হোক أَوْ أُنَاثًا অথবা নারী হোক وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ أُنَاثًا আর যদি তারা পুরুষ অথবা নারী হয় وَاسْتَوَتْ এবং সমান হয় قَرَابَتُهُمْ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক فَلِلذَّكَرِ তাহলে পুরুষের জন্য مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ দু'নারীর সমান অংশ كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ যেমন চাচা ও ফুফী كِلَاهُمَا لِأُمٍّ উভয়ে বৈপিত্রেয় (ভাই-বোন) أَوْخَالٍ وَخَالَةٍ অথবা মামা ও খালা كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ উভয়ে সহোদরা أَوْ لِأَبٍ অথবা বৈমাত্রেয় أَوْ لِأُمٍّ অথবা বৈপিত্রয় وَإِنْ كَانَ আর যদি হয় حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক مُخْتَلِفًا বিভিন্ন ধরনের فَلَا اعْتِبَارَ তাহলে বিবেচনা করা হবে না لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার সম্পর্কের শক্তি كَعَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ যেমন সহোদর ফুফী وَخَالَةٍ لِأُمٍّ এবং বৈপিত্রিয় খালা أَوْخَالَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ অথবা সহোদরা খালা وَعَمَّةٍ لِأُمٍّ এবং বৈপিত্রিয় ফুফী فَالثُّلُثَانِ সুতরাং পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু'তৃতীয়াংশ لِقَرَابَةِ الْأَبِ পিতার আত্মীয়গণ পাবে وَهُوَ نَصِيبُ الْأَبِ আর তা হলো পিতার অংশ وَالثُّلُثُ আর এক তৃতীয়াংশ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ মাতার আত্মীয়গণ পাবে وَهُوَ نَصِيبُ الْأُمِّ আর তা হলো মাতার অংশ ثُمَّ مَا أَصَابَ অতঃপর যা পাবে كُلُّ فَرِيقٍ প্রত্যেক শ্রেণী يُقْسَمُ তা বণ্টন করা হবে بَيْنَهُمْ তাদের মধ্যে كَمَا যেমন لَوِ اتَّحَدَ যদি এক হয়ে থাকে حَيِّزُ قَرَابَتِكُمْ তাদের আত্মীয় সম্পর্কের অবস্থা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الصِّنْفُ الرَّابِعُ **-এর আলোচনা :** মামা, খালা, ফুফুগণ এবং বৈপিত্রেয় চাচাগণ হচ্ছে, চতুর্থ প্রকার ذَوِي الْأَرْحَامِ -এর অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য মামা, খালা এবং ফুফুগণের ক্ষেত্রে কোনো দিক উল্লেখ করা হয়নি। কারণ মামা খালার ক্ষেত্রে মায়ের সহোদর, বৈপিত্রেয় ও বৈমাত্রেয় ভাইবোন সকলেই অন্তর্ভুক্ত। ফুফুগণের ক্ষেত্রে পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় সকল প্রকার বোন অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে চাচাগণের ক্ষেত্রে পিতার সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই ذَوِي الْأَرْحَامِ নয়; বরং তারা আসাবা। আর শুধু পিতার বৈপিত্রেয় ভাই মৃতের ذَوِي الْأَرْحَامِ -এর কারণেই চাচাগণের ক্ষেত্রে বৈপিত্রেয় হওয়ার قَيْد বা শর্তযুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং চতুর্থ প্রকার ذَوِي الْأَرْحَامِ -এর সর্বমোট ১০টি শ্রেণী রয়েছে। যথা–

১. সহোদর ফুফু, ২. বৈমাত্রেয় ফুফু, ৩. বৈপিত্রেয় ফুফু, ৪. বৈপিত্রেয় চাচা, ৫. সহোদর মামা, ৬. বৈমাত্রেয় মামা, ৭. বৈপিত্রেয় মামা, ৮. সহোদর খালা, ৯. বৈমাত্রেয় খালা ১০. বৈপিত্রেয় খালা।

প্রথম চার শ্রেণী হচ্ছে, পিতার দিকের আত্মীয় আর পরবর্তী ছয় শ্রেণী হচ্ছে মায়ের দিকের আত্মীয়। মৃতের সাথে সম্পর্কের দূরত্বের দিক থেকে এ দশ শ্রেণীর যাবিল আরহাম সকলেই সমান স্তরের। এ দশ শ্রেণীর যাবিল আরহামের দুটি অবস্থা রয়েছে। যথা–

اَلْحَالَةُ الْأُولٰى :

প্রথম অবস্থা : চতুর্থ প্রকার ذَوِي الْأَرْحَامِ-এর প্রথম অবস্থা হচ্ছে, জীবিত সকল ذَوِي الْأَرْحَامِ-এর সম্পর্কের দিক এক হওয়া। অর্থাৎ সকলেই মায়ের দিকের যাবিল আরহাম হওয়া, অথবা সকলেই পিতার দিকের ذَوِي الْأَرْحَامِ হওয়া।

اَلْحَالَةُ الثَّانِيَةُ :

দ্বিতীয় অবস্থা : চতুর্থ প্রকার ذَوِي الْأَرْحَامِ -এর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, মৃতের সাথে তাদের সম্পর্কের দিক ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। অর্থাৎ মৃতের সাথে তাদের কারো কারো সম্পর্ক মায়ের দিক থেকে আর কারো কারো সম্পর্ক পিতার দিক থেকে হওয়া।

اَلْحُكْمُ فِى الْحَالَةِ الْأُوْلٰى **তথা প্রথম অবস্থার বিধান :** চতুর্থ প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ যদি একাধিক হয় এবং সকলের সম্পর্কের দিক এক হয়, তাহলে মিরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে- يُقَدَّمُ الْأَقْوٰى وَلَوْ أُنْثٰى অর্থাৎ যারা সম্পর্কের দিক অধিক শক্তিশালী তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এমনকি সে নারী হলেও এ বিষয়ে সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেন। সম্পর্কের শক্তির বিচার হবে এভাবে-

ক. সহোদর বৈমাত্রেয় হতে শক্তিশালী।

খ. সহোদর বৈপিত্রেয় হতে শক্তিশালী।

গ. বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয় হতে শক্তিশালী।

আর যদি সকলের সম্পর্কের শক্তি সমান হয় এবং তারা পুরুষ নারী মিশ্রিত থাকে, তাহলে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ সূত্র প্রযোজ্য হবে। আর যদি সকলে একই শ্রেণীর তথা নর অথবা নারী হয়, তাহলে সমান হিসেবে অংশ পাবে। যেমন-

উদাহরণ-১ (উভয়ে মায়ের দিকের, উভয়ের সম্পর্কের শক্তিও সমপরিমাণ।)

মাসআলা-৩

মৃত

সহোদর মামা	সহোদর খালা
২	১

উদাহরণ-২ (উভয়ই পিতার দিকের, সম্পর্কের শক্তিও সমান তবে একজন পুরুষ অন্যজন নারী।)

মাসআলা-৩

মৃত

বৈপিত্রেয় চাচা	বৈপিত্রেয় ফুফু
২	১

উদাহরণ-৩ (সকলেই মায়ের দিকের, সকলের স্তর সমান, সম্পর্কের শক্তি সমান এবং সকলেই নারী।)

মাসআলা-৩

মৃত

সহোদর খালা	সহোদর খালা	সহোদর খালা
১	১	১

উদাহরণ-৪ (সকলে একই দিকের তবে সম্পর্কের শক্তি সমান নয়।)

মাসআলা-৩

মৃত

বৈমাত্রেয় খালা	বৈমাত্রেয় মামা	বৈপিত্রেয় খালা	বৈপিত্রেয় মামা
১	২	বঞ্চিত	বঞ্চিত

اَلْحُكْمُ فِى الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ **তথা দ্বিতীয় অবস্থার বিধান :** চতুর্থ প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ-এর দ্বিতীয় অবস্থা হলো, যদি তাদের সম্পর্কের দিক ভিন্ন হয়, অর্থাৎ কেউ মায়ের দিক থেকে সম্পর্কিত আবার কেউ পিতার দিক থেকে সম্পর্কিত হয়, তাহলে বিধান হলো, যারা মৃতের পিতার দিকের তারা পাবে দুই-তৃতীয়াংশ ($\frac{২}{৩}$) এবং যারা মৃতের মায়ের দিকের তারা পাবে এক-তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$)।

উদাহরণ-১ (একজন পিতার দিকের একজন মায়ের দিকের, দু'জনই নারী।)

মাসআলা-৩

মৃত

ফুফু	খালা
২	১

উদাহরণ–২ (পুরুষ পিতার দিকের, নারী মায়ের দিকের।)

মাআলা–৩

মৃত ————————————

বৈপিত্রেয় চাচা	খালা
২	১

উদাহরণ–৩ (নারী পিতার দিকের, পুরুষগণ মায়ের দিকের।)

মাসাআলা–৩ তাসহীহ–৯

মৃত ————————————

ফুফু	মামা	মামা	মামা
২/৬		১	
	১	১	১

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিধান হচ্ছে– لَا يُقَدَّمُ الْاَقْوٰى فِيْ جِهَةٍ عَلٰى غَيْرِهٖ فِيْ جِهَةٍ اُخْرٰى অর্থাৎ এক পক্ষের সম্পর্কের শক্তি অপর পক্ষের উপর প্রাধান্য পাবে না। যেমন পিতার দিকের কেউ বৈপিত্রেয় আর মাতার দিকের কেউ সহোদর, তাতে কারো প্রাধান্য হবে না। তবে একই দিকের কারো সম্পর্কের শক্তি বেশি আর কারো সম্পর্কের শক্তি কম এমন হলে, যার সম্পর্কের শক্তি কম তারা বঞ্চিত হবে।

উদাহরণ–১ (দু'জন দু'দিকের হওয়ায় সম্পর্কের শক্তির প্রাধান্য নেই।)

মাসআলা–৩

মৃত ————————————

সহোদর ফুফু	বৈমাত্রেয় খালা
২	১

উদাহরণ–২ (একদিকে একজনের উপর অপরজনের প্রাধান্য আছে।)

মাসআলা–৩

মৃত ————————————

ফুফু	সহোদর খালা	বৈমাত্রেয় খালা
২	১	বঞ্চিত

উদাহরণ–৩ (মায়ের দিকের সবার সম্পর্কের শক্তি সমান।)

মাসআলা–৪ তাসহীহ–১৫

মৃত ————————————

সহোদর ফুফু	বৈমাত্রেয় খালা	বৈমাত্রেয় মামা	বৈমাত্রেয় মামা
২/১০		১	
	১	২	২

قَوْلُهٗ اِذَا انْفَرَدَ وَاحِدٌ :

তৃতীয় অবস্থা : চতুর্থ প্রকার ذَوِي الْاَرْحَامِ -এর উল্লিখিত দুটি অবস্থা রয়েছে, যাকে তৃতীয় অবস্থা ধরা যায়। তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে শুধু একজন যাবিল আরহাম জীবিত থাকা। চাই সে মায়ের দিকের হোক কিংবা পিতার দিকের হোক, পুরুষ হোক কিংবা নারী। শুধু একজন জীবিত থাকলে বিধান হচ্ছে, সমুদয় সম্পত্তি সে একাই পাবে। কারণ সে ক্ষেত্রে সম্পদের অংশীদার হওয়ার মতো অন্য কেউ নেই।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانُوْا ذُكُوْرًا اَوْ اُنَاثًا :

সমপর্যায়ের নারী পুরুষের আলোচনা : যদি মৃতব্যক্তির এমন কতিপয় ذَوِي الْاَرْحَامِ জীবিত থাকে, যারা চতুর্থ প্রকারের যাবিল আরহাম এবং সকলেই একদিকের অর্থাৎ সকলেই মায়ের দিকের অথবা পিতার দিকের। আর তাদের কতিপয় হচ্ছে নারী আর কতিপয় পুরুষ। এমতাবস্থায় এক পুরুষ দুই নারীর সমান নীতি প্রযোজ্য হবে। যেমন–

উদাহরণ–১ (একই দিকের, একই স্তরের নারী পুরুষ)

মাসআলা–৩

মৃত ————————————

সহোদর চাচা	সহোদর ফুফু
২	১

উদাহরণ–২ (একই দিকের, একই স্তরের নারী পুরুষ)

মাসআলা–৫

মৃত

সহোদর চাচা	সহোদর ফুফু	সহোদর ফুফু	সহোদর ফুফু
২	১	১	১

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُخْتَلِفًا الخ –এর আলোচনা : যদি মৃতের এমন কতিপয় চতুর্থ প্রকারের ذَوِي الْأَرْحَامِ জীবিত থাকে, যাদের সম্পর্কের দিক ভিন্ন অর্থাৎ কতিপয় মায়ের দিকের আর কতিপয় পিতার দিকের। এমতাবস্থায় উভয় দিকের যাবিল আরহামই মিরাস পাবে। তবে যদি উভয় দিকে একজন করে হয় তাহলে যিনি পিতার দিকের তিনি পাবেন ২/৩ অংশ, যা মূলত মৃতের পিতার প্রাপ্য অংশ ছিল। আর যিনি মায়ের দিকের তিনি পাবেন ১/৩ অংশ, যা মূলত মৃতের মায়ের প্রাপ্য অংশ ছিল।

আর যদি মায়ের দিকের একাধিক ذَوِي الْأَرْحَامِ থাকে তাহলে যার সম্পর্কের শক্তি বেশি সে মায়ের ১/৩ অংশ পাবে এবং যার সম্পর্কের শক্তি কম সে বঞ্চিত হবে।

আর যদি কয়েকজনের সম্পর্কের শক্তি সমান হয়, আর কয়েকজনের কম হয়, তাহলে যাদের সম্পর্কের শক্তি কম তারা বঞ্চিত হবে। আর যে কয়জনের সম্পর্কের শক্তি সমান এবং অন্যদের তুলনায় বেশি তারা একশ্রেণী হলে ১/৩ অংশকে সমান ভাগ করা হবে। আর নারী ও পুরুষ মিশ্রিত হলে ১/৩ অংশকে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতির আলোকে ভাগ করা হবে।

পিতার দিকের যদি কয়েকজন থাকে আর তাদের সম্পর্কের শক্তি এক এবং সকলে একই শ্রেণী তথা নর অথবা নারী হয়, তাহলে পিতার ২/৩ অংশ সকলে সমভাবে পাবে। আর যদি নর নারী মিশ্রিত হয়, তাহলে ২/৩ অংশকে لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতিতে ভাগ করা হবে। আর যদি তাদের সম্পর্কের শক্তি সমান না হয়, তাহলে যাদের সম্পর্কের শক্তি বেশি তারা উল্লিখিত নিয়মে পিতার ২/৩ অংশ পাবে।

উদাহরণ–১ (পিতার দিকের ১ জন, মাতার দিকের ১ জন)

মাসআলা–৩

মৃত

বৈপিত্রেয় ফুফু	সহোদর মামা
২	১

উদাহরণ–২ (মায়ের দিকের একাধিক, সম্পর্কের বেশি শক্তি ১ জনের)

মাসআলা–৩

মৃত

সহোদর খালা	বৈমাত্রেয় মামা	সহোদর ফুফু
১	বঞ্চিত	২

উদাহরণ–৩ (মায়ের দিকের একাধিক, সম্পর্কের শক্তি বেশি কয়েক জনের)

মাসআলা–৩ তাসহীহ–১৫

মৃত

সহোদর খালা	সহোদর মামা	সহোদর মামা	বৈপিত্রেয় মামা	বৈমাত্রেয় খালা	সহোদর ফুফু
	১		বঞ্চিত	বঞ্চিত	২
১	২	২			১০

فَصْلٌ فِى اَوْلَادِهِمْ

চতুর্থ প্রকার (যাবিল আরহাম)-এর সন্তান-সন্ততিদের আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ اَعْنِىْ اَوْلٰهُمْ بِالْمِيْرَاثِ اَقْرَبُهُمْ اِلَى الْمَيِّتِ مِنْ اَىِّ جِهَةٍ كَانَ وَاِنْ اِسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَمَنْ كَانَتْ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فَهُوَ اَوْلٰى بِالْاِجْمَاعِ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ اَوْلٰى كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ كِلَاهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ اَوْ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِاَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاٰخَرُ لِاَبٍ اَلْمَالُ كُلُّهٗ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ فِىْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلٰى خَالَةٍ لِاَبٍ مَعَ كَوْنِهَا وَلَدُ ذِىْ رَحِمٍ هِىَ اَوْلٰى بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ مِنَ الْخَالَةِ لِاُمٍّ مَعَ كَوْنِهَا وَلَدُ الْوَارِثَةِ لِاَنَّ التَّرْجِيْحَ لِمَعْنًى فِيْهِ وَهُوَ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ اَوْلٰى مِنَ التَّرْجِيْحِ لِمَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ وَهُوَ الْاَدْلَاءُ بِالْوَارِثِ ـ

সরল অনুবাদ : তাদের মধ্যে হুকুম হলো যাবিল আরহামের প্রথম শ্রেণীর হুকুমের অনুরূপ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী যে দিক থেকে হোক সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বেশি অধিকারী। আর যদি সন্তানগণ নৈকট্যতার মধ্যে সমান হয় এবং তাদের আত্মীয় সম্পর্কও এক হয়, তাহলে যার আত্মীয় সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী সে সর্ব সম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বেশি অধিকারী হবে। আর যদি তারা নৈকট্যের ও আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে সমান হয় এবং তাদের আত্মীয় সম্পর্কের অবস্থা এক হয়, তাহলে আসাবার সন্তানই অধিক উত্তম। যেমন- চাচার কন্যা ও ফুফীর পুত্র, উভয়েই সহোদর হোক বা বৈমাত্রেয়। সম্পূর্ণ সম্পত্তি চাচার কন্যা পাবে। কেননা সে আসাবার কন্যা। আর যদি তারা উভয়ের একজন সহোদর হয় এবং অন্যজন বৈমাত্রেয়ী হয়, তাহলে যাহিরে রেওয়ায়াত অনুযায়ী সম্পূর্ণ মাল সে পাবে, যার আত্মীয় সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী। বৈমাত্রেয় খালার সঙ্গে অনুমান করে। যেহেতু সে যাবিল আরহামের সন্তান হয়ে বৈপিত্রেয়ী খালা হতে আত্মীয় সম্পর্কে অধিক শক্তিশালী, বৈপিত্রেয়ী খালা ওয়ারিশের কন্যা হয়েও। কেননা একটি কারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তা হলো আত্মীয় সম্পর্কের শক্তি অধিক উত্তম ঐ অগ্রাধিকার হতে যা অন্য কারণে অগ্রাধিকার এবং তা হলো 'ওয়ারিশের সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত হওয়া'।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْحُكْمُ فِيْهِمْ তাদের মধ্যে হুকুম হলো كَالْحُكْمِ فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর হুকুমের অনুরূপ اَعْنِىْ অর্থাৎ اَوْلٰهُمْ তাদের মধ্যে অগ্রাধিকারী হবে بِالْمِيْرَاثِ পরিত্যক্ত সম্পত্তির اَقْرَبُهُمْ তাদের যে অধিক নিকটবর্তী اِلَى الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির مِنْ اَىِّ جِهَةٍ যে দিক থেকে হোক وَاِنِ اسْتَوَوْا আর যদি তারা সমান হয় فِى الْقُرْبِ নৈকট্যতার মধ্যে وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا এবং তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও এক হয় فَمَنْ كَانَتْ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ তাহলে যার আত্মীয় সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী فَهُوَ اَوْلٰى সে অগ্রাধিকারী হবে بِالْاِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে وَاِنِ اسْتَوَوْا আর যদি তারা সমান হয় فِى الْقُرْبِ وَالْقَرَابَةِ নৈকট্যতা এবং আত্মীয়তার দিক থেকে وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا এবং তাদের আত্মীয়তার

সম্পর্ক এক হয় فَوَلَدُ الْعَصَبَةِ তাহলে আসাবার সন্তানগণ أَوْلَى অগ্রাধিকারী হবে كَبِنْتِ الْعَمِّ وَابْنِ الْعَمَّةِ যেমন চাচার কন্যা ও ফুফীর পুত্র كِلَاهُمَا তারা উভয়ে لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْلِأَبٍ সহোদরা অথবা বৈমাত্রেয় اَلْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ সম্পূর্ণ সম্পত্তি চাচার কন্যা পাবে لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ কেননা সে আসাবার সন্তান وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ আর যদি তাদের একজন সহোদর হয় وَالْأُخْرٰى لِأَبٍ এবং অন্যজন হয় বৈমাত্রেয় اَلْمَالُ كُلُّهُ তাহলে সকল সম্পত্তি সে পাবে لِمَنْ كَانَ لَهُ যার রয়েছে قُوَّةُ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক শক্তিশালী فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ যাহেরে রেওয়ায়েত অনুসারে قِيَاسًا عَلٰى خَالَةٍ لِأَبٍ বৈমাত্রেয় খালার সঙ্গে অনুমান করে مَعَ كَوْنِهَا সে হওয়া সত্ত্বেও وَلَدُ ذِى رَحِمٍ যাবিল আরহামের সন্তান هِىَ أَوْلٰى সে অগ্রাধিকারী بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার কারণে من الخالة لام বৈপিত্রেয় খালা থেকে مَعَ كَوْنِهَا وَلَدُ الْوَارِثَةِ ওয়ারিশের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও لِأَنَّ التَّرْجِيحَ কেননা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে لِمَعْنًى فِيهِ তাতে একটি কারণ থাকায় وَهُوَ আর তা হলো قُوَّةُ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার সম্পর্কের শক্তি أَوْلٰى অধিক উত্তম مِنَ التَّرْجِيحِ সে অগ্রাধিকার হতে لِمَعْنًى فِى غَيْرِهِ যা অন্যের কারণে হয়ে থাকে وَهُوَ আর তা হলো اَلْإِدْلَاءُ بِالْوَارِثِ ওয়ারিশের সম্পর্ক দ্বারা সম্পর্কিত হওয়া।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ উল্লেখের কারণ : পূর্ববর্তী তিন প্রকার যাবিল আরহামের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে তাদের সাথে সাথে তাদের সন্তানদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাই গ্রন্থকার (র.) তাদের সন্তানাদির আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছেন।

চতুর্থ প্রকারে সন্তানগণের বিবরণ : চতুর্থ প্রকার যাবিল আরহামের সন্তানদের আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) তাদের ৮টি অবস্থা উপস্থাপন করেন। অবস্থাগুলো নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হলো–

প্রথম অবস্থা : চতুর্থ প্রকার যাবিল আরহাম-এর সন্তানগণের প্রথম অবস্থা হচ্ছে, যাদের সম্পর্কের মাধ্যমে সংখ্যার দিক থেকে মৃতের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী, মিরাসের ক্ষেত্রে তারা দূরবর্তীদের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য। দূরবর্তীরা বঞ্চিত হবে। সে ব্যক্তি মৃতের পিতার দিকের হোক কিংবা মাতার দিকের হোক না। যেমন–

মাসআলা–১

মৃত

সহোদর খালার পুত্র	সহোদর মামার পুত্রের কন্যা	সহোদর খালার কন্যার পুত্র
১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

দ্বিতীয় অবস্থা : চতুর্থ প্রকার যাবিল আরহামের সন্তানগণের দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, তারা পিতার দিকের হোক কিংবা মাতার দিকের হোক মৃতের এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কের মাধ্যম সংখ্যার যদি সমান তথা এক স্তরের হয়, তাহলে যার সম্পর্ক বেশি শক্তিশালী হবে, সে বা তারা অন্যদের উপর প্রাধান্য পাবে। অন্যরা বঞ্চিত হবে। যেমন–

উদাহরণ–১ (সকলে পিতার দিকের, ১ জনের সম্পর্ক বেশি শক্তিশালী)

মাসআলা–১

মৃত

সহোদর ফুফুর পুত্র	বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা	বৈপিত্রেয় চাচার পুত্র
১	বঞ্চিত	বঞ্চিত

উদাহরণ–২ (সকলেই মাতার দিকের, ১ জনের সম্পর্কের শক্তির বেশি)

মাসআলা–১

মৃত

সহোদর খালার কন্যা	বৈমাত্রেয় খালার পুত্র	বৈপিত্রেয় মামার পুত্র
১	বঞ্চিত	বঞ্চিত

তৃতীয় অবস্থা : যদি চতুর্থ প্রকার যাবিল আরহামের এমন সন্তাগণ জীবিত থাকে, যাদের সম্পর্কের দূরত্ব এবং শক্তিও সমান, চাই তারা মৃতের পিতার পক্ষের হোক কিংবা, মাতার পক্ষের হোক, তাদের কিছুসংখ্যক হচ্ছে ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তান এবং কিছু সংখ্যক আসাবার সন্তান। এমতাবস্থায় আসাবার সন্তান অগ্রগণ্য হবে। যেমন–

(১ জন আসাবার সন্তান অন্যরা যাবিল আরহামের সন্তান)

মাসআলা–১

মৃত

সহোদর চাচার	বৈমাত্রেয় ফুফুর	বৈপিত্রেয় ফুফুর
কন্যা	পুত্র	কন্যা
১	(বঞ্চিত)	(বঞ্চিত)

বিশ্লেষণ : উক্ত মাসআলায় সহোদর চাচার কন্যা হচ্ছে, আসাবার সন্তান। কাজেই সমুদয় সম্পদ সহোদর চাচার কন্যা পাবে। আর বৈমাত্রেয় ফুফুর পুত্র এবং বৈপিত্রেয় ফুফুর কন্যা ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তান হওয়ায় বঞ্চিত হলো।

চতুর্থ অবস্থান : চতুর্থ প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ সন্তানগণের চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, তারা সকলে মাধ্যমগত দূরত্বের দিক থেকে একই স্তরের, কিন্তু তাদের সম্পর্কের দিক ভিন্ন ভিন্ন তথা কেউ মায়ের দিকের আর কেউ পিতার দিকের হলে যারা পিতার দিকের তারা পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ। আর যারা মাতার দিকের তারা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। এ ক্ষেত্রে একদিকের ذَوِى الْأَرْحَامِ গণের সাথে অপর পক্ষের ذَوِى الْأَرْحَامِ গণের সম্পর্কের শক্তির পার্থক্য বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। তবে প্রত্যেক পক্ষের লোকদের পরস্পরের মাঝে আত্মীয়তার শক্তির বিবেচিত হবে।

উদাহরণ–১ (স্তর এক, দিক ভিন্ন)

মাসআলা–৩

মৃত

সহোদর ফুফুর	বৈমাত্রেয় খালার
কন্যা	পুত্র
২	১

উদাহরণ–২ (এক পক্ষের পরস্পরের শক্তি বিবেচনা)

মাসআলা–৩

মৃত

সহোদর ফুফুর	সহোদর খালার	বৈমাত্রেয় মামার
কন্যা	কন্যা	পুত্র
২	১	(বঞ্চিত)

পঞ্চম অবস্থা : পঞ্চম অবস্থা হলো, মাধ্যমগত দূরত্বের দিক থেকে সকলে সমান। কিন্তু তাদের পূর্বসূরীগণের মধ্যে কেউ পুরুষ কেউ নারী। এ ক্ষেত্রে যে স্তরে প্রথম নর-নারীর মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়েছে, সর্বপ্রথম সে স্তরের নিয়মানুযায়ী তারা যা পেল সেটুকু নারীগণের বংশধরদের মাঝে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বণ্টন করতে হবে।

উদাহরণ–১ (পূর্বসূরিগণের মাঝে নর নারীর মিশ্রণ)

মাসআলা–৪ তাসহীহ–৮

মৃত

সহোদর খালার	সহোদর খালার	সহোদর মামার
১	১	২
পুত্রের	কন্যার	কন্যার
১	১	২
কন্যা	পুত্র + পুত্র	পুত্র
$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{১ \quad ১}$	$\frac{২}{৪}$

ষষ্ঠ অবস্থা : চতুর্থ শ্রেণী ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তানগণের ষষ্ঠ অবস্থা হলো, যদি তাদের সকলেই মাধ্যমগত দূরত্বের দিক থেকে সমান হয় এবং পূর্বসূরীদের মাঝে নারী পুরুষের মিশ্রণ থাকে, তাহলে প্রথম যে স্তরে মিশ্রণ আছে সে স্তরেই প্রথমে বণ্টনের হিসাব করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

১. নারী পক্ষ ও পুরুষ পক্ষ আলাদা করতে হবে। ২. ঐ স্তরের নারী এবং পুরুষকে পুরুষ গণ্য করতে হবে। ৩. কিন্তু তাদের অধঃস্তনের সংখ্যা তাদের মধ্যে ধরে নিতে হবে। ৪. নারী পক্ষের প্রাপ্ত অংশ শুধু তাদের বংশধরদের মাঝেই বণ্টন করতে হবে। ৫. পুরুষ পক্ষের প্রাপ্ত অংশ তাদের বংশধরদের মাঝেই বণ্টন করতে হবে। ৬. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ নীতি সকল স্তরে প্রযোজ্য হবে। যেমন–

(মাধ্যম সমান, উর্ধ্বস্তরে নর নারীর মিশ্রণ)

মৃত

সহোদর মামার (পুরুষ পক্ষ)		সহোদর খালার	সহোদর খালার	
		(নারী পক্ষ)		
৪		৩		
কন্যার		পুত্রের	কন্যার	
৪		২	১	
কন্যা	কন্যা	কন্যা	পুত্র	কন্যা
			১	
২/৬	২/৬	২/৬	২	১
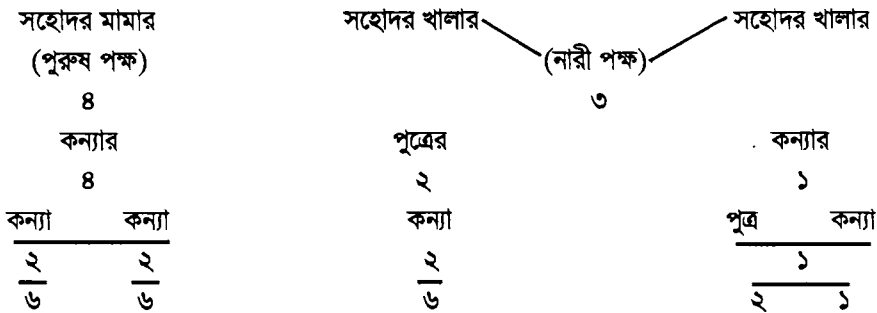
আলোচ্য মাসআলায় প্রথম স্তরে নারী পুরুষের মিশ্রণ দেখা দিয়েছে। পুরুষ পক্ষে রয়েছে মৃতের একজন সহোদর মামা আর নারী পক্ষে রয়েছে মৃতের দুজন সহোদর খালা। পুরুষ পক্ষের (সহোদর মামার) শেষ স্তরের বংশধর দুজন, সে হিসেবে তাকেও দুজন পুরুষের সমতুল্য ধরা হলো যা চার জন নারীর সমতুল্য। পক্ষান্তরে প্রথম খালার শেষ স্তরের বংশধর সংখ্যা ১, কাজেই তাকে একজন নারীর সমতুল্যই ধরা হলো। আর দ্বিতীয় খালার শেষ স্তরের বংশধর সংখ্যা ২, কাজেই তাকে দুজন নারীর সমতুল্য বিবেচনা করা হলো। এতে নারী পক্ষের অংশ হলো ৩ আর পুরুষ পক্ষের অংশ হলো ৪; মোট অংশের পরিমাণ (৩ + ৪) ৭; কাজেই মাসআলা ৭ দ্বারা আরম্ভ হবে। পুরুষ পক্ষ পাবে ৪ ভাগ এবং নারী পক্ষ পাবে ৩ ভাগ।

দ্বিতীয় স্তরে পুরুষ পক্ষের এক কন্যা তার পিতার প্রাপ্য ৪ অংশ পুরোটাই পেয়ে গেল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় স্তরে নারী পক্ষে রয়েছে এক কন্যা ও এক পুত্র। এতে এক পুত্র দুই কন্যার সমান হিসেবে তারা উভয়ে মিলে তিন কন্যার সমান হলো। কাজেই নারী পক্ষের প্রাপ্য ৩, তিন ভাগের ২ ভাগ পেল পুত্র আর ১ ভাগ পেল কন্যা।

তৃতীয় স্তরে পুরুষ পক্ষের দুই কন্যা। তারা উভয়েই তাদের মায়ের প্রাপ্য ৪ এর অর্ধেক করে পেল। যার পরিমাণ দাঁড়াল মৃতের মোট সম্পত্তির ২/৭, পক্ষান্তরে নারী পক্ষের তৃতীয় স্তরে রয়েছে দুই কন্যা ও এক পুত্র। এতে প্রথম খালার পুত্রের এক কন্যা তার পিতার প্রাপ্য ২/৭ অংশ পুরোটাই পেয়ে গেল। আর দ্বিতীয় খালার কন্যার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। এক পুত্র দুই কন্যার সমান। কাজেই তারা দুজন এক পুরুষ দুই নারীর সমান' নিয়মে তাদের মায়ের প্রাপ্য ১/৭ অংশকে ৩ ভাগ করে পুত্র ২ ও কন্যা ১ পাবে। ভগ্নাংশ ছাড়া এরূপ বণ্টন যেহেতু সম্ভব নয়, তাই তাদের বণ্টন সংখ্যা ৩-কে মূল মাসআলায় গুণ দিয়ে বণ্টন করতে হবে। সুতরাং তাসহীহ হলো– (৩×৭) = ২১। তন্মধ্যে দ্বিতীয় খালার কন্যা পেয়েছে ১ আর পুত্র পেয়েছে ২। প্রথম খালার পুত্রের কন্যা ৬ আর মামার উভয় কন্যা পেয়েছে (৬ + ৬) ১২।

সপ্তম অবস্থা : চতুর্থ প্রকার ذَوِى الْأَرْحَامِ -এর সন্তানগণের সপ্তম অবস্থা হচ্ছে অধঃস্তন বংশধরদের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের সম্পর্কের দিক সংখ্যা বিবেচনা করা হবে। অর্থাৎ এটা দেখা হবে যে কে কয়দিক থেকে মৃতের সাথে সম্পর্কিত। যেমন–

মাসআলা–৪

মৃত

সহোদর মামার | সহোদর খালার | সহোদর খালার

পুরুষ পক্ষ | পুত্রের | নারীপক্ষ

২ | | ২

কন্যার | পুত্রের | পুত্রের

২ | ১ | ১

পুত্র | | কন্যা

২ + ১ = ৩ | | ১
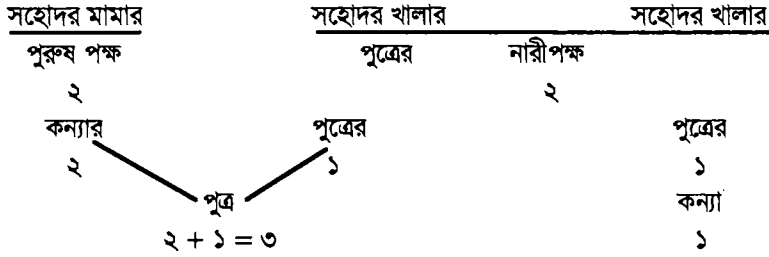
মাসআলার বিশ্লেষণ : এ মাসআলা মূলত ষষ্ঠ অবস্থার উদাহরণের মতোই। তবে পার্থক্য হলো, এখানে তৃতীয় স্তরের একপুত্র দুই সূত্রে মৃতব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। এ কারণে সে দুই দিক থেকেই মৃতব্যক্তির মিরাস প্রাপ্ত হবে।

অষ্টম অবস্থা : চতুর্থ প্রকার ذَوِى الْاَرْحَامِ-এর সন্তানগণের অষ্টম অবস্থা হলো– اِعْتِبَارُ جِهَاتِ الْاُصُوْلِ فِى الْفُرُوْعِ। অর্থাৎ শাখার হিসাব সম্পাদনের ক্ষেত্রে মূলের (নারী পুরুষ হওয়ার) দিক মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ যারা পুরুষ দলের সন্তান, তারা শুধু পুরুষ দলের অংশই পাবে। আর যারা নারী দলের সন্তান তারা শুধু নারী দলের অংশই পাবে। সপ্তম অবস্থার সাথে এর সম্পর্ক। সুতরাং সপ্তম অবস্থা দ্রষ্টব্য। উল্লেখ, প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

قَوْلُهٗ قِيَاسًا عَلٰى خَالَةِ الْاَبِ ا لخ-এর আলোচনা : অর্থাৎ চাচা এবং ফুফী হতে একজন সহোদর এবং অন্যজন বৈমাত্রেয় হওয়া অবস্থায় যে সহোদর তার সন্তান বৈমাত্রেয় সন্তানদের উপর অগ্রাধিকার হওয়া বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী খালার উপর অনুমান করে যে, বৈমাত্রেয় আত্মীয় সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার কারণে সে বৈপিত্রেয়ী খালার উপর অগ্রগণ্য। প্রকৃত পক্ষে বৈমাত্রেয়ী খালা নানার সন্তানের অন্তর্ভুক্ত যারা যাবিল আরহামের অন্তর্ভুক্ত। আর বৈপিত্রেয়ী খালা নানীর সন্তানের আওতাভুক্ত, যারা যাবিল ফুরূযের অন্তর্ভুক্ত। আর বৈমাত্রেয়ী খালার বংশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক শক্তিশালী, যা প্রাধান্য। আর বৈপিত্রেয়ী খালার বংশধরদের মধ্যে কারো প্রাধান্য নেই; বরং শুধু তার মাতা প্রাধান্য প্রাপ্ত। আর যার বংশধরদের মধ্যে প্রাধান্য হয়, তাকে প্রাধান্য দেয়া অধিক উত্তম, তার প্রাধান্য হতে যার বংশে প্রাধান্য নেই। যেহেতু যাহেরী রিওয়ায়াতের বিরুদ্ধে কিছু কিছু আলিমগণ বলেন যে, বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা আসাবার সন্তান হওয়ার কারণে সহোদরা ফুফীর সন্তানদের উপর অগ্রগণ্য, কিন্তু এ কথার উপর ফতোয়া নয়।

قَوْلُهٗ لِمَنْ كَانَ لَهٗ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ-এর আলোচনা : চাচা ফুফুর ক্ষেত্রে যদি একজন সহোদর এবং অপরজন বৈমাত্রেয় হয়, এমতাবস্থায় যিনি সহোদর তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে আর অপরজন বঞ্চিত হবে। কারণ তাদের দুজনই মাধ্যমগত দিক থেকে সমান দূরত্বের এবং যিনি সহোদর তার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, "মাধ্যমগত দূরত্ব সমান হলে সম্পর্কের অবস্থা দেখতে হবে, যার সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী সেই সম্পদের অংশ পাবে আর যার সম্পর্কের শক্তি কম সে বঞ্চিত হবে।" অতএব সন্তানের বেলায়ও সহোদরের সন্তান মিরাস তথা অংশ পাবে। আর বৈমাত্রেয়-এর সন্তান বঞ্চিত হবে।

এখানে সহোদরকে বৈমাত্রেয়-এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার নিয়মটি বৈমাত্রেয় এবং বৈপিত্রেয় খালার বিধানের উপর কেয়াস করে প্রদান করা হয়েছে। কেননা, বৈমাত্রেয় খালা সম্পর্কের দিক থেকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বৈপিত্রেয় খালার উপর প্রাধান্য পাবে। এখানে মূলত বৈমাত্রেয় খালা নানার সন্তান হওয়ার কারণে ذَوِى الْاَرْحَامِ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর বৈপিত্রেয় খালা নানীর সন্তান হওয়ার কারণে ذَوِى الْفُرُوْضِ -এর অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও সম্পর্ক অধিক নিকটবর্তী হওয়ার কারণে বৈমাত্রেয় খালা প্রাধান্য পেলেন এবং তার বংশধরগণও অগ্রগণ্য হলো। অথচ বৈপিত্রেয় খালার বংশধরদের মধ্যে কারো প্রাধান্য নেই; বরং শুধু তার মা ذَوِى الْفُرُوْضِ হিসেবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। আর যার বংশধরগণের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হতে ঐ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া উত্তম, যার বংশধরদের মাঝে প্রাধান্য হয়।

কারো কারো মতে, বৈমাত্রেয় চাচার কন্যা আসাবার সন্তান হওয়ার কারণে সহোদর ফুফুর সন্তানদের উপর প্রাধান্য পাবে। তবে এর উপর ফতোয়া দেওয়া হয়নি।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ اَلْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَبٍ لِأَنَّهَا وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ وَلٰكِنِ اخْتَلَفَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ فَلَا اِعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَلَا لِوَلَدِ الْعَصَبَةِ فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيَاسًا عَلٰى عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ كَوْنِهَا ذَاتَ الْقَرَابَتَيْنِ وَ وَلَدُ الْوَارِثِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ هِيَ لَيْسَتْ بِأَوْلٰى مِنَ الْخَالَةِ لِأَبٍ اَوْ لِأُمٍّ لٰكِنَّ الثُّلُثَيْنِ لِمَنْ يُّدْلِيْ بِقَرَابَةِ الْأَبِ فَتُعْتَبَرُ فِيْهِمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ثُمَّ وَلَدُ الْعَصَبَةِ وَالثُّلُثُ لِمَنْ يُّدْلِيْ بِقَرَابَةِ الْأُمِّ وَتُعْتَبَرُ فِيْهِمْ قُوَّةُ الْقَرَابَةِ ـ ثُمَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا اَصَابَ كُلَّ فَرِيْقٍ يُقَسَّمُ عَلٰى اَبْدَانِ فُرُوْعِهِمْ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْجِهَاتِ فِى الْفُرُوْعِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ اِخْتَلَفَ مَعَ اِعْتِبَارِ عَدَدِ الْفُرُوْعِ وَالْجِهَاتِ فِي الْاُصُوْلِ كَمَا فِي الصِّنْفِ الْاَوَّلِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ هٰذَا الْحُكْمُ اِلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَيْهِ وَخُؤُوْلَتِهِمَا ثُمَّ اِلٰى اَوْلَادِهِمْ ثُمَّ اِلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَيْهِ وَخُؤُوْلَتِهِمَا اِلٰى اَوْلَادِهِمْ كَمَا فِى الْعَصَبَاتِ ـ

সরল অনুবাদ : তাদের কেউ কেউ বলেন, সম্পূর্ণ মাল বৈমাত্রেয় চাচার কন্যার জন্য। কেননা সে আসাবার সন্তান। আর যদি সকলেই আত্মীয় সম্পর্কে সমান হয়, কিন্তু যদি তাদের আত্মীয় সম্পর্ক বিভিন্ন হয়, তাহলে যাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী আত্মীয়তার শক্তি ও আসাবার সন্তানের সম্পর্কের বিবেচনা করা যাবে না। এ হুকুম সহোদরা ফুফীর উপর অনুমান করে। কেননা সে দু'দিকের অত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পৃক্ত। আর দু' দিক দিয়ে সম্পর্কের ওয়ারিশ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সে বৈমাত্রেয়ী বা বৈপিত্রেয়ী খালা হতে উত্তম নয়। কিন্তু পিতার দিকে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক সে দু'-তৃতীয়াংশ পাবে। সুতরাং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার শক্তি বিবেচনা করা হবে। অতঃপর আসাবার সন্তান। আর মাতার দিকে যার আত্মীয় বিদ্যমান, সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে এবং তাদের মধ্যে আত্মীয়তার শক্তি বিবেচনা করা হবে। অতঃপর আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে, প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ যা পাবে, তা তাদের বংশধরদের উপর সংখ্যানুযায়ী বণ্টন করা যাবে। বংশধরদের মধ্যে আত্মীয়তার দিকের সংখ্যার বিবেচনা করে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, প্রথম যে স্তরের নর-নারী বিভিন্নতা হয়, সেখানেই বংশধরদের সংখ্যা হিসেবে এবং পূর্ব আত্মীয়তার দিক বিবেচনা করে সম্পত্তি বণ্টন করা হবে, যেমন– প্রথম শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয়। অতঃপর এ হুকুম মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার চাচা, ফুফী এবং খালার উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, অতঃপর তাদের সন্তানদের প্রতি, অতঃপর মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতার চাচা, ফুফী এবং উভয়ের সন্তানদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে, যেমনিভাবে আসাবাদের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ তাদের কেউ কেউ বলেন اَلْمَالُ كُلُّهُ সম্পূর্ণ সম্পত্তি لِبِنْتِ الْعَمِّ لِأَبٍ বৈমাত্রেয় চাচার কন্যার জন্য لِأَنَّهَا কেননা সে وَلَدُ الْعَصَبَةِ আসাবার সন্তান وَاِنِ اسْتَوَوْا আর যদি তারা সকলে সমান হয় فِى الْقُرْبِ আত্মীয় সম্পর্কে وَلٰكِنِ কিন্তু اخْتَلَفَ যদি বিভিন্ন হয় حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ তাদের আত্মীয় সম্পর্ক فَلَا اِعْتِبَارَ তাহলে বিবেচনা করা হবে না لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার শক্তি وَلَا لِوَلَدِ الْعَصَبَةِ এবং আসাবার সন্তানের فِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ যাহিরে রেওয়ায়েত অনুযায়ী قِيَاسًا অনুমান করে عَلٰى عَمَّةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ সহোদরা ফুফীর উপর مَعَ كَوْنِهَا সে হওয়া সত্ত্বেও ذَاتَ

الْقَرَابَتَيْنِ দুদিকের আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পৃক্ত وَوَلَدُ الْوَارِثِ আর ওয়ারিশের সন্তান مِنَ الْجِهَتَيْنِ দু'দিক দিয়ে সম্পর্কের لٰكِنَّ الثُّلُثَيْنِ সে هِيَ لَيْسَتْ بِاَوْلٰى অগ্রাধিকারী নয়, উত্তম নয় مِنَ الْخَالَةِ لِاَبٍ اَوْ لِاُمٍّ বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় খালা হতে কিন্তু দু' তৃতীয়াংশ পাবে لِمَنْ يُدْلِىْ بِقَرَابَةِ الْاَبِ পিতার দিকে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক فَتُعْتَبَرُ সুতরাং বিবেচনা করা হবে فِيْهِمْ তাদের মধ্যে قُوَّةُ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার সম্পর্ক ثُمَّ وَلَدُ الْعَصَبَةِ অতঃপর আসাবার সন্তান وَالثُّلُثُ আর এক তৃতীয়াংশ পাবে مَنْ يُدْلِىْ بِقَرَابَةِ الْاُمِّ মাতার দিকে যার আত্মীয়তা বিদ্যমান وَتُعْتَبَرُ এবং বিবেচনা করা হবে فِيْهِمْ তাদের মধ্যে قُوَّةُ الْقَرَابَةِ আত্মীয়তার শক্তি (رح) ثُمَّ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ অতঃপর ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে كُلُّ مَا اَصَابَ যা পাবে فَرِيْقٍ প্রত্যেক শ্রেণীর অংশীদারগণ يُقَسَّمُ তা বণ্টন করা হবে عَلٰى اَبْدَانِ فُرُوْعِهِمْ তাদের বংশধরদের উপর مَعَ اِعْتِبَارِ বিবেচনায় عَدَدِ الْجِهَاتِ আত্মীয়তার দিকসমূহের সংখ্যানুযায়ী فِى الْفُرُوْعِ বংশধরদের মধ্যে (رح) وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে يُقَسَّمُ الْمَالُ সম্পত্তি বণ্টন করা হবে عَلٰى اَوَّلِ بَطْنٍ সে প্রথম স্তরে اِخْتَلَفَ যে স্তরে নরনারীর ভিন্নতা হয় مَعَ اِعْتِبَارِ বিবেচনায় عَدَدِ الْفُرُوْعِ বংশধরদের সংখ্যার وَالْجِهَاتِ فِى الْاُصُوْلِ পূর্ব আত্মীয়তার দিক বিবেচনা করে كَمَا যেমন فِى الصِّنْفِ الْاَوَّلِ প্রথম শ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হয় ثُمَّ يَنْتَقِلُ অতঃপর প্রত্যাবর্তিত হয় هٰذَا الْحُكْمُ এ হুকুম ثُمَّ اِلٰى عَلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَيْهِ মৃত ব্যক্তির পিতামাতার ফুফীর দিকে وَخُؤُوْلَتِهِمَا এবং উভয়ের খালার দিকে اَوْلَادِهِمْ অতঃপর তাদের সন্তানের প্রতি ثُمَّ اِلٰى جِهَةِ عُمُوْمَةِ اَبَوَيْهِ অতঃপর মৃত ব্যক্তির পিতামাতার ফুফুর দিকে وَخُؤُوْلَتِهِمَا এবং উভয়ের খালার প্রতি اِلٰى اَوْلَادِهِمْ এবং তাদের সন্তানের প্রতি كَمَا যেমনিভাবে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে فِى الْعَصَبَاتِ আসাবাদের মধ্যে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنِ اسْتَوَوْا فِى الْقُرْبِ **-এর আলোচনা :** উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে যদি কতিপয় পিতার দিকের আর কতিপয় মাতার দিকের এবং মাধ্যমগত দিক থেকে সবাই সমান স্তরের হয়, তাহলে এক্ষেত্রে সম্পর্কের শক্তি বিবেচ্য বিষয়। আসাবার সন্তান হওয়া না হওয়া বিবেচ্য নয়। একথাটি সহোদর ফুফুর বিধানের উপর কেয়াস করে বলা হয়েছে। কারণ, তিনি মৃতব্যক্তির দাদা ও দাদীর উভয় দিক থেকেই আত্মীয়। কাজেই সে দুই দিক থেকে ওয়ারিশের সন্তান। এতদসত্ত্বেও এ ফুফু পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতার দিকের হিসেবে খালা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, সম্পর্কের দিক ভিন্ন হলে সেক্ষেত্রে সম্পর্কের শক্তি বিবেচ্য নয়।

قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلٰى عَمَّةٍ لِاَبٍ وَاُمٍّ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ কিছু সন্তান মাতার দিক হতে এবং কিছু সন্তান পিতার দিক হতে আত্মীয়তার স্তরে সমান হওয়া অবস্থায় আত্মীয়তার শক্তি এবং আসাবার সন্তান হওয়ার বিবেচনা যাহিরে রিওয়ায়াত মতে না হওয়া সহোদরা ফুফীর উপর অনুমান করে যে, সে মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা উভয়ের দিক হতে আত্মীয়। আর উভয়েই মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ হওয়ার কারণে ফুফী দু' দিক হতে ওয়রিশের সন্তান, কিন্তু এ ফুফী বৈমাত্রেয়ী এবং বৈপিত্রেয়ী খালার উপর অগ্রগণ্য নয় ; বরং ফুফী সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং খালা এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে।

এতে বুঝা গেল যে, আত্মীয়তার দিক বিভিন্ন হওয়ার সময় আত্মীয়তার শক্তি শক্তিশালী বিবেচ্য নয়।

قَوْلُهُ ثُمَّ يَنْتَقِلُ هٰذَا الْحُكْمُ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির চাচা, ফুফী, খালা এবং মামা অথবা তাদের সন্তান যদি না হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে পিতা-মাতার চাচা, ফুফী, মামা এবং খালা, অথবা তাদের সন্তানদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি এ সকল লোকগণ জীবিত না থাকে ; বরং মৃতের দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর চাচা, ফুফী, মামা এবং খালা বর্তমান থাকে, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাদের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি তারাও না থাকে এবং তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আর যদি বর্ণিত অংশীদারদের মধ্যে শুধু একজন জীবিত থাকে, তাহলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবে। আর যদি কয়েক অংশীদার থাকে এবং সকলের আত্মীয়তার দিক এক হয়। যেমন– মাতার দিক হতে হয়, তাহলে যার আত্মীয় সম্পর্ক শক্তিশালী সে সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে ; চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী। আর যদি সকলের আত্মীয় সম্পর্ক এক দিক হতে হয় এবং তাদের আত্মীয় সম্পর্ক সমান হয়, তাহলে 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান' সূত্র অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। আর যদি আত্মীয় সম্পর্ক বিভিন্ন হয়, তাহলে বাপের দিক হতে যে ব্যক্তি আত্মীয় সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং যে মাতার দিক হতে আত্মীয় সে এক-তৃতীয়াংশ পাবে। এ কথার প্রতিই লেখক ইঙ্গিত করেছেন।

فَصْلٌ فِى الْخُنْثٰى

খোজার ওয়ারিশী স্বত্ব লাভের নীতিমালা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

لِلْخُنْثٰى الْمُشْكِلِ اَقَلُّ النَّصِيْبَيْنِ اَعْنِىْ اَسْوَأَ الْحَالَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَصْحَابِهٖ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى كَمَا اِذَا تَرَكَ اِبْنًا وَبِنْتًا وَخُنْثٰى لِلْخُنْثٰى نَصِيْبُ بِنْتٍ لِاَنَّهٗ مُتَيَقَّنٌ وَعِنْدَ الشَّعْبِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِلْخُنْثٰى نِصْفُ نَصِيْبَيْنِ بِالْمُنَازَعَةِ وَاخْتَلَفَا فِىْ تَخْرِيْجِ قَوْلِ الشَّعْبِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ـ

সরল অনুবাদ : খুনছায়ে মুশকিলদের জন্য অপেক্ষাকৃত দু' অংশের কম অংশ, অর্থাৎ দু' অবস্থার নিম্নতম অবস্থা। এটা আবূ হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের অভিমত। এটি অধিকাংশ সাহাবীগণের অভিমত। এর উপরই ফতোয়া। যেমন– কেউ এক পুত্র, এক কন্যা এবং এক খোজা রেখে মৃত্যুবরণ করল। এমতাবস্থায় খোজা ব্যক্তি কন্যার অংশের সমপরিমাণ পাবে। কেননা এ অংশ সন্দেহমুক্ত। ইমাম শা'বী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট দ্বন্দ্ব-কলহের কারণে খোজা ব্যক্তি উভয়ের অংশ হতে অর্ধেক অর্ধেক পাবে। ইমাম শা'বী (র.)-এর উক্তি বের করতে গিয়ে সাহেবাইন (র.) এর ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : لِلْخُنْثٰى الْمُشْكِلِ খুনছায়ে মুশকিলদের জন্য اَقَلُّ (অপেক্ষাকৃত) কম অংশ النَّصِيْبَيْنِ দু'অংশের اَعْنِىْ অর্থাৎ اَسْوَأَ الْحَالَيْنِ দু'অবস্থার নিম্নতম অবস্থা عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে وَاَصْحَابِهٖ এবং তার অনুসারীদের মতে وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ (رضـ) আর এটাই অধিকাংশ সাহাবীগণের অভিমত وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى এবং এর উপরই ফতোয়া كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ যদি কেউ রেখে মৃত্যুবরণ করল اِبْنًا وَبِنْتًا وَخُنْثٰى এক পুত্র, এক কন্যা এবং এক খোজা لِلْخُنْثٰى এমতাবস্থায় খোজার জন্য نَصِيْبُ بِنْتٍ এক কন্যার অংশের সমপরিমাণ (নির্ধারীত) হবে لِاَنَّهٗ مُتَيَقَّنٌ কেননা এ অংশ নিশ্চিত, সন্দেহ মুক্ত وَعِنْدَ الشَّعْبِىِّ (رحـ) ইমাম শা'বী (র.)-এর নিকট وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) আর এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এরও অভিমত لِلْخُنْثٰى খোজা পাবে نِصْفُ অর্ধেক نَصِيْبَيْنِ উভয় অংশের بِالْمُنَازَعَةِ পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহের কারণে وَاخْتَلَفَا তারা উভয়ে (সাহেবাইন) ভিন্নমত পোষণ করেছেন فِىْ تَخْرِيْجِ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে قَوْلِ الشَّعْبِىِّ (رحـ) ইমাম শা'বীর উক্তির।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الخ :

خُنْثٰى -এর আভিধানিক সংজ্ঞা : আভিধানিক দৃষ্টিতে خُنْثٰى শব্দটি একবচন; বহুবচনে اَخْنَاثٰى যা (خ ـ ن ـ ث) মূলবর্ণ হতে নির্গত। এর অর্থ নিম্নরূপ–

১. বিপরীত দিকে ব্যবহার করা, ২. ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, ৩. উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী, ৪. খোজা বা হিজড়া ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : خُنْثٰى -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়–

اَلْخُنْثٰى فِى الشَّرْعِ شَخْصٌ لَهٗ اٰلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اَوْ لَيْسَ لَهٗ شَيْءٌ مِنْهُمَا اَصْلًا ـ

অর্থাৎ যার মাঝে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই বিদ্যমান অথবা এতদুভয়ের কোনোটিই নেই, তাকে خُنْثٰى (খোজা) বলে।

تَعْرِيْفُ خُنْثَى الْمُشْكِلِ :

খুনসায়ে মুশকিলের পরিচয় : اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ শব্দদ্বয় مُرَكَّبْ تَوْصِيْفِى -এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যকার خُنْثَى শব্দের প্রচলিত অর্থ– খোজা, হিজড়া বা উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট প্রাণী।

আর مُشْكِلْ শব্দটি اِشْكَالْ মাসদার হতে اِسْم فَاعِلْ -এর সীগাহ। এর অর্থ– জটিল, সমস্যাসঙ্কুল, সন্দেহপূর্ণ, অনিশ্চিত, দুর্বোধ্য ইত্যাদি। সুতরাং اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ শব্দদ্বয়ের সমন্বিত অর্থ হলো– দুর্বোধ্য খোজা।

আর পরিভাষায় اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ হলো–

١- اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ هُوَ شَخْصٌ لَهُ اٰلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ اَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا اَصْلًا وَلَا يُرَجَّحُ اَحَدُهُمَا عَلَى الْاٰخَرِ .

অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার মাঝে পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই বিদ্যমান বা এতদুভয়ের কোনোটিই বিদ্যমান নেই, এমনকি এতদুভয়ের কোনোটিকেই অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যায় না, তাকে اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ বা দুর্বোধ্য খোজা বলে।

٢- اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ هُوَ شَخْصٌ لَهُ اٰلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ مِنْهُمَا اَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا وَيَخْرُجُ الْبَوْلُ بِالسُّرَّةِ .

অর্থাৎ যার মাঝে পুংলিঙ্গ উভয়ই বিদ্যমান এবং উভয়লিঙ্গ হতে পেশাব বের হয়। অথবা যার মাঝে (পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ) এতদুভয়ের কোনোটিই বিদ্যমান নেই; বরং নাভী দ্বারা পেশাব বের হয়। তাকে خُنْثَى الْمُشْكِلُ বা দুর্বোধ্য খোজা বলে।

৩. অথবা, اَلْخُنْثَى الْمُشْكِلُ এমন খোজাকে বলে, যাকে পুরুষ বা নারী হওয়ার মীমাংসা দেওয়া মুশকিল।

মোটকথা, যার শরীরে পুরুষাঙ্গ ও যৌনাঙ্গ উভয় থাকে, অথবা উভয়টি কোনোটি নেই, তাকে খোজা বলে। অতঃপর উভয় লিঙ্গ থাকা অবস্থায় যদি উভয় লিঙ্গ হতে প্রস্রাব বের হয়, অথবা পুরুষাঙ্গ ও যৌনাঙ্গ কোনোটিই না থাকে; বরং নাভী দ্বারা প্রশ্রাব বের হয়, সে হলো দুর্বোধ্য খোজা অর্থাৎ এমন খোজা যাকে পুরুষ অথবা নারী হওয়ার মীমাংসা দেওয়া মুশকিল। সমস্ত সাহাবী এবং হানাফী বিশেষজ্ঞদের নিকট যদি খোজাকে নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় কম অংশ পায়, তাহলে নারী সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি খোজাকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় কম অংশ পায়, তাহলে পুরুষ সাব্যস্ত করা হবে।

اَقَلُّ النَّصِيْبَيْنِ -এর ব্যাখ্যায় اَسْوَأُ الْحَالَيْنِ বলার কারণ : গ্রন্থকার (র.)-এর বক্তব্য اَقَلُّ النَّصِيْبَيْنِ -এর ব্যাখ্যা اَسْوَأُ الْحَالَيْنِ দ্বারা করার কারণ হলো এই যে, কখনো কখনো খোজাকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় সে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এবং নারী সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যেমন– যদি কোনো স্ত্রীলোক স্বামী, এক সহোদরা বোন এবং এক বৈপিত্রেয় খোজা রেখে মারা গেল, তাহলে খোজা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হওয়ার জন্য। কেননা এ খোজাকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। আর اَسْوَأُ الْحَالَيْنِ দ্বারা ব্যাখ্যা না করা অবস্থায় বর্ণিত অবস্থা অনুযায়ী খোজাকে নারী সাব্যস্ত করা اَقَلُّ النَّصِيْبَيْنِ দ্বারা বুঝা যায় না। কিতাবের মধ্যে যে অবস্থা বর্ণিত করা হয়েছে তার চিত্র এই—

মাসআলা–৪

মৃত

পুত্র	কন্যা	খোজা
২	১	১

قَوْلُهُ بِالْمُنَازَعَةِ الخ -এর বিশ্লেষণ : অর্থাৎ খোজা এবং অন্যান্য ওয়ারিশগণের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি হওয়ার কারণ বিদ্যমান। কেননা খোজা নিজেই পুরুষ হওয়ার দাবি করবে, যেন সে বেশি অংশ পায় এবং অন্যান্য অংশীদারগণ বলবে যে, সে স্ত্রীলোক, যেন সে কম অংশ পায়।

قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْاِبْنِ سَهْمٌ وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ سَهْمٍ وَلِلْخُنْثٰى ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ لِاَنَّ الْخُنْثٰى يَسْتَحِقُّ سَهْمًا اِنْ كَانَ ذَكَرًا وَنِصْفَ سَهْمٍ اِنْ كَانَ اُنْثٰى وَهٰذَا مُتَيَقَّنٌ فَيَاْخُذُ نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ اَوِ النِّصْفَ الْمُتَيَقَّنَ مَعَ نِصْفِ النِّصْفِ الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ فَصَارَتْ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ وَمَجْمُوْعُ الْاَنْصِبَاءِ سَهْمَانِ وَ رُبُعُ سَهْمٍ لِاَنَّهٗ يَعْتَبِرُ السِّهَامَ وَالْعَوْلَ وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ اَوْ نَقُوْلُ لِلْاِبْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ وَلِلْخُنْثٰى نِصْفٌ وَهُوَ سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْمٍ -

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, বর্ণিত মাসআলায় পুত্রের এক অংশ, কন্যার জন্য অর্ধাংশ এবং খোজার জন্য এক অংশের চার ভাগের তিন ভাগ। কেননা খোজা ব্যক্তি যদি পুরুষ হতো, তাহলে এক অংশ পেত। আর অর্ধাংশ পেত যদি নারী হতো; এটি সন্দেহহীন। সুতরাং সে উভয়ের অংশের অর্ধেক করে পাবে। অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ থাকায় এক অর্ধাংশের অর্ধেকের সাথে সন্দেহহীন অর্ধাংশ পাবে। সুতরাং তার (খোজার) জন্য এক অংশের চার ভাগের তিন ভাগ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। আর সম্পূর্ণ অংশ হলো দু' অংশ এবং এক-চতুর্থাংশ। কেননা তিনি [ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)] অংশ এবং আওলকে এক বিবেচনা করেন। আর বর্ণিত মাসআলা নয় দ্বারা তাসহীহ (শুদ্ধ) হবে। অথবা আমরা বলব, পুত্রের জন্য দুই অংশ, কন্যার জন্য এক অংশ এবং খোজার জন্য অর্ধাংশ। আর তা হলো এক অংশ এবং এক অংশের অর্ধাংশ।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رح ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন لِلْاِبْنِ سَهْمٌ পুত্রের জন্য এক অংশ وَلِلْبِنْتِ نِصْفُ سَهْمٍ কন্যার জন্য অর্ধাংশ وَلِلْخُنْثٰى আর খুনছার জন্য ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ চারভাগের তিন ভাগ لِاَنَّ الْخُنْثٰى কেননা খোজা يَسْتَحِقُّ سَهْمًا এক অংশ পেত اِنْ كَانَ ذَكَرًا যদি সে পুরুষ হতো وَنِصْفَ سَهْمٍ আর অর্ধাংশ পেত اِنْ كَانَ اُنْثٰى যদি সে নারী হতো وَهٰذَا مُتَيَقَّنٌ আর এটি নিশ্চিত বা সন্দেহ হীন فَيَاْخُذُ সুতরাং সে গ্রহণ করবে, পাবে نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ উভয় অংশের অর্ধেক اَوِ النِّصْفَ الْمُتَيَقَّنَ অথবা সন্দেহীন বা নিশ্চিত অর্ধাংশ পাবে مَعَ نِصْفِ النِّصْفِ অর্ধাংশের অর্ধেকের সাথে الْمُتَنَازَعِ فِيْهِ যা নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে فَصَارَتْ لَهٗ সুতরাং তার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ سَهْمٍ চারভাগের তিন ভাগ وَمَجْمُوْعُ الْاَنْصِبَاءِ আর সম্পূর্ণ অংশ হলো سَهْمَانِ দু'অংশ وَرُبُعُ سَهْمٍ এবং এক চতুর্থ অংশ لِاَنَّهٗ কেননা তিনি يَعْتَبِرُ বিবেচনা করেন السِّهَامَ অংশকে وَالْعَوْلَ এবং আওলকে وَتَصِحُّ আর মাসআলাটি তাসহীহ হবে مِنْ تِسْعَةٍ নয় দ্বারা اَوْ نَقُوْلُ অথবা আমরা বলব لِلْاِبْنِ পুত্রের জন্য سَهْمَانِ দু'অংশ وَلِلْبِنْتِ আর কন্যার জন্য سَهْمٌ এক অংশ وَلِلْخُنْثٰى আর খোজার জন্য نِصْفٌ অর্ধাংশ وَهُوَ আর তা হলো سَهْمٌ এক অংশ وَنِصْفُ سَهْمٍ এবং এক অংশের অর্ধাংশ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لِلْاِبْنِ سَهْمٌ الخ-এর আলোচনা : উপরোক্ত বাক্যে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেককে অংশ বলা হয়েছে। সুতরাং এক অংশ বলতে মধ্যে দু'চতুর্থাংশ ($\frac{2}{8}$) হবে, আর অর্ধেক বলতে এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{8}$) হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টি তিন-চতুর্থাংশ ($\frac{3}{8}$), যা খোজার অংশ। আর সমস্ত সম্পত্তির দু' অংশের অর্ধেক ও অর্ধেকের অর্ধেক উভয়ের সমষ্টি শুধু عنوان-এর পার্থক্য। আর সম্পূর্ণ সম্পত্তির দু' অংশের প্রত্যেক অংশকে চার-চতুর্থাংশ ($\frac{8}{8}$) সাব্যস্ত করায় মোট আট-চতুর্থাংশ ($\frac{৮}{8}$) হয় এবং তার সাথে এক-চতুর্থাংশ ($\frac{1}{8}$) সংযোগ করায় মোট নয়-চতুর্থাংশ ($\frac{৯}{8}$) হলো। এটাকেই লেখক আওল বলেছেন।

অতএব ইমাম শা'বী (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী চিত্র এই—

মৃত মাসআলা- ৯

পুত্র	কন্যা	খোজা
৪	২	৩

قَوْلُهٗ لِلْخُنْثٰى نِصْفُ النَّصِيْبَيْنِ :

খোজার অংশ যেভাবে উভয় অংশের অর্ধেক হয় : আল্লাহ তা'আলার বাণী- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ এর দ্বারা এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান অর্থাৎ পুত্রের জন্য দুই অংশ এবং কন্যার জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট হওয়ার প্রমাণ সুস্পষ্ট। তাই খোজাকে পুরুষ ধরা হলে তার জন্য দুই অংশ সাব্যস্ত হয়। আর যদি নারী ধরা হয়, তাহলে এক অংশ সাব্যস্ত হয়। অতএব পুরুষ হিসেবে দুই অংশ এবং নারী হিসেবে এক অংশ, মোট তিন অংশ হয়। আর তিনের অর্ধেক হলো দেড়। সুতরাং বুঝা গেল যে, খোজার জন্য উভয় অংশের অর্ধেক তথা পুরুষের অংশের অর্ধেক ১ (এক) এবং নারীর অংশের অর্ধেক $\frac{১}{২}$ (অর্ধ), সর্বমোট ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) অংশ সাব্যস্ত হবে। একেই গ্রন্থাকার سَهْمٌ وَنِصْفُ سَهْمٍ বলে উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاخُذُ الْخُنْثٰى خُمُسَيِ الْمَالِ اِنْ كَانَ ذَكَرًا وَ رُبُعَ الْمَالِ اِنْ كَانَ اُنْثٰى فَيَاْخُذُ نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ وَذٰلِكَ خُمُسٌ وَثُمُنٌ بِاِعْتِبَارِ الْحَالَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ مِنْ ضَرْبِ اِحْدَى الْمَسْئَلَتَيْنِ وَهِىَ الْاَرْبَعَةُ فِى الْاُخْرٰى وَهِىَ الْخَمْسَةُ ثُمَّ فِى الْحَالَيْنِ فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ مِّنَ الْخَمْسَةِ فَمَضْرُوْبٌ فِى الْاَرْبَعَةِ وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ مِّنَ الْاَرْبَعَةِ فَمَضْرُوْبٌ فِى الْخَمْسَةِ فَصَارَتْ لِلْخُنْثٰى مِنَ الضَّرْبَيْنِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْاِبْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةُ اَسْهُمٍ ـ

সরল অনুবাদ : আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, খোজা ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তাহলে দুই-পঞ্চমাংশ পাবে, আর যদি নারী হয়, তা হলে এক-চতুর্থাংশ পাবে। সুতরাং সে দুই অংশের অর্ধাংশ করে পাবে। আর এটা পঞ্চমাংশ ও অষ্টমাংশ দু' অবস্থার বিবেচনা হিসেবে পাবে। এমতাবস্থায় মাসআলা চল্লিশ দ্বারা শুদ্ধ হবে। আর এটা দুই মাসআলার একটির সাথে গুণ দেওয়ার সমষ্টি, অর্থাৎ চার এবং পাঁচ একে অপরের মধ্যে গুণ করায়, অতঃপর উভয়কে দু' অবস্থায় গুণ করা দ্বারা। অতএব পাঁচ হতে যে যা পাবে তাকে চার দ্বারা গুণ করা হবে, আর চার হতে যে যা পাবে তাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করা হবে। সুতরাং উভয় গুণ দ্বারা খোজার অংশ তেরো হবে। আর পুত্রের অংশ আঠারো হবে এবং কন্যার অংশ নয় হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন يَاْخُذُ الْخُنْثٰى খোজা ব্যক্তি গ্রহণ করবে, পাবে خُمُسَيِ الْمَالِ দুই-পঞ্চমাংশ اِنْ كَانَ ذَكَرًا যদি সে পুরুষ হয় وَرُبُعَ الْمَالِ এবং সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ পাবে اِنْ كَانَ اُنْثٰى যদি সে নারী হয় فَيَاْخُذُ সুতরাং সে পাবে نِصْفَ النَّصِيْبَيْنِ দুই অংশের অর্ধাংশ وَذٰلِكَ আর এটা خُمُسٌ وَثُمُنٌ এক-পঞ্চমাংশ ও এক অষ্টমাংশ হবে بِاِعْتِبَارِ الْحَالَيْنِ দু' অবস্থার বিবেচনায় وَتَصِحُّ এমতাবস্থায় মাসআলাটি তাসহীহ হবে مِنْ اَرْبَعِيْنَ চল্লিশ দ্বারা وَهُوَ الْمُجْتَمَعُ আর এটা সমষ্টি مِنْ ضَرْبِ গুণ দেওয়ার اِحْدَى الْمَسْئَلَتَيْنِ দু'মাসআলার একটিকে وَهِىَ الْاَرْبَعَةُ আর তাহলো চার فِى الْاُخْرٰى অন্যটির মধ্যে وَهِىَ الْخَمْسَةُ আর তা হলো পাঁচ ثُمَّ فِى الْحَالَيْنِ অতঃপর দু'অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ একটিকে অপরটির সাথে গুণ করলে চল্লিশ হবে فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ অতএব যে যা পাবে مِنَ الْخَمْسَةِ পাঁচ হতে فَمَضْرُوْبٌ তাকে গুণ করা হবে فِى الْاَرْبَعَةِ চার-এর দ্বারা, চার-এর মধ্যে وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ আর যে যা পাবে مِنَ الْاَرْبَعَةِ চার থেকে فَمَضْرُوْبٌ তাকে গুণ করা হবে فِى الْخَمْسَةِ পাঁচ এর দ্বারা, পাঁচ-এর মধ্যে فَصَارَتْ لِلْخُنْثٰى সুতরাং খোজার অংশ হলো مِنَ الضَّرْبَيْنِ উভয় গুণ দ্বারা ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا তের অংশ وَلِلْاِبْنِ আর পুত্রের হবে ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا আঠার অংশ وَلِلْبِنْتِ আর কন্যার হবে تِسْعَةُ اَسْهُمٍ নয় অংশ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ (رحـ) يَاْخُذُ الخ -এর বিশ্লেষণ : পুত্রের জন্য দু' অংশ হওয়া অবস্থায় 'এক পুরুষ দুই নারীর সমান' সূত্র অনুযায়ী বণ্টন করা হবে আর খোজা ব্যক্তিকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় দু' অংশ এবং নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় এক অংশ, মোট তিন অংশ হয়ে যাবে। আর তিন অংশের অর্ধেক দেড় অংশ। তাকে লেখক এক অংশ ও অর্ধ অংশ বর্ণনা করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর এ অংশ বের করার ফল এই যে, বর্ণিত অবস্থায় যদি খোজাকে পুত্র সাব্যস্ত করা হয়,

তাহলে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দু' পুত্র এবং এক কন্যা পাবে। প্রত্যেক পুত্র দু' অংশ পাবে এবং কন্যা এক অংশ পাবে, এবং মাসআলা ৫ দ্বারা হবে। তা হতে খোজাকে কন্যা সাব্যস্ত করে পুত্র দুই, আর প্রত্যেক কন্যা এক এক অংশ হিসেবে মোট চার অংশে বণ্টন করা হবে। মাসআলা চার দ্বারা হবে। খোজা ব্যক্তি এক পাবে এবং খোজা ব্যক্তি উভয় অংশের অর্ধেকের অধিকারী হওয়ার কারণে এক-পঞ্চমাংশ এবং এক-চতুর্থাংশের অধিকারী হবে, যা লেখক অষ্টমাংশ বলেন। কেননা অষ্টমাংশ অর্ধাংশ হয় চতুর্থাংশের। আর প্রকাশ্য কথা হলো যে, পাঁচ দ্বারা পঞ্চমাংশ বের হয়, আর আট দ্বারা অষ্টমাংশ বের হবে। আর পাঁচকে আটের মধ্যে গুণ দেওয়ায় গুণফল চল্লিশ হবে। এজন্য লেখক- وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ বর্ণনা করেন। নিম্নে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বর্ণিত ফল অনুযায়ী বর্ণিত মাসআলাকে পাঁচ এবং চার দ্বারা করা যাচ্ছে।

মাসআলা- ৫, তাসহীহ- (৫×৪) = ২০

মৃত		
পুত্র	খোজা	কন্যা
$\frac{২}{৮}$	$\frac{২}{৮}$	$\frac{১}{৪}$

মাসআলা- ৪, তাসহীহ- (৪×৫) = ২০

মৃত		
পুত্র	খোজা	কন্যা
$\frac{২}{১০}$	$\frac{১}{৫}$	$\frac{১}{৫}$

অতঃপর পাঁচ দ্বারা চারকে গুণ করলে বিশ হবে, আর এ বিশ দ্বারা দুইকে গুণ করলে চল্লিশ হবে, আর এ পাঁচ হতে পুত্র ২, খোজা ২ এবং কন্যা ১ পাবে। অতএব চার দ্বারা গুণ করলে পুত্র এবং খোজা ৮ করে এবং কন্যা ৪ পাবে। আর ৪ হতে পুত্র ২, খোজা ১ এবং কন্যা ১ পেয়েছিল, তাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে পুত্র ১০, খোজা ৫ এবং কন্যা ৫ পাবে। পাঁচ এবং আট একত্রে ১৩, যা খোজার অংশ। আর দশ এবং আট একত্রে ১৮ যা পুত্রের অংশ। চার এবং পাঁচ একত্রে ৯, যা কন্যার অংশ; তাকেই লেখক বর্ণনা করেছেন।

فَصْلٌ فِى الْحَمْلِ

গর্ভস্থ সন্তানের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثُ سِنِيْنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ وَعِنْدَ الزُّهْرِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى سَبْعُ سِنِيْنَ وَاَقَلُّهَا سِتَّةُ اَشْهُرٍ وَيُوْقَفُ لِلْحَمْلِ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ اَوْ اَرْبَعِ بَنَاتٍ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ وَيُعْطٰى لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ اَقَلُّ الْاَنْصِبَاءِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُوْقَفُ ثَلٰثَةُ بَنِيْنَ اَوْ ثَلٰثُ بَنَاتٍ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى نَصِيْبُ اِبْنَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامٌ ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়কাল দু' বছর। আর লাইছ ইবনে সা'দ (র.)-এর নিকট তিন বছর। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট চার বছর এবং ইমাম যুহরী (র.)-এর নিকট সাত বছর। গর্ভধারণের নিম্নতম সময়কাল (সর্বসম্মতিক্রমে) ছয় মাস। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট গর্ভে অবস্থানকারীর জন্য চার পুত্র অথবা চার কন্যার নির্ধারিত অংশ হতে, যাদের অংশ বেশি, তা স্থগিত রাখতে হবে। আর অবশিষ্ট অন্যান্য ওয়ারিশগণের নিম্নতম অংশ দিয়ে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তিন পুত্র বা তিন কন্যার নির্ধারিত অংশ হতে যাদের অংশ বেশি হবে, তা স্থগিত রাখতে হবে। লাইছ ইবনে সা'দ ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেন। আর অন্য এক উক্তিতে আছে যে, দুই পুত্রের অংশ (স্থগিত রাখবে)। আর এটা ইমাম হাসান (র.)-এর অভিমত, আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) দু বর্ণনার একটি যা হেশাম তার থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ ইউসুফ (রা.) হতে এরূপ একটি রিওয়ায়াত আছে, যা ইমাম হিশাম তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেন।

শাব্দিক অনুবাদ : اَكْثَرُ مُدَّةِ সর্বোচ্চ সময়কাল الْحَمْلِ গর্ভধারণের سَنَتَانِ দু'বছর عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট وَعِنْدَ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ (رحـ) আর লাইছ ইবনে সা'দ -এর নিকট ثَلٰثُ سِنِيْنَ তিন বছর وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ (رحـ) ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট اَرْبَعُ سِنِيْنَ চার বৎসর وَعِنْدَ الزُّهْرِىِّ (رحـ) আর যুহরী (র.)-এর নিকট سَبْعُ سِنِيْنَ সাত বছর وَاَقَلُّهَا আর তার (গর্ভধারণের) নিম্নতম সময় سِتَّةُ اَشْهُرٍ ছয় মাস وَيُوْقَفُ স্থগিত রাখতে হবে لِلْحَمْلِ গর্ভে অবস্থানকারীর জন্য عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ চার পুত্রের অংশ اَوْ اَرْبَعِ بَنَاتٍ অথবা চার কন্যার অংশ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ উভয়ের যে অংশ বেশি وَيُعْطٰى আর দিয়ে দিতে হবে لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ অবশিষ্ট ওয়ারিশগণকে اَقَلُّ الْاَنْصِبَاءِ নিম্নতম অংশ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ (رحـ) ইমাম মুহাম্ম (র.)-এর নিকট يُوْقَفُ স্থগিত রাখা হবে ثَلٰثَةُ بَنِيْنَ তিন পুত্রের অংশ اَوْ ثَلٰثُ بَنَاتٍ অথবা তিন কন্যার অংশ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ যাদের অংশ বেশি হবে رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ (رحـ) লাইছ ইবনে সা'দ এ হাদীস বর্ণনা করেন وَفِىْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى আর অন্য এক বর্ণায় আছে

نَصِيْبُ اِبْنَيْنِ দু'পুত্রের অংশ স্থগিত রাখতে হবে (رحـ) وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ আর এটা ইমাম হাসান (র.)-এর অভিমত وَاِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ এবং দু'টি উক্তির একটি উক্তি (رحـ) عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامٌ যা হিশাম তার নিকট হতে বর্ণনা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ الخ -এর বিশ্লেষণ : সন্তান মাতৃগর্ভে অবস্থানের সর্বোচ্চ সময়কাল নির্ণয়ে একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, اَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ অর্থাৎ সন্তান মাতৃগর্ভে অবস্থানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর। এ ক্ষেত্রে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসখানা দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেন, সন্তান মাতৃগর্ভে দু'বছরের অধিক সময় অবস্থান করে না।

এ ধরনের مَوْقُوْف হাদীস مَرْفُوْع হাদীসের হুকুম রাখে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) নিজ জ্ঞানে এ কথা বলেননি; বরং তিনি রাসূল ﷺ থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম লাইছ ইবনে সাদ (র.)-এর মতে, সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থান করতে পারে।

৩. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, সন্তান মাতৃগর্ভে অবস্থানের সর্বোচ্চ মেয়াদ চার বছর।

৪. ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে, গর্ভে অবস্থানের সর্বোচ্চ মেয়াদ সাত বছর।

অধিক সময় নির্ধারণকারীগণের দলিল হলো, কোনো জটিল রোগের কারণে জরায়ুমুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ফলে সন্তান অধিক সময় মাতৃগর্ভে অবস্থানের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে এ জাতীয় ঘটনা বিরল। তাই এর উপর বিবেচনা করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَاَقَلُّهَا سِتَّةُ اَشْهُرٍ الخ -এর বিশ্লেষণ : ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে, সন্তান মাতৃগর্ভে অবস্থানের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস।

এ সময়সীমা ছয় মাস হওয়ার পক্ষে দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী- حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا কেননা সন্তানের দুধ পানের সময়কাল দু'বছর আর ত্রিশ মাস হতে দু'বছর বাদ দিলে ছয় মাস থাকে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, গর্ভধারণের স্থিতিকালের নিম্নতম সময়সীমা ছয় মাস।

قَوْلُهُ نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ الخ -এর বিশ্লেষণ : একই সময় একজন স্ত্রীর গর্ভে চারটি পুত্র সন্তান কিংবা চারটি কন্যা সন্তান প্রসবের উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক আছে। যেমন, আবু ইসমাঈল কুফীর স্ত্রীর গর্ভে একই সঙ্গে চারটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। বর্তমান যুগ পর্যন্ত তা অপেক্ষা অধিক সন্তান একই সঙ্গে প্রসবের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং চারটি সন্তান থাকা অসম্ভব নয়। একথার উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেছেন, মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের জন্য চারটি পুত্রের অংশ অথবা চারটি কন্যার অংশ স্থগিত রাখতে হবে। যদি এ অংশ চারটি পুত্রের অংশ হতে বেশি হয়, যেমন কোনো ব্যক্তি যদি মাতা পিতা এবং গর্ভবর্তী স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে গর্ভের সন্তানকে চার পুত্র হিসেবে চব্বিশ দ্বারা মাসআলা করতে হবে এবং মাতা $\frac{৪}{২৪}$, পিতা $\frac{৪}{২৪}$, স্ত্রী $\frac{৩}{২৪}$ এবং অবশিষ্ট $\frac{১৩}{২৪}$ গর্ভের সন্তান পাবে। আর গর্ভস্থ সন্তানকে চার কন্যা হিসেবে ধরলে পিতামাতা এবং স্ত্রী ১১ পাবে আর গর্ভস্থ সন্তান ১৬ পাবে। আর মাসআলাটি ২৪ হতে ২৭-এর আওল হয়ে যাবে। কেননা চার কন্যার অংশ হলো দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৬। এ অবস্থায় চার কন্যার অংশ চার পুত্রের অংশ হতে বেশি হলো।

وَ رَوَى الْخَصَّافُ عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهُ يُوْقَفُ نَصِيْبُ اِبْنٍ وَاحِدٍ اَوْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَيُؤْخَذُ الْكَفِيْلُ عَلٰى قَوْلِهٖ فَاِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْمَيِّتِ وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِتَمَامِ اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ اَوْ اَقَلَّ مِنْهُمَا وَلَمْ تَكُنْ اَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ يَرِثُ وَيُوْرَثُ وَاِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِاَكْثَرَ مِنْ اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ لَا يَرِثُ وَاِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهٖ وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ اَوْ اَقَلَّ مِنْهَا يَرِثُ وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ لِاَكْثَرَ مِنْ اَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لَا يَرِثُ فَاِنْ خَرَجَ اَقَلُّ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَ لَا يَرِثُ وَاِنْ خَرَجَ اَكْثَرُهٗ ثُمَّ مَاتَ يَرِثُ فَاِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ مُسْتَقِيْمًا فَالْمُعْتَبَرُ صَدْرُهٗ يَعْنِىْ اِذَا خَرَجَ الصَّدْرُ كُلُّهٗ يَرِثُ وَاِنْ خَرَجَ مَنْكُوْسًا فَالْمُعْتَبَرُ سُرَّتُهٗ ـ

সরল অনুবাদ : হযরত খাস্সাফ (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, গর্ভে অবস্থানকারী সন্তানের জন্য এক পুত্র বা এক কন্যার অংশ স্থগিত রাখা হবে এবং তার উপরই ফতোয়া। আর তাঁর [আবূ ইউসুফ (র.)-এর] কথার উপর ভিত্তি করে (অন্যান্য ওয়ারিশগণ হতে) একজন জিম্মাদার ঠিক করতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি একজন গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা গেছে। অতঃপর যদি গর্ভে অবস্থানকারী সন্তান মৃত ব্যক্তির হয়ে থাকে এবং গর্ভ খালাসের ঊর্ধ্বতম সময়কাল অথবা নিম্নতম সময়কাল পূর্ণ হওয়ার পর সন্তান প্রসব করে এবং স্ত্রী তার শোকের ইদ্দতের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তাহলে সে সন্তান ওয়ারিশ হবে এবং ওয়ারিশ করবে (জীবিত জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করলে)। আর যদি গর্ভ খালাসের ঊর্ধ্বতম সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে সে ওয়ারিশ হবে না। আর যদি এই সন্তান মৃত ব্যক্তির না হয়ে অন্যের দ্বারা হয়ে থাকে এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ছয় মাস (গর্ভ খালাসের নিম্নতম সময়কাল) অথবা ছয় মাসের কম সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে ওয়ারিশ হবে। আর যদি গর্ভ খালাসের নিম্নতম সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে ওয়ারিশ হবে না। আর যদি সন্তানের অর্ধাংশের কম বের হয় অতঃপর মারা যায়, তাহলে ওয়ারিশ হবে না। আর যদি অর্ধাংশের বেশি বের হওয়ার পর মারা যায়, তাহলে ওয়ারিশ হবে। অতঃপর যদি সন্তান যথা নিয়মে সোজা হয়ে বের হয় তাহলে তার বক্ষ বিচেনা করা হবে অর্থাৎ যদি সম্পূর্ণ বক্ষ বেরিয়ে আসে তাহলে সে ওয়ারিশ হবে। আর যদি উল্টো অবস্থায় বের হয়, অর্থাৎ যদি পায়ের দিক বের হয়, তাহলে নাভী হিসেবে বিবেচনা করা হবে, অর্থাৎ যদি নাভী সম্পূর্ণরূপে বের হয়, তাহলে ওয়ারিশ হবে অন্যথা নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَرَوَى الْخَصَّافُ হযরত খাসসাফ (র.) বর্ণনা করেন যে, عَنْ اَبِىْ يُوْسُفَ (رحـ) ইমাম আবু ইউসুফ (র.) হতে اَنَّهُ يُوْقَفُ স্থগিত রাখা হবে نَصِيْبُ اِبْنٍ وَاحِدٍ এক পুত্রের অংশ اَوْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ অথবা এক কন্যার অংশ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى এবং তার উপরই ফতোয়া وَيُؤْخَذُ الْكَفِيْلُ আর একজন যিম্মাদার ঠিক করতে হবে عَلٰى قَوْلِهٖ তার কথার উপর ভিত্তি করে فَاِنْ كَانَ الْحَمْلُ যদি গর্ভটা مِنَ الْمَيِّتِ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হয় وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ এবং সে মহিলা সন্তান প্রসব করে لِتَمَامِ পূর্ণ হওয়ার পর اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ গর্ভ খালাসের ঊর্ধ্বতম সময়কাল اَوْ اَقَلَّ مِنْهُمَا অথবা নিম্নতম সময়কাল পূর্ণ হওয়ার وَلَمْ تَكُنْ اَقَرَّتْ এবং স্ত্রী অস্বীকার করে بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ইদ্দতের সময়সীমা পূর্ণ (শেষ) হওয়ার কথা يَرِثُ তাহলে সে সন্তান ওয়ারিশ হবে وَيُوْرَثُ এবং ওয়ারিশ করবে وَاِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ আর যদি সে সন্তান প্রসব করে لِاَكْثَرَ অতিরিক্ত হওয়ার পর, অতিক্রান্ত হওয়ার পর مِنْ اَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ গর্ভ খালাসের ঊর্ধ্বতম সময়সীমা হতে لَا يَرِثُ তাহলে

সে ওয়ারিশ হবে না وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ আর যদি এ সন্তান মৃত ব্যক্তির না হয়ে অন্যের দ্বারা হয়ে থাকে وَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ এবং সে সন্তান প্রসব করে لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ছয় মাস أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا অথবা ছয় মাসের কম সময়ে يَرِثُ তাহলে ওয়ারিশ হবে وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ আর যদি সে সন্তান ভূমিষ্ঠ করে لِأَكْثَرَ অধিক হওয়ার পর, অতিক্রান্ত হওয়ার পর مِنْ أَقَلِّ مُدَّةِ أَقَلِّ الْحَمْلِ গর্ভ খালাসের নিম্নত সময়সীমা হতে لَا يَرِثُ তাহলে সে ওয়ারিশ হবে না فَإِنْ خَرَجَ আর যদি বের হয় أَقَلُّ الْوَلَدِ সন্তানের কম অংশ ثُمَّ مَاتَ অতঃপর মারা যায় لَا يَرِثُ তাহলে সে ওয়ারিশ হবে না وَإِنْ خَرَجَ আর যদি বের হয় أَكْثَرُهُ সন্তানের বেশি অংশ ثُمَّ مَاتَ অতঃপর মারা যায় يَرِثُ তাহলে সে ওয়ারিশ হবে فَإِنْ خَرَجَ الْوَلَدُ আর যদি সন্তান বের হয় مُسْتَقِيمًا যথা নিয়মে সোজা হয়ে فَالْمُعْتَبَرُ তাহলে বিবেচনা করা হবে صَدْرُهُ তার বক্ষ يَعْنِي অর্থাৎ إِذَا خَرَجَ যদি বের হয় الصَّدْرُ كُلُّهُ তার পূর্ণ বক্ষ يَرِثُ তাহলে সে ওয়ারিশ হবে وَإِنْ خَرَجَ আর যদি বের হয় مَنْكُوسًا উল্টোভাবে, উল্টো অবস্থায় فَالْمُعْتَبَرُ তাহলে বিবেচনা করা হবে سُرَّتُهُ তার নাভীর।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আহলে সামারকান্দদের ফতোয়ায় আছে যে, জন্মের সময়কাল নিকটবর্তী হওয়া অবস্থায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের জন্য গর্ভে জন্মগ্রহণ করার সময়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। অন্য ওয়ারিশের যেন ক্ষতি না হয় এজন্য বণ্টন হবে না— বণ্টন স্থগিত থাকবে।

قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ الْكَفِيلُ الخ -এর আলোচনা : এখানে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেছেন যে, গর্ভে অবস্থানকারী সন্তানের জন্য এক ছেলে অথবা এক কন্যার অংশ স্থগিত রাখা হবে। কিন্তু গর্ভবতী নারীর পেটে একাধিক সন্তান থাকার সম্ভাবনা আছে। কাজেই পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের সময় বিচারক অন্যান্য ওয়ারিশগণের মধ্য হতে একজন জামিনদার ঠিক করে দেবেন এ কথার উপর যে, যদি স্ত্রীলোকটির গর্ভ হতে একাধিক ছেলে-মেয়ে হয়, তাহলে তারা সব ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ প্রত্যাহার করে পুনরায় ছেলে অথবা মেয়ে সংখ্যানুসারে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে নেবে।

আর মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় যদি তার স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া প্রকাশ পায়, তাহলে গর্ভসন্তান মৃত ব্যক্তির বুঝা যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী গর্ভে অবস্থানের সময় দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী গর্ভে অবস্থানের সময় চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর অথবা ছয় মাস কিংবা তার কম অথবা বেশি অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় এবং এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী যদি মৃত্যু শোকের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তাহলে এ সন্তান মৃত ব্যক্তি এবং তার আত্মীয়দের হতে ওয়ারিশ হবে। আর এ সন্তানের মৃত্যুর পর তার আত্মীয়গণ এ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। আর যদি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী দু' বছরের অধিক এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী চার বছরের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান জন্ম হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এই গর্ভে সন্তান বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং এ গর্ভের সন্তান মৃত ব্যক্তি এবং তার আত্মীয় হতে ওয়ারিশ হবে না, আর এ গর্ভে সন্তানের মৃত্যুর পরে অন্য কেউ তার ওয়ারিশ হবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং এ গর্ভে সন্তান অন্যের দ্বারা হয়, কিন্তু মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হতে শুধু ছয় মাস অথবা তা হতে কম সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে এ সন্তান মৃত ব্যক্তির সন্তান বুঝা যাবে এবং মৃত ব্যক্তি হতে ওয়ারিশ হবে। আর যদি ছয় মাসের অধিক অতিক্রান্ত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, এ সন্তানের জন্ম সম্পর্ক মৃত ব্যক্তির পরে আরম্ভ হয়েছে, কাজেই সে ওয়ারিশ হবে না। আর যদি সন্তানের অধিকাংশ বের হওয়ার পর সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বলা হবে যে, সে জীবিত জন্ম হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্যথা বলা হবে যে, সে মৃত জন্মগ্রহণ করেছে। আর জীবিত জন্ম হওয়ার পর সে ওয়ারিশ হবে, আর মৃত জন্ম হওয়ার পর সে ওয়ারিশ হবে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَجَ أَقَلُّ الْوَلَدِ الخ -এর বিশ্লেষণ : জন্মের সময় সন্তান মারা যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব জন্মগ্রহণকালে সন্তান মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী হওয়ার হুকুম হলো–

জন্মগ্রহণের সময় সন্তান দু'ভাগে বের হতে পারে। যথা–

১. যথানিয়মে অর্থাৎ প্রথমে মাথা বের হলে : এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার হওয়া বক্ষস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি বক্ষস্থল সম্পূর্ণরূপে বের হওয়ার পর মারা যায় তাহলে সন্তান উত্তরাধিকারী হবে। আর যদি বক্ষস্থল সম্পূর্ণ বের হওয়ার আগেই মারা যায়, তাহলে উত্তরাধিকারী হবে না।

২. উল্টো নিয়মে অর্থাৎ প্রথমে পা বের হলে : এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হওয়া নাভী হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ নাভী পর্যন্ত বের হওয়ার পর মারা গেলে উত্তরাধিকারী হবে, অন্যথায় হবে না।

اَلْاَصْلُ فِىْ تَصْحِيْحِ مَسَائِلِ الْحَمْلِ اَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْئَلَةَ عَلٰى تَقْدِيْرَيْنِ اَعْنِىْ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّهٗ اُنْثٰى ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ تَصْحِيْحَىِ الْمَسْئَلَتَيْنِ فَاِنْ تَوَافَقَا بِجُزْءٍ فَاضْرِبْ وُفْقَ اَحَدِهِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ وَاِنْ تَبَايَنَا فَاضْرِبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ فَالْحَاصِلُ تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ ثُمَّ اضْرِبْ نَصِيْبَ مَنْ كَانَ لَهٗ شَىْءٌ مِنْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهٖ فِىْ مَسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهٖ اَوْ فِىْ وُفْقِهَا وَمَنْ كَانَ لَهٗ شَىْءٌ مِنْ مَسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهٖ فِىْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهٖ اَوْ فِىْ وُفْقِهَا كَمَا فِى الْخُنْثٰى ثُمَّ انْظُرْ فِى الْحَاصِلَيْنِ مِنَ الضَّرْبِ اَيُّهُمَا اَقَلُّ يُعْطٰى لِذٰلِكَ الْوَارِثِ وَالْفَضْلُ الَّذِىْ بَيْنَهُمَا مَوْقُوْفٌ مِنْ نَصِيْبِ ذٰلِكَ الْوَارِثِ فَاِذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ فَاِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجَمِيْعِ الْمَوْقُوْفِ فَبِهَا وَاِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْبَعْضِ فَيَاْخُذُ ذٰلِكَ وَالْبَاقِىْ مَقْسُوْمٌ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَيُعْطٰى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ مَاكَانَ مَوْقُوْفًا مِنْ نَصِيْبِهٖ ـ

সরল অনুবাদ : গর্ভে অবস্থানকারীদের মাসআলার তাসহীহ করার দলিল এই যে, এ মাসআলাকে দু' নিয়মের উপর তাসহীহ করবে। অর্থাৎ একটি নিয়ম হলো, গর্ভস্থ সন্তানকে পুরুষ সাব্যস্ত করা এবং অন্য নিয়মটি হলো, গর্ভস্থ সন্তানকে নারী সাব্যস্ত করবে। অতঃপর উভয় মাসআলার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করবে। সুতরাং যদি কোনো অংশ দ্বারা পরস্পর সম্পর্ক মুয়াফিক হয়, তাহলে উভয়ের কোনো একটির উফুক (উৎপাদক) দ্বারা অপরটিকে গুণ করবে। আর যদি তার মধ্যে তাবায়ুন সম্পর্ক হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে একটি দ্বারা অপরটিকে গুণ করবে, নির্ণয়ের গুণফলই মাসআলার তাসহীহ। অতঃপর পুরুষ ধরে মাসআলা করায় যে যা পেয়েছে তাকে নারীর মাসআলায় বা তার উফুকের দ্বারা গুণ করবে। আর নারীর মাসআলায় যে যা পেয়েছে, তাকে পুরুষের মাসআলায় অথবা তার উফুক দ্বারা গুণ করবে। যেমন– খোজার মাসআলায় করা হয়েছে। অতঃপর গুণ করার পর উভয় গুণফল দেখবে যে, কোন অবস্থায় অংশীদারগণ কম পেয়েছে, সেই কম অংশহারে ওয়ারিশগণকে দেওয়া হবে। এবং এই মাসআলায় এ অংশীদারদের মধ্যে হতে যে অংশ অতিরিক্ত হবে, তা স্থগিত রাখা হবে। অতঃপর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, তখন যদি সে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, অথবা যদি সে সংরক্ষিত সম্পদের আংশিক উত্তারাধিকারী হয়, তা হতে সে তার প্রাপ্য গ্রহণ করবে। অবশিষ্টাংশ অন্যান্য ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে। সুতরাং প্রত্যেক ওয়ারিশগণ হতে যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল তা ফেরত দেওয়া হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : وَالْاَصْلُ মূলনীতি হলো فِىْ تَصْحِيْحِ তাসহীহ করার ক্ষেত্রে مَسَائِلِ الْحَمْلِ গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলায় اَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْئَلَةَ মাসআলাকে তাসহীহ করবে عَلٰى تَقْدِيْرَيْنِ দু'নিয়মের উপর, দুকল্পনার উপর اَعْنِىْ অর্থাৎ عَلٰى تَقْدِيْرِ এক নিয়ম বা এক কল্পনা হলো اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ গর্ভস্থ সন্তান পুরুষ হবে وَعَلٰى تَقْدِيْرِ আর অন্য নিয়ম বা কল্পনাটি হলো اَنَّهٗ اُنْثٰى গর্ভস্থ সমন্তানটিকে নারী সাব্যস্ত করবে ثُمَّ تَنْظُرُ অতঃপর নির্ণয় করা হবে, লক্ষ করা হবে بَيْنَ

تَصْحِيْحَي الْمَسْئَلَتَيْنِ মাসআলা দুয়ের তাসহীহদ্বয়ের মধ্যের সম্পর্ক فَإِنْ تَوَافَقَا সুতরাং যদি পরস্পর মুয়াফিক হয় بِجُزْءٍ কোনো অংশ দ্বারা فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর وُفْقَ اَحَدِهِمَا উভয়ের একটির উফুক দ্বারা فِيْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ অপরটির সম্পূর্ণ সংখ্যার সাথে وَإِنْ تَبَايَنَا আর যদি উভয়ের মধ্যে তাবায়ুনের সম্পর্ক হয় فَاضْرِبْ তাহলে গুণ কর كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا তাদের প্রত্যেকে فِيْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ অপরটি সম্পূর্ণের সাথে فَالْحَاصِلُ অতঃপর নির্ণেয় গুণফলই হবে تَصْحِيْحُ الْمَسْئَلَةِ মাসআলার তাসহীহ ثُمَّ اضْرِبْ অতঃপর গুণ কর نَصِيْبَ অংশ কে مَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ যে যা পেয়েছে مِنْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهِ তার পুরুষ ধরা মাসআলা হতে فِيْ مَسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهِ তার নারী ধরা মাসআলাতে اَوْ فِيْ وُفْقِهَا অথবা উফুকের সাথে وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئٌ আর যে যা পেয়েছে مِنْ مَسْئَلَةِ اُنُوْثَتِهِ নারীর মাসআলা হতে فِيْ مَسْئَلَةِ ذُكُوْرَتِهِ পুরুষের মাসআলায় গুণ করবে اَوْ فِيْ وُفْقِهَا অথবা তার উফুকের সাথে كَمَا فِي الْخُنْثٰى যেমন খোজার মাসআলায় করা হয়েছে ثُمَّ انْظُرْ অতঃপর দেখবে যে, فِي الْحَاصِلَيْنِ উভয় গুণফল مِنَ الضَّرْبِ গুণ করার পর اَيُّهُمَا اَقَلُّ উভয়ের কোন অবস্থায় কম পেয়েছে يُعْطٰى (সে কম অংশই) দেওয়া হবে لِذَالِكَ الْوَارِثِ এ ওয়ারিশগণকে وَالْفَضْلُ الَّذِيْ بَيْنَهُمَا আর উভয়ের মধ্য হতে যে অংশ অতিরিক্ত হবে مَوْقُوْفٌ তা স্থগিত রাখা হবে مِنْ نَصِيْبِ অংশ হতে ذَالِكَ الْوَارِثِ এ ওয়ারিশগণের فَاِذَا ظَهَرَ অতঃপর যখন ভূমিষ্ট হবে الْحَمْلُ গর্ভস্থিত সন্তান فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا তখন যদি সে উত্তরাধিকারী হয় لِجَمِيْعِ الْمَوْقُوْفِ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত সম্পদের فَبِهَا তাহলে তা তাকে দিয়ে দিবে وَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا আর যদি সে উত্তরাধিকারী হয় لِلْبَعْضِ সংরক্ষিত সম্পদের আংশিকের فَيَأْخُذُ ذَالِكَ তাহলে সে তা গ্রহণ করবে وَالْبَاقِيْ আর অবশিষ্টাংশ مَقْسُوْمٌ বণ্টন করা হবে بَيْنَ الْوَرَثَةِ অন্যান্য ওয়ারিশগণের মধ্যে فَيُعْطٰى সুতরাং ফেরত দেওয়া হবে لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ প্রত্যেক ওয়ারিশগণকে مَا كَانَ مَوْقُوْفًا যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল مِنْ نَصِيْبِهِ তার অংশ হতে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاَصْلُ فِيْ تَصْحِيْحِ الخ **-এর বিশ্লেষণ :** গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলায় মীরাস স্বত্ব বণ্টনের তাসহীহ নির্ণয়ের মূলনীতি হলো, গর্ভস্থ সন্তানকে একবার পুরুষ ও একবার মহিলা কল্পনা করে পৃথক পৃথকভাবে উভয় মাসআলারই তাসহীহ নির্ণয় করতে হবে। অতঃপর উভয় মাসআলার তাসহীহদ্বয়ের পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। সুতরাং এরা যদি কোনো অংশ দ্বারা পরস্পর মুয়াফিক হয়, তাহলে কোনো একটা وُفْقٌ বা উৎপাদক দ্বারা অপরটিকে গুণ করতে হবে।

আর যদি এরা পরস্পর তাবায়ুন বা মৌলিক হয়, তবে একটি দ্বারা অপরটির গুণ করতে হবে। নির্ণয়ে গুণফলই মাসআলার তাসহীহ হবে। যেমন– কোনো মৃত ব্যক্তি মাতা-পিতা, এক কন্যা এবং একজন গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়। এমতাবস্থায় গর্ভে অবস্থানকারীকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় মাসআলা ২৪ দ্বারা হবে। কেননা স্ত্রীর অংশ এক-অষ্টমাংশ (১/৮) এবং পিতা-মাতা প্রত্যেকের অংশ এক-ষষ্ঠাংশ (১/৬) সুতরাং স্ত্রী ৩ এবং পিতা-মাতা প্রত্যেকে ৪ করে পাওয়ার পর ১৩ অবশিষ্ট থাকবে। যা হতে তিন অংশ থেকে এক অংশ কন্যাকে দিয়ে অবশিষ্ট দুই অংশ গর্ভে অবস্থানকারীর জন্য রাখা হবে। আর গর্ভস্থ সন্তানকে নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায়ও মাসআলা চব্বিশ দ্বারাই হবে। দুই কন্যার দুই-তৃতীয়াংশ ১৬ হবে যার ৮ গর্ভস্থ সন্তানের অংশ। এমতবস্থায় এটি মাসআলায়ে মিম্বারিয়া অনুরূপ হবে, যা ২৪ হতে ২৭ পর্যন্ত আওল হয়। এর উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় মাসআলাটি ২৭ দ্বারা তাসহীহ করতে হবে। আর প্রথম মাসআলার তাসহীহ হলো ২৪। এবং এ উভয়টি মাসআলায় পরস্পর 'তাওয়াফুক বিছছুলুছি'-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা ৩ উভয় মাসআলার তাসহীহ সংখ্যাকে নিঃশেষে ভাগ করে দেয়, ২৪-এর তাওয়াফুক (উৎপাদক) আট এবং ২৭-এর তাওয়াফুক নয়। সুতরাং এ দু' দু'টি সংখ্যার কোনো একটিকে দ্বিতীয় মাসআলার তাসহীহ পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করলে গুণফল ২১৬ হবে। এ সংখ্যা দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলার তাসহীহ হবে। অতঃপর ২৪ দ্বারা যে অংশীদার যা পেয়েছে তাকে ৯ দ্বারা গুণ করলে স্ত্রীর অংশ হবে ২৭ এবং পিতা-মাতা প্রত্যেকে ৩৬ করে পাবে। আর ২৭ হতে যে যা পেয়েছে তাকে আট দ্বারা গুণ করলে স্ত্রী ২৪ পাবে এবং মাতা-পিতা প্রত্যেকে ৩২ করে পাবে। ২৪ অংশ ২৭ অংশ হতে কম এবং ৩২ অংশ ৩৬ অংশ হতে কম। সুতরাং মাতা-পিতা প্রত্যেককে ৩২ করে এবং স্ত্রীকে ২৪ দেওয়া হবে। কেননা গর্ভস্থ সন্তান ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশগণকে নিম্নতম অংশ দেওয়ার হুকুম وَيُعْطٰى لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ اَقَلَّ الْاَنْصِبَاءِ উক্তির দ্বারা বর্ণনা করা হলো। এ নিয়মের উপর ভিত্তি করে স্ত্রীর অংশ হতে ৩ পিতার অংশ হতে ৪ এবং মাতার অংশ হতে ৪ মোট ১১ গর্ভের সন্তান খালাস হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষিত হবে।

كَمَا اِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَاَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً حَامِلًا فَالْمَسْئَلَةُ مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ وَمِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّهُ اُنْثٰى فَاِذَا ضُرِبَ وُفْقُ اَحَدِهِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ صَارَ الْحَاصِلُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ اِذْ عَلٰى تَقْدِيْرِ ذُكُوْرَتِهٖ لِلْمَرْأَةِ سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَلِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ وَّثَلٰثُوْنَ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ اُنُوْثَتِهٖ لِلْمَرْأَةِ اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَبَوَيْنِ اِثْنَانِ وَثَلٰثُوْنَ فَتُعْطٰى لِلْمَرْأَةِ اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ وَتُوْقَفُ مِنْ نَصِيْبِهَا ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ وَمِنْ نَصِيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَبَوَيْنِ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَتُعْطٰى لِلْبِنْتِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِاَنَّ الْمَوْقُوْفَ فِىْ حَقِّهَا نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

সরল অনুবাদ : যেমন কোনো ব্যক্তি এক কন্যা, মাতা-পিতা এবং এক গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, তখন গর্ভস্থ সন্তানকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় মাসআলা চব্বিশ দ্বারা হবে । আর গর্ভস্থ সন্তানকে নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় মাসআলা সাতাশ দ্বারা হবে । অতএব যখন মাসআলাদ্বয়ের কোনো একটির উফুক দ্বারা অন্যটিকে গুণ করলে গুণফল হবে দু' শত ষোল। এ ক্ষেত্রে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় স্ত্রী সাতাশ পাবে এবং মাতা-পিতা প্রত্যেকে ছয়ত্রিশ করে পাবে। আর নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় স্ত্রী চব্বিশ পাবে এবং মাতা-পিতা প্রত্যেক বত্রিশ করে পাবে। সুতরাং স্ত্রীকে চব্বিশ দেবে এবং তার অংশ হতে বাকি তিন সংরক্ষিত রাখা হবে। আর পিতা-মাতা প্রত্যেকের অংশ হতে চার অংশ সংরক্ষিত রাখা হবে। আর কন্যাকে তেরো অংশ দেওয়া হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সংরক্ষিত অংশ চার পুত্রের অংশের সমপরিমাণ, যা কন্যার অংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : كَمَا যেমন اِذَا تَرَكَ কোনো ব্যক্তি রেখে (মারা) যায় بِنْتًا এক কন্যা وَاَبَوَيْنِ মাতা পিতা وَامْرَأَةً حَامِلًا এবং এক গর্ভবতী স্ত্রী فَالْمَسْئَلَةُ তখন মাসআলাটি হবে مِنْ اَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ চব্বিশ দ্বারা عَلٰى تَقْدِيْرِ এ ধারণার অবস্থায় যে اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ গর্ভস্থ সন্তানটি পুরুষ وَمِنْ سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ আর মাসআলা সাতাশ দ্বারা হবে عَلٰى تَقْدِيْرِ এ ধারণার অবস্থায় যে اَنَّهُ اُنْثٰى গর্ভস্থ সন্তান নারী فَاِذَا ضُرِبَ অতঃপর যখন গুণ করা হয় وُفْقُ اَحَدِهِمَا একটার উফুক বা উদপাদককে فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ অন্যটির সম্পূর্ণতে صَارَ الْحَاصِلُ তাহলে গুণফল হবে مِائَتَيْنِ وَسِتَّةَ عَشَرَ দু'শত ষোল اِذْ عَلٰى تَقْدِيْرِ ذُكُوْرَتِهٖ এ ক্ষেত্রে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় لِلْمَرْأَةِ স্ত্রী পাবে سَبْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ সাতাশ وَلِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ আর পিতা-মাতার প্রত্যেকে পাবে سِتَّةٌ وَّثَلٰثُوْنَ ছয়ত্রিশ وَعَلٰى تَقْدِيْرِ اُنُوْثَتِهٖ আর নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় لِلْمَرْأَةِ স্ত্রী পাবে اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ চব্বিশ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَبَوَيْنِ মাতা-পিতার প্রত্যেকে পাবে اِثْنَانِ وَثَلٰثُوْنَ বত্রিশ করে فَتُعْطٰى সুতরাং দেওয়া হবে لِلْمَرْأَةِ স্ত্রীকে اَرْبَعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ চব্বিশ وَتُوْقَفُ এবং সংরক্ষিত রাখা হবে مِنْ نَصِيْبِهَا তার অংশ থেকে ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ তিন অংশ وَمِنْ نَصِيْبِ আর অংশ হতে كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْاَبَوَيْنِ পিতা-মাতার প্রত্যেকের اَرْبَعَةُ

لِاَنَّ الْمَوْقُوْفَ তের অংশ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا আর কন্যাকে দেওয়া হেব وَتُعْطٰى لِلْبِنْتِ চার অংশ (স্থগিত রাখা হবে) اَسْهُمٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) চার পুত্রের অংশ نَصِيْبُ اَرْبَعَةِ بَنِيْنَ কন্যার অধিকারে فِىْ حَقِّهَا কেননা সংরক্ষিত সম্পদ ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর নিকট।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ ذَكَرٌ -এর বিশ্লেষণ : আর গর্ভস্থ সন্তানকে পুরুষ সাব্যস্ত করা অবস্থায় ইমাম আযম (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী কন্যার অংশ এক ও ($\frac{৪}{৯}$) হবে অর্থাৎ ১$\frac{৪}{৯}$। কেননা সে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য চার পুত্রের অংশ স্থগিত রাখার হুকুম দেয়। আর 'এক পুরুষ দুই নারীর সামন' সূত্র অনুযায়ী চার পুত্রের সাথে এক কন্যা মিলিত হয়ে, মোট অংশ ৯ হবে। আর ১$\frac{৪}{৯}$ কে ২৭-এর উফুক ৯-এর মধ্যে গুণ করার দ্বারা মোট অংশ হবে ১৩। সুতরাং কন্যাকে এটাই দেওয়া হবে। আর ১০৪ গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আর স্ত্রী ও মাতা-পিতার অংশ হতে যে ১১ সংরক্ষিত ছিল, তা এখন ১১৫ হলো। এ ১১৫ গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

উপরে বর্ণিত বর্ণনা অনুযায়ী গর্ভস্থ সন্তানকে পুরুষ সাব্যস্ত করার চিত্র এই—

মাসআলা–২৪, তাসহীহ–২৬১ সংরক্ষিত উফুক–৮

মৃত

গর্ভবতী স্ত্রী	কন্যা			মাতা
$\frac{৩}{২৭}$	১১$\frac{৪}{৯}$	১$\frac{৪}{৯}$	$\frac{১৩}{১১৭}$	$\frac{৪}{২৬}$
তা হতে স্থগিত–৩	তা হতে স্থগিত–৩			তা হতে স্থগিত–৪

উল্লেখ্য যে, অধিক গর্ভস্থ সন্তান ছেলে বা মেয়ে হওয়াতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বা মাতা-পিতার উপর কোনো প্রকার ক্ষতি হবে না। সুতরাং গর্ভস্থ সন্তান এক পুরুষ বা এক নারী হওয়ার উভয় অবস্থায়। যে অবস্থায় মাতা-পিতা এবং স্ত্রী কম পায়, সে পরিমাণ তাদেরকে দেওয়া হবে। কিন্তু অধিক গর্ভস্থ সন্তান হওয়া অবস্থায় কন্যার উপর ক্ষতি হয়। এ জন্য ইমাম আজম (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী সন্তানকে চার পুত্র সাব্যস্ত করে কন্যার অংশ যা হয় তা তাকে দিয়ে দেবে। অবশিষ্ট গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

قَوْلُهُ عَلٰى تَقْدِيْرِ اَنَّ الْحَمْلَ اُنْثٰى -এর বিশ্লেষণ : লেখক গর্ভস্থ সন্তানকে নারী সাব্যস্ত করা অবস্থায় কন্যাকে কত অংশ দেওয়া হবে তা বর্ণনা করেননি। কেননা এ অবস্থায় গর্ভস্থ সন্তানকে চার কন্যা সাব্যস্ত করা অবস্থায় মোট পাঁচ কন্যা হয়ে যাবে। আর পুত্রদের অংশ ১৬, ৫ সংখ্যার উপর বণ্টন করে দেওয়ার পর প্রত্যেকে ৩ এবং $\frac{১}{৫}$ করে পাবে। অতঃপর তাকে ২৪-এর উফুক (উৎপাদক) ৮ দ্বারা গুণ করলে ২৫$\frac{৩}{৫}$ হবে, যা ১৩ হতে অত্যাধিক। বরং মূলনীতি হলো এই যে, গর্ভস্থ পুরুষ এবং নারী উভয় অবস্থায়, যে অবস্থায় ওয়ারিশগণ কম অংশ পায়, সেটাই গ্রহণ করতে হবে।

আর নারী সাব্যস্ত করার চিত্র এই—

মাসআলা– ২৪, আওল–২৭, তাসহীহ– ২১৬, উফুক–৯

মৃত

গর্ভবতী স্ত্রী	কন্যা		পিতা	মাতা
$\frac{৩}{২৪}$	২৫$\frac{৩}{৫}$	১$\frac{১৬}{১২৮}$	$\frac{৪}{৩২}$	$\frac{৪}{৩২}$

উপরোক্ত মাসআলার মোট সংখ্যা হলো– ২১৬। তা হতে ১১৫ গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

وَإِذَا كَانَ الْبَنُونَ أَرْبَعَةً فَتَصِيبُهَا سَهْمٌ وَ أَرْبَعَةُ إِتْسَاعِ سَهْمٍ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ مَضْرُوْبٌ فِي تِسْعَةٍ فَصَارَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهِيَ لَهَا وَالْبَاقِيْ مَوْقُوْفٌ وَهُوَ مِائَةٌ وَّخَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنْ وَلَدَتْ بِنْتًا وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ فَجَمِيْعُ الْمَوْقُوْفِ لِلْبَنَاتِ وَإِنْ وَلَدَتْ إِبْنًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ فَيُعْطَى لِلْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ مَا كَانَ مَوْقُوْفًا مِّنْ نَصِيْبِهِمْ فَمَا بَقِيَ تُضَمُّ إِلَيْهِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا فَيُعْطَى لِلْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ مَاكَانَ مَوْقُوْفًا مِّنْ نَصِيْبِهِمْ وَلِلْبِنْتِ إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَّتِسْعُوْنَ سَهْمًا وَالْبَاقِيْ لِلْأَبِ وَهُوَ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ ـ

সরল অনুবাদ : আর যখন পুত্র চার জন হয়, তখন কন্যার অংশ ১ এবং $\frac{৪}{৯}$ অর্থাৎ ১$\frac{৪}{৯}$ মাসআলা হবে ২৪ দ্বারা এবং তাকে ৯ দ্বারা গুণ করলে, গুণফল ১৩ হবে। এটি কন্যার অংশ। আর অবশিষ্ট ১১৫ অংশ সংরক্ষিত থাকবে। অতঃপর যদি এক বা একাধিক কন্যা জন্ম হয়, তাহলে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত সম্পত্তি কন্যাদের জন্য হবে। আর যদি এক বা একাধিক পুত্র জন্ম হয়, তাহলে স্ত্রী ও পিতা-মাতার অংশ হতে যে অংশ স্থগিত রাখা হয়েছে, তা ফেরত দিয়ে দেবে। আর অবশিষ্টাংশ কন্যার অংশ ১৩-এর সাথে মিলিত করে সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান মৃত জন্ম হয়, তাহলে স্ত্রী এবং মাতা-পিতার অংশ হতে যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল তা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে আর কন্যাকে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক পরিমাণ ফেরত দেবে এবং তা হলো ৯৫ অংশ। আর অবশিষ্টাংশ পিতা পাবেন এবং তা হলো ৯ অংশ। কেননা তিনি হলেন আসাবা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَإِذَا كَانَ الْبَنُوْنَ أَرْبَعَةً আর যখন পুত্র চারজন হবে فَنَصِيْبُهَا তখন কন্যার অংশ হবে سَهْمٌ এক অংশ وَأَرْبَعَةُ إِتْسَاعِ سَهْمٍ এবং নয় এর চার ($\frac{৪}{৯}$) অংশ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ চব্বিশ হতে مَضْرُوْبٌ فِيْ تِسْعَةٍ তাকে নয় দ্বারা গুণ কর فَصَارَ ثَلٰثَةَ عَشَرَ سَهْمًا অতএব গুণফল তের হয়েছে وَهِيَ لَهَا আর এটি কন্যার অংশ وَ الْبَاقِيْ আর অবশিষ্টাংশ مَوْقُوْفٌ সংরক্ষিত থাকবে وَهُوَ مِائَةٌ وَّخَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا আর তা (অবশিষ্টাংশ) হলো একশত পনের অংশ فَإِنْ وَلَدَتْ আর যদি সে প্রসব করে بِنْتًا وَاحِدَةً এক কন্যা أَوْ أَكْثَرَ অথবা একাধিক কন্যা فَجَمِيْعُ الْمَوْقُوْفِ তাহলে সমস্ত সংরক্ষিত সম্পদ لِلْبَنَاتِ কন্যাদের জন্য হবে وَإِنْ وَلَدَتْ আর যদি সে প্রসব করে إِبْنًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ এক বা একাধিক পুত্র সন্তান فَيُعْطَى ফিরিয়ে দেওয়া হবে لِلْمَرْأَةِ স্ত্রীকে وَالْأَبَوَيْنِ এবং পিতা-মাতাকে مَاكَانَ مَوْقُوْفًا যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল مِّنْ نَصِيْبِهِمْ তাদের অংশ হতে فَمَا بَقِيَ অতঃপর অবশিষ্টাংশ تُضَمُّ إِلَيْهِ ثَلٰثَةَ عَشَرَ (কন্যার অংশ) তের এর সাথে মিলিত করা হবে وَيُقَسَّمُ এবং তা বণ্টন করে দেওয়া হবে بَيْنَ الْأَوْلَادِ সন্তানদের মধ্যে وَإِنْ وَلَدَتْ আর যদি সে প্রসব করে وَلَدًا مَيِّتًا একটা মৃত সন্তান فَيُعْطَى তাহলে ফেরত দেওয়া হবে لِلْمَرْأَةِ وَالْأَبَوَيْنِ স্ত্রী এবং মাতা-পিতাকে مَاكَانَ مَوْقُوْفًا যা সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল مِّنْ نَصِيْبِهِمْ তাদের অংশ হতে وَلِلْبِنْتِ আর কন্যাকে ফেরত দিবে إِلَى تَمَامِ النِّصْفِ সম্পূর্ণ সম্পত্তির অর্ধেক وَهُوَ خَمْسَةٌ وَّتِسْعُوْنَ سَهْمًا আর তা হলো পচানব্বই (৯৫) অংশ وَالْبَاقِيْ لِلْأَبِ আর অবশিষ্ট অংশ পিতা পাবেন وَهُوَ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ আর তাহলো নয় (৯) অংশ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ কেননা তিনি হলেন আসাবা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَجَمِيْعُ الْمَوْقُوْفِ لِلْبَنَاتِ الخ -এর আলোচনা : গর্ভস্থ সন্তানকে নারী সাব্যস্ত করে স্ত্রী এবং মাতা-পিতার অংশ দেওয়া হয়েছে। সন্তান জন্মের পর জানা গেল যে, গর্ভস্থ সন্তান নারী। সুতরাং স্ত্রী এবং মাতা-পিতাকে তাদের অংশ দেওয়ার পর যা অতিরিক্ত থাকল তা কন্যাদের অংশ। আর উপরোক্ত অবস্থায় ১২৮ অবশিষ্ট থাকল, তা কন্যাদের অংশ বলে গণ্য হবে। আর গর্ভস্থ সন্তান যদি ছেলে সন্তান জন্ম হয়, তাহলে স্ত্রীর অংশ হতে যে ৩ এবং পিতা-মাতার অংশ হতে যে ৪ করে অবশিষ্ট রইল তা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। অতঃপর ১১৭ অবশিষ্ট থাকবে। এ ১১৭-এর সাথে ১৩ যোগ করলে সর্বমোট ১৩০ হবে। তাকে সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর যদি গর্ভস্থ সন্তান মৃত কন্যা বা ছেলে জন্ম হয়, তাহলে স্ত্রীর (সংরক্ষিত) অবশিষ্ট অংশ ৩ স্ত্রীকে এবং মাতা-পিতার (সংরক্ষিত) অবশিষ্ট অংশ ৮ মাতা-পিতাকে দেওয়ার পর সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক কন্যাকে দিতে হবে। এভাবে যে তাকে পূর্বে ১৩ দেওয়া হয়েছিল, তা ব্যতীত এখন ৯৫ দেবে, তাহলে তার মোট অংশ হবে– ১০৮ : যা ২১৬-এর অর্ধেক। আর এ ১০৮-এর সঙ্গে স্ত্রীর অংশ ২৭ এবং মাতা-পিতার অংশ ৩৬, ৩৬ মিলানোর পর মোট ২০৭ অংশ পাবে। আর ২১৬ হতে ঐ অংশ বাকি থাকে, যা পিতা দ্বিতীয়বার পাবে। কেননা মৃতের এক কন্যার সঙ্গে পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় পিতা আসাবাও হয় এবং যাবিল ফুরূযও হয়। সুতরাং পিতার সম্পূর্ণ অংশ (৩৬ + ৯) = ৪৫ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ফতোয়া (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) অনুসারে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য যদি শুধু এক পুত্রের অংশ সংরক্ষিত রাখা হয়, তাহলে উল্লিখিত অবস্থায় কন্যাকে ৩৯ দেওয়া হবে। অতঃপর পুত্র জন্ম হওয়া অবস্থায় পিতা-মাতা এবং স্ত্রী স্থগিত অংশকে ফেরত দিতে হবে— কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার অবস্থায় নয়।

فَصْلٌ فِي الْمَفْقُوْدِ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মিরাস সম্পর্কিত আলোচনা পরিচ্ছেদ

اَلْمَفْقُوْدُ حَيٌّ فِيْ مَالِهٖ حَتّٰى لَايَرِثَ مِنْهُ اَحَدٌ وَمَيِّتٌ فِيْ مَالِ غَيْرِهٖ حَتّٰى لَايَرِثَ مِنْ اَحَدٍ وَيُوْقَفُ مَالُهٗ حَتّٰى يَصِحَّ مَوْتُهٗ اَوْتَمْضِيَ عَلَيْهِ مُدَّةٌ وَاخْتُلِفَ الرِّوَايَاتُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَفِيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ اَنَّهٗ اِذَا لَمْ يَبْقَ اَحَدٌ مِنْ اَقْرَانِهٖ حُكِمَ بِمَوْتِهٖ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ فِيْهِ الْمَفْقُوْدُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِائَةٌ وَّعَشَرَ سِنِيْنَ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِائَةٌ وَّخَمْسُ سِنِيْنَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تِسْعُوْنَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَالُ الْمَفْقُوْدِ مَوْقُوْفٌ اِلٰى اِجْتِهَادِ الْاِمَامِ وَمَوْقُوْفُ الْحُكْمِ فِيْ حَقِّ غَيْرِهٖ حَتّٰى يُوْقَفَ نَصِيْبُهٗ مِنْ مَالِ مُوْرِثِهٖ كَمَا فِي الْحَمْلِ فَاِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ فَمَالُهٗ لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهٖ وَمَا كَانَ مَوْقُوْفًا لِاَجْلِهٖ يُرَدُّ اِلٰى وَارِثِ مُوْرِثِهِ الَّذِيْ وُقِفَ مَالُهٗ وَالْاَصْلُ فِيْ تَصْحِيْحِ مَسَائِلِ الْمَفْقُوْدِ اَنْ تُصَحَّحَ الْمَسْئَلَةُ عَلٰى تَقْدِيْرِ حَيَاتِهٖ ثُمَّ تُصَحَّحَ عَلٰى تَقْدِيْرِ وَفَاتِهٖ وَبَاقِي الْعَمَلِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْحَمْلِ -

সরল অনুবাদ : নিখোঁজ ব্যক্তি তার নিজ সম্পদের মধ্যে জীবিত, তাই অন্য কেউ তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না। আর সে অপরের সম্পদের মধ্যে মৃত। তাই সে কারো হতে উত্তরাধিকারী হবে না। তার মৃত্যুর সঠিক তথ্য উদঘাটন না হওয়া পর্যন্ত তার সমুদয় সম্পত্তি স্থগিত রাখা হবে। অথবা, এ অবস্থায় এক নির্দিষ্ট যুগ অতিবাহিত হবে। এ নির্দিষ্ট যুগ সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। অতঃপর যাহিরে রিওয়ায়াত অনুসারে যখন তার সমযুগের কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে তাকে মৃত বলে গণ্য করতে হবে। আর হাসান ইবনে যিয়াদ আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, এ নির্দিষ্ট যুগ হলো, নিখোঁজ ব্যক্তির জন্ম দিন হতে ১২০ বছর। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ১১০ বছর। আর আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, ১০৫ বছর। আর কেউ কেউ বলেন, ৯০ বছর এবং তার উপরই ফতোয়া। আর কেউ কেউ বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ইমামের গবেষণার উপর স্থগিত থাকবে এবং নিখোঁজ ব্যক্তি অন্যের হকের মধ্যে স্থগিত থাকবে। এমনকি মিরাস প্রদানকারীর সম্পদ হতে তার প্রাপ্য অংশ স্থগিত রাখা হবে যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অংশ রাখা হয়। অতঃপর যখন নির্দিষ্ট যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং তার মৃত্যুর হুকুম দেওয়া হবে, তখন তার সম্পদ বর্তমান ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর তার জন্য (অপরের থেকে) যে সম্পদ স্থগিত রাখা হয়েছিল, তা ঐসব ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যাদের অংশ থেকে স্থগিত রাখা হয়েছিল।

আর নিখোঁজ ব্যক্তির মাসআলা তাসহীহ'র মূলনীতি হলো এই যে, তাকে জীবিত সাব্যস্ত করে মাসআলা তাসহীহ (শুদ্ধ) করা হবে। অতঃপর তাকে মৃত ধারণা করে দ্বিতীয়বার মাসআলা তাসহীহ করতে হবে। আর বাকি কাজ গর্ভস্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْمَفْقُوْدُ নিখোঁজ ব্যক্তি حَيٌّ জীবিত فِيْ مَالِهٖ তার নিজ সম্পদের মধ্যে حَتّٰى لَايَرِثَ তাই উত্তরাধিকারী হবেনা مِنْهُ اَحَدٌ তার সম্পদের অন্য কেউ وَمَيِّتٌ এবং সে মৃত فِيْ مَالِ غَيْرِهٖ অপরের সম্পদের মধ্যে حَتّٰى لَايَرِثَ তাই সে উত্তরাধিকারী হবে না مِنْ اَحَدٍ কারো থেকে وَيُوْقَفُ এবং স্থগিত রাখা হবে مَالُهٗ তার সমুদয় সম্পত্তি حَتّٰى يَصِحَّ مَوْتُهٗ তার মৃত্যুর সঠিক তথ্য উদঘাটন হওয়া পর্যন্ত اَوْ تَمْضِيَ عَلَيْهِ অথবা এ অবস্থায় তার উপর অতিবাহিত হওয়া

فَفِى পর্যন্ত مُدَّةً একটি নির্দিষ্ট সময়, যুগ وَاخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে فِى تِلْكَ الْمُدَّةِ নির্দিষ্ট সময় যুগ সম্পর্কে ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ অতঃপর যাহিরে রিওয়ায়েত অনুসারে إِذَا لَمْ يَبْقَ যখন জীবিত না থাকে أَحَدٌ কেউ مِنْ أَقْرَانِهِ তার সমবয়স্কদের, সমযুগের حُكِمَ بِمَوْتِهِ তাহলে তাকে মৃত বলে গণ্য করতে হবে وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ বর্ণনা করেন (رح) عَنْ أَبِى حَنِيْفَةَ ইমাম আবু হানীফার (র.) হতে أَنَّ تِلْكَ الْمُدَّةَ এ নির্দিষ্ট যুগ হলো مِائَةً وَعِشْرُونَ سَنَةً একশত বিশ বছর مِنْ يَوْمِ وُلِدَ فِيهِ জন্ম দিন হতে الْمَفْقُوْدُ নিখোঁজ ব্যক্তির (رح) وَقَالَ مُحَمَّدٌ আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন مِائَةُ عَشَرِ سِنِيْنَ একশ দশ বছর (رح) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ আর ইমাম আবু ইউসুফ (র.) বলেন مِائَةٌ وَّخَمْسُ سِنِيْنَ একশত পাঁচ বছর وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেন تِسْعُوْنَ سَنَةً নব্বই বছর وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى এবং তার উপর ফতোয়া وَقَالَ بَعْضُهُمْ আর কেউ কেউ বলেন مَالُ الْمَفْقُوْدِ নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পত্তি مَوْقُوْفٌ স্থগিত থাকবে إِلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ইমামের গবেষণার উপর وَمَوْقُوْفُ الْحُكْمِ এবং স্থগিতের বিধানে থাকবে فِى حَقِّ غَيْرِهِ অন্যের হকের মধ্যে حَتَّى يُوقَفَ এমনকি স্থগিত রাখা হবে نَصِيْبُهُ তার প্রাপ্য অংশ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ মিরাস প্রদানকারী সম্পদ হতে كَمَا فِى الْحَمْلِ যেমন গর্ভস্থ সন্তানের অংশ রাখা হয় فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ অতঃপর যখন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে فَمَالُهُ তখন তার সম্পদ (বণ্টন করা হবে) لِوَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ বর্তমান ওয়ারিশের মধ্যে عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ তার মৃত্যুর হুকুম দেওয়ার সময়/ পর وَمَا كَانَ مَوْقُوْفًا আর যে সম্পদ স্থগিত রাখা হয়েছিল لِأَجْلِهِ তার জন্য (অপরের থেকে) يُرَدُّ বণ্টন করা হবে إِلَى وَارِثِ ওয়ারিশদের মধ্যে مُوَرِّثِهِ সে ওয়ারিশ প্রদানকারীর الَّذِى وُقِفَ مَالُهُ যাদের অংশ থেকে স্থগিত রাখা হয়েছিল وَالْأَصْلُ আর মূলনীতি হলো فِى تَصْحِيْحِ তাসহীহ করার مَسَائِلِ الْمَفْقُوْدِ নিখোঁজ ব্যক্তির মাসআলা সমূহের أَنْ تُصَحِّحَ الْمَسْئَلَةَ মাসআলাকে তাসহীহ করা হবে عَلٰى تَقْدِيْرِ حَيَاتِهِ তাকে জীবিত সাব্যস্ত করে ثُمَّ تُصَحِّحَ অতঃপর পুনরায় তাসহীহ করা হবে عَلٰى تَقْدِيْرِ وَفَاتِهِ তাকে মৃত ধারণা করে وَبَاقِى الْعَمَلِ আর বাকি কাজ করতে হবে مَا ذَكَرْنَا আমরা যে নিয়ম উল্লেখ করেছি فِى الْحَمْلِ গর্ভস্থ অধ্যায়ে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَفْقُوْدٌ শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে مَفْقُوْدٌ শব্দটি إِسْمِ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ যা فَقْدٌ মাদ্দাহ থেকে উৎকলিত। জিনসে صَحِيْح; অর্থ– হারানো জিনিস, হারানো বস্তু।

مَفْقُوْدٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. دليل الوارث গ্রন্থকার আল্লামা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন কীরানুবী বলেন,

اَلْمَفْقُوْدُ هُوَ فِى اِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ غَائِبٌ لَمْ يَدْرِ أَثَرُهُ أَىْ خَبَرُهُ فَلَايَدْرِى حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ ـ

অর্থাৎ ফকীগণের পরিভাষায় مَفْقُوْد হলো, এমন নিরুদ্দেশ্য ব্যক্তি, যার কোনো নিদর্শন তথা সংবাদ জানা যায় না; এমনকি তার জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধেও জানা যায় না।

২. مَفْقُوْد-এর সংজ্ঞা এভাবেও দেওয়া যেতে পারে– اَلْمَفْقُوْدُ هُوَ الْغَائِبُ الَّذِى لَمْ يَدْرِ مَوْضَعَهُ وَلَمْ يَدْرِ أَحَىٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ

অর্থাৎ مَفْقُوْد এমন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে বলে, যার অবস্থানস্থল জানা যায়নি এবং এটাও জানা যায়নি যে, সে কি মৃত না জীবিত।

قَوْلُهُ الْمَفْقُوْدُ حَىٌّ الخ-এর আলোচনা : যে নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে তার আত্মীয় স্বজন এবং ওয়ারিশগণ প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুঁজে পায়নি এবং সে ব্যক্তি জীবিত আছে না মারা গেছে, এ ব্যাপারেও কিছু জানা যায়নি। এমন নিরুদ্দেশ ব্যক্তির হক নষ্ট করা যাবে না এবং অন্যান্য ওয়ারিশের মাঝেও বণ্টন করা যাবে না; বরং তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়কাল অপেক্ষা করতে হবে। এ অপেক্ষমান সময়ে তার সম্পদ সংরক্ষিত রাখা হবে।

قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَ الرِّوَايَاتُ الخ-এর বিশ্লেষণ : নিরুদ্দেশ ব্যক্তির হক কত দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, আর তা নিম্নরূপ–

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত : مَفْقُوْد বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষামান মেয়াদ নির্ণয়ে হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর বরাত দিয়ে বলেন যে,

إِنَّ تِلْكَ الْمُدَّةِ مِائَةٌ وَعِشْرُوْنَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ فِيهِ الْمَفْقُوْدُ ـ

অর্থাৎ এ অপেক্ষমান মেয়াদ হলো, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্ম হতে ১২০ (একশ বিশ) বছর।

ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত : এ ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষাকালীন এ মেয়াদ ১১০ (একশ দশ) বছর।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর অভিমত : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে এ মেয়াদ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মদিন হতে ১০৫ (একশত পাঁচ) বছর।

কতিপয় আলেমের অভিমত : কোনো কোনো ফকীহ বলেন, এ মেয়াদ ৯০ (নব্বই) বছর। আর এর উপরই ফতোয়া।

যাহিরে রেওয়ায়াত মতে : যাহিরে রেওয়ায়াত অনুযায়ী এর সময়কাল হলো–

إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَانِهِ حُكِمَ بِمَوْتِهِ .

অর্থাৎ যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সমবয়স্কদের কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে।

قَوْلُهُ الْأَصْلُ فِيْ تَصْحِيْحِ الخ -এর বিশ্লেষণ : যেমন কোনো স্ত্রীলোকের মৃত্যু হলো, আর তার ওয়ারিশদের মধ্যে একজন স্বামী, দু'জন সহোদরা বোন উপস্থিত জীবিত আছে এবং এক সহোদরা ভাই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় নিরুদ্দেশ ভাইকে মৃত সাব্যস্ত করে স্বামীকে অর্ধাংশ $\frac{১}{২}$ এবং সহোদরা দুই বোনকে দুই তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$ অংশ দেওয়ার কারণে মাসআলা ৬ দ্বারা শুরু হয়ে ৭ এর দিকে আওল হবে। আর নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত সাব্যস্ত কারা অবস্থায় স্বামী অর্ধাংশ $\frac{১}{২}$ পাবে, আর অবশিষ্ট অর্ধাংশের অর্ধেক দুই সহোদরা বোন পাবে। আর মাসআলা ২ দ্বারা শুরু হয়ে স্বামী ১ পাবে। অবশিষ্ট ১ সহোদরা দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে ঠিক সমানভাবে বণ্টন হয় না। আর তাদের সংখ্যা হলো ৪। সুতরাং এ ৪-কে ২ দ্বারা গুণ করলে গুণফল ৮ হয়ে যাবে এবং তা দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে এবং এতে স্বামী ৪, ভাই ২ এবং প্রত্যেক বোন ১ করে পাবে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া বোনদের জন্য উত্তম যে, এমতাবস্থায় ৭ হতে প্রত্যেক বোন ২ করে পাবে। আর জীবিত অবস্থায় প্রত্যেক বোন ৮ হতে ১ করে পাবে। আর স্বামীর জন্য নিখোঁজ ব্যক্তির জীবিত থাকা উত্তম। কেননা এমতাবস্থায় স্বামী ৮ হতে ৪ পাবে এবং মৃত অবস্থায় ৭ হতে ৩ পাবে। আর মূলনীতি হলো এই যে, গর্ভস্থ সন্তানের মাসআলার অনুরূপ নিখোঁজ ব্যক্তির মাসআলায়ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নতম অংশ দেওয়া হয়।

এ মূলনীতি অনুযায়ী বোনদের প্রাপ্যের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত সাব্যস্ত করে প্রত্যেক বোনকে ৮ হতে ১ করে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ স্থগিত রাখা হবে। আর স্বামীর প্রাপ্যের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করে ৭ হতে স্বামীকে ৩ দেওয়া হবে, আর অবশিষ্টাংশ স্থগিত রাখা হবে। আর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করা অবস্থায় যে ৭ দ্বারা মাসআলা হয়েছে, আর জীবিতাবস্থায় যে ৮ দ্বারা মাসআলাই হয়েছে, সেগুলোর উভয়ের মধ্যে পরস্পর তাবায়ুন সম্পর্ক। কাজেই সেগুলোর একটিকে অন্যটির মধ্যে গুণ করা দ্বারা গুণফল ৫৬ হবে। সুতরাং তা দ্বারা নিখোঁজ ব্যক্তির মাসআলা (মাসআলায়ে মাফকূদ) শুদ্ধ হবে। আর নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করা মাসআলায় ৭ দ্বারা যে উত্তরাধিকারী যা পেয়েছে, তাকে ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে। আর নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত সাব্যস্ত করা অবস্থায় ৮ দ্বারা সে যা পেয়েছে, তাকে ৭ দ্বারা গুণ করতে হবে।

নিম্নে উভয় মাসআলাকে বুঝানো হচ্ছে—

মাসআলা– ৬, আওল–৭, তাসহীহ– ৫৬ [নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত সাব্যস্ত করা অবস্থায়]

মৃত

স্বামী	নিখোজ সহোদর ভাই	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন
$\frac{৩}{২৪}$	(বঞ্চিত)	$\frac{২}{১৬}$	$\frac{২}{১৬}$

মাসআলা– ২, তাসহীহ– ৮, তাসহীহ– ৫৬, [নিখোঁজ ব্যক্তিকে জীবিত সাব্যস্ত করা অবস্থায়]

মৃত

স্বামী	নিখোঁজ সহোদর ভাই	$\frac{১}{৪}$	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন
$\frac{১}{৪}$				
২৮	$\frac{২}{১৪}$		$\frac{১}{৭}$	$\frac{১}{৭}$

সুতরাং উপরোক্ত মাসআলাদ্বয়ে স্বামীর দু' রকম অংশ হলো, একটি ২৪ ; দ্বিতীয়টি ২৮। উভয়ের মধ্যে ২৪ নিম্নতম। কাজেই ২৪ দিয়ে ৪ স্থগিত রাখা হবে। আর নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত অবস্থায় উভয় বোনদের অংশ ৩২। আর নিঁখোজ ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় উভয় বোনদের অংশ ১৪। সুতরাং তাদেরকে ১৪ দিয়ে বাকি ১৮ স্থগিত রাখা হবে। সুতরাং জানা গেল যে, স্বামী এবং সহোদরা দু' বোনকে ৫৬ হতে ৩৮ দিয়ে নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য বাকি ১৮ স্থগিত রাখা হবে। অতঃপর যদি প্রকাশ হয় যে, নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত, তাহলে স্বামীর অংশ হতে যে ৪ স্থগিত রাখা হয়েছে, তা স্বামীকে দিয়ে দেবে, তাহলে তার অংশ ২৮ হয়ে যাবে, যা ৫৬-এর অর্ধাংশ। আর উভয় সহোদরা বোনদের যে ১৪ দেওয়া হলো, আর তাদের বাকি স্থগিত ১৪ নিখোঁজ ব্যক্তিকে দিয়ে দেবে। সুতরাং এমতাবস্থায় ভাইদের অংশ দু' বোনের সমান হয়ে যাবে। আর যদি নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যু প্রকাশ পায়, তাহলে সম্পূর্ণ স্থগিত ১৮ অংশ বোনদেরকে দিয়ে দেবে। তাহলে ১৮ এবং ১৪ মিলে ৩২ হয়ে যাবে, যা ৫৬-এর ৭ অংশের চার অংশ। আর বাকি ২৪ যা ৫৬-এর ৭ অংশের ৩ অংশ স্বামীর নিকট আছে।

فَصْلٌ فِى الْمُرْتَدِّ

ধর্মত্যাগীদের আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

إِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ عَلٰى اِرْتِدَادِهٖ قُتِلَ اَوْ لُحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحَكَمَ الْقَاضِىْ بِلِحَاقِهٖ فَمَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ اِسْلَامِهٖ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ يُوْضَعُ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا الْكَسْبَانِ جَمِيْعًا لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعِنْدَ الشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكَسْبَانِ جَمِيْعًا يُوْضَعَانِ فِىْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا اكْتَسَبَهٗ بَعْدَ اللُّحُوْقِ بِدَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ فَيْئٌ بِالْاِجْمَاعِ وَكَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ جَمِيْعًا لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِيْنَ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ اَصْحَابِنَا وَاَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَايَرِثُ مِنْ اَحَدٍ لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ مِثْلِهٖ وَكَذٰلِكَ الْمُرْتَدَّةُ اِلَّا اِذَا ارْتَدَّ اَهْلُ نَاحِيَةٍ بِاَجْمَعِهِمْ فَحِيْنَئِذٍ يَتَوَارَثُوْنَ ـ

সরল অনুবাদ : মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী যদি তার ধর্ম ত্যাগ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, অথবা তাকে হত্যা করা হয়, কিংবা দারুল হরব বা অনৈসলামি রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রিত হয় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বিচারকও তার সম্পর্কে দারুল হরবে আশ্রিত বলে হুকুম জারি করে দেন, তাহলে মুসলমান থাকাকালীন সে যা উপার্জন করেছে, তা তার মুসলমান ওয়ারিশগণ পাবে। আর ধর্মত্যাগকালীন সময়ে সে যা উপার্জন করেছে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখা হবে। সাহেবাইনের মতে, তার উভয় অবস্থায় উপার্জিত সমস্ত সম্পদ মুসলিম ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইসলাম ও ইরতিদাদ উভয় অবস্থায় তার অর্জিত সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হবে। অতঃপর সে দারুল হরবে সংযুক্ত হওয়ার পর যা উপার্জন করেছে, তা সর্বসম্মতিক্রমে 'ফাই' তথা বিজয়লব্ধ সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। ধর্ম ত্যাগকারিণী মহিলার সমস্ত উপার্জিত সম্পদ আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য ছাড়া তার মুসলিম ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে। ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কারো ওয়ারিশ হয় না। মুসলমানদের পক্ষ হতেও না, অপর ধর্ম ত্যাগীর পক্ষ হতেও না। মহিলা ধর্ম ত্যাগকারিণীর অবস্থাও অনুরূপ। তবে যদি কোনো অঞ্চলের সকল লোক ধর্মচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে।

শাব্দিক অনুবাদ : إِذَا مَاتَ যদি মৃত্যুবরণ করে اَلْمُرْتَدُّ ধর্মত্যাগী عَلٰى اِرْتِدَادِهٖ তার ধর্মত্যাগ অবস্থায় اَوْ قُتِلَ অথবা তাকে হত্যা করা হয় اَوْ لُحِقَ অথবা সে আশ্রিত হয় بِدَارِ الْحَرْبِ অনৈসলামিক রাষ্ট্রে وَحَكَمَ الْقَاضِىْ আর বিচারক তার সম্পর্কে হুকুম জারি করে بِلِحَاقِهٖ অনৈসলামি রাষ্ট্রে আশ্রিত বলে فَمَا اكْتَسَبَهٗ তাহলে সে যা উপার্জন করেছে فِىْ حَالِ اِسْلَامِهٖ তার মুসলমান থাকাকালীন فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ তা তার মুসলমান ওয়ারিশগণ পাবে وَمَا اكْتَسَبَهٗ এবং সে যা উপার্জন করেছে فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ তার ধর্মত্যাগকালীন সময়ে يُوْضَعُ তা জমা রাখা হবে فِىْ بَيْتِ الْمَالِ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে وَعِنْدَهُمَا আর সাহেবাইনের মতে اَلْكَسْبَانِ جَمِيْعًا উভয় অবস্থায় অর্জিত তার সকল সম্পদ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ তার মুসলিম ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে وَعِنْدَ

يُوْضَعَانِ فِىْ উভয় অবস্থায় তার অর্জিত সম্পদ اَلْكَسْبَانِ جَمِيْعًا আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে الشَّافِعِيِّ (رحـ) بَيْتِ الْمَالِ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা রাখা হবে وَمَا اكْتَسَبَهُ এবং সে যা উপার্জন করেছে بَعْدَ اللُّحُوْقِ সংযুক্ত হওয়ার পর بِدَارِ الْحَرْبِ অনৈসলামি রাষ্ট্রে فَهُوَ فَيْئٌ তা ফাই তথা বিজয়লব্ধ সম্পদ হবে بِالْإِجْمَاعِ সর্বসম্মতিক্রমে وَكَسْبُ الْمُرْتَدَّةِ ধর্মত্যাগকারিণী মহিলার উপার্জিত جَمِيْعًا সকল সম্পত্তি لِوَرَثَتِهَا الْمُسْلِمِيْنَ তার মুসলিম ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করা হবে بِلَا خِلَافٍ কোনো মতানৈক্য ছাড়াই بَيْنَ أَصْحَابِنَا আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মধ্যে وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ আর ধর্মত্যাগী ব্যক্তি فَلَا يَرِثُ مِنْ أَحَدٍ কারো ওয়ারিশ হয় না لَا مِنْ مُسْلِمٍ মুসলমানদের পক্ষ হতেও না وَلَا مِنْ مُرْتَدٍّ অপর ধর্মত্যাগীর পক্ষ হতেও না مِثْلِهِ তার মতো وَكَذَالِكَ الْمُرْتَدَّةُ মহিলা ধর্মত্যাগ কারির অবস্থাও অনুরূপ إِلَّا তবে إِذَا ارْتَدَّ যদি ধর্মচ্যুত হয়ে যায় أَهْلُ نَاحِيَةٍ কোনো অঞ্চলের লোক بِأَجْمَعِهِمْ সকলে فَحِيْنَئِذٍ তখন يَتَوَارَثُوْنَ তারা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) الخ -এর আলোচনা : ইমাম আযম (র.)-এর মতানুযায়ী দলিল হলো এই যে, মুসলমান কাফির ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। অতএব ধর্মত্যাগী ব্যক্তি মুসলমান থাকাকালীন যা কিছু উপার্জন করেছে, তাকে মুসলমানদের সম্পত্তি ধরে নেয়া হবে। আর ঐ সম্পত্তির মুসলমান ওয়ারিশ হওয়ার অর্থ মুসলমানের ওয়ারিশ মুসলমান হয়। সুতরাং এটি জায়েজ হবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় আর্জিত সম্পদকে মুসলমানের সম্পদ স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তার উত্তরাধিকারী মুসলমান ওয়ারিশ হওয়ার দ্বারা মুসলমান খোদাদ্রোহীর ওয়ারিশ হওয়া প্রকাশ পায়, যা ইসলামি শরিয়তে অবৈধ।

قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا الخ -এর আলোচনা : আর সাহেবাইন (র.) বলেন যে, ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী ধর্মত্যাগীকে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কাজেই ইসলাম অবস্থায় অর্জিত সম্পদের ন্যায় ধর্মত্যাগী অবস্থায় অর্জিত সম্পদকে মুসলমানের সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। সুতরাং মুসলমান ওয়ারিশগণ তার উভয় অবস্থার অর্জিত সম্পদের ওয়ারিশ হওয়া অবস্থায় মুসলমান কাফিরের ওয়ারিশ হওয়ার হুকুম প্রবর্তিত হবে না।

قَوْلُهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخ -এর আলোচনা : ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, ধর্ম ত্যাগের কারণে ধর্মত্যাগী ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পদ 'ফাই'-এর সম্পদ হয়ে গেল। আর প্রত্যেক প্রকার 'ফাই'-এর সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ। আর যুদ্ধ ব্যতীত কাফিরদের যে সকল সম্পদ মুসলমানগণ পায়, তাকে 'ফাই' বলে। 'ফাই'-এর মধ্যে সর্বসাধারণ মুসলনের প্রাপ্য রয়েছে। আর ধর্মত্যাগী দারুল হরবের বসবাসকারী হয়ে যাওয়ার পরে যা কিছু উপার্জন করেছিল, তা হরবী সম্পদ হবে। আর মুসলমান দারুল হরবের লোকের নিকট হতে ওয়ারিশ হয় না। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে তা 'ফাই' এর সম্পদ। আর ধর্মত্যাগী পুরুষ ও ধর্ম ত্যাগকারিণী মহিলার মধ্যে পার্থক্য এই যে, যদি ধর্মত্যাগী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ধর্মত্যাগকারিণীকে হত্যা করা হবে না; বরং মৃত্যু পর্যন্ত জেলখানার মধ্যে রাখা হবে। অতঃপর যখন ধর্মত্যাগের কারণে ধর্ম ত্যাগকারিণীর প্রাণ হতে রক্ষা পাবে না, তাহলে তার সম্পদ হতেও রক্ষা পাবে না। সুতরাং তার মুসলমান ওয়ারিশগণ তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে।

আর ধর্মত্যাগী হওয়া ইসলামি শরিয়তে অপরাধ, আর অপরাধ কোনো পুরস্কারের উপযুক্ত হয় না। আর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি এক প্রকার শরিয়তের পুরস্কার। কাজেই ধর্মত্যাগী এ পুরস্কার হতে বঞ্চিত হবে এবং কারো ওয়ারিশ হতে পারবে না।

قَوْلُهُ يَتَوَارَثُوْنَ -এর আলোচনা : যে এলাকার সকল মুসলমান ধর্মত্যাগী হয়েছে, সে এলাকা দারুল হরবে পরিণত হবে। আর দারুল হরবে এক কাফির অন্য কাফিরের উত্তরাধিকারী হয়।

فَصْلٌ فِى الْاَسِيْرِ

যুদ্ধবন্দীর আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

حُكْمُ الْاَسِيْرِ كَحُكْمِ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمِيْرَاثِ مَالَمْ يُفَارِقْ دِيْنَهُ فَاِنْ فَارَقَ دِيْنَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ فَاِنْ لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَلَامَوْتُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُوْدِ ـ

সরল অনুবাদ : মিরাসী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে যুদ্ধবন্দীর হুকুম অন্যান্য মুসলমাদের মতোই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ না করে। কেননা সে যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তাহলে তার হুকুম মুরতাদের হুকুমের ন্যায়। কিন্তু যদি তার ইরতিদাদ তথা ধর্মচ্যুত হওয়া বা জীবিত থাকা কিংবা মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা না যায়, তাহলে তার হুকুম নিরুদ্দেশ ব্যক্তির হুকুমের ন্যায়।

শাব্দিক অনুবাদ : حُكْمُ الْاَسِيْرِ যুদ্ধবন্দীর হুকুম كَحُكْمِ হুকুমের মতো سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ সকল মুসলমানদের فِى الْمِيْرَاثِ মিরাসী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে مَالَمْ يُفَارِقْ যতক্ষণ পর্যন্ত সে ত্যাগ না করে دِيْنَهُ স্বধর্ম (ইসলাম) فَاِنْ فَارَقَ دِيْنَهُ কেননা সে যদি তার ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে فَحُكْمُهُ তার হুকুম হলো حُكْمُ الْمُرْتَدِّ মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর হুকুমের ন্যায় فَاِنْ لَمْ تُعْلَمْ কিন্তু যদি জানা না যায়/ স্পষ্ট ধারণা লাভ করা না যায় رِدَّتُهُ তার ধর্মচ্যুত হওয়া وَلَا حَيَاتُهُ তার জীবিত থাকা وَلَا مَوْتُهُ কিংবা তার মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে فَحُكْمُهُ তাহলে তার হুকুম حُكْمُ الْمَفْقُوْدِ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির হুকুমের ন্যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَسِيْر শব্দের পরিচয় : আভিধানিক দৃষ্টিতে اَسِيْرٌ শব্দটি একবচনের বিশেষ্যপদ। বহুবচনে اُسَرَاءُ ـ اَسْرٰى এর মূলবর্ণ হচ্ছে (ا ـ س ـ ر) জিনসে مَهْمُوْز فَاء অর্থ– বন্দী, আটককৃত, যুদ্ধবন্দী, কয়েদী ইত্যাদি। আবার শব্দটি فَعِيْل ওযনে اِسْم فَاعِل مُبَالَغَه-এর সীগাহ, যা এখানে اِسْم مَفْعُوْل-এর অর্থে ব্যবহৃত।

আর পরিভাষায় اَسِيْر বলা হয়– اَلْمُسْلِمُ الَّذِىْ مَاخُوْذٌ فِى الْحَرْبِ অর্থাৎ যে মুসলমান কোনো যুদ্ধে অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রে বন্দী হয় তাকে اَسِيْر বলে।

قَوْلُهُ حُكْمُ الْاَسِيْرِ الخ :

যুদ্ধবন্দির উত্তরাধিকার স্বত্ব অর্জনের হুকুম : কোনো মুসলমান যদি কাফিরদের হাতে বন্দী হয়, তাহলে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা লক্ষণীয়। যথা–

১. كَحُكْمِ سَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمِيْرَاثِ مَا لَمْ يُفَارِقْ دِيْنَهُ অর্থাৎ সে যদি তার স্বধর্ম তথা ইসলাম ত্যাগ না করে তাহলে অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় তার হুকুম হবে।

২. اِنْ فَارَقَ دِيْنَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ অর্থাৎ ব্যক্তি যদি তার স্বধর্ম তথা ইসলাম ত্যাগ করে, তাহলে তাকে মুরতাদ ধরা হবে। এমতাবস্থায় তার হুকুম হবে মুরতাদের হুকুমের ন্যায়।

৩. اِنْ لَمْ تُعْلَمْ رِدَّتُهُ وَحَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُوْدِ অর্থাৎ যদি বন্দীর মুরতাদ হওয়া, জীবিত থাকা, অথবা মৃত্যুবরণ করা কোনোটাই জানা না যায়, তাহলে তাকে নিরুদ্দেশ হিসেবে ধরা হবে। তার হুকুম হবে নিরুদ্দেশের হুকুমের ন্যায়।

قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَفْقُوْدِ :

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের হুকুম : কাফিরের হাতে বন্দিকৃত মুসলমানের ক্ষেত্রে যদি তার জীবিত থাকা, মারা যাওয়ার কিংবা দীন থেকে বিচ্যুতির কোনো সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় তার সম্পদ বণ্টন করা হবে না। তার স্ত্রী অন্য কোনো লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত না হবে।

فَصْلٌ فِي الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَالْهَدْمَى

নিমজ্জিত, দগ্ধ ও অপঘাতে মৃত ব্যক্তির আলোচনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

إِذَا مَاتَتْ جَمَاعَةٌ وَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلاً جُعِلُوْا كَأَنَّهُمْ مَاتُوْا مَعًا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ الْأَمْوَاتِ مِنْ بَعْضٍ هٰذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِلَّا فِيْ مَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهٖ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.

সরল অনুবাদ : যদি একদল লোক একই সময়ে মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের মধ্যে কে প্রথম মৃত্যুবরণ করেছেন তা জানা না যায়, তাহলে এক সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে ধরে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের স্ব-স্ব জীবিত ওয়ারিশগণ তাদের সম্পদের ওয়ারিশ হবে। কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তিদের কেউ কারো ওয়ারিশ হবে না। এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত। অনন্তর হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, তাঁরা একে অপরের ওয়ারিশ হবে। কিন্তু তারা একে অপরের যে পরিমাণ সম্পদে ওয়ারিশ হবে তাতে অন্য কেউ ওয়ারিশ হবে না।

বর্ণিত বিষয়সমূহের নির্ভুলতা সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর দিকেই (সকলের) প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ : إِذَا مَاتَتْ যদি মৃত্যুবরণ করে جَمَاعَةٌ একদল লোক وَلَا يُدْرَى এবং জানা না যায় أَيُّهُمْ তাদের মধ্যে কে مَاتَ أَوَّلاً প্রথম মৃত্যুবরণ করেছে جُعِلُوْا তাহলে ধরে নিতে হবে كَأَنَّهُمْ যেন তারা مَاتُوْا مَعًا এক সাথে মৃত্যুবরণ করেছে فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ তাহলে তাদের প্রত্যেকের স্ব-স্ব সম্পত্তির মালিক হবে لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ তাদের জীবিত ওয়ারিশগণ وَلَا يَرِثُ কিন্তু ওয়ারিশ হবে بَعْضُ الْأَمْوَاتِ মৃত ব্যক্তিদের কেউ مِنْ بَعْضٍ অপরের কোনো هٰذَا আর এটাই هُوَ الْمُخْتَارُ গ্রহণযোগ্য অভিমত (رضـ) وَقَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন يَرِثُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ তারা একে অপরের ওয়ারিশ হবে إِلَّا তবে অন্য কেউ ওয়ারিশ হবে না فِيْ مَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ তাদের প্রত্যেকে যে পরিমাণ সম্পদের ওয়ারিশ হবে مِنْ صَاحِبِهٖ তার সাথী থেকে, অপরের থেকে وَاللّٰهُ أَعْلَمُ আল্লাহ ভাল জানেন بِالصَّوَابِ (বর্ণিত বিষয়সমূহের) নির্ভুলতা সম্পর্কে وَإِلَيْهِ আর তার দিকেই الْمَرْجِعُ প্রত্যাবর্তনস্থল وَالْمَآبُ এবং প্রস্থানস্থল, আশ্রয়স্থল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْقٰى . حَرْقٰى ও هَدْمٰى-এর পরিচয় :

غَرْقٰى-এর অর্থ : غَرْقٰى শব্দটি বহুবচন। একবচনে غَرِيْقٌ মূলবর্ণ হচ্ছে (غ . ر . ق) জিনসে صَحِيْح
অর্থ– ১. নিমজ্জিত ২. পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃতব্যক্তি।

حَرْقٰى-এর অর্থ : حَرْقٰى শব্দটি বহুবচন। একবচনে حَرِيْقٌ মূলবর্ণ হচ্ছে (ح . ر . ق) জিনসে صَحِيْح
অর্থ– ১. অগ্নিদগ্ধ, ২. আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি।

هَدْمٰى-এর অর্থ : هَدْمٰى শব্দটি বহুবচন। একবচনে هَدِيْمٌ মূলবর্ণ হচ্ছে (ه . د . م) জিনসে صَحِيْح
অর্থ– ১. বিধ্বস্ত বা আঘাতজনিত কারণে মৃতব্যক্তি, ২. কোনো কিছুর চাপা পড়ে মৃতব্যক্তি।

মোটকথা নৌকা জাহাজ বা লঞ্চে ডুবে যাওয়া বা অন্য কোনো কারণে পানিতে নিমজ্জিত মৃতব্যক্তিকে غَرِيْق ; অগ্নিদগ্ধ মৃতব্যক্তিকে حَرِيْق এবং পাহাড়, ঘরের ছাদ, উচু দেয়াল থেকে পড়ে যাওয়া বা কোনো ভারী বস্তুর চাপা পড়া মৃতব্যক্তিকে هَدِيْم বলে।

قَوْلُهُ إِذَا مَاتَتْ جَمَاعَةٌ الخ-এর বিশ্লেষণ : পানিতে ডুবে মৃত আগুনে পুড়ে মৃত এবং আঘাতজনিত মৃত ব্যক্তিদের মধ্যকার পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব কার্যকরী হওয়া না হওয়ার হুকুম মতপার্থক্যসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

১. ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত : যেসব লোক নৌকা, স্টীমার, লঞ্চে ডুবে পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেছে বা একই সাথে আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে দগ্ধীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা ছাদ উঁচু দেয়াল বা ভারী কিছু চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মধ্যে কার মৃত্যু আগে হয়েছে এবং কার মৃত্যু পরে হয়েছে, তা জানার কোনো উপায়ও নেই। এমতাবস্থায় ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত হলো, এসব লোকের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব কার্যকরী হবে না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের নিজ নিজ জীবিত উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করা হবে। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের নিম্নোক্ত উক্তি–

فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ الْأَمْوَاتِ مِنْ بَعْضٍ .

২. হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর অভিমত : এ বিষয়ে হযরত আলী ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বক্তব্য হলো– يَرِثُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِلَّا فِيْ مَا وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ অর্থাৎ একসাথে মৃতুবরণকারীরা একে অন্যের ওয়ারিশ হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকে অন্যের প্রকৃত মালের ওয়ারিশ হবে। আর প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদের ওয়ারিশ হয়েছে, অন্য ব্যক্তি তার ওয়ারিশ হবে না। যেমন– যায়েদ ও আমর এক সাথে মৃতুবরণ করা অবস্থায় যায়েদ আমর হতে যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি পেয়েছে যদি আমর এ পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হতে ওয়ারিশ হয়, তাহলে আমর তার নিজ সম্পদের ওয়ারিশ হওয়া লাযেম (কর্তব্য) হবে, যা সম্পূর্ণই বাতিল। প্রত্যেকের প্রকৃত সম্পদের মধ্যে অন্যজনের ওয়ারিশ হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, একসাথে মৃত্যুবরণকারী মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত জীবিত ছিল। একজনের মৃত্যুর সময় অন্যজনের জীবিত থাকা এবং না থাকা সন্দেহ। আর এ সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিত আয়ু দূরীভূত হবে না। কাজেই একে অপরের সম্পদের ওয়ারিশ হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ : অনুশীলনী

١. مَنْ هُمْ ذَوِي الْأَرْحَامِ؟ وَكَمْ صِنْفًا لَهُمْ؟ وَمَا الْإِخْتِلَافُ فِي تَوْرِيْثِهِمْ وَتَرْتِيْبِهِمْ؟

٢. مَنْ هُوَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ؟ وَمَا الْإِخْتِلَافُ فِيْ نَصِيْبِهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ؟ وَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ ؟

٣. مَا الْإِخْتِلَافُ فِيْ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ؟ وَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ؟

٤. مَا مَعْنَى الْمَفْقُوْدِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ وَمَا هُوَ الْإِخْتِلَافُ فِيْ تَوْرِيْثِ وَرَثَتِهِ؟ وَمَا هُوَ الْأَصْلُ فِيْ تَصْحِيْحِ الْمَفْقُوْدِ؟

٥. مَنْ هُوَ الْمُرْتَدُّ؟ وَمَا هُوَ الْإِخْتِلَافُ فِيْ تَوْرِيْثِ وَرَثَتِهِ؟ وَمَا الْفَرْقُ فِيْ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ؟ بَيِّنْ؟

٦. مَنْ هُوَ الْأَسِيْرُ؟ وَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِيْ تَوْرِيْثِ وَرَثَتِهِ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ .

٧. مَنْ هُمُ الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَالْهَدْمَى؟ بَيِّنْ أَحْكَامَ تَوْرِيْثِ وَرَثَتِهِمْ.

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

ضَمِيمَةٌ : পরিশিষ্ট

اَلسُّوَالُ (١) : مَاتَتْ إِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ إِبْنَيْنِ وَ بِنْتَيْنِ وَجَدَّةٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কোনো মহিলা তার স্বামী, এক কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মারা গেল। তারপর কন্যা তার দুই পুত্র, দুই কন্যা ও নানা বা দাদী রেখে মারা গেল। অতএব এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লেখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা-রদ্দ ৪, তাসহীহ-(৪×৪) = ১৬, মুনাসাখা-(১৬×৪) = ৬৪

মৃত আয়েশা

স্বামী	কন্যা	মাতা
(আনিস)	(রহিমা)	(হাজেরা)
১/৪	৩/৯	১/৩/১২
(মৃত)	(মৃত)	

(কন্যা ও মাতা: ৩/১২)

মাসআলা- ৪, প্রাপ্ত অংশ- ৪ (সম্পর্ক-তামাছুল)

মৃত আনিস

স্ত্রী	পিতা	মাতা
(রোকিয়া)	(আঃ খালেক)	(খালেদা)
১/৪	২/৮	১/৪

মাসআলা- ৬, তাসহীহ-(৬×৬) = ৩৬, প্রাপ্ত অংশ- ৯ (সম্পর্ক تَدَاخُلٌ بِالرُّبُعِ)

মৃত রহিমা

পুত্র	পুত্র	কন্যা	কন্যা	নানী
(আ: মান্নান)	(আ: হান্নান)	(শাহিদা)	(নঈমা)	(হাজেরা)
				১/৬
১০	১০	৫	৫	

(পুত্র ও কন্যা: ৫/৩০)

اَلْمَبْلَغُ ৬৪

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

হাজেরা	রোকিয়া	আঃ খালেক	খালেদা	আঃ মান্নান	আঃ হান্নান	শাহিদা	নঈমা
(১২+৬)= ১৮	৪	৮	৪	১০	১০	৫	৫

মোট = ৬৪

اَلسُّؤَالُ (٢) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ وَأُمٍّ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কোনো ব্যক্তি এক স্ত্রী, পিতা, মাতা এবং এক কন্যা রেখে মারা গেল। অতঃপর পিতা এক স্ত্রী, এক কন্যা এবং এক পুত্র রেখে মারা গেল। তারপর কন্যা তার স্বামী, মাতা ও এক ভাই রেখে মারা গেল। অতএব এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা- ২৪, তাসহীহ-(২৪×২৪) = ৫৭৬

মৃত আঃ জলিল

স্ত্রী	পিতা	মাতা	কন্যা
(খাদিজা)	(আঃ রহিম)	(সালেহা)	(সাবেরা)
৩	(৪+১) = ৫	৪	১২
৭২	(মৃত)	৯৬	২৮৮ (মৃত)

মাসআলা- ৮, তাসহীহ-(৮×৩) = ২৪, (সম্পর্ক تَبَايُنٌ) প্রাপ্ত অংশ- ৫

মৃত আ: রহিম

স্ত্রী	কন্যা		পুত্র
(শাকেরা)	(মালিহা)		(আঃ কাদের)
১		৭/২১	
৩	৭		১৪
১৫	৩৫		৭০

মাসআলা- ৬, (সম্পর্ক تَدَاخُلٌ) প্রাপ্ত অংশ- ২৮৮

মৃত সাবেরা

স্বামী	মাতা	ভাই
(শফিক)	(খাদিজা)	(আ: শুকুর)
৩	২	১
১৪৪	৯৬	৪৮

اَلْمَبْلَغُ ৫৭৬

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

খাদিজা	সালেহা	শাকেরা	মালিহা	আঃ কাদের	শফিক	আঃ শুকুর
(৭২+৯৬) = ১৬৮	৯৬	১৫	৩৫	৭০	১৪৪	৪৮

মোট = ৫৭৬

اَلسُّؤَالُ (٣) : مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُخْتٍ لِاَبٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَاُخْتٍ لِاَبٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْاُخْتُ لِاَبٍ عَنْ بِنْتَيْنِ وَابْنٍ وَعَمٍّ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামী, এক কন্যা এবং বৈপিত্রেয়ী বোন রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী, দুই কন্যা এবং এক বৈমাত্রেয়ী বোন রেখে মারা গেল। তারপর বৈমাত্রেয়ী বোন তার দুই কন্যা, এক পুত্র ও এক চাচা রেখে মারা গেল। অতএব এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা–৪, ১ম মুনাসাখা–(৪×৬) = ২৪, ২য় মুনাসাখা–(২৪×৪) = ৯৬,

মৃত মরিয়াম

স্বামী	কন্যা	বৈমাত্রেয় বোন
আবদুল্লাহ	(রহিমা)	(সালেহা)
১	২	১
৬	(মৃত)	৬
২৪		২৪

মাসআলা– ১২ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) প্রাপ্ত অংশ– ২

মৃত রহিমা

স্বামী	কন্যা	কন্যা	বৈমাত্রেয় বোন
(আ: করিম)	(কুলসুম)	(যয়নব)	(হাজেরা)
৩	৪	৪	১
১২	১৬	১৬	(মৃত)

মাসআলা– ৪ (تَبَايُنْ) প্রাপ্ত অংশ– ১

মৃত হাজেরা

কন্যা	কন্যা	পুত্র	চাচা
(আলেয়া)	(ফাতেমা)	(আবু বকর)	(নূরুল ইসলাম)
১	১	২	বঞ্চিত

৯৬

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত অংশদারগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

আবদুল্লাহ	সালেহা	আঃ করিম	কুলসুম	যয়নব	আলেয়া	ফাতেমা	আবু বকর
২৪	২৪	১২	১৬	১৬	১	১	২

মোট = ৯৬

اَلسُّؤَالُ (٤) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ بِنْتٍ وَأُمٍّ وَ اِبْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَاَخٍ وَاُخْتٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ কোনো ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক কন্যা এবং মাতা-পিতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী তার এক কন্যা, মাতা ও দু' পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী, এক ভাই ও এক বোন রেখে মারা গেল। এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসাআলা- ২৪, তাসহীহ-(২৪×২) = ৪৮

মৃত আ: গফুর

স্ত্রী	কন্যা	পিতা	মাতা
(রহিমা)	(আয়েশা)	(আঃ করিম)	(সালেহা)
৩	১২	(৪+১) = ৫	৪
(মৃত)	২৪	১০	৮
	(মৃত)		

মাসআলা- ৬ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) প্রাপ্ত অংশ- ৩

মৃত রহিমা

কন্যা	মাতা	পুত্র	পুত্র
(নাসরীন)	(আসমা)	(আঃ কাদের)	(মোঃ জাকির)
১	১	২	২

মাসআলা-২, তাসহীহ-(২×৩) = ৬ (تَدَاخُلْ) প্রাপ্ত অংশ- ২৪ وَفْق (উফুক-৪)

মৃত আয়েশা

স্বামী	ভাই		বোন
(আঃ কুদ্দুস)	(আঃ শহীদ)		(রাবিয়া)
১		$\frac{১}{৩}$	
৩	১		২
১২	৪		৮

৪৮

জীবিত অংশীদারগণ এবং তাদের প্রাপ্ত অংশ

আঃ করিম	সালেহা	নাসরীন	আসমা	আঃ কাদের	মোঃ জাকির	আঃ কুদ্দুস	আঃ শহীদ	রাবিয়া
১০	৮	১	১	২	২	১২	৪	৮

মোট = ৪৮

اَلسُّؤَالُ (٥) : مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاَخٍ لِاَبٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَاُخْتٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْاُخْتُ عَنْ بِنْتَيْنِ وَابْنٍ وَعَمٍّ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কোনো মহিলা তার স্বামী, এক কন্যা ও এক বৈপিত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যাটি স্বামী, দু' মেয়ে ও এক বোন রেখে মারা গেল। তৎপর বোনটি তার দু' কন্যা, এক পুত্র ও এক চাচা রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা–রদ্দ ৪ তাসহীহ–(৪×৪) = ১৬, প্রথম মুনাসাখা–(১৬×৪) = ৬৪ দ্বিতীয় মুনাসাখা–(৬৪×৪) = ২৫৬

মৃত যয়নব

স্বামী (সেলিম)	কন্যা (রোকেয়া)		বৈপিত্রেয় ভাই (হানীফ)
১		৩/১২	
৪	৩		১
১৬	৯		৩
৬৪	(মৃত)		১২
			৪৮

মাসআলা– ১২ (সম্পর্ক تَوَافُقْ بِالثُّلُثِ) مَافِي الْيَدِ – ৯

মৃত রোকেয়া

স্বামী (কলিম)	কন্যা (নাঈমা)	কন্যা (সায়েমা)	বোন (ফরিদা)
৩	৪	৪	১
৯	১২	১২	৩
৩৬	৪৮	৪৮	(মৃত)

মাসআলা– ৪ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) প্রাপ্ত অংশ–৩

মৃত ফরিদা

কন্যা (আসিয়া)	কন্যা (রাযিয়া)	পুত্র (মাসুম)	চাচা (মাহমূদ)
১	১	২	(বঞ্চিত)
৩	৩	৬	

২৫৬

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

সেলিম,	হানীফ,	কলিম,	নাঈমা,	সায়েমা,	আসিয়া,	রাযিয়া,	মাসূম
৬৪	৪৮	৩৬	৪৮	৪৮	৩	৩	৬

সর্বমোট = ২৫৬

اَلسُّؤَالُ (٦) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ اَبٍ وَبِنْتٍ وَ زَوْجَةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجٍ وَاُمٍّ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَاَخٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ কোনো ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতা, কন্যা ও এক স্ত্রী রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রীলোকটি তার স্বামী, মা এবং এক পুত্র রেখে মারা গেল। তৎপর কন্যা তার স্বামী, দু'মেয়ে এবং এক ভাই রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা– ২৪, মুনাসাখা–(২৪×৪) = ৯৬

মৃতঃ নূরুল্লাহ

পিতা	কন্যা	স্ত্রী
(খায়রুল্লাহ)	(যয়নব)	(শাফিয়া)
৪+৫ = ৯	১২	৩
৩৬	৪৮	(মৃতা)
	(মৃতা)	

মাসআলা– ১২, (তাদাখুল সম্পর্ক) مَافِى الْيَدِ – ৩ وَفْقٌ (উফুক)–৪

মৃতাঃ শাফিয়া

স্বামী	মা	পুত্র
(নসরুল্লাহ)	(রাবিয়া)	(নাযিরুল্লাহ)
৩	২	৭

মাসআলা–১২ (তাদাখুল সম্পর্ক) مَافِى الْيَدِ – ৪৮ وَفْقٌ (উফুক)–৪

মৃতাঃ যয়নব

স্বামী	কন্যা	কন্যা	ভাই
(বশিরুল্লাহ)	(ফাতিমা)	(আরিফা)	(সেলিম)
৩	৪	৪	১
১২	১৬	১৬	৪

اَلْمَبْلَغُ ৯৬

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

খায়রুল্লাহ	নসরুল্লাহ	রাবিয়া	নাযিরুল্লাহ	বশিরুল্লাহ	ফাতিমা	আরিফা	সেলিম
৩৬	৩	২	৭	১২	১৬	১৬	৪

মোট = ৯৬

اَلسُّؤَالُ (٧) : مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ وَأَبٍ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ أُمٍّ وَبِنْتٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ وَبِنْتٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ কোনো মহিলা মৃত্যুকালে স্বামী, এক বোন ও পিতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্বামী তার মাতা, এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে মারা গেল। তৎপর কন্যা তার স্বামী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা– ২ প্রথম মুনাসাখা–(১৮×২) = ৩৬ দ্বিতীয় মুনাসাখা–(৩৬×৪) = ১৪৪

মৃতা রহিমা

স্বামী (আব্দুল্লাহ)	বোন (রিনা)	পিতা (আ: কারীম)
১ (মৃত)	বঞ্চিতা	১ / ১৮ / ৭২

মাসআলা– ৬, তাসহীহ–(৬×৩) = ১৮ (সম্পর্ক তাবায়ুন) মাফিল ইয়াদ– ১

মৃত আবদুল্লাহ

মাতা (আয়েশা)	কন্যা (সিমু)		পুত্র (রণি)
১ / ৩ / ১২	৫ (মৃতা)	৫ / ১৫	১০ / ৪০

মাসআলা– ৪ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) মা-ফিল ইয়াদ– ৫

মৃতা সিমু

স্বামী (জাবের)	কন্যা (রুমি)	পুত্র (অনি)
১ / ৫	১ / ৫	২ / ১০

اَلْمَبْلَغُ ১৪৪

জীবিত অংশীদারদের নাম ও প্রাপ্যাংশ

রিনা	করিম	আয়েশা	রণি	জাবের	রুমি	অনি
বঞ্চিতা	৭২	১২	৪০	৫	৫	১০

সর্বমোট = ১৪৪

اَلسُّؤَالُ (٨) : مَاتَتْ اِمْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُخْتٍ فَمَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاَبٍ وَاَخَوَيْنِ لِاُمٍّ ثُمَّ مَاتَتِ الْاُخْتُ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ وَبِنْتَيْنِ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ ؟

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ কোনো মহিলা মৃত্যুকালে স্বামী, কন্যা ও এক বোন রেখে মারা গেল। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রী, পিতা এবং দু' ভাই রেখে মারা গেল। অতঃপর বোন তার স্বামী, দু'মেয়ে এবং এক ছেলে রেখে মারা গেল। এ ক্ষেত্রে তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে ?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো—

মাসআলা- ৪, প্রথম মুনাসাখা-(৪×৪) = ১৬, দ্বিতীয় মুনাসাখা-(১৬×৪) = ৬৪

মৃতাঃ লতিফা

স্বামী	কন্যা	বোন
(রহিম)	(ফাহিমা)	(আরজু)
১	২ / ৮ / ৩২	১ / ৪ (মৃতা)
(মৃত)		

মাসআলা- ৪, (সম্পর্ক তাবায়ুন) مَافِى الْيَدِ - ١

মৃতঃ আঃ রহীম

স্ত্রী	পিতা	ভাই	ভাই
(রুকাইয়া)	(রুবেল)	(করিম)	(মালেক)
১ / ৪	৩ / ১২	বঞ্চিত	বঞ্চিত

মাসআলা- ৪ তাসহীহ-(৪×৪) = ১৬ (সম্পর্ক তাদাখুল) مَافِى الْيَدِ - ৪ (উফুক-৪)

মৃতাঃ আরজু

স্বামী	কন্যা	কন্যা		ছেলে
(আমান)	(ইয়াসমিন)	(জেসমিন)		(মুসলিম)
১ / ৪	৩	৩	৩ / ১২	৬

৬৪

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

ফাহিমা	রুকাইয়া	রুবেল	আমান	ইয়াসমিন	জেসমিন	মুসলিম
৩২	৪	১২	৪	৩	৩	৬

মোট = ৬৪

اَلسُّوَالُ (٩) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَاَبٍ وَاُمٍّ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَ الْاَبُ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَاُمٍّ وَاَخٍ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ.

প্রশ্ন ॥৯॥ এক ব্যক্তি স্ত্রী, পিতা-মাতা ও কন্যা রেখে মারা গেল। অতঃপর পিতা স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী, মা ও ভাই রেখে মারা গেল। কিভাবে এর তাসহীহ ও মুনাসাখা হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–২৪ মুনাসাখা (২৪×২৪) = ৫৭৬

মৃত খালেদ

স্ত্রী	পিতা	মাতা	কন্যা
(খালেদা)	(আ: হামিদ)	(হাসিনা)	(হালিমা)
৩	৪+১ = ৫	৪	১২
৭২	(মৃত)	৯৬	২৮৮
			(মৃত)

মাসআলা–৮ তাসহীহ (৮×৩) = ২৪ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে ৫

মৃত আ: হামিদ

স্ত্রী	কন্যা		পুত্র
(হামিদা)	(আয়েশা)		(আ: হাকিম)
১			
৩	৭	৭/২১	১৪
১৫	৩৫		৭০

মাসআলা–৬, উফুক ১ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ২৮৮, উফুক ৪৮

মৃতা হালিমা

স্বামী	মাতা	ভাই
(আ: হালিম)	(আমেনা)	(আ: রহিম)
৩	২	১ (আসাবা)
১৪৪	৯৬	৪৮

اَلْمَبْلَغُ ৫৭৬

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

খালেদা	হাসিনা	হামিদা	আয়েশা	আঃ হাকিম	আঃ হালিম	আমেনা	আঃ রহিম
৭২	৯৬	১৫	৩৫	৭০	১৪৪	৯৬	৪৮

সর্বমোট = ৫৭৬

اَلسُّوَالُ (١٠) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ اَبٍ وَبِنْتٍ وَزَوْجَةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجٍ وَاُمٍّ وَاُخْتٍ لِاَبٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَاَخٍ ـ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ এক ব্যক্তি তার পিতা, কন্যা এবং স্ত্রী রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী তার স্বামী, মাতা, বৈমাত্রেয়া বোন ও পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী দু'কন্যা এবং ভাই রেখে মারা গেল। এর তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–২৪ মুনাসাখা (২৪×৪) = ৯৬

মৃত আঃ গফুর

পিতা	কন্যা	স্ত্রী
(আ: সাত্তার)	(সাজেদা)	(আমেনা)
৪+৫ = ৯	১২	৩
৩৬	৪৮	(মৃতা)
	(মৃতা)	

মাসআলা–১২, উফুক–৪ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৩, উফুক ১

মৃতা স্ত্রী আমেনা

স্বামী	মাতা	বৈমাত্রেয়া বোন	পুত্র
(রফিক)	(আসমা)	(পপি)	(আলম)
৩	২	বঞ্চিতা	৭

মাসআলা–১২, উফুক–১ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৪৮, উফুক ৪

মৃতা কন্যা সাজেদা

স্বামী	কন্যা	কন্যা	ভাই
(বশির)	(রুমা)	(হাজেরা)	(আ: কাদির)
৩	৪	৪	১ (আসাবা)
১২	১৬	১৬	৪

৯৬

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

আঃ সত্তার	রফিক	আসমা	আলম	বশির	রুমা	হাজেরা	আঃ কাদির
৩৬	৩	২	৭	১২	১৬	১৬	৪

সর্বমোট = ৯৬

اَلسُّوَالُ (١١) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ اَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ بِنْتٍ وَاُمٍّ وَابْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَاَخٍ وَاُخْتٍ. فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ কোনো ব্যক্তি এক স্ত্রী এক কন্যা এবং মাতা-পিতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী এক কন্যা, মাতা ও দু'পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী, এক ভাই ও একবোন রেখে মারা গেল। এ মাসআলাল তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–২৪ মুনাসাখা–(২৪×২) = ৪৮

মৃত আ: করিম

স্ত্রী	কন্যা	মাতা	পিতা
(শাহিনা)	(রহিমা)	(সাবিনা)	(মুনির)
৩	১২	৪	৪+১ = ৫
(মৃতা)	২৪	৮	১০
	(মৃতা)		

মাসআলা– ৬, উফুক–২ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৩, উফুক ১

মৃতা শাহিনা

কন্যা	মাতা	পুত্র	পুত্র
(তানিয়া)	(জুলেখা)	(হাবিব)	(সেলিম)
১	১	২	২

মাসআলা–২, তাসহীহ (২×৩) = ৬, উফুক ১ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ২৪, উফুক ৪

মৃতা রহিমা

স্বামী	ভাই		বোন
(আ: রহিম)	(মিলন)		(হাবিবা)
১		১/৩	
৩	২		১
১২	৮		৪

৪৮

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

সাবিনা	মুনির	তানিয়া	জুলেখা	হাবিব	সেলিম	আঃ রহিম	মিলন	হাবিবা
৮	১০	১	১	২	২	১২	৮	৪

সর্বমোট = ৪৮

اَلسُّوَالُ (١٢) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ وَبِنْتٍ فَمَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَبِنْتٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُخْتٍ. فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, পিতা ও কন্যা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী স্বামী, বৈমাত্রেয় বোন এবং এক কন্যা রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী দু'কন্যা এবং একবোন রেখে মারা গেল। এই মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিরূপে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–২৪ মুনাসাখা (২৪×৪) = ৯৬

মৃত আতিক

স্ত্রী	পিতা	কন্যা
(সেলিনা)	(গিয়াস)	(আসমা)
৩	৪+৫ = ৯	১২
(মৃতা)	৩৬	৪৮
		(মৃত)

মাসআলা–৪ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে ৩

মৃতা সেলিনা

স্বামী	বৈমাত্রেয় বোন	কন্যা
(আলম)	(হালিমা)	(আয়েশা)
১	১ (আসাবা)	২
৩	৩	৬

মাসআলা– ১২. উফুক ১ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৪৮. উফুক ৪

মৃতা আসমা

স্বামী	কন্যা	কন্যা	বোন
(আনিস)	(মারুফা)	(মুনিরা)	(জহুরা)
৩	৪	৪	১ (আসাবা)
১২	১৬	১৬	৪

৯৬

اَلْمَبْلَغْ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

গিয়াস	আলম	হালিমা	আয়েশা	আনিস	মারুফা	মুনিরা	জহুরা
৩৬	৩	৩	৬	১২	১৬	১৬	৪

সর্বমোট = ৯৬

اَلسُّوَالُ (١٣) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ عَنْ زَوْجٍ وَبَاقِي الْوَرَثَةِ ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ عَنْ أُخْتٍ وَبَاقِي الْوَرَثَةِ. فَكَيْفَ التَّصْحِيحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কোনো ব্যক্তি স্ত্রী, মাতা, দুই সহোদরা বোন, এক বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। অতঃপর দুই সহোদরা বোনের একজন স্বামী ও অবশিষ্ট অংশীদার রেখে মারা গেল। তারপর মাতা বোন ও অন্যান্য অংশীদার রেখে মারা গেল। অতএব, এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো−

মাসআলা−১২, আওল−১৫, প্রথম মুনাসাখা−(১৫×২) = ৩০, দ্বিতীয় মুনাসাখা−(৩০×৩) = ৯০

মৃত শাহেদ

স্ত্রী (হাসিনা)	মাতা (আয়েশা)	সহোদরা বোন (আসমা)	সহোদরা বোন (মনোয়ারা)	বৈপিত্রেয় বোন (খাদিজা)
৩	২	৪	৪	২
৬	৪	(মৃতা)	৮	৪
১৮	(মৃতা)		২৪	১২

মাসআলা−৬, আওল−৮, উফুক−২ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে−৪, উফুক−১

মৃতা আসমা

স্বামী (রফিক)	মাতা (আয়েশা)	সহোদরা বোন (মনোয়ারা)	বৈপিত্রেয়া বোন (খাদিজা)
৩	১	৩	১
৯	(মৃতা)	৯	৩

মাসআলা−৩ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে (৪+১) = ৫

মৃতা আয়েশা

বোন (রাবেয়া)	কন্যা (মনোয়ারা)	কন্যা (খাদিজা)
১	১	১
৫	৫	৫

৯০

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

হাসিনা	মনোয়ারা	খাদিজা	রফিক	রাবেয়া
১৮	(২৪+৯+৫)= ৩৮	(১২+৩+৫)= ২০	৯	৫

সর্বমোট = ৯০

اَلسُّوَالُ (١٤) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ بِنْتٍ وَابْنَيْنِ وَأُمٍّ مَاتَتِ الْبِنْتُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ زَوْجٍ وَالْوَرَثَةِ بِحَالِهِمْ. فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ কোনো ব্যক্তি এক স্ত্রী, এক কন্যা, দু'পুত্র ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা বণ্টনের পূর্বে স্বামী এবং পূর্ববর্তী ওয়ারিশগণকে তাদের অবস্থায় রেখে মারা গেল। অতএব, এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–২৪ তাসহীহ (২৪×৫) = ১২০ মুনাসাখা (১২০×৬) = ৭২০

মৃত আঃ মজিদ

স্ত্রী	কন্যা	পুত্র	পুত্র	মাতা
(ফাহিমা)	(সখিনা)	(আসাদ)	(যায়েদ)	(আমিনা)
৩				৪
১৫	১৭	৩৪	৩৪	২০
৯০	(মৃতা)	২০৪	২০৪	১২০

(কন্যা ও পুত্রদ্বয়ের অংশ: ১৭/৮৫)

মাসআলা–৬ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে ১৭

মৃতা কন্যা সখিনা

স্বামী	ভাই	ভাই	দাদী
(আ: হক)	(আসাদ)	(যায়েদ)	(আমিনা)
৩	১	১	১
৫১	১৭	১৭	১৭

৭২০

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

ফাহিমা	আসাদ	যায়েদ	আঃ হক	আমিনা
৯০	(২০৪+১৭) = ২২১	(২০৪+১৭) = ২২১	৫১	(১২০+১৭) = ১৩৭

সর্বমোট = ৭২০

اَلسُّوَالُ (١٥) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ اِمْرَأَةٍ وَاُمٍّ وَاُخْتٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْاِمْرَأَةُ عَنْ زَوْجٍ وَاَبَوَيْنِ وَاَخٍ اُخْتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ الْاَبُ وَالْوَرَثَةُ بِحَالِهِمْ ـ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ কোনো ব্যক্তি, স্ত্রী, মাতা ও এক বোন রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী, স্বামী, পিতা-মাতা, একভাই ও দু'বোন রেখে মারা গেল। তারপর পিতা মারা গেল অথচ অংশীদারগণ তাদের অবস্থায় বিদ্যমান। অতএব, এ মাসআলার তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো-

মাসআলা-১২ আওল-১৩ প্রথম মুনাসাখা (১৩×২) = ২৬ দ্বিতীয় মুনাসাখা (২৬×১৬) = ৪১৬

মৃত আশিক

স্ত্রী	মাতা	বোন
(হাসিনা)	(খালেদা)	(ফাহিমা)
৩	৪	৬
(মৃতা)	৮	১২
	১২৮	১৯২

মাসআলা-৬, উফুক ২ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৩, উফুক ১

মৃতা স্ত্রী হাসিনা

স্বামী	পিতা	মাতা	ভাই	বোন	বোন
(আমিন)	(আঃ হান্নান)	(নাসিমা)	(আসাদ)	(সাহেরা)	(মাহবুবা)
৩	২	১	বঞ্চিত	বঞ্চিতা	বঞ্চিতা
৪৮	(মৃত)	১৬			

মাসআলা-৮ তাসহীহ (৮×৪) = ৩২, উফুক ১৬ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ২, উফুক ১

মৃত পিতা আঃ হান্নান

স্ত্রী	পুত্র		কন্যা	কন্যা
(নাসিমা)	(আসাদ)		(সাহেরা)	(মাহবুবা)
১		৭		
		২৮		
৪	১৪		৭	৭

৪১৬

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

খালেদা	ফাহিমা	আমিন	নাসিমা	আসাদ	সাহেরা	মাহবুবা
১২৮	১৯২	৪৮	(১৬+৪) = ২০	১৪	৭	৭

সর্বমোট = ৪১৬

اَلسُّوَالُ (١٦) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَابْنَيْنِ فَمَاتَتِ الزَّوْجَةُ عَنْ اَبَوَيْنِ وَبِنْتٍ وَابْنٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ زَوْجٍ وَابْنٍ وَاُخْتٍ. فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী, এক কন্যা ও দু'পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর স্ত্রী তার পিতা-মাতা, এক কন্যা ও এক পুত্র রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার স্বামী, এক পুত্র ও এক বোন রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় কিভাবে তাসহীহ ও মুনাসাখা হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো-

মাসআলা-৮ তাস: (৮×৫)= ৪০ ১ম মুনাসাখা (৪০×১৮)=৭২০ ২য় মুনাসাখা (৭২০×২) = ১৪৪০

মৃত আঃ হান্নান

স্ত্রী	কন্যা	ছেলে	ছেলে
(রহিমা)	(করিমা)	(শামীম)	(মামুন)
১			
৫	৭ (৭/৩৫)	১৪	১৪
(মৃতা)	১২৬	২৫২	২৫২
	(মৃতা)	৫০৪	৫০৪

মাসআলা-৬ তাসহীহ (৩×৬) = ১৮ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে ৫

মৃতা স্ত্রী রহিমা

পিতা	মাতা	কন্যা	ছেলে
(মহসিন)	(সুফিয়া)	(করিমা)	(শামীম)
১	১	(৪/১২)	
৩	৩	৪	৮
১৫	১৫	২০	৪০
৩০	৩০	(মৃতা)	৮০

মাসআলা-৪ উফুক ২ (সম্পর্ক تَوَافُقْ بِالنِّصْفِ) হাতে আছে (১২৬+২০) = ১৪৬ উফুক ৭৩

মৃতা কন্যা করিমা

স্বামী	ছেলে	বোন
(আসাদ)	(মাহমুদ)	(শাহিদা)
১	৩	(বঞ্চিতা)
৭৩	২১৯	

১৪৪০

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

শামীম	মামুন	মহসিন	সুফিয়া	আসাদ	মাহমুদ
(৫০৪+৮০) = ৫৮৪	৫০৪	৩০	৩০	৭৩	২১৯

সর্বমোট = ১৪৪০

اَلسُّوَالُ (١٧) : مَاتَ رَجُلٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَاُمٍّ وَاُخْتَيْنِ وَاُخْتٍ لِاُمٍّ ثُمَّ مَاتَتْ اِحْدَى الْاُخْتَيْنِ عَنْ زَوْجٍ وَبَاقِى الْوَرَثَةِ ثُمَّ مَاتَتِ الْاُمُّ عَنْ اُخْتٍ وَبَاقِى الْوَرَثَةِ فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ এক ব্যক্তি তার স্ত্রী, মাতা, দুই সহোদরা বোন ও এক বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মারা গেল। অতঃপর দুই সহোদরা বোনের একজন স্বামী এবং অবশিষ্ট অংশীদার রেখে মারা গেল। অতঃপর মাতা এক বোন এবং অবশিষ্ট অংশীদার রেখে মারা গেল। এমতাবস্থায় তাসহীহ এবং মুনাসাখা কিরূপে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা–১২, আওল–১৫, প্রথম মুনাসাখা (১৫×২) = ৩০, দ্বিতীয় মুনাসাখা (৩০×৩) = ৯০

মৃত ফারুক

স্ত্রী	মাতা	বোন	বোন	বৈপিত্রেয়ী বোন
(রুমা)	(ফাতেমা)	(আফিফা)	(যায়েদা)	(আফিয়া)
৩	২	৪	৪	২
৬	৪	৮	(মৃতা)	৪
১৮	(মৃতা)	২৪		১২

মাসআলা–৬, আওল-৮, উফুক ২ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৪, উফুক ১

মৃতা বোন যাহেদা

স্বামী	মাতা	বোন	বৈপিত্রেয়ী বোন
(ফাহিম)	(ফাতেমা)	(আফিফা)	(আফিয়া)
৩	১	৩	১
৯	(মৃতা)	৯	৩

মাসআলা–৩ (সম্পর্ক تَبَايُنْ) হাতে আছে ৫

মৃতা মাতা ফাতেমা

বোন	কন্যা	কন্যা
(মরিয়ম)	(আফিফা)	(আফিয়া)
১ (আসাবা)	১	১
৫	৫	৫

৯০

اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

রুমা	আফিফা	আফিয়া	ফাহিম	মরিয়ম
১৮	(২৪+৯+৫) = ৩৮	(১২+৩+৫) = ২০	৯	৫

সর্বমোট = ৯০

اَلسُّوَالُ (١٨) : مَاتَتْ اِمْرَاَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاَبٍ وَاُمٍّ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ اِبْنٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدَّةٍ . فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ একজন স্ত্রীলোক তার স্বামী, কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্বামী তার স্ত্রী, পিতা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তার এক ছেলে, দু'মেয়ে ও দাদী রেখে মারা গেল। তখন কিভাবে এর তাসহীহ ও মুনাসাখা হবে?

উত্তর ॥ মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা রদ্দ–৪, তাসহীহ (৪×৪) = ১৬, প্রথম মুনাসাখা (১৬×৩) = ৪৮, দ্বিতীয় মুনাসাখা (৪৮×৮) = ৩৮৪

মৃতা খালেদা

স্বামী (শফিক)	কন্যা (শাহিদা)		মাতা (মরিয়ম)
		৩/১২	১
১/৪	৩		৩
	৯		৯
(মৃত)	২৭ (মৃতা)		৭২

মাসআলা–১২, উফুক ৩ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৪, উফুক ১

মৃত স্বামী শফিক

স্ত্রী (শরিফা)	পিতা (আরিফ)	মাতা (রহিমা)
৩	৬	৩
২৪	৪৮	২৪

মাসআলা–৬, তাসহীহ (৬×৪) = ২৪, উফুক ৮ (সম্পর্ক تَوَافُقْ) হাতে আছে–২৭, উফুক ৯

মৃতা কন্যা শাহিদা

পুত্র (আমিন)		কন্যা (নাজমা)	কন্যা (আসমা)	নানী (মরিয়ম)
	৫/২০			১
১০		৫	৫	৪
৯০		৪৫	৪৫	৩৬

৩৮৪
اَلْمَبْلَغُ

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

মরিয়ম	শরিফা	আরিফ	রহিমা	আমিন	নাজমা	আসমা
(৭২+৩৬) ১০৮	২৪	৪৮	২৪	৯০	৪৫	৪৫

সর্বমোট = ৩৮৪

اَلسُّؤَالُ (١٩) : مَاتَتْ زَوْجَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتٍ وَاُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَةٍ وَاَبٍ وَاُمٍّ ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ ثَلٰثَةِ اَبْنَاءٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَاَخٍ . فَكَيْفَ التَّصْحِيْحُ وَالْمُنَاسَخَةُ؟

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ কোনো স্ত্রীলোক স্বামী, কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর স্বামী স্ত্রী পিতা ও মাতা রেখে মারা গেল। অতঃপর কন্যা তিন পুত্র, দুই কন্যা ও নানী রেখে মারা গেল। অতঃপর নানী, স্বামী, দুই কন্যা ও এক ভাই রেখে মারা গেল। অতএব এর তাসহীহ ও মুনাসাখা কিভাবে হবে?

উত্তর ॥ উল্লিখিত মাসআলাটির সমাধান নিম্নে প্রদত্ত হলো–

মাসআলা রদ্দ ৪, তাসহীহ (৪×৪)= ১৬, প্রথম মুনাসাখা (১৬×৩)= ৪৮, দ্বিতীয় মুনাসাখা (৪৮×১৬)= ৭৬৮

মৃতা খালেদা

স্বামী (হারুন)	কন্যা (হাজেরা)		মাতা (সালেহা)
		৩/১২	১
১/৪	৩/৯		৩/৯
(মৃত)	২৭ (মৃতা)		১৪৪ (মৃতা)

মাসআলা–১২, উফুক ৩ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে ৪, উফুক ১

মৃত স্বামী হারুন

স্ত্রী (মনোয়ারা)	পিতা (রাশেদ)	মাতা (যয়নব)
৩	৬	৩
৪৮	৯৬	৪৮

মাসআলা–৬, তাসহীহ (৬×৮) = ৪৮, উফুক ১৬ (সম্পর্ক تَوَافُقْ بِالثُّلُثِ) হাতে আছে ২৭, উফুক ৯

মৃতা কন্যা হাজেরা

পুত্র (শফিক)	পুত্র (আমিন)	পুত্র (মামুন)		কন্যা (আমেনা)	কন্যা (মরিয়ম)	নানী (সালেহা)
						১
১০	১০	১০	৫/৪০	৫	৫	৮
৯০	৯০	৯০		৪৫	৪৫	৭২ (মৃতা)

মাসআলা–১২, উফুক ১ (সম্পর্ক تَدَاخُلْ) হাতে আছে (১৪৪ + ৭২) = ২১৬, উফুক ১৮

মৃতা নানী সালেহা

স্বামী (আঃ জাব্বার)	কন্যা (আয়েশা)	কন্যা (কুলসুম)	ভাই (ফারুক)
৩	৪	৪	১ (আসাব)
৫৪	৭২	৭২	১৮

اَلْمَبْلَغُ ৭৬৮

জীবিত ওয়ারিশগণ ও তাদের প্রাপ্ত অংশ

মনোয়ারা	রাশেদ	যয়নব	শফিক	আমিন	মামুন	আমিনা	মরিয়ম	আঃ জব্বার	আয়েশা	কুলসুম	ফারুক
৪৮	৯৬	৪৮	৯০	৯০	৯০	৪৫	৪৫	৫৪	৭২	৭২	১৮

সর্বমোট = ৭৬৮

সমাপ্ত